ঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা গ্রন্থাবলি

ব্রহ্মসূত্র

শ্রীব ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা গ্রন্থাবলি

ব্রহ্মসূত্র

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ঃ
বিবেকানন্দ প্রেস, প্রাইভেট লিমিটেড
৯, শিবনারায়ণ দাশ লেন, কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশক ঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
কলিকাতা-২০

মূল্য পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

যাঁহার নিকট বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, প্রাচীন
ভারতের জ্ঞানধারা যাঁহার মধ্যে নির্মলভাবে উৎসারিত
হইয়াছিল, সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য যিনি বার্দ্ধক্যেও
যৌবনোচিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন,
সেই বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ
সাংখ্য বেদান্ততীর্থের নামে
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৬

গ্রন্থকার

এই গ্রন্থকারের প্রণীত পুস্তকাবলি ঃ

সুনীতি (উপন্যাস)

সুরেশের শিক্ষা (উপন্যাস) (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ভগবৎ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধাবলি)

ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ঐ

মেবার মহিমা (কাব্য)

ভ্রমণ কাহিনী

উপনিষদ ১ম খণ্ড (ঈশ, কেন, কঠ)

উপনিষদ ২য় খণ্ড (প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য)

উপনিষদ ৩য় খণ্ড (তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়)

ধর্ম ও সমাজ (প্রবন্ধাবলি)

হিন্দুধর্ম

"আলোক তীর্থের" সমালোচনা

উপক্রমণিকা

উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। হিন্দু ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই তিনটি গ্রন্থকে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই তিনটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যাতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা আচার্য্য বাদরায়ণ। পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবেরই একটি নাম বাদরায়ণ। উপনিষদের বাক্যাবলি বিচার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বসকল এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও মহাপুরুষগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের ভাষ্যই সমধিক বিখ্যাত। শঙ্করাচার্য্যের বিশাল গ্রন্থরাজির মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকেই অনেকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন। অতিশয় দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসকল এই গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার যুক্তির প্রণালীও অতিশয় আশ্চর্য্য। রামানুজের ভাষ্যও একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বিশেষতঃ উপনিষদের অনেকগুলি জটিল বাক্যের অর্থ ইহাতে অতিশয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইয়াছে। জীব এবং পরমাত্মার স্বরূপ রামানুজ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উপক্রমণিকা

আমি এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের ভাষ্যের সার ভাগ সংক্ষেপে সংকলন করিয়াছি। তাহার একটি কারণ ঐ দুইটি গ্রন্থই অতিশয় উৎকৃষ্ট। আর একটি কারণ এই যে যেখানে শঙ্করাচার্য্যের এবং রামানুজের মতের ঐক্য আছে সেখানে উপনিষদের মত প্রায় নিঃসংশয়ভাবে পাওয়া যায়। যেখানে তাঁহাদের মতের বিরোধ আছে সেখানে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মতের প্রভেদ দেখা যায়।

আমার মনে হয় ব্রহ্মসূত্র হইতে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সঠিক ধারণা করা যায়, অন্য কোনও একটি গ্রন্থ হইতে তাহা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ঐ সূত্র ও তাহাদের ভাষ্যসকল দুরূহ ও বিশাল। অনেকের পক্ষেই মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করা সম্ভব নহে। বঙ্গভাষায় ব্রহ্মসূত্রের দুইটি শ্রেষ্ঠ ভাষ্যের মর্ম্মপ্রচার হইলে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করা অনেকের সম্ভব হইবে এই আশায় আমি এই পুস্তক প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

আজকাল অনেক পাশ্চাত্যশিক্ষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইহা বড় আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন মনীষিগণ আজীবন সাধনা করিয়া উপনিষদের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন সে সকল বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু আধুনিক পণ্ডিতগণের আলোচনার মধ্যে অনেক সময় গুরুতর ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নে ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আচার্য্যদের মধ্যে মতভেদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। অন্য

কোনও বাহ্য উপাদান হইতে ঈশ্বর জগৎ রচনা করেন না। সৃষ্টির সময় ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, আবার প্রলয়ের সময় ঈশ্বরের মধ্যেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। জীব পাপ করিলে মৃত্যুর পর নরকে যায়, পুণ্য করিলে স্বর্গে যায়। কিন্তু এই স্বর্গ ও নরক চিরস্থায়ী নহে। পাপ ও পুণ্যের গুরুত্ব অনুসারে স্বর্গ ও নরক ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাপ ও পুণ্য ফুরাইলে স্বর্গ ও নরক বাস শেষ হয়। তখন জীব আবার পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী বা উদ্ভিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে দুঃখভোগ অনিবার্য্য। এজন্য পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করিতে না পারিলে দুঃখভোগ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে পুনর্জ্জন্ম নিবারণ হয় না। ব্রহ্ম কি বস্তু উপনিষদ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপনিষদের বাক্য আলোচনা করিলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ইহা সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে পুনর্জ্জন্ম নিবারণ হয় না, অতএব মোক্ষ হয় না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহাতে উৎপন্ন হয় তজ্জন্য নিরন্তর ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। বিভিন্ন বর্ণের জন্য যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে সেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

দেবযান ও ধূমযান নামক দুইটি পথ আছে। মৃত্যুর পর কতকগুলি জীব দেবযান পথে যায়, কতকগুলি জীব ধূমযান পথে যায়। যাহারা

শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানের সহিত ব্রহ্মকে উপাসনা করে তাহারা মৃত্যুর পরে দেবযান পথে গমন করে, ঐ পথে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর মোক্ষ হয়। ধূমযান পথে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। যেখানে স্বর্গসুখ ভোগের পর মেঘ ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। এবং শস্যের মধ্য দিয়া পুরুষের দেহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর গর্ভ হইতে পুনরায় জন্ম হয়। যাহারা যজ্ঞ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দান প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম করে কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনা করে না তাহারা ধূমযান পথে যায়। যাহারা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানও করে না, ব্রহ্মের উপাসনাও করে না, তাহারা যদি পাপী হয় তাহা হইলে নরকে যায়, নচেৎ মৃত্যুর পরই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করেন তাহার পর আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। প্রথমে এই পঞ্চভূত সূক্ষ্মরূপে সৃষ্টি হয়। এই সকল সূক্ষ্মভুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সূক্ষ্মভূত হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সৃষ্টি হয়। ইহারা অচেতন। আবার সূক্ষ্ম পঞ্চভূতগুলি পরস্পর মিলিত হইলে স্থূল পঞ্চভুতের সৃষ্টি হয়। স্থূল ভুতসকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমাদের স্থূল দেহ এবং জগতের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু স্থূল পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। প্রলয়ের ক্রম সৃষ্টির বিপরীত। স্থূল পঞ্চভুত এবং সূক্ষ্ম শরীর সকল সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয়, পৃথিবী জলে বিলীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ব্রহ্মে।

ঈশ্বর কাহাকেও সুখী করেন, কাহাকেও দুঃখী করেন। কিন্তু তাঁহার

কোনও পক্ষপাত নাই। যে ব্যক্তি পুণ্য করে সে সুখী হয়, যে পাপ করে সে দুঃখী হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে আমাদের জন্ম হয়। সৃষ্টির প্রথমে আমাদের যে জন্ম হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বের সৃষ্টিতে আমরা যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি সৃষ্টি ছিল। সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি।

মৃত্যুর সময় প্রথমে আমাদের বাক্ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে বিলীন হয়, মন প্রাণে বিলীন হয়, প্রাণ জীবাত্মায় বিলীন হয়, জীবাত্মা জীব দেহের উপাদানস্বরূপ সূক্ষ্ম ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমে অবস্থান করে, এই সকল সূক্ষ্ম ভূতের সহিত জীবাত্মা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। জীবন্ত অবস্থায় জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে, হৃদয় হইতে বহু-সংখ্যক নাড়ী নির্গত হইয়াছে। এই সকল নাড়ী সূক্ষ্ম, অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। একটি নাড়ী মস্তক দিয়া নির্গত হইয়া সূর্য্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। যে জীব ব্রহ্মলোকে গমন করে সে এই নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করে।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করেন। যে ব্যক্তি পুণ্যবান্ ঈশ্বর তাহাকে সৎকর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন; যে পাপী তাহাকে অসৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন। ঈশ্বর যদিও প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন তথাপি জীবের সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু জগতের দ্রব্য তিনি উপভোগ করেন না। তাঁহার এমন কোনও অভাব নাই যাহা পূরণ করিবার জন্য তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ সৃষ্টি করা কেবল মাত্র তাঁহার

লীলা। তাঁহার ইচ্ছা, তাই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ সৃষ্টি করিলে অথবা সংহার করিলে তাঁহার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জীবকে তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করান।

বেদ মানবের রচনা নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী। উপনিষদ বেদেরই অন্তর্গত। অলৌকিক বিষয়ে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বেদজ্ঞ ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রও প্রামাণিক। সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিক মতের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত বেদবিরোধী,—এবং সে জন্য অশ্রদ্ধেয়। এই সকল দর্শনের যে সকল মত বেদবিরোধী নহে, সে সকল মত গ্রহণযোগ্য। কেবল তর্কদ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত লাভ করা যায় না। কিন্তু বেদের অভিপ্রায় নির্ণয় করিবার জন্য তর্কের উপযোগিতা আছে।

উপরিলিখিত সিদ্ধান্তগুলি শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রধানতঃ এই বিষয়েই উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে এক বস্তু,—সে বস্তু নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা চৈতন্য মাত্র। রামানুজের মতে জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম যাবতীয় কল্যাণগুণের আধার এবং সকল দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, জীব অণু পরিমাণ, ব্রহ্ম অনন্ত; জীবের জ্ঞান কখনও সঙ্কুচিত হয়, কখনও প্রসারিত হয়; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে জীব সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের ধর্ম প্রাপ্ত হয়। শঙ্কর "তৎ ত্বম্ অসি" এই মহাবাক্যের অর্থ করিয়াছেন: জীব ও ব্রহ্ম এক। রামানুজ এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন: জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মে বিলীন হয়, জীবের মধ্যে যে অন্তর্যামী পুরুষ বিদ্যমান আছেন তিনি এবং ব্রহ্ম এক বস্তু

অতএব জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থটি পুর্ব্বে ধারাবাহিক রূপে "মাসিক বসুমতীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার

পদানুসারে ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাদ

শঙ্কর—স্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গক বাক্য বিচারঃ।

রামানুজ—বেদান্তবাক্যানাং পরব্রহ্মপ্রতিপাদনেপ্রাধান্যম্, শাস্ত্রাণাম্ এব প্রামাণ্যম্, নহি ব্রহ্ম অচেতনম্ বস্তু, নাপি জীবঃ। ব্রহ্মণো দিব্য রূপম্।

দ্বিতীয় পাদ

শঙ্কর—অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গকোপাস্যবাক্যজাতবিচারঃ

রামানুজ—অস্পষ্ট জীবাদি লিঙ্গকানি বাক্যানি

তৃতীয় পাদ

শঙ্কর—বিদ্যাসাধন নির্ণয়ঃ

রামানুজ—অস্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গক বাক্য জাত বিচারঃ

চতুর্থ পাদ

শঙ্কর—সন্দিগ্ধপদজাত বিচারঃ

রামানুজ—প্রধানকারণত্বপ্রতিপাদনচ্ছায়ানুসারিবাক্যজাত বিচারঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শঙ্কর—সাংখ্যযোগকানাদাভিঃ তত্তর্কৈশ্চ বিরোধপরিহারঃ

রামানুজ—সাংখ্যাদি মতোৎপন্নাপত্তি পরিহারঃ

দ্বিতীয় পাদ

শঙ্কর—সাংখ্যাদিমতদূষণং

রামানুজ— ঐ

তৃতীয় পাদ

শঙ্কর—পঞ্চমহাভূতজীবশ্রুতীণাং বিরোধ পরিহারঃ

রামানুজ—ব্রহ্মণঃ চিদচিদ্বস্তুনাম্ উৎপত্তিঃ

চতুর্থ পাদ

শঙ্কর—লিঙ্গশরীরশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারঃ

রামানুজ—জীবস্য উপকরণ ভূতেন্দ্রিয়াদীনাম্ উৎপত্তি প্রকরণং

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শঙ্কর—জীবস্য পরলোক গমনাগমন বৈরাগ্য নিরূপণম্

রামানুজ—জীবস্য পরলোক গমনাগমনে দুঃখং—জাগ্রতাবস্থায়াং চ দুঃখম্।

দ্বিতীয় পাদ

শঙ্কর—তত্ত্বং পদার্থ নিরূপণং

রামানুজ—স্বপ্ন সুষুপ্তি মূর্চ্ছাবস্থাসু দোষাঃ

তৃতীয় পাদ

শঙ্কর—সগুণবিদ্যাসু গুণানাম্ নির্গুণে ব্রহ্মণি অপুনরুক্তদোষাণাম্ উপসংহারনিরূপণম্

রামানুজ—বিভিন্নোপাসনা বিষয়কঃ বিচারঃ বিদ্যানামৈকত্ব নিরূপণম্

চতুর্থ পাদ

শঙ্কর—ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে বাহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ সাধনম্

রামানুজ—কুতঃ বিদ্যায়া এব মোক্ষঃ? উত বিদ্যাযুক্ত কর্ম্মণঃ মোক্ষঃ? সিদ্ধান্ত,-বিদ্যায়া এব মোক্ষঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদ

শঙ্কর—জীবন্মুক্তি নিরূপণম্

রামানুজ—বিদ্যাস্বরূপ বিশোধনপূর্ব্বকম্ বিদ্যাফল নিরূপণম্

দ্বিতীয় পাদ

শঙ্কর—প্রাণাদীনাম্‌উৎক্রান্তি নিরূপণম্‌

রামানুজ—বিদ্যাযুক্তস্য গতিপ্রকারে প্রথমাবস্থা—দেহত্যাগঃ

তৃতীয় পাদ

শঙ্কর—সগুন ব্রহ্মবিদঃ উত্তরমার্গনিরূপণম্‌

রামানুজ—দেহত্যাগানন্তরম্‌ বিদ্যাযুক্তস্য গতিঃ দেবযানপন্থাঃ

চতুর্থ পাদ

শঙ্কর—নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা বিদেহমুক্তিঃ সগুণব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোকস্থিতিঃ

রামানুজ—মুক্তানাম্‌ ঐশ্বর্য্য প্রকারঃ

বেদান্ত দর্শনের সূত্রসমূহের অকারাদিক্রমে সূচী।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রদত্ত হইল।

(আ)

(ঊ)

(এ)

(৯)

(প)

(ম)

(শ)

—০—

প্রথম পাদ

বেদই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাণ। বেদের সার ভাগ বেদান্ত বা উপনিষদ। উপনিষদের বাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া ব্রহ্ম-সূত্র রচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহা লাভ করিবার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রগুলি রচনা করিয়াছেন বেদের বিভাগকর্ত্তা, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের প্রণেতা, একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির শিরোমণি মহর্ষি বেদব্যাস। সুতরাং আখ্যানবস্তুর গৌরবে এবং রচনাকর্ত্তার মহত্ত্বে ব্রহ্ম-সূত্র হিন্দুর এক অমূল্য সম্পদ।

ব্রহ্ম-সূত্রের অনেকগুলি ভাষ্য আছে। রুচি এবং যোগ্যতা-ভেদে বিভিন্ন সাধনা-প্রণালী বিভিন্ন সাধকের পক্ষে উপযোগী। এই কারণে বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্যগণ নিজ সম্প্রদায়ের মত অনুসারে ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ভাষ্য দুইটি ;—শঙ্করাচার্য্যের এবং রামানুজাচার্য্যের। শঙ্করের ভাষ্য অদ্বৈতমতাবলম্বী ; রামানুজের ভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতমতাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য জ্ঞানপ্রধান ; রামানুজের ভাষ্য ভক্তিপ্রধান।

বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত আচার্য্যদ্বয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া আমরা সংক্ষেপে ব্রহ্ম-সূত্রগুলির মর্ম্ম আলোচনা করিব।

প্রসঙ্গক্রমে অদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের পার্থক্যও আলোচনা করা হইবে। প্রত্যেক সূত্রে প্রথমে শঙ্করের মত অনুসারে ব্যাখ্যা করা হইবে। পরে রামানুজের মত প্রদর্শন করা হইবে।

ব্রহ্মসূত্রের সংখ্যা কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৫৫০। সূত্রগুলি চার অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতি অধ্যায়ে চার পাদ। শঙ্কর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের নাম দিয়াছেন,—"স্পষ্ট-ব্রহ্ম-লিঙ্গক-বাক্য-জাত-বিচার." অর্থাৎ উপনিষদের যে বাক্যগুলিতে ব্রহ্মের লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়, এই পাদে সেই বাক্যগুলি বিচার করা হইয়াছে। এই পাদের প্রথম সূত্র হইতেছে—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (১।১।১)

(অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)। "অথ" অর্থাৎ অনন্তর। কিসের অনন্তর? এ বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন যে, এখানে "অথ" শব্দের অর্থ নিম্নলিখিত চার প্রকার সাধনা-সম্পত্তির অনন্তর ;—

(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক—ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু; ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সকল বস্তুই অনিত্য ;—এই ভাবে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য জ্ঞান।

(২) ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ—"ইহ" অর্থাৎ ইহলোক এবং "অমুত্র" অর্থাৎ পরলোকে সকল প্রকার বিষয়সুখ ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ।

(৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা,—এই কয়টী জ্ঞানলাভের উপায় অর্জ্জন। শম—অর্থাৎ সংসার হইতে মনকে নিবৃত্ত রাখা। দম—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম; উপরতি অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি

সকল প্রকার কর্ম্মত্যাগ (সন্ন্যাসগ্রহণ)। তিতিক্ষা—শীতগ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সহ্য করিবার ক্ষমতা। সমাধান অর্থাৎ সকল প্রকার বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ করিয়া মনকে দীর্ঘকাল স্থির করিয়া রাখা (সমাধি)। শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শাস্ত্রবিশ্বাস।

(৪) মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষলাভ করিবার আকাংক্ষা।

শঙ্কর বলেন, যাহারা এই সকল জ্ঞানলাভের উপায় অধিগত হইয়াছে, তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

রামানুজ বলেন, তাহা নহে,—"অথ" শব্দের অর্থ বেদপাঠ এবং পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন* আলোচনার অনন্তর। অষ্টম বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন হইবে, তখন সে আচার্য্যের নিকট বেদপাঠ করিবে, তাহার পর বেদের কর্ম্মবিধিমূলক বাক্যগুলি বিচার করা হইবে। কিন্তু সে উপনিষদ বা বেদান্তে পড়িয়াছে যে, কর্ম্মফল স্বর্গাদিভোগ চিরস্থায়ী নহে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অবিনাশী, তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আকাংক্ষা ("ব্রহ্মজিজ্ঞাসা") হইবে, এবং সে ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসাদর্শন আলোচনা করিবে। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন, ইহা ব্রহ্মসূত্রেই পরে বলা হইয়াছে ("সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পাদ, ২৬ সূত্র)

এই প্রসঙ্গে রামানুজ বেদান্তদর্শনের কয়েকটি মূল তত্ত্বের সবিস্তারে

---

* "মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। কি ভাবে বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং কিভাবে বেদের আপাত-বিরোধী বাক্য সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হয় তাহা এই দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।"

আলোচনা করিয়াছেন এবং অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতমত স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। রামানুজের মতে ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের অর্থ ব্রহ্মের উপাসনা। শ্রুতিতে আছে—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" † এখানে "বিজ্ঞায়" শব্দের অর্থ (ব্রহ্মবিষয়ে) বাক্যার্থজ্ঞান লাভ করিয়া, "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ উপাসনা করিবে। শ্রুতিতে ইহাও আছে "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"*—ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষদের বাক্য সকল শ্রবণ করা উচিত, মনে মনে চিন্তা করা উচিত, এবং ধ্যান করা উচিত। রামানুজের মতে এই ধ্যান এবং উপাসনা একই বস্তু। ইহাকে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধ্রুব স্মৃতি অর্থাৎ স্থির হইয়া বসিয়া নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা করা, অপর চিন্তা আসিয়া যেন সে চিন্তার স্রোতে বাধা না দেয়। এই ধ্রুব স্মৃতি এবং দর্শন একই বস্তু। ইহাকেই ভক্তি বলা হয়। ইহা লাভ করিবার উপায় যজ্ঞাদিকর্ম্ম। অতএব জ্ঞানের জন্য কর্ম্ম প্রয়োজনীয়। আমাদের পূর্ব্বকৃত পাপই জ্ঞানলাভের প্রধান অন্তরায়। সৎকর্ম্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। শ্রুতিতে আছে, "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি"। এই ভাবে ব্রহ্মমীমাংসার পূর্ব্বে কর্ম্মমীমাংসা প্রয়োজন।

অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু; অর্থাৎ ব্রহ্মের কোন গুণ নাই—যাহার দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা যায়। রামানুজ বলেন, নির্বিশেষ বস্তু কোনও রূপ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না; সকল প্রকার প্রমাণ সবিশেষ বস্তুকেই প্রতিপাদন করে; অনুভবও

† বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১

* বৃহদারণ্যক ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬

সবিশেষ বস্তুরই হইয়া থাকে, নির্বিশেষ বস্তুর কখনও অনুভব হয় না। অদ্বৈতমতে গুণ ও গুণী (গুণী অর্থাৎ যে বস্তুর গুণ আছে) উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, আবার অভেদও আছে। ভেদ আছে এজন্য যে, গুণের প্রতীতি হইলেও গুণীর প্রতীতি হয় না। অভেদ এজন্য যে গুণী ব্যতীত গুণ অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু রামানুজ বলেন, গুণ ও গুণী ভিন্ন, উহাদের অভেদকল্পনা ভুল। অদ্বৈতমতে আত্মা জ্ঞাতা নহেন; আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। রামানুজ বলেন, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বটেন, জ্ঞাতাও বটেন; সুষুপ্তির সময় এবং মোক্ষলাভের পরও অহংজ্ঞান থাকে; মোক্ষদশাতে অহংজ্ঞান না থাকিলে মোক্ষদশাতে আত্মনাশ হইত, সেরূপ মোক্ষ কেহ চাহিত না। অদ্বৈতমতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ; রামানুজ বলেন যে, চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম,—যেমন প্রভা প্রদীপের ধর্ম্ম। উপনিষদে আছে—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।"* অদ্বৈতবাদ অনুসারে সত্য, জ্ঞান এবং আনন্ত্য ব্রহ্মের গুণ নহে, ব্রহ্মের স্বরূপ। কিন্তু রামানুজ বলেন, সত্য, জ্ঞান এবং আনন্ত্য ব্রহ্মের গুণ। রামানুজের মত অনুসারে উপনিষদের বাক্য-সকল নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না; সবিশেষ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। উপনিষদে অবশ্য দুই প্রকার বাক্যই পাওয়া যায়। কতকগুলি বাক্যে ব্রহ্মকে সগুণ বলা হইয়াছে এবং কতকগুলি বাক্যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। শঙ্কর এই দুই প্রকার বাক্যের এই ভাবে সামঞ্জস্য করিয়াছেন;—যে বাক্যগুলিতে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, সেই বাক্যগুলিতেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে; যে

---

* তৈত্তিরীয় ২।১।১

বাক্যগুলিতে ব্রহ্মকে সগুণ বলা হইয়াছে, সে বাক্যগুলি ব্রহ্মের স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, মায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের যে বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, সেই বিশেষ অভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। এই মায়া-আশ্রিত ব্রহ্মের নাম শঙ্কর দিয়াছেন "ঈশ্বর"। শঙ্করের মতে ঈশ্বর চরম তত্ত্ব নহেন, নিত্য বস্তুও নহেন। কারণ, ব্রহ্ম যখন মায়াকে ত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন "ঈশ্বর" থাকেন না, কেবল "ব্রহ্মই" থাকেন। রামানুজ বলেন, উপনিষদের যে বাক্যগুলি ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, সেগুলি ব্রহ্মের স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; যে বাক্যগুলি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম সকল প্রকার প্রাকৃত বা হেয় গুণ হইতে মুক্ত। রামানুজ বলেন যে, সগুণ ও নির্গুণবাচক শ্রুতিবাক্যগুলির কিরূপে সামঞ্জস্য করিতে হইবে, নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে;—

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।" ছাঃ উঃ ৮।৭।১

"এই আত্মার পাপ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, ভোজনের ইচ্ছা নাই। ইনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প।"

এখানে ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণগুলি নিরস্ত করিয়া কল্যাণগুণগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। রামানুজের মতে ব্রহ্ম অনন্তকল্যাণগুণসংযুত এবং নিরস্তনিখিলদোষ। ব্রহ্ম জ্ঞাতা হইয়াও জ্ঞানস্বরূপ; আনন্দী হইয়াও আনন্দস্বরূপ।

---

* ছান্দোগ্য ৮।১।৫

অদ্বৈতবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা; আমাদের মনে হয়, জগতে বিভিন্ন বস্তু রহিয়াছে—তাহা আমাদের ভ্রম; বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই। রামানুজ বলেন, জগতে বিভিন্ন বস্তু আছে, উহা আমাদের ভ্রম নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতেই এই সব বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, আবার প্রলয়ের সময় এ সকলই ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবে; জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয় বলিয়া উপনিষদে কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই; উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে, আমাদের জগৎ-বিষয়ক অনুভূতি ভ্রমমাত্র। জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি; জগৎ মিথ্যা নহে; জগৎ ভ্রম নহে; জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করা ভ্রম।

রামানুজ বলেন, সকল আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ, কিন্তু পরস্পর ভিন্ন; জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক নহেন; যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত এক হন না, ব্রহ্মের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন, এই মাত্র; ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য লাভ করেন বলিয়া শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি" †। শঙ্কর বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, যাহারা মুক্তিলাভ করে, তাহারা ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়া বা অবিদ্যা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; এই মায়াকে সৎও বলা যায় না (কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র সংবস্তু); আবার অসৎও বলা যায় না (কারণ, ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীকও নহে); এই মায়া ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে এবং জগৎভ্রম উৎপাদন করে। কিন্তু রামানুজ বলেন যে, এরূপ মায়া

† মুণ্ডক উঃ ৩।২।৯

বা অবিদ্যার কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ মায়া কাহাকে আশ্রয় করিবে? জীবকে আশ্রয় করিতে পারে না, কারণ, জীব মায়ার সৃষ্টি; ব্রহ্মকেও আশ্রয় করিতে পারে না, কারণ, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অধিকন্তু যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, এরূপ বস্তু হইতেই পারে না। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপনিষদে আছে—"তৎ ত্বমসি" *। এখানে "তৎ" = ব্রহ্ম। "ত্বম্" = জীব। অদ্বৈতবাদ অনুসারে এই শ্রুতিবাক্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্থাপন করিতেছে। কিন্তু রামানুজ বলেন যে, এখানে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্থাপন করা হয় নাই, জীবকে ব্রহ্মের শরীর বলা হইয়াছে। "আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" এই ব্রহ্মসূত্রে (৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩য় সূত্র) ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে।

রামানুজের মতে অচিৎ (জড়) বস্তু হইতেছে ভোগ্য; চিৎবস্তু (জীব) হইতেছে ভোক্তা, এবং ব্রহ্ম হইতেছেন ঈশ্বর বা ঈশিতা অর্থাৎ নিয়ামক। চিৎ ও অচিৎবস্তু হইতেছে ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম উহাদের আত্মা। অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়, ইহা রামানুজও স্বীকার করেন। কিন্তু শঙ্করের সহিত রামানুজের এই বিষয়ে মতভেদ যে, শঙ্কর বলেন যে, অবিদ্যা মিথ্যা, ব্রহ্ম এবং আত্মা এক, এই জ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। রামানুজ বলেন যে, অবিদ্যা মিথ্যা নহে, ইহা আমাদের ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে কৃত কর্ম্মের ফল, অবিদ্যার জন্য আমাদের সুখ দুঃখ অনুভব

---

* ছান্দোগ্য ৬।৯।৪

হয়, অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপায় ব্রহ্মের কৃপা, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি কৃপা করেন।

শঙ্করমতে (১) উপায়—ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, (২) উপেয়* নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম এবং (৩) নিবর্ত্ত্য†—অজ্ঞান। রামানুজ বলেন, (১) উপায়—ভক্তি, (২) উপেয়—সগুণ পরম পুরুষ এবং (৩) নিবর্ত্ত্য—অনাদিকালসঞ্চিত পাপরাশি।

জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২)

'জন্মাদি অস্য যতঃ।" অস্য (এই জগতের), জন্মাদি (জন্ম স্থিতি ও লয়), যতঃ (যাঁহা হইতে)।

পূর্ব্বের সূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা এই সূত্রে বলা হইয়াছে। যাঁহা হইতে এই বিচিত্র বিশাল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই জগৎ যাঁহার মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রলয়ের সময় এই জগৎ যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম" (তৈঃ উঃ ৩/১)—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা প্রাণিসকল জীবিত থাকে, মৃত্যুর সময় প্রাণিসকল যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

এই সূত্রের উদ্দেশ্য এইরূপ নহে যে, কোনও প্রকার যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যই

* যে বস্তুকে লাভ করিবার জন্য যত্ন করা হয়, তাহাই উপেয়।
† ইষ্ট বস্তু লাভের জন্য যাহা অপসারিত করা প্রয়োজন, তাহাই নিবর্ত্ত্য।

প্রমাণ। অনুভবও প্রমাণ,—শ্রুতিতে যেরূপ সাধনা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ সাধনা করিলে ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়,—তখন দেখা যায় যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে প্রকার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্ম যথার্থ ই সেইরূপ। এজন্য শ্রুতি ও অনুভব উভয়েই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ। যুক্তি বা অনুমান ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ নহে। তথাপি বিচার করিবার সময় শ্রুতির অনুকূল যুক্তি অবতারণা করা প্রয়োজন হয়। শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য কি, ইহা স্থির করিবার জন্য যুক্তি ও বিচার প্রয়োজন। কিন্তু শ্রুতিবাক্য সত্য অথবা মিথ্যা এরূপ বিচার করা যাইতে পারে না।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম সবিশেষ। কারণ, ব্রহ্মের যেরূপ লক্ষণ দেওয়া হইল, তাহা সবিশেষ বস্তুর লক্ষণ।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (১।১।৩)

"ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এই হেতু।"

'শাস্ত্রযোনি' শব্দ শঙ্কর দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাস্ত্রের যোনি (কারণ) শাস্ত্র-যোনি। ব্রহ্ম সকল শাস্ত্রের কারণ বা উৎপত্তিস্থল। শাস্ত্র হইতেছে সকল জ্ঞানের আকর। ব্রহ্ম যখন শাস্ত্রের কারণ, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হওয়া সঙ্গত।

অথবা, শাস্ত্রযোনি শব্দের অন্যরূপ অর্থ করা যায়। শাস্ত্র (বেদ প্রভৃতি) যোনি (স্বরূপ জ্ঞানের কারণ) যাঁহার,—তিনি শাস্ত্রযোনি। ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। ব্রহ্ম যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

রামানুজ এই দ্বিতীয় অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন শাস্ত্র ভিন্ন অন্য উপায়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,—ইন্দ্রিয়-জ এবং যোগ-জ। ইন্দ্রিয়ও আবার দুই প্রকার,—বাহ্য ও আন্তর। ব্রহ্ম বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন। ব্রহ্ম আন্তর ইন্দ্রিয়ের গোচরও নহেন। কারণ, আন্তর সুখ-দুঃখই আন্তর ইন্দ্রিয়ের গোচর। কোনও বাহ্য বস্তু আন্তর ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না।

[রামানুজের এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ব্রহ্ম আন্তর বস্তু। চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজই বলিয়াছেন যে, নির্ম্মল মনে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মায়। দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শ্রুতিবিহিত সাধনা দ্বারা ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়, অর্থাৎ তিনি আন্তর ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়েন]।

রামানুজ বলিয়াছেন, যোগের দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না। কারণ; পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মৃতিই যোগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যোগের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না।

[কিন্তু যোগদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, যোগের দ্বারা ভবিষ্যৎ দর্শন করা যায়। সুতরাং রামানুজের এ উক্তিটিও নিঃসংশয় সত্য বলা যায় না]।

অতঃপর রামানুজ বলিয়াছেন যে, অনুমানের দ্বারাও ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না। কারণ, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়। তাঁহার কোনও চিহ্নই প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। ব্রহ্মের কোনও চিহ্ন প্রত্যক্ষ না হইলে তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে অনুমান হইতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে রামানুজ কয়েকটি সাধারণ যুক্তি-বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অনুমানের দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে:—ঘট, পট (বস্ত্র) প্রভৃতি সকল বস্তুর এক একজন কর্ত্তা থাকে দেখা যায়; অতএব জগতের এক জন কর্ত্তা আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, জগতের বিবিধ বস্তু হইতে সেইরূপ ফল ভোগ করে, অতএব বিভিন্ন জীবের কর্ম্ম অনুসারে জগতের বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় সুতরাং জীব-সকলই জগতের কর্ত্তা, ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলা যায় না। অথবা ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা তাঁহাদের অসাধারণ ঐশ্বর্য্য এবং শক্তিবলে বিভিন্ন সময়ে জগতের বিবিধ দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এক ঈশ্বর যে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ঈশ্বর কিরূপে কর্ত্তা হইবেন, তাঁহার ত শরীর নাই? শরীর না থাকিলে কেহ কোনও বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না। সকল অচেতন বস্তুর চেতন অধিষ্ঠাতা থাকে না; রথ শিলা প্রভৃতির চেতন অধিষ্ঠাতা নাই, অতএব অচেতন জগতের চেতন অধিষ্ঠাতা আছে, তাহা কিরূপে বলিবে?

তৎ তু সমন্বয়াৎ (১।১।৪)

তৎ—ব্রহ্ম যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হন। তু=কিন্তু। সমন্বয়াৎ= সকল উপনিষদের বাক্যগুলি তাৎপর্য্য দ্বারা ব্রহ্মতেই সম্যক্ অন্বিত (সমন্বয়=সম্যক্ অন্বয়) বা অনুগত হইয়াছেন,—ইহা হইতে জানা যায়।

এরূপ মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম বেদের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না, কারণ, বেদের সর্ব্বত্র কর্ম্মের কথাই আছে,—কিরূপে যজ্ঞ করিতে

হয়, তাহায় বিস্তারিত বিবরণই সাধারণতঃ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়; ব্রহ্ম কি বস্তু, ইহা জ্ঞানের কথা, কর্ম্মের কথা নহে; সুতরাং ব্রহ্ম কি বস্তু, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া বেদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহা যথার্থ কথা নহে। কারণ, সকল উপনিষদের বাক্যগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করাই ইহাদের তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক, ঐতরেয় প্রভৃতি বিবিধ উপনিষদ হইতে বহু বাক্য তুলিয়া শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম সর্ব্বত্র প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

এরূপ বলা যায় না যে, এই সকল বাক্যে যজ্ঞকর্ত্তার স্বরূপ কি তাহাই দেখান হইয়াছে, অতএব এ সকল বাক্য যজ্ঞেরই অঙ্গ। উপনিষদে আছে—"তৎ কেন কং পশ্যেৎ," কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে,—যখন নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মময় বোধ হইবে, যখন আত্মা ভিন্ন কিছুই অনুভব হইবে না, তখন কাহার দ্বারা কাহাকেও দেখা যায় না; দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ প্রভৃতি সকল ব্যবহারের লোপ হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল যজ্ঞের পদ্ধতি প্রদর্শন করাই বেদের উদ্দেশ্য নহে, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়াও বেদের উদ্দেশ্য। ইহা বলা যায় না যে, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া নিরর্থক অর্থাৎ তাহাতে পুরুষের কোনও লাভ নাই; যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়, সুতরাং যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন আছে; ব্রহ্মকে জানিয়া লাভ কি? লাভ এই যে, ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সকল দুঃখ চিরকালের জন্য দূর হয়, এবং অনন্ত-কাল ধরিয়া অসীম আনন্দ পাওয়া যায়। অতএব কি করিয়া যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা জানা অপেক্ষা ব্রহ্মকে জানা পুরুষের অধিক প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতেছে, ইহা সত্য, কিন্তু উপাসনারূপ কর্ম্মের অঙ্গ, এই ভাবেই ব্রহ্মের কথা আছে : অর্থাৎ বেদের ইহা বলা উদ্দেশ্য, যে ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, সে ব্রহ্মের স্বরূপ এবম্প্রকার ; অতএব উপনিষদের যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, সে সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করবে, করিলে মোক্ষ হইবে ; উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে দেখিবে, ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে। কিন্তু শঙ্কর এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কর্ম্মমাত্রই ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ; ধর্ম্মের ফল সুখ, অধর্ম্মের ফল দুঃখ ; কিন্তু মোক্ষ সুখ-দুঃখের অতীত, কারণ, উপনিষদে আছে—"অশরীরং বা ব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ", (ছাঃ উঃ ৮।১২।১) যিনি অশরীরী (অর্থাৎ যাঁহার দেহাত্মবোধ দূর হইয়াছে—যিনি মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন) তাঁহাকে প্রিয় বা অপ্রিয়বোধ স্পর্শ করিতে পারে না, —অর্থাৎ তিনি সুখ-দুঃখের অতীত হন। কর্ম্মমাত্রের ফল সুখ বা দুঃখ,মোক্ষ যখন সুখ-দুঃখের অতীত, তখন বুঝিতে হইবে যে, মোক্ষ কোনও কর্ম্মের ফল নহে ; অধিকন্তু মোক্ষ যদি কর্ম্মের ফল হইত, তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইত,—কারণ, সকল কর্ম্মের ফলই অনিত্য—মোক্ষ চিরস্থায়ী হইতে পারিত না। কিন্তু মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী। এজন্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, মোক্ষ কর্ম্মের ফল নহে, জ্ঞানের ফল। উপনিষদ বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষ হয়,—কোনও কর্ম্ম করিতে হয় না। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"* অর্থাৎ তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলেই মোক্ষ হয়, মোক্ষলাভের অন্য পথ নাই। মোক্ষ নিত্য—ইহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান ; কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা

* (শ্বেঃ উঃ ৬।১৫)

আবৃত ; ব্রহ্মজ্ঞান সেই আবরণ সরাইয়া দেয় মাত্র ; এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনিত্য হইতে পারে না, এই ফল নিত্য। আত্মা (যাহা শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) নিত্যশুদ্ধ ; কোনও কর্ম্ম দ্বারা আত্মার শুদ্ধি বা সংস্কার হয় না ; স্নান, আচমন প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয় না, —দেহ, মন ও বুদ্ধির সংস্কার বা শুদ্ধি হইতে পারে,—আত্মার সংস্কার হইতে পারে না, হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ, আত্মা নিত্যশুদ্ধ। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম = আত্মা = মোক্ষ।

আপত্তি হইতে পার, জ্ঞানও ত মনের ক্রিয়া। কিন্তু শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিলে করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে না করিতে পারে, তাহাই ক্রিয়া, যথা—যজ্ঞ। যদি বলা যায়, "অগ্নিকে পুরুষ বলিয়া ভাবিবে" তাহাও ক্রিয়া, কারণ, ইচ্ছা করিলে অগ্নিকে পুরুষ বলিয়া ভাবা যায়, আবার পুরুষ বলিয়া না ভাবিয়া 'গো' বা 'অশ্ব' বলিয়াও ভাবা যাইতে পারে ; কিন্তু অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া ভাবা বা জানা কোনও ক্রিয়া নহে, কারণ, ইহা বস্তুতন্ত্র ; সেইরূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা ক্রিয়া নহে ; কারণ, ইহা বস্তুতন্ত্র' ব্রহ্ম যেরূপ বস্তু, তাহাকে সেইরূপই জানিতে হইবে, অন্যরূপে জানিলে তাহা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে জানা হইবে না।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বৌদ্ধ শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। "কিছুই নাই" ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; কারণ, যে বলিবে "কিছুই নাই", অন্ততঃ সে ত নিশ্চয় আছে। এই ভাবে যুক্তির দ্বারা যে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সে পুরুষ কর্ত্তা, ভোক্তা। কিন্তু উপনিষদে যে পুরুষের কথা আছে—"ঔপনিষদ পুরুষ"—তিনি কর্ত্ত বা ভোক্তা নহেন,—তিনি

সাক্ষিস্বরূপ, সর্ব্বভূতস্থ, সম, এক, কূটস্থ, নিত্য। এরূপ পুরুষ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায়না, উপনিষদের সাহায্যে জানা যায়।

"তৎ তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রের "সমন্বয়" শব্দের অর্থ শঙ্কর করিয়াছেন, উপনিষদের বাক্যগুলি ব্রহ্মতেই অনুগত ; রামানুজ "সমন্বয়" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ব্রহ্ম উপনিষদবাক্যে অনুগত, অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট।

রামানুজ বলেন, উপনিষদের বাক্যসমূহের অর্থ-জ্ঞান হইলে তাহা হইতে সংসার-বন্ধনের নিবৃত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষজ্ঞান হয়—ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়—তাহার ফলে বন্ধননিবৃত্তি হয়—মোক্ষ হয়। ধ্যানের ফলে মন নির্ম্মল হয়, নির্ম্মল মনে ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এই প্রসঙ্গে রামানুজ ভেদাভেদবাদ এবং অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার যত্ন করিয়াছেন। শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অভেদবাচক বাক্য পাওয়া যায় ভেদ-বাচক বাক্যও পাওয়া যায়। ভেদাভেদমতে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই সত্য। স্বর্ণ হইতে হারও হয়, বলয়ও হয়। হার ও বলয় উভয়ই স্বর্ণ ; এই হিসাবে উভয়ের মধ্যে অভেদ। আবার উভয়ের মধ্যে আকারগত ভেদও দেখা যায়। এই ভাবে উভয়ের মধ্যে কার্য্য (effect) হিসাবে ভেদ, কারণ (cause) হিসাবে অভেদ দেখা যায়। আবার রাম ও শ্যাম উভয়েই মানব,—মানব হিসাবে উভয়ের মধ্যে অভেদ, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে ভেদ। এই ভাবে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। অভেদই স্বাভাবিক, ভেদ ঔপাধিক। স্বাভাবিক চৈতন্য ব্রহ্মেও আছে, জীবেও

আছে—ইহাই অভেদ। কিন্তু জীবের চৈতন্য উপাধিযুক্ত,* বুদ্ধিই সেই উপাধি, বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন উপাধি—এইভাবে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদ আছে,—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ আছে। মোক্ষলাভ হইলে জীবের উপাধির ধ্বংস হইয়া যায়, তখন জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। ইহাই ভেদাভেদবাদ।

কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন—ভেদ এবং অভেদ পরস্পরবিরোধী, উভয়েই সত্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে অভেদই সত্য ভেদ অসত্য। উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব—এ সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীরা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের সহিত কিরূপে উপাধির যোগ হইতে পারে? ব্রহ্মের ত খণ্ড বা অংশ হয় না যে, এক খণ্ডের সহিত উপাধির যোগ হইবে, অপর খণ্ডের সহিত যোগ হইবে না। সমগ্র ব্রহ্মের সহিত উপাধির যোগ কল্পনা করিলে উপাধি-অস্পৃষ্ট ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য চেতন বস্তুতে উপাধির যোগ হইয়াছে বলিলে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু হয়। উপাধিকে জীব বলিলে চার্ব্বাকের নাস্তিকবাদ আসিয়া পড়ে। অতএব অভেদ বা অদ্বৈতই প্রকৃত তত্ত্ব, ভেদ প্রকৃত তত্ত্ব নহে,—অজ্ঞান বা অবিদ্যাবৃত কল্পনা মাত্র। ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে, ইহাই বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য। যে সকল বাক্যে ধ্যান করিবার কথা নাই, ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র উল্লেখ আছে, সে সকল বাক্যের সার্থকতা এই

* স্ফটিকের নিকট জবাফুল ধরিলে স্ফটিককে লাল দেখায়। সেইরূপ চৈতন্যের নিকট বুদ্ধি থাকিলে বুদ্ধির সুখ দুঃখ চৈতন্যের সুখ-দুঃখ বলিয়া ভ্রম হয়। জবাফুল স্ফটিকের উপাধি; বুদ্ধি চৈতন্যের উপাধি।

যে, ধ্যানরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা।*

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, তাহা হইতে পারে না। প্রত্যেক বাক্যের একটাই উদ্দেশ্য থাকে, দুই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। যে বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, যদি বল যে, সে বাক্যের উদ্দেশ্য ধ্যানক্রিয়ার সহায়তা করা,—তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশরূপ অপর একটা উদ্দেশ্য তাহার থাকিতে পারে না; অতএব এই সকল বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশক শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য, ধ্যানরূপ ক্রিয়াব সহায়তা করা নহে, ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশই তাহার তাৎপর্য্য। এরূপ বাক্যের প্রয়োজন এই যে ব্রহ্মকে পাইলে জীবের সকল দুঃখ চিরকাল তরে বিদূরিত হয়। বেদান্ত কেবল ব্রহ্ম আছেন, ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ব্রহ্মকে পাইবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—সে উপায় হইতেছে উপাসনা।

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (৫)

ঈক্ষতেঃ ('ঈক্ষতি' এই ধাতুর প্রয়োগ আছে বলিয়া) অশব্দম্ (শব্দ অর্থাৎ বেদে যাহা নাই এইরূপ "প্রধান" বা "প্রকৃতি") ন (জগতের কারণ হইতে পারে না ।

---

* কিন্তু শঙ্কর ইহা বলেন নাই যে, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক বাক্যের সার্থকতা এই যে, তাহারা ধ্যানরূপ ক্রিয়ার সহায়তা করে। বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্রিয়া বলেন নাই। এখানে রামানুজ অদ্বৈতবাদের যে সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা শঙ্করের সিদ্ধান্ত নহে।

উপনিষদে আছে—"সদেব সৌম্য ইদমগ্রহ আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।"*—অনুবাদ, "হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুমাত্র বিদ্যমান ছিল। সেই বস্তু আলোচনা করিল—'আমি বহু হইব'।" এই জগতের কারণ সৎবস্তু ইহা কি? সাংখ্যমতাবলম্বী বলিতে পারেন যে, সাংখ্যদর্শনে যে 'প্রধান' বা 'প্রকৃতির' কথা আছে, যাহা হইতে সাংখ্যমতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই প্রধান বা প্রকৃতিই এই উপনিষদুক্ত সৎবস্তু। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, উপনিষদে এই সৎ বস্তু সম্বন্ধে 'ঈক্ষতি' এই ধাতু প্রয়োগ করা হইয়াছে; উপনিষদ বলিয়াছেন "তদৈক্ষত" অর্থাৎ জগতের আদিকারণ সেই সৎবস্তু আলোচনা করিয়াছিলেন। সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতন, তাহা চিন্তা করিতে পারে না, অতএব উপনিষদে যে সৎবস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে পারে না। এই সৎবস্তু উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, কারণ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অবিদ্যা তাঁহার জ্ঞান আচ্ছন্ন করে না,—এজন্য তিনি স্বভাবতঃই জ্ঞানবান্।

গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ (৬)

গৌণঃ চেৎ (যদি কেহ বলেন যে 'ঈক্ষতি' শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ হইয়াছে)—না (না, তাহা হইতে পারে না) আত্মশব্দাৎ (কারণ, 'আত্মা' এই শব্দের প্রয়োগ আছে)।

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।২।১

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছিল যে, সৎবস্তুটি অচেতন প্রধান হইতে পারে না, কারণ উপনিষদে আছে যে সেই সৎবস্তু ঈক্ষণ করিয়াছিল। ইহার উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে, সে, ঈক্ষণ মুখ্য নহে,—গৌণ, অর্থাৎ মনে হয়, যেন এই প্রধান "জগৎরূপে পরিণত হইব" এইরূপ চিন্তা করিয়াই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছিল। প্রতিপক্ষের এই যুক্তি সমীচীন নহে। ইহা বলিতে পারা যায় না যে, ঈক্ষণ শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ, 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ আছে। উপনিষদে আছে—সেই মূল আদিকারণ তেজ, অপ (জল) এবং অন্ন সৃষ্টি করিলেন, করিয়া ভাবিলেন, "অহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি"*—অনুবাদ, আমি জীবরূপ আত্মার দ্বারা এই তেজ, অপ্, অন্নরূপ তিন দেবতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাদের ভোগের জন্য নামরূপযুক্ত স্থূল জগৎ সৃষ্টি করিব। "আত্মা" শব্দের অর্থ স্বরূপ; চেতন জীব অচেতন বস্তুর স্বরূপ হইতে পারে না। অতএব এই আদিকারণ (সৎবস্তু) অচেতন নহেন, ইনি চেতন বস্তু, এবং ইনি যে "ঈক্ষণ" বা আলোচনা করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, তাহা গৌণভাবে বলা হয় নাই, মুখ্যভাবেই বলা হইয়াছে। শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রামানুজ এখানে আর একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং" অর্থাৎ ইহা (এই সৎবস্তু) নিখিল জগতের আত্মা। আত্মা কখনও অচেতন হইতে পারে না, অতএব সৎবস্তু

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৩।২

* ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৮।৭

অচেতন নহেন, সচেতন ; এবং তিনি যে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা গৌণভাবে বলা হয় নাই, মুখ্যভাবেই বলা হইয়াছে। এইভাবে রামানুজ সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ (৭)

যিনি 'তন্নিষ্ঠ' হইবেন অর্থাৎ সেই আদিকারণকে নিজের আত্মা বলিয়া জানিবেন, তাঁহার 'মোক্ষ' হইবে,—উপনিষদে এইরূপ 'উপদেশ' আছে। সেই আদিকারণ যদি অচেতন প্রধান হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিজ আত্মা বলিয়া জানিলে জীবের মোক্ষ হইবে না, বরং অনর্থ হইবে। অতএব সেই আদিকারণ প্রধান হইতে পারেন না।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ (৮)

হেয়ত্বস্য অবচনাৎ,—হেয়ত্বের কথা বলা হয় নাই।

কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও ব্রহ্মই জগতের প্রকৃত কারণ, তথাপি এখানে প্রধানকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে ; এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে স্থূল জগৎ ছাড়িয়া সূক্ষ্ম প্রধানের ধারণা করিতে হইবে, পরে আরও সূক্ষ্ম ব্রহ্মের ধারণা করিতে হইবে ; এইভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মের ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, উপনিষদের যদি ইহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে উপনিষদে এই সৎবস্তু পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে গ্রহণ করিবার কথাও থাকিত, কিন্তু এইরূপ "হেয়ত্বের" কথা (অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার কথা) নাই, অতএব এখানে প্রধানের কথা বলা হয় নাই, ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

স্বাপ্যয়াৎ (৯)

স্ব অর্থাৎ নিজেকে অপ্যয় অর্থাৎ প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদে আছে যে সুষুপ্তির সময় (অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার সময়, যখন কোন স্বপ্ন দেখা যায় না) জীব এই সৎশব্দবাচ্য কারণে বিলীন হয় এবং নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সৎশব্দবাচ্য বস্তু অচেতন প্রকৃতি হইতে পারে না। ইনি চেতন ব্রহ্ম।

"হেয়ত্বাবচনাৎ" এবং "স্বাপ্যয়াৎ" এই দুইটি সূত্রের মধ্যে রামানুজ "প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ" এই সূত্রটি দিয়াছেন। শঙ্কর এই সূত্র দেন নাই। সূত্রটির অর্থ এইরূপ ;—উপনিষদে আদিকারণ সৎবস্তুর উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আছে—"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" অর্থাৎ যাঁহাকে জানিলে যাহা কিছু অশ্রুত সকলই শ্রুত হয় ; উপনিষদ এখানে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রস্তাবিত সৎবস্তুকে জানিলে আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না। এই সৎবস্তুকে প্রধান বলিলে প্রতিজ্ঞার সহিত বিরোধ হয়, কারণ, প্রধানকে জানিলেও ব্রহ্মকে জানা বাকি থাকে। এই সৎবস্তুকে ব্রহ্ম বলিলেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

গতিসামান্যাৎ (১০)

(সর্ব্বত্রই গতি সমান) শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সকল বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য এক, সে তাৎপর্য্য ব্রহ্ম-জ্ঞান। সুতরাং ইহা হইতে পারে না যে, কোনও স্থলে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য 'প্রধান' বা প্রকৃতি। রামানুজ এভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, উপনিষদে অন্যত্র সৃষ্টি-বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ, অতএব এখানেও উপনিষদ্-

বাক্যের সেইরূপ অর্থ করিতে হইবে, নচেৎ বিভিন্ন উপনিষদ্‌বাক্যের বিভিন্ন গতি হইবে, তাহা দোষাবহ।

শ্রুতত্বাচ্চ (১১)

শঙ্কর ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, ইহা বেদে স্পষ্টভাবে "শ্রুত" হয়। যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

স কারণং করণাধিপাধিপঃ
ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ।

অনুবাদ,—তিনি (ব্রহ্ম) জগতের কারণ। করণাধিপ শব্দের অর্থ জীব (করণ=ইন্দ্রিয়, তাহাদের অধিপ=প্রভু, জীব); ব্রহ্ম করণাধিপাধিপ অর্থাৎ সকল জীবের প্রভু। ইহার (ব্রহ্মের) জনিতা (উৎপাদক) কেহ নাই। ইহার অধিপ (প্রভু) ও কেহ নাই।

রামানুজ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সৎবস্তুতে সর্ব্বজ্ঞত্ব,সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ "শ্রুত" হয় অর্থাৎ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইনি প্রকৃতি নহেন, ইনি ব্রহ্ম।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ (১২)

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে "আনন্দময়" শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে,—"অভ্যাসাৎ" অন্যত্র বহু স্থলে "ব্রহ্ম" সম্বন্ধে আনন্দময় শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, এজন্য। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে আছে—"স বা এষঃ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ"*, অর্থাৎ পুরুষ হইতেছে অন্নরসের বিকারে গঠিত। সাধারণতঃ অনেকে দেহকেই পুরুষ বলিয়া মনে করেন,—এই উপনিষদ্‌বাক্যে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার পরে বলা হইয়াছে,

* তৈঃ উ· ২।১

এই অন্নরসময় পুরুষের অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে—প্রাণময়। এই প্রাণময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে—মনোময়। মনোময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে—বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে—আনন্দময়; "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ।" পূর্বোল্লিখিত আত্মাগুলিকে উপনিষদে পুরুষের ন্যায় কল্পনা করা হইয়াছে—প্রত্যেক আত্মার শির, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, পুচ্ছ প্রভৃতিরূপে বিভিন্ন বস্তুকে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইরূপে আনন্দময় আত্মাকেও পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহার শির হইতেছে "প্রিয়",* দক্ষিণ পক্ষ হইতেছে "মোদ",* উত্তর পক্ষ হইতেছে "প্রমোদ",* আত্মা হইতেছে "আনন্দ", পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা হইতেছে ব্রহ্ম। এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই "আনন্দময় আত্মা" শব্দের দ্বারা কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে,—জীবকে, না, ব্রহ্মকে? আশঙ্কা হইতে পারে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, কারণ, ব্রহ্মের অবয়ব থাকিতে পারে না, কিন্তু আনন্দময় আত্মার শির, দুই পক্ষ, পুচ্ছ প্রভৃতি অবয়বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা করা ভুল। এখানে "আনন্দময়" শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবকে নহে। অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা প্রভৃতির অবয়ব উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আনন্দময় আত্মারও অবয়ব উল্লিখিত

---

* ইষ্টবস্তুদর্শনজনিত সুখের নাম "প্রিয়" তাহার স্মৃতিজনিত সুখের নাম "মোদ", উহাই বারম্বার স্মরণ করিয়া যে প্রকৃষ্ট সুখ হয়, তাহার নাম "প্রমোদ"—রত্নপ্রভা (শঙ্কর-ভাষ্যের টীকা)।

হইয়াছে,—এক ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলির ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—বাস্তবিক আনন্দময় আত্মার অবয়ব নাই। এখানে "আনন্দময়" শব্দে যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আনন্দময় শব্দের বহুল প্রয়োগ ("অভ্যাস") উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।

রামানুজ এই সূত্রের খুব বিস্তারিত ভাষ্য করিয়াছেন। তিনিও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উদ্ধৃত উপনিষদবাক্যে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য কর, হইাছেন, জীবকে লক্ষ্য করা হইতে পারে না। কারণ, জীবের দুঃখই বেশী, সুখ কম। অতএত জীবকে আনন্দময় বলা যাইতে পারে না। আনন্দময় আত্মার পূর্ব্বে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ আছে,—এই বিজ্ঞানময় আত্মাই জীব। অন্নময় প্রাণময়, মনোময়—ইহারা অচেতন; বিজ্ঞানময় হইতেছে চেতন জীব। জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম, এ কথা বলা যায় না। জীব ব্রহ্মের ন্যায় চেতন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত জীবের বিশেষ পার্থক্য আছে—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন, জীব জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। অধিকন্তু, জীব দুঃখময় ব্রহ্ম আনন্দময়, এবং সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণের আকর। যদি বল, দুঃখ মিথ্যা কল্পনামাত্র; কিন্তু এই মিথ্যাকল্পনাই ত দুঃখের কারণ। যাহার এরূপ মিথ্যাকল্পনা হইতে পারে, তাহাকে কিরূপে সত্যসংকল্প বলা যায়? উপনিষদে আছে, ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যা হইলে তাহাকে জানা যাইবে কিরূপে? ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পত্ব

প্রভৃতি গুণ আছে, এই প্রকারের বহু উপনিষদ্‌বাক্য আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম অনন্ত-বিশেষ-বিশিষ্ট; তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা ভুল।

উপনিষদে আছে—"তৎ ত্বম্ অসি"*। "তৎ" অর্থাৎ ব্রহ্ম। "ত্বম্" তুমি (জীব)। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, এখানে 'ত্বম্" শব্দে সকল বিশেষ হইতে মুক্ত জীবের চৈতন্যমাত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু রামানুজ এরূপ ব্যাখ্যা অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন, "ত্বম্" শব্দে সবিশেষ চৈতন্যই বোঝায়। "ত্বম্" শব্দে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য গ্রহণ করিলে "লক্ষণা" দোষ হয়। একটি শব্দের যে অর্থ, সে অর্থ ছাড়িয়া অন্য অর্থ লইলে লক্ষণা দোষ হয়।

রামানুজ বলেন, "তৎত্বম্ অসি" এই বাক্যে "ত্বম্" শব্দের অর্থ জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, এই পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই এই উপনিষদ্‌বাক্যে বলা হইয়াছে। উপনিষদে এইরূপ কথা অন্যত্রও আছে—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ." অর্থাৎ ব্রহ্ম জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, রামানুজ সে সকল বিশেষণই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের মতে এই বিশেষণগুলি মায়ারূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না, কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ব্বিশেষ।

রামানুজের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহাদের আত্মা। দেহের দোষ যেরূপ আত্মাকে স্পর্শ করে না, জীব ও জগতের দোষ

---

* ছাঃ উঃ ৬।৮।৭

সেইরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। শরীর ও আত্মা যেরূপ এক নহে, জীব ও ব্রহ্ম সেরূপ এক নহে।

বিকারশব্দান্নেতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ (১৩)

"আনন্দময়" শব্দ আনন্দ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সাধারণতঃ বিকার অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে, অতএব যে বস্তু আনন্দের বিকার, তাহাকেই আনন্দময় বলা উচিত। কিন্তু ব্রহ্মকে কোনও বিকার বলা যায় না, এজন্য মনে হইতে পারে যে, আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা উচিত হয় না। এইরূপ সন্দেহের উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, এখানে বিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয় নাই, প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। ব্রহ্মে প্রচুর আনন্দ আছে, এজন্য ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। প্রচুর আনন্দ আছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রহ্মে অল্পপরিমাণ দুঃখও আছে। কারণ, উপনিষদ অন্যত্র বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম দুঃখের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ (১৪)

"তৎ-হেতু" (আনন্দের হেতু) এইরূপ "ব্যপদেশ" আছে, অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

উপনিষদে আনন্দময় আত্মার উল্লেখের পরে আছে যে, ইনি আনন্দের হেতু। "এষ হি আনন্দয়াতি," অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান করেন। ইনি যখন জীবকে আনন্দ দান করেন, তখন ইনি জীব হইতে ভিন্ন। অতএব "আনন্দময়" শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে (১৫)

মন্ত্রে যাহার উল্লেখ আছে, তাহা মান্ত্রবর্ণিক। তাঁহারই কথা এখানে "গীয়তে", অর্থাৎ গান করা হইয়াছে।

"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" তৈঃ উঃ ২।১ তে উদ্‌ধৃত এই মন্ত্রে † ব্রহ্ম সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে। সেই ব্রহ্মকেই আনন্দময় আত্মা বলিয়া এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ (১৬)

ইতরঃ (জীব), ন (আনন্দময়শব্দবাচ্য নহে) অনুপপত্তেঃ (যুক্তি-সঙ্গত হয় না বলিয়া)।

আনন্দময় পুরুষের প্রসঙ্গে পরে বলা হইয়াছে, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়," অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন,'বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব'। জীব সম্বন্ধে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ভেদব্যপদেশাচ্চ (১৭)

এই আনন্দময় আত্মার সহিত জীবের "ভেদ" উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।"* অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিলে জীব আনন্দিত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তাবিত আনন্দময় আত্মা জীব হইতে ভিন্ন ; অতএব তিনি ব্রহ্ম। রামানুজ এই সূত্রে উপরিলিখিত উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই, নিম্নলিখিত উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তর আত্মা

† এই মন্ত্র সম্ভবতঃ বেদের কোনও লুপ্ত শাখার মন্ত্র অংশে ছিল।

* তৈঃ উঃ ২।৭

আনন্দময়ঃ," (এই বিজ্ঞানময় অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন এবং অভ্যন্তরস্থিত অন্য আত্মা আনন্দময়)।

এই সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের উল্লেখ আছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই। এজন্য শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, এখানে জীব ও ব্রহ্মেও যে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ভেদ নহে, কাল্পনিক ভেদ মাত্র। অর্থাৎ জীব নিজ স্বরূপকে (ব্রহ্মকে) উপলব্ধি না করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত নিজকে অভিন্ন মনে করে; জীবের এই কল্পিত রূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; সেই ভেদ এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই ভেদ লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ অন্যত্র বলিয়াছেন, "আত্মা অন্বেষ্টব্যঃ"।* জীব ও ব্রহ্মে যে কোনও পারমার্থিক ভেদ নাই, তাহা (শঙ্করের মতে) অন্য উপনিষদ্-বাক্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—"নান্যেঽতোঽস্তি দ্রষ্টা,"† অর্থাৎ এই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা (জীব) নাই।

রামানুজের মতে, জীব ব্রহ্মের অংশ এবং সেজন্য ব্রহ্ম ভিন্ন দ্রষ্টা (জীব) নাই (নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা) এই কথা বলা সঙ্গত হয়। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন, ইহাই রামানুজের মত।

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা (১৮)

"কাম শব্দের প্রয়োগ হইতে বুঝিতে হইবে যে "অনুমানের" (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির) এখানে "অপেক্ষা" হইতে পারে না।

আনন্দময় আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—" সোঽকাময়ত বহু স্যাং

---

* অর্থাৎ আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। † বৃঃ উঃ ৩,৭।২৩

প্রজায়েয়'' * অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, "অনুমান" অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনে উল্লিখিত প্রকৃতি বা প্রধান আনন্দময় আত্মা শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে না। কারণ, অচেতন প্রকৃতির পক্ষে ইচ্ছা করা সম্ভব নহে।

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি (১৯)

অস্মিন্ (আনন্দময় বস্তুতে) অস্য (জীবের) তদ্‌যোগং (তাহার যোগ) শাস্তি (শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন)।

"তদ্‌যোগ" শব্দের ব্যাখ্যা লইয়া শঙ্কর ও রামানুজের মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন, তদ্‌যোগ অর্থাৎ "তদাত্মনা যোগ"। জীব ব্রহ্মের সহিত তদাত্মভাবে (এক হইয়া) মিশিয়া যায়। তাঁহার মতে এই সূত্রে তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে :—

"যদা হি এব এষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সঃ অভয়ং গতো ভবতি। যদা হি এব এষ এতস্মিন্ উদরম্ অন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।'' অর্থাৎ যখন জীব এই ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে অভয় প্রাপ্ত হয়, যখন জীব ব্রহ্মের সহিত অল্প ভেদও ("উদরম্ অন্তরং") করে, তখন জীবের ভয় হয়। ব্রহ্ম কিরূপ ? অদৃশ্য, অনাত্ম্য (যাঁহার মন বুদ্ধি প্রভৃতি অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীর নাই), অনিরুক্ত (যাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না), অনিলয়ন (মায়ার সম্পর্কশূন্য)।

* তৈঃ উঃ ২।৬

* তৈঃ উঃ ২।৭

এখানে বলা হইল যে, জীব এই আনন্দময়ের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেলে অভয় প্রাপ্ত হয়। অতএব 'আনন্দময়' বস্তু জীব বা প্রধান হইতে পারে না।

রামানুজ বলেন, "তদ্‌যোগ" শব্দের অর্থ, তাহার সহিত যোগ, অর্থাৎ আনন্দের সহিত যোগ। জীব ব্রহ্মকে পাইলে আনন্দযুক্ত হয়। রামানুজের মতে এই সূত্রে নিম্নলিখিত উপনিষদ্‌বাক্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে :—

রসো বৈ সঃ, রসং হি এব অয়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। তৈঃ উঃ ২।৭

"ইনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ। জীব সেই রসস্বরূপকে লাভ করিলে আনন্দী হয়।"

রামানুজ বলেন যে, এই সকল ব্রহ্মসূত্রে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম আনন্দময়। অতএব যে সকল উপনিষদ্‌বাক্যে ব্রহ্মকে "আনন্দ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যে সকল স্থলেও "আনন্দময়" এই অর্থেই "আনন্দ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথা,—"যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (এই আকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি আনন্দ না হইতেন)। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (ব্রহ্ম হন বিজ্ঞান ও আনন্দ)। এখানে আনন্দ শব্দের অর্থ আনন্দময়, এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিজ্ঞানময়। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কোথাও ভয় পায় না), এখানে আনন্দকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইল। "আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যাজানাৎ", অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিল, এই উপনিষদ্‌বাক্যেও আনন্দময় অর্থেই আনন্দ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। (অদ্বৈতবাদ অনুসারে আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নহে,

ব্রহ্মের স্বরূপ ; কারণ আনন্দকে ব্রহ্মের গুণ বলিলে আনন্দ ও ব্রহ্ম দুইটি বিভিন্ন বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু নাই। রামানুজ বলেন যে, আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, ব্রহ্মের গুণ ; ব্রহ্ম আনন্দময়)।

১২ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত এই আটটি সূত্র শঙ্করাচার্য্যের মনঃপূত হয় নাই, কারণ, এখানে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে এবং জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। এজন্য এই সূত্রগুলির ভাষ্য লিখিয়া শঙ্করাচার্য্য নিজ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা স্বীকার করা যায় না যে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এ-সকল স্থানেই বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইল, কেবল আনন্দময় শব্দেই ময়ট্ প্রত্যয়টি বিকারার্থে না হইয়া প্রাচুর্য্যার্থে হইল। এখানেও বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হয় নাই, জীবকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মকে আনন্দময়ের পুচ্ছ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া এরূপ আপত্তি করা উচিত নহে যে জীবকে অবয়বী এবং ব্রহ্মকে তাঁহার অবয়ব বলা হইল কেন ? ব্রহ্ম সকল লৌকিক আনন্দের একমাত্র প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, "পুচ্ছ" শব্দের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য ; ব্রহ্মকে জীবের অবয়ব বলিয়া প্রতিপাদন করা উদ্দেশ্য নহে। উপনিষদে এ কথা আছে বটে যে, জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে সুখী হয়, কিন্তু ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম যখন আনন্দময়ের পুচ্ছ, তখন আনন্দময়কে

প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।* "সোঽকাময়ত" এই শ্রুতিবাক্যে "সঃ" শব্দ আনন্দময়কে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যান্তর্গত ব্রহ্ম শব্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বটে, তথাপি অন্যত্র ব্রহ্মকে যেরূপ "আত্মা" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও "সঃ" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় নাই। প্রিয়, মোদ, প্রমোদ প্রভৃতিকে আনন্দময়ের শির-দক্ষিণপক্ষ-উত্তরপক্ষ প্রভৃতিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রিয়-মোদ-প্রমোদ-প্রভৃতি জীবভেদে ভিন্ন। আনন্দময় যদি ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে ব্রহ্মকেও জীবভেদে ভিন্ন বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন— "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ"—এক ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে বিদ্যমান।

শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া এই আটটি সূত্রের অপর প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তিনটি সূত্রের অপর ব্যাখ্যাও করিয়াছেন; কিন্তু সে ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ কষ্ট-কল্পিত।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ (২০)

অন্তঃ—সূর্য্য এবং চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষের উল্লেখ আছে

---

*শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তিটি যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। আনন্দময় যদি জীব হয়, তাহা হইলে জীব কিরূপে আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইবে? ব্রহ্ম যদি আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠান হন, তাহা হইলে আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ইহাই বা কিরূপে বলা যায়?

(তিনি ব্রহ্মই), কারণ, তদ্ধর্ম্ম—তাঁহার ধর্ম্ম, ব্রহ্মের ধর্ম্ম,—উপদেশাৎ —উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া।

ছান্দোগ্য উপনিষদে অধিদৈবত পুরুষের এইরূপ বর্ণনা আছে.—

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ", "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং এব অক্ষিণী, তস্য উৎ ইতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ য এবং বেদ।" ছাঃ উঃ ১।৬।৬

অনুবাদঃ এই যে সূর্য্যের মধ্যে সুবর্ণময় পুরুষ দেখা যায়—* যাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়, নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাবয়ব সুবর্ণময়, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল-রক্তবর্ণ পদ্মের ন্যায় (কপি+আস=কপ্যাস, মর্কটের উপবেশনস্থান, মর্কটের পৃষ্ঠের অধোভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ—শঙ্কর "কপ্যাস" শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন কপি=সূর্য্য, এবং "কপ্যাস" শব্দের অর্থ সূর্য্যের দ্বারা বিকশিত, অর্থাৎ পদ্ম। অথবা কপি—নাল, কপ্যাস=নালের উপর অবস্থিত।)—তাঁহার নাম "উৎ", কারণ, তিনি সকল পাপ হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থিত, যিনি এইরূপ জানেন, তিনিও সকল পাপ হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হন।

---

* যাঁহাদের চক্ষু বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহারা ব্রহ্ম-চর্য্যাদি সাধন দ্বারা সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই পুরুষমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন। (শঙ্করাচার্য্যকৃত ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ভাষ্য)।

আবার অধ্যাত্মপুরুষের এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ

"অথ য এষ অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুকথং, তৎ যজুঃ তৎ ব্রহ্ম, তস্য এতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যন্নাম তন্নাম"। অনুবাদ ঃ এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই ঋক্, ইনিই সাম, ইনিই উক্থ (সামবেদীয় স্তোত্রবিশেষ), ইনিই যজুঃ, ইনি ব্রহ্ম (তিন বেদ)। উঁহার (সূর্য্য মধ্যবর্ত্তী পুরুষের) যাহা রূপ, ইঁহারও (চক্ষুঃমধ্যবর্ত্তী পুরুষের) সেই রূপ, উঁহার যাহা নাম, ইঁহারও তাহা নাম।

মনে হইতে পারে যে, বিদ্যা ও কর্ম্মবশে উৎকর্ষযুক্ত কোনও সংসারী পুরুষেরই এই ভাবে সূর্য্য ও চক্ষুর মধ্যে উপাস্যভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, এই দুইটি পুরুষের রূপের উল্লেখ আছে কিন্তু ব্রহ্ম রূপহীন, সূর্য্য এবং চক্ষুকে ইহাদের আধার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের কোনও আধার থাকিতে পারে না, তিনি "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ", নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, ইহাদের ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা বা সীমার উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য অসীম। ইহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা এই ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

"স এষ যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চ ঈষ্টে দেবকামানাং চ" (ছান্দোগ্য ১।৬।৮)। অর্থাৎ,—সূর্য্যের উর্ধ্বভাগে যে সকল লোক (মহ, জন আদি) ইনি (সূর্য্যমধ্যবর্ত্তী পুরুষ) তাঁহাদের ঈশ্বর, এবং দেবতাদের যে সকল অভিলাষ, তাহাদেরও তিনি ঈশ্বর।

"স এষ যে চ এতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে মনুষ্যকামানাং চ" (ছান্দোগ্য ১।৭।৬)। অর্থাৎ—অধোভাগে যে সকল লোক (পাতাল প্রভৃতি) ইনি (চক্ষুঃস্থ পুরুষ) তাহাদের ঈশ্বর এবং মানবের যে সকল ইচ্ছা, তাহাদেরও ঈশ্বর।

উপনিষদে উক্ত সূর্য্য ও চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষ কে, এই সমস্যার সমাধান করিয়া এই সূত্রে বলিতেছেন যে, দুই স্থানে উল্লিখিত পুরুষ —ব্রহ্মই। কারণ, ব্রহ্মের ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ইনি সকল পাপের অতীত। ব্রহ্মই সকল পাপের অতীত, আর কেহ নহেন। শ্রুতিতে আছে,—"য আত্মা অপহত-পাপ্মা" পুনশ্চ বলা হইয়াছে, "সৈব ঋক্ তৎ সাম তদ্ উকথং তদ্ যজুঃ তদ্ ব্রহ্ম"—তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ (স্তোত্র-বিশেষ), তিনিই যজু, তিনিই ব্রহ্ম (তিন বেদ)। এইভাবে ঐ পুরুষের সর্বাত্মতা উল্লেখ করা হইয়াছে—ব্রহ্মই জগতের কারণ, অতএব সর্ব্বাত্মক, আর কেহ নহে। পুরুষের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, ইনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্মও ইচ্ছানুসারে সাধকের অনুগ্রহের জন্য মায়াময় রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উপাসনার জন্যই আধার এবং ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাধারণ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে জগৎ- সৃষ্টি করা, অতিশয় আনন্দ প্রদান করা, অভয় প্রদান করা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পক্ষে ইহা সম্ভব, অতএব ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার

করিবার প্রয়োজন নহে। এই আশঙ্কার নিবৃত্তি এই সূত্রে করা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্য ও চক্ষুর অন্তর্বর্ত্তী যে পুরুষের উল্লেখ আছে (পূর্বে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে), রামানুজ ও সেই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সূর্য্য ও চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষকে শরীর সংযুক্ত বলা হইয়াছে, এ জন্য কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, এখানে কোনও উৎকৃষ্ট জীব অথবা দেবতার উল্লেখ হইয়াছে, ব্রহ্মের নহে, কারণ, জীবই পূর্বাকৃত-কর্মানুসারে সুখ-দুঃখভোগের জন্য শরীর লাভ করে, ব্রহ্মের শরীরধারণ করিবার সেরূপ কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। এখানে কোনও দেবতার উল্লেখ হয় নাই, ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মের কয়েকটি ধর্ম্ম এখানে উল্লেখ দেখা যায়। যথা—অপহতপাপ্মত্ব, লোকেশ্বরত্ব, কামেশ্বরত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মত্ব। ব্রহ্মকে পূর্বকৃতকর্মফল ভোগ করিবার জন্য শরীর ধারণ করিতে হয় না বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিতে পারেন, কারণ, তিনি সত্যসংকল্প। জীবের শরীর সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের বিকার, কিন্তু ব্রহ্ম যে দেহ ধারণ করেন, তাহা এরূপ নহে, তাহা দিব্য, অপ্রাকৃত। ব্রহ্মের যেরূপ অনন্ত কল্যাণগুণ আছে, সেইরূপ দিব্য রূপ আছে। উপাসক সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য ব্রহ্ম এরূপ দিব্য শরীর গ্রহণ করেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমার জন্ম নাই, যদিও আমার পরিবর্ত্তন নাই, যদিও আমি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, তথাপি অমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, নিজের মায়া শক্তির দ্বারা জন্ম গ্রহণ করি।"

প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব। নিজের স্বভাব অধিষ্ঠান করিয়া ব্রহ্ম দেহ গ্রহণ করেন—তিনি সংসারীদের ন্যায় স্বভাব অধিষ্ঠান করেন না। শরীর ধারণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,

সাধুদের অর্থাৎ উপাসকদিগকে দর্শন দান করা শরীর গ্রহণের মুখ্য কারণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ ব্রহ্মের শরীর গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল; কারণ, দেহ ধারণ না করিয়াও কেবল ইচ্ছামাত্রেই ঈশ্বর দুষ্কৃতদের শাস্তি দিতে পারেন।

মহাভারতে বলা হইয়াছে,—

ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ

ঈশ্বরের দেহ প্রাকৃত ভূতের (সাধারণ পার্থিব বস্তুর) সমষ্টিমাত্র নহে।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ (২২)

ভেদব্যপদেশাৎ চ (ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া-ও) অন্য (সূর্য্য হইতে ভিন্ন)।

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্বসূত্রে সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে পুরুষের উল্লেখ আছে, সে পুরুষ সূর্যদেবতা। এই সূত্রে সেই আশঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে দেখা যায় যে, সূর্য্যদেবতা ঈশ্বর নহেন,—সূর্য্যদেবতা ভিন্ন অন্য অন্তর্য্যামী ঈশ্বর আছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো, যমাদিত্যো ন বেদ, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।"

অনুবাদঃ—যিনি সূর্য্যে অবস্থান করেন, কিন্তু সূর্য্য হইতে ভিন্ন, সূর্য যাঁহাকে জানেন না, সূর্য্য যাঁহার শরীর, যিনি সূর্য্যের মধ্যে সূর্য্যের নিয়ন্তারূপে অবস্থান করেন, ইনি তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্য্যামী—অমৃত।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর সূর্য্যনামক দেবতা হইতে ভিন্ন।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ (২৩)

আকাশ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে। "তল্লিঙ্গাৎ"—তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের লিঙ্গ বা লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"তস্য লোকস্য কা গতিরিতি। আকাশ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি আকাশো হ এব এভ্যঃ জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্।"

অনুবাদঃ—প্রশ্ন—এই জগতের আধার কি?

উত্তর—আকাশই এই জগতের আশ্রয়। এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয়, আকাশেই অস্ত গমন করে, আকাশ ইহাদের অপেক্ষা বৃহৎ, আকাশই পরম গতি।

এখানে আকাশ শব্দের অর্থ কি? সাধারণ আকাশ, না ব্রহ্ম? মনে হইতে পারে যে, এখানে আকাশ শব্দ সাধারণ আকাশকে

বুঝাইতেছে,—যাহা হইতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এখানে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, এই "আকাশ" হইতে "সর্ব্বাণি ভূতানি" অর্থাৎ সকল ভূতের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সাধারণ আকাশ হইতে চারিটি ভূতের (বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী) উৎপত্তি হয় সকল ভূতের (পাঁচটি ভূতের) উৎপত্তি হয় না, ব্রহ্ম হইতে পাঁচটি ভূতের উৎপত্তি হয়। শ্রুতিতে আকাশকে "জ্যায়ঃ" (শ্রেষ্ঠ) এবং "পরায়ণ" (পরম গতি) বলা হইয়াছে ; ব্রহ্মকেই জ্যায় এবং পরায়ণ বলা যায়.—কারণ, ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ এবং পরম গতি ; সাধারণ আকাশকে জ্যায় এবং পরায়ণ বলা যায় না। শ্রুতি এই "আকাশ" সম্বন্ধে "অনন্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতেও বোঝা যায় যে, এই "আকাশ" ব্রহ্ম, কারণ একমাত্র ব্রহ্মই অনন্ত। শ্রুতিতে অন্যত্রও দেখা যায় যে, ব্যোম, ক, খ, প্রভৃতি আকাশবাচক শব্দগুলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও আকাশ শব্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

রামানুজ বলেন যে, উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতে এরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, এই সাধারণ আকাশই ব্রহ্ম। বর্ত্তমান সূত্রে সেই ভ্রম নিরস্ত হইতেছে। উপনিষদের এই বাক্যে আকাশ শব্দের অর্থ সাধারণ আকাশ নহে,—আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ পান এবং জগতের যাবতী বস্তু প্রকাশিত করেন এজন্য তাঁহাকে "আকাশ" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। "আকাশতে আকাশয়তি চ ইতি আকাশঃ",—যিনি "আ" অর্থাৎ সম্যক "কাশতে"

প্রকাশ পান অর্থবা "কাশয়তি", অপরকে প্রকাশিত করেন, তিনিই "আকাশ'।

অতএব প্রাণঃ (২৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব অভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।" ছাঃ উঃ ১।১১।৪-৫

অনুবাদ:—এই সমস্ত ভূত প্রাণেই বিলীন হয়, প্রাণ হইতেই সমুৎপন্ন হয়।

এখানে "প্রাণ' শব্দের অর্থ কি প্রাণবায়ু, না ব্রহ্ম? নিদ্রার সময় ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণবায়ুতে বিলীন হয়, জাগরণের সময় প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়; ইন্দ্রিয়গুলিই সকল ভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এজন্য বলা হইয়াছে যে, সকল ভূত প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়; এইরূপ বিচার করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রাণ শব্দে প্রাণবায়ুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। সকল ভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের সহিত ব্রহ্মেরই সম্বন্ধ আছে, প্রাণবায়ুর নাই।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম জগতের যাবতীয় প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখেন (প্রাণয়তি সর্ব্বাণি ভূতাণি), এজন্য তাঁহাকে প্রাণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (২৫)

"জ্যোতিঃ" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম; "চরণের' "অভিধান" বা উল্লেখ আছে বলিয়া। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"অথ যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু, অনুত্তমেষূ উত্তমেষু লোকেষু, ইদং বাব তদ্, যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতি ঃ।"

অনুবাদ ঃ—এই যে স্বর্গের উপরে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত আছে, বিশ্বের উপর, সকলের উপর, উত্তম লোকে এবং অনুত্তম লোকে (যাহা অপেক্ষা উত্তম আর কিছু নাই তাহাই অনুত্তম), ইহা, জ্যোতিঃ যাহা পুরুষের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

মনে হইতে পারে যে, এখানে জ্যোতিঃ শব্দে সূর্য্য, অগ্নি অথবা এইরূপ কোনও তেজোময় বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ এই বাক্যে ব্রহ্মের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না ; এবং স্বর্গের উপরে বলিয়া যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু এখানে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কারণ, ইহার পূর্ব্বের শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে চারিটি পাদ বা চরণযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাঁহার তিনটি স্বর্গে থাকে (ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি), এই বাক্যেও সেই স্বর্গের উল্লেখ আছে (যদতঃ পরো দিবো), অতএব এখানেও সেই ব্রহ্মের কথাই হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্যোতিঃ শব্দ অবভাসক (প্রকাশ) বস্তু বুঝায়। ব্রহ্ম পৃথিবীর সকল বস্তুর অবভাসক, এজন্য ব্রহ্মকে জ্যোতি বলা যুক্তিযুক্ত। যদিও ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থিত, তথাপি উপাসনার জন্য তাঁহাকে স্বর্গের উপরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি যে সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাহা "বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ

পৃষ্ঠেষু" এই সকল বাক্য দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে এইভাবে উপাসনার ফলে "চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি", অর্থাৎ সুন্দর হয় এবং বিখ্যাত হয়। এজন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মের কথা বলা হয় নাই : কারণ, ব্রহ্মকে জানিলে এরূপ অল্প ফল হয় না, ব্রহ্মকে জানিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল, অর্থাৎ মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের স্বরূপ জানিলে মোক্ষ হয় ; কিন্তু কোনও বস্তুকে প্রতীক বা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মোক্ষ হয় না, অন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফল লাভ হয়।

রামানুজ সূত্রটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেনঃ—এখানে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি সূর্য্য ? এখানে সূর্য্যকে কি জগৎকারণ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ? উত্তর,—না। এখানে জ্যোতি শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মকেই জগৎকারণ-বলা হইয়াছে।

ছন্দোহভিধানাৎ ন ইতি চেৎ, ন,
তথা চেতোহর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনং (২৬)

(ছন্দোহভিধানাৎ) ছন্দের উল্লেখ আছে, অতএব জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না, (ইতি চেৎ) যদি ইহা বলা যায়, (ন) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,—না, (তথা চেতোহর্পণনিগদাৎ) ঐরূপে চিত্ত সমাধান করিবার কথা আছে, (তথাহি দর্শনং) অন্যত্রও এরূপ দেখা যায়।

পূর্ব্বসূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে আছে "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ"। অর্থাৎ, যাহা কিছু আছে,

এই সবই গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দের উল্লেখ আছে, এজন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। গায়ত্রীছন্দের দ্বারা যে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, সেই ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবার কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদে অন্যত্রও দেখা যায়, বিকারশীল বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবার বিধান আছে। অথবা এই উপনিষদ্‌বাক্যে গায়ত্রী শব্দের অর্থই ব্রহ্ম। গায়ত্রী ছন্দে চারিটি পাদ, প্রত্যেক পাদে ছয়টি করিয়া অক্ষর; ব্রহ্মেরও চারিটি পাদ (পাদস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি,—জগতের যাবতীয় বস্তু ইঁহার এক পাদ অর্থাৎ অংশ; ইঁহার অন্য তিন পাদ স্বর্গে অবস্থিত)।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ গায়ত্রী ছন্দে তিনটি পাদ থাকে বটে কিন্তু কোথাও কোথাও চারিটি পাদযুক্ত গায়ত্রী ছন্দ দেখা যায়।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং (২৭)

"ভূত" প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং "পাদের" "ব্যপদেশ" বা উল্লেখ আছে, এজন্যও বুঝিতে হইবে যে, এখানে গায়ত্রীশব্দ ছন্দকে বুঝায় না, ব্রহ্মকে বুঝায়। উপনিষদে এই প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে —গায়ত্রীই সকল প্রাণী, গায়ত্রীই পৃথিবী, গায়ত্রীই পুরুষের দেহ, গায়ত্রীই পুরুষের হৃদয়; প্রাণী সমুদয়, পৃথিবী, দেহ ও হৃদয় ইহারা গায়ত্রীর চারিটি পাদ বা অংশ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এখানে গায়ত্রী শব্দের অর্থ গায়ত্রী ছন্দ নহে, এখানে ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া গায়ত্রীশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; বিশ্বজগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া

এখানে প্রাণী, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়কে গায়ত্রীর বিভিন্ন অংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যেও জ্যোতিঃশব্দে সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য হইয়াছে।

উপদেশভেদাৎ ন, ইতি চেৎ, উভয়স্মিন্নপি অবিরোধাৎ (২৮)

অনুবাদ: উপদেশভেদহেতু যদি মনে হয় যে, তাহা হইতে পারে না। না, উভয় উপদেশে বিরোধ নাই।

পুর্ব্ববাক্যে আছে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ ব্রহ্মের তিন-চতুর্থাংশ স্বর্গলোকে থাকে। এখানে দিব্ শব্দের সপ্তমী বিভক্তি আছে। কিন্তু এই বাক্যে বলা হইয়াছে, "যদতঃ পরো দিবঃ" অর্থাৎ যে ব্রহ্ম স্বর্গলোকের পরে অবস্থিত; এখানে দিব্ শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। দুইটি বাক্যে দিব্ শব্দের বিভিন্ন বিভক্তি আছে বলিয়া মনে হইতে পারে যে, দুইটি বিভিন্ন বস্তুর উল্লেখ আছে। কিন্তু এরূপ অনুমান যথার্থ হইবে না। পঞ্চমী বিভক্তি এবং সপ্তমী বিভক্তির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই—ব্রহ্ম স্বর্গে অবস্থিত হইলেও তাঁহাকে স্বর্গের উপরে অবস্থিত বলা যায়।

প্রাণস্তথানুগমাৎ (২৯)

অনুবাদ:— প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। সেই অর্থ অনুগমন করিয়াছে।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদে আছে যে, প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের নিকট গিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাকে প্রাণ সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "আমিই প্রাণ", "প্রাণই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উত্তোলন করে", "প্রাণই আনন্দ, অজর, অমৃত" ইত্যাদি। এই

সকল বাক্যে "প্রাণ" শব্দের অর্থ কি? এখানে কি প্রাণবায়ুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? না কোনও দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? না ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল বাক্যে প্রাণশব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর বাক্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল বাক্যের মধ্যে সমন্বয় হইতে পারে। কারণ, ইন্দ্র যখন প্রতর্দ্দনকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর" তখন প্রতর্দ্দন বলিল, "মনুষ্যের যাহা হিততম, আমাকে সেইরূপ বর দিন।" ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কোনও বস্তুকে মনুষ্যের পক্ষে হিততম বলা যায় না। কারণ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে ;—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেঃ উঃ ৩।৮)

অনুবাদ :—কেবলমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, মুক্তিলাভের অপর কোনও উপায় নাই। অতএব ইন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম বিষয়েই বলিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ন, বক্তুরাত্মোপদেশাৎ, ইতি চেৎ.
অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হি অস্মিন্ (২৯)

(ন) আশঙ্কা হইতে পারে যে, এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না। (বক্তুরাত্মোপদেশাৎ) কারণ, এই প্রাণকে বক্তার আত্মা বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (ইতি চেৎ) যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন, তাহার উত্তর এই যে, (অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হি অস্মিন্) এখানে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ অধিক পরিমাণে দেখা

যায়। অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ প্রত্যাগাত্মা, সর্ব্বব্যাপী আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম।

ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছিলেন, "আমাকেই প্রাণ বলিয়া জানিবে"। এজন্য মনে হইতে পারে যে, ইন্দ্র নামক দেবতাই প্রাণ-শব্দের অর্থ—বলের আশ্রয় প্রাণ, ইন্দ্র অতিশয় বলবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ এ জন্য ইন্দ্র নিজেকে প্রাণ বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে উপনিষদের সকল বাক্য আলোচনা করিলে দেখা যে, অধিকাংশ স্থলে সে সকল বাক্যের লক্ষ্য, ইন্দ্রের ব্যক্তিগত আত্মা নহে,—যে আত্মা সর্ব্বভূতের মধ্যে বিদ্যমান, সেই আত্মা।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে :

"তদ্‌যথা রথস্য অরেষু নেমিরর্পিতাঃ, নাভাবরাঃ অর্পিতাঃ, এবমেবৈতাঃ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ" (কৌষীতকি উপনিষদ্ ৩।৮)।

রথের চাকার বাহিরের বেষ্টনীর নাম "নেমি", কেন্দ্রস্থ গোলাকার পিণ্ডের নাম "নাভি", এই নেমি ও নাভির মধ্যে যে সরল শলাকাগুলি থাকে, সে গুলির নাম "অর"। নেমিকে অরগুলি ধারণ করিয়া থাকে, অরগুলিকে নাভি ধারণ করিয়া থাকে। সেই রূপ ভূতমাত্রগুলিকে প্রজ্ঞামাত্রা ধারণ করিয়া থাকে, প্রজ্ঞামাত্রা-গুলিকে "প্রাণ" (ব্রহ্ম) ধারণ করিয়া থাকে। ভূতমাত্রা দশটি,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই "পঞ্চভূত", এবং শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধ এই পঞ্চ "মাত্রা" বা বিষয় (মীয়ন্তে ইতি মাত্রাঃ ভোগ্যাঃ)।

প্রজ্ঞামাত্রা দশটি,—পাঁচটি বিষয়জ্ঞান (প্রজ্ঞা) এবং পাঁচটি "মাত্রা" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (মীয়ন্তে আভিঃ ইতি মাত্রাঃ)। পঞ্চভূত ও তাহাদের গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা হয়—ব্রহ্মই এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক এবং এই সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা ; শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রামানুজ বলেন, ভূতমাত্র শব্দের অর্থ অচেতন বস্তুসমূহ, প্রজ্ঞামাত্র শব্দের অর্থ চেতন প্রাণিসমূহ, যাবতীয় অচেতন বস্তুর আধার, চেতনপ্রাণী সকল ; প্রাণকে যখন চেতন প্রাণীদের আধার বলা হইয়াছে, তখন প্রাণ চেতন অচেতন সকল বস্তুর আধার ; এতএব প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশো বামদেববৎ (৩১)

অনুবাদ :—শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; যেমন বামদেব দিয়াছিলেন।

ইন্দ্র নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ দিলেন, কারণ, শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে, সে ব্রহ্মই হইয়া যায় ; বামদেবও ব্রহ্মকে জানিয়া নিজকে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। "তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।১০), অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে জানিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মই হইয়া গেলেন। "তদ্ধ এতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে, অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" বৃঃ উঃ ১।৪।১০। অনুবাদ : সেই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া বামদেব ঋষির বোধ হইল –আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম।

রামানুজ এই সূত্রের ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন,

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জীবাত্মা শরীর, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাহার আত্মা। "অহং" শব্দ সাধারণতঃ জীবাত্মা সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মা যখন জীবাত্মার আত্মা, তখন পরমাত্মা সম্বন্ধেও "অহং" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে উপদেশ দিবার সময় এইভাবে পরমাত্মার (ব্রহ্মের) উদ্দেশ্যে "অহং" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বামদেবও এইভাবে "ব্রহ্মের" উদ্দেশ্যে অহং শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন—"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ।"

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন, ইতি চেৎ ন, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্‌যোগাৎ (৩২)

উপনিষদের যে বাক্যগুলি এখানে আলোচনা করা হইতেছে, ইহাদের মধ্যে জীবের এবং মুখ্য প্রাণের (অর্থাৎ প্রাণবায়ুর) লক্ষণও দেখা যায়। যথা—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদ্‌" (কৌষীতকি উপনিষদ), অর্থাৎ, বাক্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে জানিবে। জীবই বক্তা, অতএব এখানে জীবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পুনশ্চ, "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি", অর্থাৎ, প্রাণই জ্ঞানময় আত্মা, (সেই) এই শরীর গ্রহণ করিয়া উত্তোলন করে। শরীর উত্তোলন করা মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর কার্য্য। অতএব এখানে মুখ্য প্রাণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই সকল কারণে মনে হইতে পারে যে, প্রাণ শব্দে এখানে জীব বা মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু এইরূপ যুক্তি যথার্থ নহে। কারণ, তাহা লইলে একই প্রসঙ্গে তিন প্রকার উপাসনা আসিয়া পড়ে,—জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা এবং ব্রহ্মের উপাসনা।

কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, বাক্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল বাক্যের বিষয় এক। বিষয় যদি এক হয়, তাহা হইলে, সে বিষয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। জীবের লক্ষণ (বাক্যে উচ্চারণ করা) ব্রহ্মেও আছে, ব্রহ্মই সকলকে কথা বলান ; মুখ্য প্রাণের লক্ষণও (শরীর উত্তোলন করা) ব্রহ্মে আছে, ব্রহ্মের শক্তিতেই মুখ্য প্রাণ শরীর উত্তোলন করে ; কিন্তু ব্রহ্মের লক্ষণ (অজরত্ব, অমৃতত্ব) জীবে বা মুখ্য প্রাণে নাই। "আশ্রিতত্বাৎ" —উপনিষদের অন্যত্রও ব্রহ্মের লক্ষণ দেখিয়া প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে (২৪ সূত্র)। "ইহ তদ্‌যোগাৎ", এখানেও তাহাই যুক্তিযুক্ত হয়।

"উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ", সূত্রান্তর্গত এই শব্দের অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে ব্রহ্মের ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে,— প্রাণের ধর্ম অবলম্বন করিয়া, জীবের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মের নিজ ধর্ম অবলম্বন করিয়া। "আশ্রিতত্বাৎ" উপাধির ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা অন্যত্রও দেখা যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, এখানে তিন প্রকার উপাসনা বিহিত হইয়াছে,—ব্রহ্মের স্বরূপের উপাসনা, ভোক্তা বা জীবরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, এবং ভোগ্য বা অচেতন বস্তুরূপে ব্রহ্মের উপাসনা। "আশ্রিতত্বাৎ" অন্যত্রও ব্রহ্মের এই তিনরূপ আশ্রয় করা হইয়াছে। যথা—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"—এখানে ব্রহ্মের স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ * * বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ * অভবৎ"—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন, (নিজেই) চেতন ও অচেতন বস্তু হইলেন। এখানে ব্রহ্মকে ভোক্তা জীব, এবং ভোগ্য অচেতন বস্তুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

শঙ্কর এই পাদের নাম দিয়াছেন, "স্পষ্ট-ব্রহ্ম-লিঙ্গক-বাক্য-বিচার" অর্থাৎ উপনিষদের যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের স্পষ্ট লিঙ্গ দেখা যায় সেইসকল বাক্যের আলোচনা।

রামানুজ বলেন এই পাদে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করা হইয়াছে :—(১) ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার ইহা উপনিষদ হইতেই জানা যায় (২) এ বিষয়ে উপনিষদ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই (৩) ব্রহ্ম অচেতন প্রকৃতি নহেন (৪) ব্রহ্ম কোনও জীব নহেন (৫) ব্রহ্মের অসাধারণ দিব্য রূপ আছে, তাহা কোনও কর্মের ফলে উদিত হয় নাই।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

(সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ্যধিকরণ।)

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (১)

ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ এখানে বিচার করা হইতেছে :—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ।" (৩।১৪।১)

অনুবাদ :—সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, (কারণ) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মে বিলীন হয়, ব্রহ্মেই অবস্থান করে। অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। মানব (হয়) সংকল্পেরই বিকার,—ইহ জন্মে মানব যেরূপ সংকল্প করে, সে মৃত্যুর পর সেইরূপ হয়। সে সংকল্প করিবে,—মনোময়, প্রাণ-শরীর, তেজোময় (এই প্রকার সংকল্প করিবে)।

এখানে বাক্যের প্রারম্ভে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, ইহা সত্য ; কিন্তু বাক্যের শেষে মন, প্রাণ এবং রূপের উল্লেখ আছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন মন, প্রাণ এবং রূপ নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে,—এখানে ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ

হইতেছে,—"সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ",—ব্রহ্মের যে সকল গুণ সর্ব্বত্র (সকল বেদান্তবাক্যে) প্রসিদ্ধ, সে সকল গুণের এখানে উপদেশ আছে। ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ, ইহা সকল বেদান্তবাক্যে প্রসিদ্ধ। যে শ্রুতিবাক্য উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে "তজ্জলান্" শব্দে ব্রহ্মের এই গুণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। তজ্জ (তৎ+জ) অর্থাৎ তাহা হইতে জাত, তল্ল (তৎ+ল) অর্থাৎ তাহাতেই বিলীন, তদন (তৎ+অন) অর্থাৎ তাহাতেই চেষ্টাযুক্ত। তজ্জ, তল্ল, তদন এই তিনটি শব্দ মিলিয়া মধ্যবর্ত্তী দুইটি তদ্ শব্দের লোপ হইয়া তজ্জলানম্ শব্দ সিদ্ধ হয়, তজ্জলানম্ শব্দই বৈদিক ভাষায় তজ্জলান্ রূপে পরিণত হইয়াছে। উপরিলিখিত শ্রুতিবাক্যের প্রারম্ভে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তাঁহাকেই মনোময় প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনোময় প্রভৃতি শব্দের নিকটে যখন ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই সকল শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এখানে জীবের কোনও উল্লেখ নাই। অতএব জীবকে লক্ষ্য করা সঙ্গত হয় না।

রামানুজ বলেন, মনোময়ত্বাদি যে সকল গুণের এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল গুণ ব্রহ্মেরই আছে, ইহা সকল বেদান্তবাক্যে প্রসিদ্ধ। যথা, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা" (মুণ্ডকোপনিষদ্)—ব্রহ্ম মনোময়, তিনি প্রাণ এবং শরীরের নেতা (চালক)। "স এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ" (তৈত্তিরীয় শিক্ষোপনিষদ)। অর্থাৎ, হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহার মধ্যে মনোময়, অমৃত ও হিরণ্ময় পুরুষ বাস করেন।

"প্রাণস্থ প্রাণঃ" (কেনোপনিষদ্), তিনি প্রাণের প্রাণ। রামানুজ ব্যাখা করিয়াছেন যে, "মনোময়" শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ মনদ্বারা গ্রহণীয়, "প্রাণ-শরীর" শব্দের অর্থ প্রাণের আধার এবং নিয়ন্তা। এই প্রসঙ্গে রামনুজ বলিয়াছেন যে, উপনিষদে অন্যত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "অপ্রাণো হ্যমনাঃ", অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাণ নাই, মন নাই; তাহার অর্থ—ব্রহ্ম মন দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন না, প্রাণের উপর তাঁহার স্থিতি নির্ভর করে না। এই ভাবে উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেশ্চ (২)

বিবক্ষিত গুণ, অর্থাৎ যে সকল গুণ বিবক্ষিত হইয়াছে,—যে গুণাবলি উল্লেখ করা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে,— সেই গুণাবলি ব্রহ্ম সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় (উপপত্তেঃ), সে সকল গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীবের থাকিতে পারে না।

প্রথম সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যে আছে, "সত্যসংকল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ।"

এই সকল গুণবাচক শব্দ ব্রহ্ম-সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায়। ব্রহ্ম "সত্যসংকল্প"; কারণ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়, তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখনই তাহার সংঘটন হয়। "আকাশাত্মা" অর্থাৎ আকাশের ন্যায় আত্মা যাঁহার,—আকাশ যেমন সর্ব্বত্র অবস্থিত অথচ নির্লেপক, ব্রহ্মও সেইরূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং নির্লেপক। এইরূপ অপর সকল গুণ ব্রহ্মেরই আছে, জীবের নাই।

রামানুজ পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "মনোময়" এবং "প্রাণ-শরীর" এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। "ভারূপ" অর্থাৎ ভাস্বরূপ, নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত, "আকাশাত্মা" অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ; নিজে প্রকাশ পান, এবং অন্যকেও প্রকাশ করেন, এভাবেও আকাশ শব্দ ব্যাখ্যা করা যায়: "সর্ব্বকর্ম্মা" অর্থাৎ সর্ব্বজগৎ যাঁহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; "সর্ব্বকামঃ", যাঁহার সকল ভোগের উপকরণ আছে, "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ", সকল উৎকৃষ্ট দিব্যগন্ধ ও রস তাঁহার আছে, প্রাকৃত (পার্থিব) গন্ধ এবং রস তাঁহার নাই, কারণ, শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, "অশব্দম্ অস্পর্শম্"। "সর্ব্বমিদমভ্যাত্তঃ" এই সকল (পূর্ব্বোক্ত সকল কাম, রস, গন্ধ) স্বীকার করিয়াছেন; "অবাকী" কোনও বাক্য নাই; তাহার কারণ তিনি "অনাদর", তিনি সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আদরের বস্তু কিছু নাই, তাঁহার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য আছে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত থাকেন।

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ (৩)

অনুপপত্তেঃ (যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়া) তু (নিশ্চয়) ন শারীরঃ (জীব হইতে পারে না)।

পূর্ব্ব-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে যে গুণাবলি উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুণাবলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লেখ হইলে যুক্তিযুক্ত হয়। এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, সেই গুণগুলি জীব সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। যিনি শরীরে থাকেন, তিনি "শারীর", অর্থাৎ

জীব। ব্রহ্মও শরীরে থাকেন, কিন্তু তিনি শরীরের বাহিরেও থাকেন। জীব কেবলমাত্র শরীরেই থাকেন। এজন্য ব্রহ্মকে শারীর বলা হয় না, জীবকে শারীর বলা হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন, শ্রুতি যে গুণসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, খদ্যোতের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবে তাহা কি করিয়া থাকিতে পারে? শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া জীব দুঃখী; কখনও বদ্ধ, কখনও মুক্ত। জীবের সে সকল গুণ থাকিতে পারে না।

কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ (৪)

(ব্রহ্ম) কর্ম্ম এবং (জীবকে) কর্ত্তা এইরূপ ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ উল্লেখ আছে (এজন্য মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তু জীব হইতে পারে না, ইহা ব্রহ্ম)।

আলোচ্যমান শ্রুতিবাক্যের পরে আছে, "এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতা অস্মি"। "এতম্", অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত এই বস্তুটিকে (ব্রহ্মকে), "ইতঃ প্রেত্য", অর্থাৎ এই পৃথিবী হইতে পরলোকে প্রয়াণ করিবার সময়, "অভিসংভবিতা অস্মি" প্রাপ্ত হইব। জীব এই বস্তুটিকে প্রাপ্ত হইবে এইরূপ উল্লেখ আছে, অতএব এই প্রাপ্ত বস্তুটি জীব হইতে পারে না।

শব্দবিশেষাৎ (৫)

শতপথব্রাহ্মণে বর্ত্তমান প্রকরণ উপলক্ষ্যে উক্ত হইয়াছে,—"যথা ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবম্ অয়ম্

অন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ যথা জ্যোতিরধূমম্''। অর্থাৎ, ব্রীহি (আশুধান্য) যব, শ্যামাক (ধান্য বিশেষ), অথবা শ্যামাকধান্যের তণ্ডুল যেরূপ (সূক্ষ্ম) সেইরূপ জীবাত্মার মধ্যে (অন্তরাত্মন্) হিরণ্ময় পুরুষ ধূমহীন জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল)। "অন্তরাত্মন্", অর্থাৎ আত্মার মধ্যে; সপ্তমী বিভক্তি লোপ হইয়াছে। জীবাত্মাকে বুঝাইবার জন্য "অন্তরাত্মন্" এই সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষকে বুঝাইবার জন্য প্রথমাবিভক্তিযুক্ত "পুরুষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে দুইটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হেতু ("শব্দবিশেষাৎ") বুঝিতে পারা যায় যে, মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষ জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন।

রামানুজ এই সূত্রের ভাষ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য ব্যতীত আর একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে", অর্থাৎ "আমার এই আত্মা হৃদয়ের মধ্যে (অবস্থান করে)। তিনি বলিয়াছেন যে, এখনে 'মে" শব্দ জীবাত্মাকে বুঝাইতেছে, "আত্মা" শব্দ পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। বিচার্য্য বস্তুকে "আত্মা" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব ইহা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন।

স্মৃতেশ্চ (৬)

পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন,—জীব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য। যথা গীতায়—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ (১৮।৬১)

অর্থাৎ, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মায়া দ্বারা সকল প্রাণীকে যন্ত্র-চালিতের ন্যায় ভ্রমণ করান।

শঙ্কর এখানে বলিয়াছেন যে, এই সকল সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক,—দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মেরই নাম জীব,—উভয়ের মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,—কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তৎ ত্বমসি" (তুমিই ব্রহ্ম), "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা—জীব—নাই)।

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ, ন, নিচায্যত্বাদেবং, ব্যোমবচ্চ (৭)

অর্ভকং (ক্ষুদ্র) ওকঃ (আবাসস্থান) যস্য স অর্ভকৌকাঃ। "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ",—ক্ষুদ্র গৃহের কথা আছে বলিয়া. (সেই মনোময় পুরুষ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন। এইরূপ বাক্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "এষ ম আত্মা অন্তর্হৃদয়ে"—ইনি আমার আত্মা, ইনি হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন), তদ্ব্যপদেশাৎ—ক্ষুদ্র পরিমাণের উল্লেখ হেতু,—"অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা" (ছান্দোগ্য উপনিষদ)—তিনি ব্রীহিধান্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যব অপেক্ষাও, সূক্ষ্ম, অতএব ইনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। "ইতি চেৎ"—যদি এই আপত্তি করা যায়। "ন"—না, এ আপত্তি যথার্থ নয়। "নিচায্যত্বাৎ এবং"—এইরূপ উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হৃদয়ের মধ্যে "নিচায্য" দ্রষ্টব্য। "ব্যোমবৎ'—আকাশের ন্যায়,—আকাশ সর্ব্বগত হইলেও সূচীর (ছুচের) মধ্যে অবস্থিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়া

যেমন আকাশকে ক্ষুদ্র আবাসস্থিত এবং ক্ষুদ্র পরিমাণযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও হৃদয়মধ্যস্থিত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র আবাসস্থিত, এবং ক্ষুদ্র পরিমাণ-যুক্ত বলা লইয়াছে। যিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাঁহাকে ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থিত বলা যায়, কিন্তু যিনি কেবলমাত্র ক্ষুদ্রস্থানে অবস্থিত, তাঁহাকে সর্ব্বত্র অবস্থিত বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন, "যথা শালগ্রামে হরিঃ"—হরি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও শালগ্রামে তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হন।

রামানুজ "ব্যোমবচ্চ" এই বাক্যের ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতি এই স্থানে মনোময় পুরুষকে কেবল ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, "ব্যোমবৎ", আকাশের ন্যায় বৃহৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়নন্ত-রিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো" (ছাঃ উঃ ৩।১৪।৩)। অর্থাৎ, ইনি পৃথিবী হইতেও বৃহৎ, আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ, স্বর্গ অপেক্ষাও বৃহৎ। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোময় পুরুষকে ক্ষুদ্র বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, উপাসনার জন্যই তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রামানুজ এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সমগ্র চতুর্দ্দশ খণ্ডের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ (৮)

ব্রহ্ম যদি জীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জীবের হৃদয়গত সুখ-দুঃখ ব্রহ্মকেও ভোগ করিতে হইবে ("সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ") —কেহ যদি এইরূপ তর্ক করেন ("ইতি চেৎ"), না, তাহা হয় না

("ন")—ব্রহ্মকে জীবের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বিশেষ আছে—প্রভেদ আছে ("বৈশেষ্যাৎ")। জীব পাপপুণ্যের কর্ত্তা, এবং পাপপুণ্য অনুসারে সুখ-দুঃখের ভোক্তা, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি। পাপের সহিত ব্রহ্মের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই (তিনি অপহতপাপ্মা), সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্। অতএব জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

রামানুজ "বৈশেষ্যাৎ" শব্দটির ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বৈশেষ্যাৎ" শব্দের অর্থ "হেতুবৈশেষ্যাৎ"। হৃদয়মধ্যে অবস্থান করাই সুখদুঃখভোগের হেতু নহে। সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু হইতেছে পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মের অধীনতা। জীব পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মের অধীন; এজন্য জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করে। ব্রহ্ম কর্ম্মের অধীন নহেন,—তিনি অপহতপাপাপ্মা,—এজন্য ব্রহ্ম হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিলেও সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না। শ্রুতিও অন্যত্র তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি।" (মুণ্ডকোপনিষদ্)

অনুবাদ: জীব পরিপক্ক কর্ম্মফল ভোগ করে; ব্রহ্ম ভোজন না করিয়া কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন।

অত্তৃ—অধিকরণ

অত্তা চরাচর গ্রহণাৎ (৯)

কঠোপনিষদে আছে,—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥"

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন (অর্থাৎ অন্নের সহিত ভুক্ত ঘৃত বা ব্যঞ্জন), তিনি যে স্থানে থাকেন, তাহা কে জানে?

এখানে কাহার কথা হইতেছে? ব্রহ্মের, না কোনও জীবের? এখানে ব্রহ্মকেই অত্তা বলা হইয়াছে। কারণ, প্রলয়ের সময় তিনি চরাচর জগৎ ভক্ষণ করেন। এখানে "চরাচর" জগতের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু মৃত্যু শব্দের উল্লেখ আছে, মৃত্যু চরাচর জগৎই ধ্বংস করে, সুতরাং চরাচর জগতের ধ্বংসের কথাই শ্রুতির অভিপ্রেত, চরাচর জগতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, এজন্য কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে বলা হইল,—ব্রহ্ম ভোক্তা নহেন, জীবই ভোক্তা। এজন্য অরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, বর্ত্তমান সূত্রে উদ্ধৃত কঠোপনিষদের বাক্যেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভক্ষকরূপে কোনও জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, যিনি ভোক্তা, তাঁহাকেই ভক্ষক বলা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা নহে। জীবের কর্ম্মনিমিত্ত ভোগ হয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছায় সমগ্র জগৎ সংহার করেন।

প্রকরণাচ্চ (১০)

ব্রহ্মের প্রসঙ্গেই (প্রকরণাৎ) উক্ত শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়; কারণ, ঐ বাক্যের পূর্ব্বে আছে,—

"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"—সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে অবগত হইলে আর শোক করে না। ইহা ব্রহ্মসম্বন্ধেই বলা যায়, জীবসম্বন্ধে বলা যায় না।

(গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণ।)

"গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ" (১১)

কঠোপনিষদে এই বাক্য আছে,—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।"

অনুবাদ: হৃদয়-গুহার মধ্যে দুইটি বস্তু প্রবেশ করিয়া আছেন, জগতে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ইহারা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন, ইহারা ছায়া এবং আলোকে ন্যায় (বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত), ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইহাদের কথা বলিয়া থাকেন, যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও ইঁহাদের কথা বলিয়া থাকেন।"

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—যাঁহারা যজ্ঞাদিকর্ম্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, সেখানে স্বর্গসুখ ভোগ হয়, যখন পুণ্য শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহারা চন্দ্র হইতে পতিত হইয়া মেঘের মধ্যে অবস্থান করেন, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পড়েন, পরে যবাদি

শস্যের মধ্যে অবস্থান করেন, পরে ঐ শস্যভোজনকারী পুরুষের দেহে অবস্থান করেন, পুরুষের দেহ হইতে শুক্রের সহিত স্ত্রীর গর্ভে গমন করেন, তথা হইতে পুনরায় জন্ম হয়। অন্তরিক্ষ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী এই পাঁচটিকে অগ্নি বলিয়া চিন্তা করিবার বিধান আছে, ইহাই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার বিবরণ আছে।

নাচিকেত অগ্নি—নচিকেতা নামক ব্রাহ্মণকুমার যমের নিকট যে অগ্নিবিদ্যা লাভ করিয়াছিল, তাহার নাম নাচিকেত অগ্নি. ইহার উপাসনা করিলে স্বর্গলাভ হয়। কঠ উপনিষদে এই উপাখ্যান আছে।)

এই উপনিষদবাক্যে "গুহাপ্রবিষ্ট" বলিয়া যে দুইটি বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারা দুইটি আত্মা,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ("গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি")। পরমাত্মা যে গুহায় (হৃদয়াকাশে) প্রবেশ করেন, শ্রুতিতে তাহার উল্লেখ আছে, ("তদ্দর্শনাৎ") যথা :—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

অনুবাদ :—সেই দুদর্শ, গূঢ়, অনুপ্রবিষ্ট, গুহাস্থিত, গহ্বরস্থ, পুরাতন দেবকে অধ্যাত্মযোগদ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক ত্যাগ করেন।

যদিও জীবাত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তথাপি উভয়কে "ঋতং পিবন্তৌ" বা কর্ম্মফলভোক্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দুইটি পথিকের মধ্যে একটির মাথায় ছাতা থাকিলেও "ছত্রধারীরা যাইতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়।

এখানেও সেইরূপ হইয়াছে। অথবা জীব কর্ম্মফলভোগ করে, ব্রহ্ম জীবকে এই ফল ভোগ করান, এজন্য উভয়কে "ঋতং পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে।

এখানে "গুহাং প্রবিষ্টৌ" এই বাক্য চেতন জীব ও অচেতন বুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে না, দুইটি চেতন বস্তুকেই নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত।

রামানুজ "দর্শনাচ্চ" ইহার অর্থে বলেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই গুহায় প্রবিষ্ট আছেন, এরূপ শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়। পরমাত্মা হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হন, এরূপ শ্রুতি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। জীবাত্মাও হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হন। তাহার শ্রুতি :

"যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত॥"
(কঠ, ২।৪।৭)

অর্থাৎ : কর্ম্মফল ভোগ করে (অত্তি) এজন্য জীবের নাম 'অদিতি'। 'প্রাণেন সম্ভবতি', অর্থাৎ প্রাণের সহিত বর্ত্তমান থাকে। 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী',—হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে। 'ভূতেভিঃ', ক্ষিত্যপ্‌তেজ প্রভৃতি ভূতের সহিত। 'ব্যজায়ত', বিবিধরূপে জন্মলাভ করে : দেব, মনুষ্য প্রভৃতি রূপ ধারণ করে।

বিশেষণাচ্চ (১২)

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মা দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া পরমাত্মারূপ গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হয়। এইভাবে জীবাত্মাকে গন্তৃ এবং পরমাত্মাকে গন্তব্যরূপে 'বিশেষিত' করা হইয়াছে

"বিশেষণাৎ"। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বসূত্রে যে কঠোপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথাই হইতেছে।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় না। জীব মুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্মের উপাসকরূপে অবস্থান করে। নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে", মনুষ্য "প্রেত" হইলে লোকের যে সন্দেহ হয়, সে আছে, না নাই। এখানে "প্রেত" অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত অবস্থা। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায়, মৃত্যুর পর যে জীবাত্মা থাকে, এ বিষয়ে নচিকেতার কোনও সন্দেহ নাই—মুক্ত হইলে জীবাত্মা থাকে, না ব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহাই নচিকেতার সন্দেহের বিষয়।

অন্তর্ উপপত্তেঃ (১৩)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি"। অর্থাৎ এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দেখা যায়, ইহাই আত্মা, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই অক্ষিপুরুষ কি প্রতিবিম্ব? না, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? না, জীব? না, ব্রহ্ম? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি ব্রহ্ম, যোগিগণ ইঁহাকে চক্ষুর মধ্যে দর্শন করেন। কারণ, যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, (নির্লেপত্ব, কর্ম্মফলদাতৃত্ব ইত্যাদি) সে সকল ব্রহ্ম ভিন্ন কাহারও উপপন্ন হয় না, ("উপপত্তেঃ")।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ (১৪)

স্থান প্রভৃতির উল্লেখ হেতুও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মের কথা হয় নাই, কারণ, বলা হইয়াছে যে, এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ স্থান নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হয় না, কারণ, তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত। কিন্তু এ যুক্তি বিচারসহ নহে। অন্যত্রও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্থান নাম, রূপ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" (বৃঃ উঃ); "তস্য উদিতি নাম" (তাঁহার উৎ এই নাম) (ছাঃ উঃ) "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" (স্বর্ণময় শ্মশ্রু) (ছাঃ উঃ)। শ্রুতির অন্যত্রও উপাসনার জন্য ব্রহ্মের এইভাবে স্থান, নাম ও রূপের উল্লেখ আছে।

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ (১৫)

"ইনি সুখবিশিষ্ট এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া।" ১৩ সূত্রে যে উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, অতএব এখানেও ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে এই বাক্য আছে, "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম·· যদেব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং"। "ক" অর্থাৎ সুখ, "খ" অর্থাৎ আকাশ। "কং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, এই বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, বিষয়সুখই ব্রহ্মের স্বরূপ; কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্য হইতে এই আশঙ্কা নিবৃত্ত হয়, কারণ, পরবর্ত্তী বাক্যে আছে যে, তিনি আকাশস্বরূপ (খং ব্রহ্ম)। যদি বিষয়সুখ তাঁহার স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে আকাশস্বরূপ বলা যাইত না। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সাধারণ আকাশ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, কারণ,

তাহা হইলে তাঁহাকে সুখস্বরূপ বলা যাইত না। তিনি আনন্দময় অথচ বিষয়সংস্পর্শরহিত, ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে —"কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম।" যাহা সুখ, তাহাই আকাশ, যাহা আকাশ, তাহাই সুখ, এইকথা বলিয়া উপনিষদ্ উক্ত তত্ত্বটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাৎ (১৭)

"শ্রুতোপনিষৎক" অর্থাৎ যিনি উপনিষদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন (জানিতে পারিয়াছেন) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিৎ। তাঁহার যে গতি প্রসিদ্ধ আছে, এখানে সেই গতির উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ হইতেছে।

উপনিষদ্ ও গীতাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর দেবযানমার্গে গমন করেন, তাঁহাদের পুর্ন্জন্ম হয় না। অক্ষিপুরুষবিদ্ ব্যক্তিও মৃত্যুর পর সেই পথে গমন করেন এবং পরিশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই অক্ষিস্থিত পুরুষ।

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ (১৭)

'ইতরঃ ন' (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পুরুষ—যথা সম্মুখবর্ত্তী পুরুষের যে ছায়া চক্ষুতে পড়ে,—এখানে উদ্দিষ্ট হইতে পারে না)। 'অনবস্থিতেঃ' (সর্ব্বদা অবস্থান করেন না বলিয়া,—সম্মুখে যখন যে ব্যক্তি থাকেন তাঁহার ছায়া চক্ষুতে দেখা যায়, সম্মুখে কেহ না থাকিলে দেখা যায় না)। অসম্ভবাৎ (অমৃতত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সে সকল গুণ ছায়াপুরুষে থাকা সম্ভব নহে)।

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ (১৮)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—"য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যাদি।

অনুবাদ: যিনি ইহলোক, পরলোক, এবং সকল প্রাণীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিজ বশে রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না ইত্যাদি।

এই ভাবে পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার মধ্যে (অধিদৈবাদিষু) আন্তর্যামীরূপে যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই। কারণ, "তদ্ধর্ম্ম"—তাঁহার ধর্ম্ম, ব্রহ্মের ধর্ম্ম "ব্যাপদেশ" অর্থাৎ উল্লেখ আছে। সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে নিজ বশে রাখা ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের এখানে উল্লেখ আছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গই হইতেছে। ব্রহ্ম যাহাকে "যমন" করেন, তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারাই তাহাকে যমন করেন।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যেরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, পরমাত্মা সেরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি করেন না, কিন্তু তিনি সবই দর্শন ও শ্রবণ করেন।

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ (১৯)

'স্মার্ত্ত' অর্থাৎ স্মৃতি-উক্ত প্রকৃতি বা প্রধান এখানে উদ্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ 'তদ্ধর্ম্ম' অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্মের এখানে উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বসূত্রোক্ত অন্তর্য্যামী পুরুষ সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না। কারণ, ঐ অন্তর্য্যামী পুরুষ সম্বন্ধে দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল গুণ প্রধানের থাকিতে পারে না।

রামানুজ এই সূত্রের শেষে "শারীরশ্চ" এই শব্দটি যোজনা করিয়াছেন। শারীর অর্থাৎ জীবও অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্য হইতে পারে না, কারণ, অন্তর্য্যামীকে সকলের দ্রষ্টা, সকলের নিয়ন্তা, প্রভৃতি বলা হইয়াছে ; এ সকল ধর্ম্ম জীবের থাকিতে পারে না।

শারীরশ্চ উভয়েঽপি হি ভেদেন এনং (২০)

"শারীর" (জীব) ও অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্য হইতে পারে না, "উভয়ে অপি," কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই "এনং" এই জীবকে, "ভেদেন অধীয়তে" পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজুর্বেদের দুইটি শাখার নাম কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন। কাণ্ব শাখাতে আছে, —"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্"—যে অন্তর্য্যামী পুরুষ বিজ্ঞানময় জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। মাধ্যন্দিন শাখাতে আছে,—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ," যিনি আত্মা (জীবাত্মায়) অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে ভিন্ন।

রামানুজ এই সূত্রের "শারীরশ্চ" শব্দটি বাদ দিয়াছেন।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ (২১)

মুণ্ডক উপনিষদে দুইটি বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে,—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নহে। পরা বিদ্যা সম্বন্ধে বলা

হইয়াছে, "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ অপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ," অর্থাৎ অপরা হইতে ভিন্ন পরা বিদ্যা, যে বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষরকে পাওয়া যায়, যে অক্ষরকে দেখা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, যাহার গোত্র (বংশ) নাই, বর্ণ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত-পদ নাই, যিনি নিত্য, বিভু (প্রভু), সর্ব্বগত যিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তিস্থল বলিয়া দর্শন করেন। পরে উক্ত হইয়াছে,—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (অক্ষর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু)। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তুটিই ব্রহ্ম এবং অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তুটি প্রকৃতি বা প্রধান, কিন্তু তাহা নহে। "অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ" অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তুটি ব্রহ্মই। "ধর্ম্মোক্তেঃ," ব্রহ্মের ধর্ম্ম এখানে উক্ত হইয়াছে। কারণ এই বস্তু সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, ' যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্," যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্। ইহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম, প্রকৃতির নহে। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ," এখানে অক্ষর ব্রহ্মকে বোঝায় না, প্রকৃতিকে বোঝায়।

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ (২২)

ইতরৌ (অপর দুইটি বস্তু,—প্রকৃতি এবং জীব) ন (এখানে উক্ত হয় নাই) বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং (শ্রুতি বলিয়াছেন "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" ইনি দিব্য এবং অমূর্ত্ত পুরুষ, এই ভাবে বিশেষণ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে ইনি জীব হইতে পারেন না ; শ্রুতি পুনশ্চ বলিয়াছেন "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই

ভাবে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, এ জন্য ইনি প্রকৃতি হইতে পারেন না)।

রামানুজ অপরা বিদ্যার অর্থ করিয়াছেন, শাস্ত্রপাঠজন্য পরোক্ষ-জ্ঞান, এবং পরা বিদ্যার অর্থ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান; তাঁহার মতে এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

রূপোপন্যাসাচ্চ (২৩)

এই অক্ষর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥"

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

অনুবাদ : অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্র এবং সূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষু, দিক্-সকল তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। এই যে রূপের উল্লেখ ("রূপোপন্যাস"), ইহা প্রধান সম্বন্ধে বলা যায় না, কোনও জীব সম্বন্ধেও বলা যায় না। অতএব এখানে পরমেশ্বরের কথাই হইতেছে।

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ (২৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, কয়েকজন পণ্ডিতের সংশয় হইল "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমাদের আত্মা কোন্ বস্তু, ব্রহ্ম বা কি বস্তু? তাঁহারা কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট উপস্থিত

হইলেন। অশ্বপতি তাঁহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন?" একজন বলিলেন, স্বর্গলোক; এক জন বলিলেন, সূর্য্য; এক জন বলিলেন, বায়ু; ইত্যাদি। অশ্বপতি বলিলেন, বৈশ্বানর আত্মার অংশগুলিকে আপনারা বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেছেন, স্বর্গলোক এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সূর্য্য ইঁহার চক্ষু, বায়ু ইঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, ইত্যাদি। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, এই বৈশ্বানর আত্মা কি? বৈশ্বানর শব্দে জঠরাগ্নি, সাধারণ অগ্নি, বা দেবতাবিশেষ বোঝায়; আত্মা শব্দ জীব এবং পরমাত্মাকে বোঝায়। এ স্থলে "বৈশ্বানর আত্মা" দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। যদিও বৈশ্বানর এবং এই দুইটি শব্দ উল্লিখিত বস্তুগুলির নির্দ্দেশক "সাধারণ শব্দ", তথাপি এখানে এই দুইটি সাধারণ শব্দের "বিশেষ" আছে; কারণ, উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, তাঁহাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ইত্যাদি। এই "বিশেষ" হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া "বৈশ্বানর আত্মা" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, এই শ্রুতিবাক্যের প্রারম্ভে আছে "কিং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা জানিবার জন্যই পণ্ডিতগণ অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন এবং অশ্বপতি বৈশ্বানর আত্মার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বৈশ্বানর আত্মাই ব্রহ্ম।

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি (২৫)

'স্মর্য্যমান' অর্থাৎ স্মৃতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ উল্লিখিত হইয়াছে, স্মৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মের সেইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে, এই শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য বিষয় পরমাত্মাই। বিষ্ণুপুরাণ একটি প্রসিদ্ধ স্মৃতি * গ্রন্থ তাহাতে আছে :

"যস্য অগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা
খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে
তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ।

অনুবাদ : অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার পাদ, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্ যাঁহার কর্ণ, সেই সর্ব্বলোকাত্মক ভগবান্‌কে প্রণাম।

রামানুজ বলিয়াছেন, অন্যত্র শ্রুতি এবং স্মৃতিতে পরমাত্মার এই প্রকার রূপ স্মর্য্যমান হয়, স্মরণ করা যায়, অতএব এখানেও পরমাত্মার প্রসঙ্গ হইতেছে বুঝিতে হইবে।

শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ
নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ
অসম্ভবাৎ, পুরুষমপি চ এনমধীয়তে। (২৬)

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যে শ্রুতিবাক্য আলোচনা হইতেছে, তাহাতে বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে না—

* বেদ শ্রুতি। তদ্ভিন্ন যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ স্মৃতি।

"শব্দাদিভ্যঃ", কারণ, বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরমাত্মা নহে, বৈশ্বানরে আহুতি দিবার উল্লেখ আছে, অতএব এখানে অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। "অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ,"—এই বৈশ্বানর দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এরূপও উল্লেখ করা হইয়াছে। "ইতি চেৎ" যদি এরূপ আশঙ্কা করা যায়, "না" না, সেরূপ আশঙ্কা করা যায় না। "তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ," জঠরাগ্নিকে পরমাত্মারূপে দর্শন করিতে হইবে, এইরূপ উপদেশ আছে। "অসম্ভবাৎ," স্বর্গলোক বৈশ্বানরের মস্তক বলা হইয়াছে, জঠরাগ্নি সম্বন্ধে এই উক্তি সম্ভবপর নহে। "পুরুষমপি চ এনমধীয়তে," এই বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, "স এব অগ্নির্বৈশ্বানরঃ যৎ পুরুষঃ, এই বৈশ্বানর অগ্নি হইতেছে পুরুষ, জঠরাগ্নিকে পুরুষ বলা যায় না।

অতএব ন দেবতা ভূতং চ (২৭)

এই সকল কারণেই বৈশ্বানর শব্দ এখানে দেবতা বা সাধারণ অগ্নিকে বুঝাইতে পারে না।

সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ (২৮)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এখানে বৈশ্বানর শব্দে জাঠর অগ্নিরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে; কিন্তু জৈমিনি বলেন যে, এখানে কোনও উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রসঙ্গ হয় নাই, "সাক্ষাৎ অপি" নিরুপাধি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। "অবিরোধং" এইরূপ অর্থ করিতে কোনও বিরোধ নাই। "বিশ্বস্য অয়ং নরঃ পুরুষ ইতি বৈশ্বানরঃ," সমগ্র বিশ্ব ইঁহার দেহ স্বরূপ এবং ইনি বিশ্বের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ।

অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথ্যঃ (২৯)

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা হইলে জাঠর অগ্নিরূপ জগতের অংশমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন যে, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি সর্ব্বত্র সমান নহে, যেখানে অভিব্যক্তি সমধিক, সেইখানে তাঁহার উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ (৩০)

আচার্য্য বাদরি বলেন যে, ব্রহ্ম যদিও সর্ব্বত্র অবস্থিত, তথাপি তাঁহাকে হৃদয়ে অবস্থিত বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, হৃদয়স্থ মন দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা হয় (অনুস্মৃতেঃ)।

রামানুজ বলেন, ব্রহ্মকে পুরুষের ন্যায় উপাসনা করিতে বলিবার উদ্দেশ্য এইযে, শ্রুতিতে আছে যে, এই ভাবে উপাসনা করিলে ব্রহ্মানন্দ পাওয়া যায়।

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি (৩১)

জৈমিনি বলেন যে, শ্রুতির এরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, ব্রহ্মকে এইভাবে উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বপতি পণ্ডিতদিগকে উপদেশ দিবার সময় নিজের মস্তকাদি অবয়ব দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মেরও এইরূপ অবয়ব আছে, স্বর্গ তাঁহার মস্তক সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, ইত্যাদি। দেবগণ ব্রহ্মকে এই ভাবে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ("সম্পত্তি=প্রাপ্তি")

রামানুজ বলেন, সম্পত্তি শব্দের অর্থ সম্পদুপাসনা। আহারের সময় প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুতে আহুতি দেওয়া হয়, এই আহুতিকে অগ্নিহোত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে যজ্ঞের বেদী বলা হইয়াছে, ইত্যাদি।

আমনন্তি চৈনম্মিন্ (৩২)

জাবাল উপনিষদে ব্রহ্মকে মস্তকের উপরিভাগে এবং চিবুকের অন্তরালে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মকে প্রদেশ-বিশেষ অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

রামানুজ বলেন যে, উপনিষদে ব্রহ্মকে উপাসকের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সম্পূর্ণ

শঙ্কর বলিয়াছেন যে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদে উপনিষদের সেই সকল বাক্যের বিচার হইয়াছে যাহাতে ব্রহ্মের লিঙ্গ অস্পষ্ট।

রামানুজ বলিয়াছেন প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে উপনিষদের এরূপ কতকগুলি বাক্য বিচার করা হইয়াছে যাহা পড়িয়া মনে হয় এগুলি কোনও জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ (১)

দ্যৌ (স্বর্গ) ভূ (পৃথিবী) প্রভৃতির আশ্রয় ব্রহ্মই, কারণ স্বশব্দের প্রয়োগ আছে।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে :

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানং
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ॥"

অনুবাদ : যাঁহার মধ্যে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, এবং সর্ব প্রাণের সহিত মন আশ্রিত, একমাত্র তাঁহাকেই জান, তিনিই আত্মা, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, উহা অমৃতের সেতু। এখানে যাহাকে স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আধার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মই, "স্বশব্দাৎ" কারণ, স্ব বা আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে। সেতুর অপর পার আছে, কিন্তু ব্রহ্মের অপর পার নাই (ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই), এ জন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, প্রকৃতি বা বায়ুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রকৃতি এবং বায়ুকেও স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আশ্রয় বলা যায়, কারণ, প্রকৃতি

বা বায়ু হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি বা বায়ুকে আত্মা শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। এ জন্য এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। বিধারক (যাহা ধারণ করে) অর্থে-ই সেতু শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, পারবান্ (যাহার পার আছে) অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই।

রামানুজ বলেন "স্বশব্দের" অর্থ,—যে শব্দ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয়, আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না, এরূপ শব্দ। ইনি অমৃতের সেতু, এই কথা পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই, ইহা শ্রুতিতে বহুস্থানে বলা হইয়াছে।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ (২)

মুক্ত পুরুষের দ্বারা উপসৃপ্য বা প্রাপ্য এইরূপ ব্যাপদেশ আছে' (উল্লেখ আছে)।

মুণ্ডক উপনিষদের যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে এই শ্লোক আছে :

"ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

অনুবাদ : সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টকে দেখিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, ও কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ বলা হইয়াছে,

"তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

অনুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদে ইহা সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ব যে, মুক্তিলাভ করিলে জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। অতএব এখানে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যে পাপ ও পুণ্যকার্য্য করে, তাহার ফলে সে নামরূপযুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, ইহারই নাম সংসার। যাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন, তাঁহারা পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নাম ও রূপ হইতে মুক্ত হন।

নানুমানম্ অতচ্ছব্দাৎ (৩)

অনুমান (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান) ন (এখানে উদ্দিষ্ট নহে) অতচ্ছব্দাৎ (প্রধানবাচক শব্দ এখানে নাই বলিয়া)।

এই বাক্যে কোনও অচেতন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয় নাই, কারণ, এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্"—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্। অচেতন বস্তু সম্বন্ধে ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না।

প্রাণভৃচ্চ (৪)

প্রাণভৃৎ অর্থাৎ জীবও এখানে উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ, সেরূপ শব্দের প্রয়োগ নাই।

ভেদব্যপদেশাৎ (৫)

এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তমেব একং জানথ আত্মানং" এখানে যিনি জ্ঞাতা, তিনি জীব; যিনি জ্ঞেয়, তিনি ব্রহ্ম। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই ভেদের উল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে জ্ঞাতা জীবের কথা হইতেছে না, জ্ঞেয় ব্রহ্মের কথা হইতেছে।

রামানুজ এখানে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে ভেদবাচক অন্য শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

"সমানে বৃক্ষে পরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥"

অনুবাদ: দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি (বস্তু), জীব ও ব্রহ্ম, বাস করে। জীব প্রকৃতির মোহে অভিভূত হইয়া শোক করে, যখন প্রীতিসম্পন্ন এবং প্রভু অন্য পক্ষী (ব্রহ্মকে) এবং উহার মহিমা দেখিতে পায় তখন শোক ত্যাগ করে।

প্রকরণাচ্চ (৬)

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে আছে—"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সকল জ্ঞাত হওয়া যায়? এই প্রকরণ হইতে বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে। কারণ, ব্রহ্মকে জানিলেই সকল জ্ঞাত হওয়া যায়, জীবকে জানিলে সকল জ্ঞাত হওয়া যায় না।

স্থিত্যদনাভ্যাং চ (৭)

এই শ্রুতিবাক্যের পরে আছে:

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি ॥"

অনুবাদ: দেহরূপ একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বাস করে,—জীব ও ব্রহ্ম। তন্মধ্যে একটি পক্ষী 'জীব' স্বাদুফল (কর্ম্মফল) ভোজন করে। অন্য পক্ষী 'ব্রহ্ম' ভোজন করে না,—কেবল চাহিয়া দেখে।

এখানে একটি পক্ষীর 'স্থিতি' (সাক্ষীরূপে অবস্থান এবং অন্য পক্ষীর 'অদন' (ভোজন বা কর্ম্মফলভোগের) উল্লেখ থাকায়

বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। প্রথম সূত্রে যে শ্রুতি-বাক্যের বিচার হইতেছে তাহাতে যখন ব্রহ্মের কথা হইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারা গেল, তখন সেখানে জীবের কথা হয় নাই, ইহাও বুঝিতে হইবে। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন।

রামানুজ বলেন যে, যিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন, তিনি কখনও সর্ব্বজ্ঞ এবং অমৃতের সেতু হইতে পারেন না। অতএব যিনি সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন (ব্রহ্ম,) তিনিই অমৃতের সেতু এবং "দ্যুভ্বাদ্যায়তন" অর্থাৎ স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আশ্রয়।

ভূমা সম্প্রাসাদাদধ্যুপদেশাৎ (৮)

"ভূমা," শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। কারণ, "সম্প্রসাদাৎ অধি" সম্প্রসাদের পরে 'উপদেশাৎ' ভূমার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ সপ্তম অধ্যায়ে নারদ এবং সনৎকুমারের আখ্যায়িকাতে উক্ত হইয়াছে যে, নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমাকে অধ্যয়ন করান।" সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ?" নারদ বলিলেন, তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস * পুরাণ, তর্ক, গণিত প্রভৃতি অনেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মবিদ্ হইতে পারেন নাই। সনৎকুমার বলিলেন, "তুমি যে সকল বিদ্যার উল্লেখ করিলে, সকলই

---

* ইতিহাস অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারত

'নামের' অন্তর্গত।" নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাম অপেক্ষা 'ভূয়ঃ' অর্থাৎ অধিক কিছু আছে?" সনৎকুমার বলিলেন, "নাম অপেক্ষা বাক্ অধিক।" তাহার পর নারদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন—বাক্ অপেক্ষা মন অধিক, মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, তদপেক্ষা চিত্ত। এইরূপে ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা ও প্রাণকে ক্রমশঃ অধিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন, এবং বলিলেন, প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা। কারণ, যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চবাক্য বলিলেও লোকে বলে, "তুমি পিতৃঘাতী," কিন্তু প্রাণ না থাকিলে পিতার দেহকে দগ্ধ করিলেও কেহ বলে না "তুমি পিতৃঘাতী।" যিনি এই তত্ত্ব জানেন, কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি অতিবাদী?" (অর্থাৎ তুমি যাহাকে উপাসনা কর, তাহা কি অপরের উপাসিত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?) তাহা হইলে তাঁহার বলা উচিত, "হ্যাঁ, আমি অতিবাদী।" তাহার পর সনৎকুমার বলিয়াছেন, "কিন্তু তিনিই যথার্থ অতিবাদী—যিনি সত্যই অতিবাদী।" নারদ বলিলেন, "আমি সত্যই অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।" সনৎকুমার বলিলেন, "বিশেষরূপে জানিলে তবে সত্য বলা যায়, চিন্তা না করিলে জানা যায় না, শ্রদ্ধা না করিলে চিন্তা হয় না, নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না, চেষ্টা না করিলে নিষ্ঠা হয় না, সুখ না পাইলে লোকে চেষ্টা করে না, ভূমা (অনন্ততেই) সুখ, অল্পে সুখ নাই।"

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা,

অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানতি তৎ অল্পং, যো বৈ তৎ অমৃতং, অথ যৎ অল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্।"

অনুবাদঃ যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য বস্তু দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায়, তাহা অল্প। যাহা ভূমা তাহা অমৃত। যাহা অল্প, তাহা মরণশীল।

বর্ত্তমান সূত্রে বিচার করা হইতেছে :

এই ভূমা কি প্রাণ, না পরমাত্মা? নাম অপেক্ষা বাক্য অধিক বাক্য অপেক্ষা মন অধিক, এইভাবে উল্লেখ করিয়া শেষে বলিলেন, মন অপেক্ষা প্রাণ অধিক, তাহার পর প্রাণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া আর কোনও বস্তুর উল্লেখ হয় নাই, এ জন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণকেই ভূমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। ভূমা শব্দ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। কারণ, সম্প্রসাদ অর্থাৎ প্রাণের পরে তাহার উল্লেখ আছে। "সম্প্রসাদ" শব্দের অর্থ সুষুপ্তির অবস্থা, কারণ, জীব সুষুপ্তির সময় "সম্যক্ প্রসীদতি" অর্থাৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে; এই সুষুপ্তির সময় সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার লোপ হয়, কেবল প্রাণ জাগিয়া থাকে, এজন্য সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তির দ্বারা কেবল প্রাণকে লক্ষ্য করা হইতেছে। যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, ভূমা প্রাণ অপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রুতির অর্থ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণ ব্যতীত অপর বস্তুর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভূমা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা অমৃত, ইহার অপর কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, "যে

মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ” নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাকে জানিলে সংসার অতিক্রম করা যায়। এই সকল কথা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ‘ভূমা’ প্রাণ হইতে পারে না, ইহা পরমাত্মা।

রামানুজ বলেন যে, এই প্রসঙ্গে উপনিষদে যে প্রাণ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ অচেতন প্রাণবায়ু নহে, কিন্তু চেতন জীব। সুতরাং এখানে সংশয় এই যে, ভূমা শব্দ জীবকে বুঝাইতেছে অথবা ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই সূত্রের সম্প্রসাদ শব্দের অর্থও জীব। প্রাণ অপেক্ষা অধিক কিছু আছে কি, এরূপ প্রশ্ন করা হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, প্রাণের পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্যগুলি অচেতন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন বস্তুর উল্লেখ হইতেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নারদের মনে হইতেছিল যে, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক কোনও বস্তু আছে। কিন্তু চেতন প্রাণ (অর্থাৎ জীবের) সন্ধান পাইয়া তদপেক্ষা অধিক কোনও বস্তু থাকিতে পারে, এরূপ নারদের মনে হইল না। এজন্য নারদ আর এরূপ প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু সনৎকুমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নারদকে বলিলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ‘ভূমা”। ভূমাই ব্রহ্ম।

রামানুজ আরও বলিয়াছেন যে, জীব কর্ম্মফলে দুঃখ ভোগ করে, এজন্য জগতে দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পার, তাহা হইলে জগতে দুঃখ দেখিবে না, দেখিবে জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি এবং সুখময়। পিত্তাধিক্য হইলে মুখ বিস্বাদ লাগে; পিত্ত কমিয়া গেলে মুখ মিষ্ট হয়।

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ (৯)

ভূমার যে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহা পরমাত্মারই থাকিতে পারে, আর কাহারও থাকিতে পারে না। যথা,—সর্ব্বাত্মভাব (সকল বস্তুকে আত্মা বলিয়া বোধ), নিরতিশয় সুখ, সত্যত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠত্ব, সর্বগতত্ব ইত্যাদি।

অক্ষরম্ অম্বরান্তধৃতেঃ (১০)

বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়ঃ

"কস্মিন্ন্ খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ? স হোবাচ এতদ্বৈ তৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম-স্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমো অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্" ইত্যাদি। ৩।৮।৭-৮

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আকাশ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "ইহাই অক্ষর। ব্রাহ্মণরা বলেন, ইহা স্থূল নহে, ক্ষুদ্র নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে, তরল নহে, ছায়াযুক্ত নহে, অন্ধকারময় নহে, আকাশ নহে, আসক্ত নহে, রসযুক্ত নহে, গন্ধযুক্ত নহে, চক্ষুষ্মান্ নহে, বর্ণহীন, বাক্যহীন" ইত্যাদি।

এখানে 'অক্ষর' শব্দ অ-বর্ণকে বুঝাইতেছে না, পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, "অম্বরান্তধৃতেঃ" কারণ, এই অক্ষর আকাশ পর্য্যন্ত সকল বস্তু ধারণ করে। পূর্ব্বের প্রশ্নে গার্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই নিখিল জগৎ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, "আকাশে"। তাহার পর গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আকাশ

কিসে প্রতিষ্ঠিত?" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অক্ষরে"। অতএব আকাশ পর্য্যন্ত জগতের সমুদয় বস্তু অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অক্ষর শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অক্ষর শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে না, ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তিনি বলেন যে, "কস্মিন্ ন খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" এই বাক্যে আকাশ শব্দ প্রধানকে বুঝাইতেছে, কারণ, গার্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:

"যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইতি আচক্ষতে কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ।"

অনুবাদ: স্বর্গের ঊর্ধ্বে পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা আছে,—যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের স্বরূপ,—তাহা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?

ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, "আকাশে।" এখানে সকল বিকারের আশ্রয় কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, সুতরাং এখানে সাধারণ আকাশ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ, সাধারণ আকাশ বিকারশীল বস্তু। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে আকাশ শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে। সূত্রে সেই প্রকৃতিকেই অম্বরান্ত বলা হইয়াছে—অম্বর অর্থাৎ আকাশের অন্ত বা পরে আছে যাহা।

সা চ প্রশাসনাৎ (১০)

সা (অক্ষর কর্ত্তৃক অম্বরান্তধৃতি) প্রশাসনাৎ (প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা)।

শঙ্কর বলেন যে, এই সূত্রে ইহা বলা হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত অক্ষর শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের পরে উক্ত হইয়াছে, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" বৃঃ উঃ ৩।৮.৯ —এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনহেতু সূর্য্য এবং চন্দ্র ধৃত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন, কাহাকেও শাসন করিতে পারে না। সুতরাং অক্ষর শব্দ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রের উদ্দেশ্য এই যে, অক্ষর শব্দ জীবাত্মাকে বুঝাইতে পারে না। অক্ষর প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ ধারণ করিয়া আছেন, জীবাত্মার দ্বারা এরূপ প্রকৃষ্ট শাসন সম্ভব হয় না।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ (১২)

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাব নিবারণ করা হইয়াছে, অতএব (অক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় নাই)।

এই অক্ষর সম্বন্ধে পরে বলা হইয়াছে, "তৎ বা এতৎ গার্গি অক্ষরম অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" —হে গার্গি, এই অক্ষর কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় না, অথচ দর্শন করে, কাহারও দ্বারা শ্রুত হয় না, অথচ শ্রবণ করে ইত্যাদি। কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কাহারও দ্বারা শ্রুত হয় না, এই সকল গুণ প্রকৃতি বা প্রধানের থাকিতে পারে, কিন্তু দর্শন করে, শ্রবণ করে, এ সকল গুণ অচেতন প্রধানের থাকিতে পারে না, কারণ অচেতন প্রকৃতি দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি করিতে পারে না। পুনশ্চ শ্রুতি বলিয়াছেন, "নান্যৎ অতোঽস্তি

দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি শ্রোতৃ'' ইত্যাদি—এই অক্ষর ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা, বা শ্রোতা নাই, জীবাত্মা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

রামানুজ বলেন, "নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইহার অর্থ এই যে, অক্ষর যেরূপ জগতের দ্রষ্টা, সেইরূপ অক্ষরের দ্রষ্টা অক্ষর অপেক্ষা উত্তম তত্ত্ব আর কিছু নাই।

ঈক্ষতিকর্ম ব্যপদেশাৎ সঃ (১৩)

ঈক্ষতির কর্ম্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য তিনি ব্রহ্ম। প্রশ্নোপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়, "এতৎ বৈ সত্যকাম পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি।" অর্থাৎ, "হে সত্যকাম, ওঙ্কারই পর এবং অপর ব্রহ্ম, ওঙ্কারধ্যানরূপ সাধনার দ্বারাই একটিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ইহার পরে আছে, "যঃ পুনঃ এতম্ ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্মুচ্যতে, এবং হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষম্ ঈক্ষতে।" অর্থাৎ, "যে ওম্ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষর দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করে, সে সূর্য্যের সহিত এক হইয়া যায়। সর্প যেরূপ খোলস হইতে মুক্ত হয়, সেও সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়। সামগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। সে উৎকৃষ্ট জীবঘন হইতে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে দর্শন করে।" এখানে যে পরমপুরুষের ধ্যানের কথা বলা হইল, তাহা ব্রহ্ম। কারণ, বাক্যের শেষে তাহাকে ঈক্ষতি ধাতুর কর্ম্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জীবঘন শব্দের অর্থ পরমাত্মার জীবরূপ মূর্তি। এই জীবঘনকে পরম শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কারণ, অচেতন জগৎ অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মাকে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মার উপাসনা হইলে মোক্ষলাভ হইবে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিরূপ সসীম ফল লাভ হইবে কেন? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কাররূপ আলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করা হইলে সসীম ফলই লাভ হইবে, অসীম ফল লাভ হইবে না।

কিন্তু রামানুজ বলেন যে, এই ব্রহ্মলোক চতুর্মুখ ব্রহ্মার আবাসস্থান নহে। ইহা পরব্রহ্মের আবাসস্থান। সর্ব্বপাপনির্মুক্ত ব্যক্তির পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই যুক্তিযুক্ত। ঈক্ষতি ক্রিয়ার কর্ম্ম পরব্রহ্মই। 'ব্যপদেশাৎ' উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া। পরব্রহ্মের গুণ অজরত্ব অমরত্ব প্রভৃতির এখানে উল্লেখ আছে।

দহর উত্তরেভ্যঃ (১৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়, "অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" ৮।১।১

অনুবাদ: এই যে ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পদ্মরূপ গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ, ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করা উচিত, তাহা জানা উচিত।

এই দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ কি? ইহাই ব্রহ্ম। 'উত্তরেভ্যঃ' ইহার পরে শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা

যায়। পরবর্ত্তী বাক্যে আছে, বাহিরের আকাশ যেমন বড়, ভিতরের আকাশও এইরূপ বড়, এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ইহাতে অবস্থিত। এই দহর আকাশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে বটে, "তস্মিন্ যদন্ত তদন্বেষ্টব্যং" (ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহাকে অন্বেষণ করা উচিত) ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মাতে সত্যকামত্ব, সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, সেই সকল গুণ সমেত দহর আকাশকে জানিতে হইবে।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'দহর আকাশঃ' ইহার অর্থ ব্রহ্ম, 'তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ' (তাহার মধ্যে যাহা আছে) ইহার অর্থ ব্রহ্মের অনন্তগুণাবলি, 'তৎ অন্বেষ্টব্যং' (তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে) এখানে 'তৎ' শব্দে ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণাবলি উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ (১৫)

গতি এবং শব্দ দ্বারা (বুঝিতে পারা যায় যে, এই দহর আকাশ হইতেছে ব্রহ্ম) অন্য শ্রুতিতেও ইহা দেখা যায় (তথা হি দৃষ্টং)। এইরূপ চিহ্নও আছে (লিঙ্গং চ)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পরে আছে, "ইমাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দতি" (এই সকল প্রাণী প্রত্যহ ব্রহ্মলোকে গমন করে, তথাপি এই ব্রহ্মলোককে জানিতে পারে না)। এই গমনের উল্লেখ হেতু বুঝিতে পারা যায় যে, দহর আকাশই ব্রহ্ম। কারণ, জীব সুষুপ্তির সময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এইরূপ "শব্দ" (শ্রুতিবাক্য) অন্যত্রও আছে। যথা, "সতা

সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (সুষুপ্তির সময় জীব সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীন হয়)। এখানে 'ব্রহ্মলোক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মস্বরূপ (ব্রহ্ম এব লোকঃ), চতুর্মুখ ব্রহ্মার বাসস্থান (সত্যলোক) নহে, কারণ জীব সুষুপ্তির সময় সত্যলোকে যায় না।

রামানুজের ব্যাখ্যাও কতকটা এইরূপ। 'গতি,'—জীব প্রত্যহ দহর আকাশে গমন করে, অতএব দহর আকাশ হইতেছে ব্রহ্ম। 'শব্দ' দহর আকাশকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মলোক এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব দহর আকাশ = ব্রহ্ম। 'তথা হি দৃষ্টং' অন্যত্রও পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মলোক এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'লিঙ্গং চ' সুষুপ্তির সময় জীব দহর আকাশে বিলীন হয়, ইহা দহরাকাশের ব্রহ্মত্বের লিঙ্গ।

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্য অস্মিন্ উপলব্ধেঃ। (১৬)

ধৃতি অর্থাৎ বিধারণরূপ মহিমার উল্লেখ আছে (অতএব এই 'দহর' পরমেশ্বর)। কারণ, পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই মহিমার উপলব্ধি হয়। শ্রুতিতে এই দহর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" (অনন্তর যে আত্মা, সে এই সকল লোকের পার্থক্য-নির্দেশক এবং বিধারক সেতু)। পরমেশ্বর যে জগতের বিধারক, তাহা শ্রুতিতে অন্যস্থানেও উল্লেখ আছে দেখা যায়, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ (বৃহদারণ্যক)। অর্থাৎ, হে গার্গি, এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) আদেশে সূর্য্য এবং চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান করে। পুনশ্চ বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ

এষাং লোকানামসম্ভেদায়"। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সকল প্রাণীর রক্ষক, পালক, ইনি এই সকল লোক যাহাতে না মিশিয়া যায়, তজ্জন্য বিধারক সেতু। দহরকেও যখন সকল লোকের বিধারক সেতু বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই দহর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

রামানুজ সূত্রটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: অস্য (এই দহরের) অস্মিন্ (এই বাক্যে) ধৃতি (জগৎ-ধারণ) রূপ মহিমা উপলব্ধি হইতেছে (অতএব এই দহর পরমাত্মাই)। শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, রামানুজও সেই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধেশ্চ (১৭)

আকাশ শব্দের ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে (অতএব দহর—ব্রহ্ম)।

যে শ্রুতিবাক্যের বিচার হইতেছে, তাহাতে আছে "দহরো-হস্মিন্নন্তরাকাশঃ"—ইহার মধ্যের আকাশ দহর (ক্ষুদ্র)। এখানে আকাশ শব্দের প্রয়োগ হেতু বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের কথাই হইতেছে। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আকাশ শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। যথা, "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" (ছান্দোগ্য)—আকাশ নাম এবং রূপের কর্ত্তা (জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু নূতন বস্তু নাই, ব্রহ্মই সেই নাম ও রূপের কর্ত্তা)। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে (এই সমস্ত প্রাণী আকাশ হইতে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়)। এই সকল

স্থানে ব্রহ্ম সম্বন্ধেই আকাশ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। জীবকে লক্ষ্য করিয়া কোথাও আকাশ শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

ইতর-পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ ন, অসম্ভবাৎ। (১৮)

ইতর অর্থাৎ অন্য বস্তু, জীব। ইতরের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, অতএব দহর শব্দ জীবকেই বোঝায়, যদি ইহা বলা হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে, না, এখানে দহর শব্দ জীবকে বুঝাইতে পারে না; কারণ, ইহা অসম্ভব।

যে শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, তাহার শেষে আছে, "অথ য এষ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা",—অনন্তর জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হয়, পরমজ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা। মনে হইতে পারে যে, এই স্থানে জীবের যখন উল্লেখ আছে, তখন দহর শব্দে জীবকে নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, দহর সম্বন্ধে যে অপহতপাপ্মত্ব (নিষ্পাপত্ব) প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, জীবের সে সকল গুণ থাকিতে পারে না।

উত্তরাৎ চেৎ আবির্ভূতস্বরূপস্তু। (১৯)

উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি মনে করা যায় যে দহর শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে না), আবির্ভূতস্বরূপস্তু (কিন্তু তাহা নহে,—পরবর্ত্তী বাক্যে জীবের স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় উল্লেখ আছে)।

শঙ্করভাষ্য : দহর সম্বন্ধে যে শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, তাহার পরে উল্লেখ আছে যে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী বাক্যে যখন জীবের প্রসঙ্গ আছে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যেও দহর শব্দ জীবকে বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে। কিন্তু জীবের স্বরূপ হইতেছে ব্রহ্ম (শঙ্করের মতে)। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে। পরবর্ত্তী বাক্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আছে। উভয় প্রসঙ্গ একই।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে অপহতপাপ্মত্ব (নিষ্পাপত্ব) এই গুণের উল্লেখ আছে, পরবর্ত্তী প্রজাপতি বাক্যেও অপহত-পাপ্মত্ব এই গুণের উল্লেখ আছে, উভয় স্থানে এক গুণের উল্লেখ থাকাতে মনে হইতে পারে যে, উভয় স্থানেই এক বস্তুরই আলোচনা হইতেছে ; প্রজাপতিবাক্যে জীবের প্রসঙ্গ আছে, ইহা সুস্পষ্ট। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে দহর শব্দও জীবকেই বুঝাইতেছে, ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে দহর শব্দ ব্রহ্ম বুঝাইতেছে। অপহতপাপ্মত্ব গুণ তাঁহার সর্ব্বদাই থাকে। কিন্তু জীব সাধারণতঃ কর্মফলের অধীন থাকে, তখন তাহার অপহতপাপ্মত্ব গুণ থাকে না। যখন জীব "আবির্ভূতস্বরূপ'' হয়,—নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে, তখন তাহার অপহতপাপ্মত্ব গুণ প্রকাশ পায়। পরবর্ত্তী বাক্যে প্রজাপতির উপদেশ প্রসঙ্গে জীবের এই "আবির্ভূতস্বরূপ" অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া অপহতপাপ্মত্ব-গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অপহতপাপ্মত্বগুণ উভয় স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া উভয় স্থানে একবস্তুর প্রসঙ্গ আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি কয়েকটি গুণ,—মুক্ত জীব ও ব্রহ্ম উভয়েরই আছে সত্য; কিন্তু ব্রহ্মের কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যাহা মুক্ত-জীবের নাই। জগৎ সৃষ্টি, জগৎ ধারণ এবং জগৎ ধ্বংস করিবার ক্ষমতা ব্রহ্মের আছে, মুক্ত-জীবের নাই। "জগৎব্যাপারবর্জ্জম্" এই ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৭) ব্রহ্ম এবং মুক্ত-জীবের এই প্রভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ (২০)

পরামর্শঃ (জীবের উল্লেখ) অন্যার্থঃ (অন্য অর্থে করা হইয়াছে।

শঙ্কর—দহরবাক্যশেষে জীবের এইরূপ উল্লেখ আছে :

অথ য এষঃ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮ সূত্র দেখুন)।

অনুবাদ: অনন্তর এই জীব এই দেহ হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা।

জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, এই অর্থে এখানে জীবের উল্লেখ আছে।

রামানুজ।—শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিলেন, সেই বাক্যটি দহরবাক্যেও আছে, পরবর্তী প্রজাপতিবাক্যেও আছে। পরবর্তী প্রজাপতিবাক্যের অন্তর্গত এই বাক্যটি দহরবাক্যে পরামর্শ বা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, জীব ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মের ন্যায় জীবেরও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণের আবির্ভাব হয়। এই সকল কল্যাণগুণ ব্যতীত ব্রহ্মের আরও কতকগুলি কল্যাণগুণ আছে। যথা, জগৎস্রষ্টৃত্ব, জগৎ-বিধারকত্ব, ইত্যাদি। ফলতঃ ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণের আধার। মুক্ত জীব ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মের প্রসাদে মাত্র কতকগুলি কল্যাণগুণ পাইতে পারে।

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্ (২১)

"অল্পশ্রুতেঃ" অল্পবিষয়ক বাক্য শ্রুতিতে আছে বলিয়া, "ইতি চেৎ" যদি বলা যায়, এ বাক্য পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করে না, "তৎ উক্তং" এই আপত্তির উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" অর্থাৎ ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে। এজন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, ব্রহ্ম অনন্ত, কিন্তু জীব অণুপরিমাণ। ইহার উত্তর এই যে, পরমেশ্বর অনন্ত হইলেও, উপাসনার জন্য তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।* "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ ন

---

* হিন্দুর প্রতিমাপূজা সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রয়োগ করা যায়।

.নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ” (ব্রহ্মসূত্র ১।২।৭) এই সূত্রে এইরূপ আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

অনুকৃতেস্তস্য চ (২২)

“অনুকৃতেঃ” অনুকৃতি হেতু, “তস্য চ” তাহার।

শঙ্কর বলেন, এখানে নিম্নলিখিত উপনিষদ্‌বাক্য বিচার করা হইয়াছে :

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

মুণ্ডক এবং কাঠক উভয় উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়। ইহার অনুবাদ :

সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ কিছুই প্রকাশ পান না, অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি প্রকাশ পান বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ সকল বস্তু প্রকাশ পায়। তাঁহার আলোকে এই সকল প্রকাশিত হয়।

সূত্রের “অনুকৃতি” অর্থাৎ অনুকরণ শব্দটি এই শ্লোকের “অনুভাতি” শব্দকে সূচিত করিতেছে এবং “তস্য চ” এই শব্দদ্বয় শ্লোকের চতুর্থ চরণকে “তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি” লক্ষ্য করিতেছে। সূর্য্যের ন্যায় এরূপ কোনও তেজঃপুঞ্জ নাই যাহার আলোকে সূর্য্য এবং অপর সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে,

এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মের আলোকেই জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রগুলিতে আলোচিত দহরবাক্যের এবং প্রজাপতিবাক্যেরই বিচার করা হইয়াছে। 'তস্য অনুকৃতি'' অর্থাৎ জীব কর্তৃক ব্রহ্মের অনুকরণের উল্লেখ আছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে দহরবাক্যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, জীবের প্রসঙ্গ নহে, কারণ, যে অনুকরণ করে এবং যাহার অনুকরণ করে, উভয়ে ভিন্ন বস্তু। প্রজাপতিবাক্যের নিম্নলিখিত অংশে মুক্ত-জীবকর্ত্তৃক ব্রহ্মের অনুকরণ উল্লিখিত হইয়াছে :

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা

যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা ন উপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্।

(ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)

অনুবাদ :—মুক্ত-জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার পর সর্ব্বত্র যাতায়াত করে—হাসিতে হাসিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, স্ত্রীগণ অথবা যানবাহন অথবা জ্ঞাতিদের সহিত আনন্দ করিতে করিতে। যে শরীরে সে অভিব্যক্তি হইয়াছিল, সে শরীরের কথা তখন তাহার স্মরণ থাকে না।

উপনিষদে অন্যত্রও উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মের অনুকরণ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান অবস্থা লাভ করে।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্

আদিত্যবর্ণং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। (মুণ্ডক ৩।১।৩)

"দ্রষ্টা, (জীব) যখন স্বর্ণবর্ণ, আদিত্যের স্থায় বর্ণযুক্ত, ব্রহ্মার কারণভূত পুরুষকে দর্শন করে, তখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়।"

অপি চ স্মর্য্যতে (২৩)

স্মর্যাতে অর্থাৎ স্মৃতিগ্রন্থেও ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। (বেদকে শ্রুতি বলা হয়, কারণ, শিষ্য গুরুর নিকট বেদ শ্রবণ করে, গুরু তাঁহার গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এইরূপ পরম্পরায় বেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ ভিন্ন অপর সকল শাস্ত্রকে—যথা পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা—স্মৃতি বলা হয়, কারণ, ঋষিগণ বেদের উপদেশ "স্মরণ" করিয়া এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদের অর্থ সমর্থন করিবার জন্য স্মৃতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যেখানে বেদের সহিত বিরোধ না হয়, সেখানে স্মৃতি-বাক্য প্রামাণিক)।

শঙ্কর পুর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের আলোকে জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সমর্থন জন্য শঙ্কর ভগবদ্গীতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক এই সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন:

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ গীতা ১৫।১২

অনুবাদ : সূর্য্যের যে তেজ নিখিল জগৎ প্রকাশিত করে, চন্দ্রের যে তেজ এবং অগ্নির যে তেজ, তাহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে মুক্ত জীব পরব্রহ্মের অনুকরণ করে। এই কথা স্মৃতিতেও আছে (স্মর্য্যতে), ইহাই রামানুজের মতে বর্ত্তমান সূত্রের তাৎপর্য্য। ইহার প্রমাণস্বরূপ রামানুজ গীতার নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ। গীতা ১৪.২

অনুবাদ : যাহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করে, তাহারা আমার সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তাহারা সর্গের সময় উৎপন্ন হয় না, প্রলয়ের সময় কষ্ট পায় না।

শব্দাদেব প্রমিতঃ (২৪)

প্রমিতঃ (যে বস্তুর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মই) শব্দাৎ এব (শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়)।

কঠোপনিষদে নিম্নলিখিত বাক্য আছে :

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থান করে।

পুনশ্চ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ ॥

অনুবাদ :—ধূমহীন জ্যোতির ন্যায় অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ। অতীত ও ভবিষ্যতের কর্ত্তা। তিনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন। ইনিই তিনি।

মনে হইতে পারে যে, পরমাত্মা অনন্ত তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা যায় না, এজন্য জীবকেই এখানে লক্ষ্য করা হইতেছে। কিন্তু শ্রুতিতে যখন তাঁহাকে অতীত ও ভবিষ্যতের কর্ত্তা বলা হইয়াছে (ঈশানো ভূতভব্যস্য) তখন বুঝিতে হইবে যে, ইনি জীব হইতে পারেন না, ইনি ব্রহ্ম।

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ (২৫)

হৃদয়কে অপেক্ষা করিয়া (ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে); কারণ, এই শাস্ত্রে মনুষ্যের অধিকার আছে।

ব্রহ্ম জীবের হৃদয়ের অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্যের হৃদয় এক অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। মনুষ্যেরই শাস্ত্রে অধিকার আছে। এ জন্য ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, উপাসকের হৃদয়ে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া থাকেন, এ জন্য হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরাগ্রমাত্র (চর্ম্মবেধক সূচের অগ্রভাগের নাম আরাগ্র)। কিন্তু জীব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া কোনও স্থলে জীবকেও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হইয়াছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ (২৬)

তদুপরি অপি (মনুষ্যের উপরে যাঁহারা থাকেন—দেবাদি—তাঁহাদেরও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে), বাদরায়ণঃ (ইহা বাদরায়ণ ঋষির মত), সম্ভবাৎ (কারণ, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়)।

মনুষ্যের পক্ষে যেমন মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয়, দেবতাদের সেইরূপ মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয়। কারণ, মোক্ষলাভ না হইলে চিরকালের জন্য সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে, ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দেবগণের দেহ আছে, ইহা রামানুজ বিস্তারিত আলোচনাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থই এ বিষয়ে প্রমাণ।

বিরোধঃ কর্ম্মণি, ইতি চেৎ,
ন, অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ (২৭)

"বিরোধঃ কর্ম্মণি" দেবগণের বিগ্রহ থাকিলে কর্ম্মবিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়,—যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে—'ন' না, 'অনেকপ্রতিপত্তেঃ' দেবগণ যুগপৎ অনেক রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, 'দর্শনাৎ' এরূপ দেখা যায়।

একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। ইন্দ্রের যদি দেহ থাকে, তাহা হইলে তিনি কিরূপে বিভিন্ন যজ্ঞক্ষেত্রে একই সময়ে আবির্ভূত হইতে পারেন? এ জন্য মনে হইতে পারে যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ দেহ-হীন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল। দেবগণ যুগপৎ অনেক দেহ ধারণ করিতে পারেন। অথবা যেমন অনেক-লোক যুগপৎ এক ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে পারে, সেইরূপ এক-

দেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বিভিন্ন স্থানে যজ্ঞে ঘৃত অর্পণ করিতে পারে, তাহাতে কোনও বিরোধ হয় না।

শব্দে ইতি চেৎ ন অতঃ
প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (২৮)

'শব্দে' শব্দে বিরোধ হয়, 'ইতিচেৎ' যদি এই আপত্তি করা যায়, তাহার উত্তর এই যে, 'ন' না, 'অতঃ প্রভবাৎ' শব্দ হইতেই দেবগণের উৎপত্তি হয়, 'প্রত্যক্ষানুমানাভাং' বেদ এবং স্মৃতিগ্রন্থে এ কথা আছে।

যদি দেবগণের বিগ্রহ থাকে, তাহা হইলে দেবগণকে অনিত্য বলিতে হয়। কারণ, দেহধারী বস্তুমাত্রই অনিত্য। তাহা হইলে দেববাচক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দও অনিত্য বলিতে হয়, বেদকেও অনিত্য বলিতে হয়। ইহার উত্তর এই যে, দেবগণের দেহ অনিত্য হইলেও বেদ নিত্য। সৃষ্টির সময় ঈশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদমন্ত্র সকল উদ্বুদ্ধ করেন। ব্রহ্মা সেই সকল মন্ত্র স্মরণ করিয়া, তদনুরূপ দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। পূর্ব কল্পের সৃষ্টির অনুরূপ বর্তমান কল্পে সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বৈদিক মন্ত্র আছে—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—ব্রহ্মা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বেদ নিত্য, ইহার অর্থ বেদের শব্দরাশি অথবা বর্ণ সকল নিত্য।

অতএব চ নিত্যত্বম্ (২৯)

এই কারণেই বেদের নিত্যত্ব। যে হেতু, ব্রহ্মা বেদের শব্দরাশি স্মরণ করিয়া তদনুরূপ দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টি করিলেন, অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, বেদের শব্দরাশি নিত্য।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে ঋষি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা হইবার উপযুক্ত হইবেন, ব্রহ্মা প্রথমে সেই প্রকার ঋষি করেন, পরে উপযুক্ত তপঃপ্রভাবে সেই ঋষি সেই মন্ত্র দর্শন করেন। মন্ত্র পূর্ব্বেই ছিল। ঋষি দর্শন করেন মাত্র। এই ভাবে বেদের নিত্যত্ব খণ্ডিত হয় না।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তৌ অপি
অবিরোধঃ দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ (৩০)

সমান নাম ও রূপ থাকে বলিয়া আবৃত্তি অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময়েও বিরোধ হয় না। বেদস্ত স্মৃতিতে এরূপ উল্লেখ আছে।

মহাপ্রলয়ের সময় দেব, মনুষ্য প্রভৃতি থাকেন না। কিন্তু তাহার পর যখন সৃষ্টি হয়, তখন পূর্ব্বকল্পে দেব, মনুষ্য প্রভৃতির যে নাম ও রূপ ছিল, তদনুরূপ সৃষ্টি হয়। এইভাবে বেদের শব্দরাশি নিত্য থাকে, সে বিষয়ে কোনও বিরোধ হয় না। বেদ ও স্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্বকল্পে সৃষ্ট বস্তু-সমূহের যে নাম ও রূপ ছিল, বর্ত্তমান কল্পে সৃষ্ট বস্তু-সমূহের সেই নাম ও রূপ আছে, এইভাবে সৃষ্টি অনাদি ও নিত্য।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রলয় দ্বিবিধ,—নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত। নৈমিত্তিক প্রলয়ে জগৎ ধ্বংস হয়, কিন্তু ব্রহ্মার ধ্বংস হয় না, তিনি নিদ্রিত থাকেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মার ধ্বংস হয়। প্রাকৃত প্রলয়ের পর পুনরায় পূর্ব্বসৃষ্টির বেদ কিরূপে প্রচার হইতে পারে,—কারণ, তখন যে নূতন ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়, তিনি ত পূর্ব্ব-সৃষ্টির বেদ জানেন না? এ বিষয়ে উপনিষদ বলেন:

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৮)

অনুবাদ : ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেদের জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রাকৃত প্রলয়ের পর পূর্ব্বকল্পের বেদ পুনরায় প্রচারিত হয়।

মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ অনধিকারং জৈমিনিঃ (৩১)

অনুবাদ : মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অসম্ভব বলিয়া (দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যায়) অধিকর নাই, ইহা জৈমিনির মত।

দেবগণের যদি ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকে, তাহা হইলে উপনিষদুক্ত সকল বিদ্যাতেই অধিকার থাকা যুক্তিযুক্ত হয়। তাহা হইলে মধুবিদ্যাতেও অধিকার আছে বলিতে হইবে। মধুবিদ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে—"অসৌ আদিত্যো দেবমধু"। এই সূর্য্য দেবগণের মধু (মধুর ন্যায় আনন্দদায়ক)। এ স্থলে সূর্য্যকে দেবমধু কল্পনা করিয়া উপাসনা বিহিত হইয়াছে। . কিন্তু সূর্য্যদেব নিজেকে মধু কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে পারেন না। সুতরাং সূর্য্যদেবের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই স্বীকার করিতে হইবে। পুনশ্চ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, এই উপাসনার ফলে উপাসক একটি বসুরূপে পরিণত হয়। সুতরাং বসুনামক দেবগণের এই উপাসনায় অধিকার নাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার আরও উপাসনা আছে, যাহাতে কোনও কোনও দেবতা অথবা ঋষির

অধিকার নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবগণের অধিকার নাই, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।

রামানুজ বলেন, যে উপাসনায় যে দেব উপাস্য, সেই উপাসনায় সেই দেবের অধিকার থাকিতে পারে না, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য। মধ্বও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ (৩২)

জ্যোতির্ম্মণ্ডলেই (সূর্য্য) থাকেন, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডলকেই সূর্য্য বলা হয়, (সুতরাং সূর্য্য অচেতন বস্তু, সূর্য্যের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিতে পারে না)।

জৈমিনির মতে সূর্য্য ত জড়পিণ্ড, তাঁহার কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিবে ?

রামানুজ এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদে আছে—"তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুর্হ উপাসতেঽমৃতম্"—দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতি (পরমাত্মাকে) আয়ু এবং অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, দেবগণ এইভাবেই (আয়ু এবং অমৃতরূপেই) পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবেন, মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অধিকার নাই, মানবদেরই আছে।

ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি (৩৩)

পূর্ব্ব দুই সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারের "ভাব" আছে, অর্থাৎ অধিকার আছে। মধুবিদ্যায় দেবগণের অধিকার যখন সম্ভব নহে, তখন নাই বলিয়া স্বীকার করা

যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল স্থানে অসম্ভব নহে, সে সকল স্থানে দেবগণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যায় দেবগণের অধিকার সম্ভব, অতএব নিশ্চয়ই অধিকার আছে। সকল বৈদিক কর্ম্মে সকল মনুষ্যেরও অধিকার নাই, যথা রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। সূর্য্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডল জড়পিণ্ড হইতে পারে, কিন্তু ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যযুক্ত দেবতা আছেন তিনি ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতে ইহা উল্লিখিত। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, মহাভারতে যখন উক্ত হইয়াছে যে, বেদব্যাস দেবগণের সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন, তখন উহা নিশ্চয় সত্য। এখন কোনও ব্যক্তি দেবগণের সহিত কথোপকথন করিতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু সে জন্য ইহা স্বীকার করা যায় না যে, কেহ কখনও পারে নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে জগতের বৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়।

রামানুজ বলেন যে, মধুবিদ্যা প্রভৃতিতেও দেবগণের অধিকার আছে। যেখানে সূর্য্যের উপাসনা বিহিত আছে সেখানে সূর্য্যদেব তাঁহার নিজ হৃদয়স্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবেন। যেখানে উপাসনার ফল বসুত্বপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, বসুও এইভাবে উপাসনা করিলে, পরকল্পে বসু হইতে পারিবেন এবং অন্তে ব্রহ্মকে পাইবেন।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি (৩৪)

শুক্ (শোক) তস্য (তাঁহার হইয়াছিল) তৎ (ইহা বুঝিতে

পারা যায়) অনাদরশ্রবাণাৎ (অনাদরের কথা শোনা যায় বলিয়া) তদ্-আদ্রবণাৎ ('তৎ' অর্থাৎ সেই শোকহেতু 'আদ্রবণাৎ' গমন করিয়াছিলেন বলিয়া)।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এজন্য মনে হইতে পারে, সকল মানবেরও অধিকার আছে, অতএব শূদ্রেরও অধিকার আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, রৈক্ক ঋষি জানশ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে "শূদ্র" শব্দে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যটি শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই, এ কথা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে বলা আছে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ, তাহার বেদ পাঠ করিবার অধিকার নাই, যে হেতু তাহার উপনয়ন হয় না। জানশ্রুতি জাতিতে শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র শব্দে অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহার শুক্ বা শোক হইয়াছিল, যেহেতু হংসরূপী ঋষিগণ তাঁহাকে অনাদর করিয়া কথা বলিয়াছিলেন। * জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে (শুচ্+র=শূদ্র)।

---

* উপনিষদের আখ্যায়িকাটি এইরূপ : জানশ্রুতি রাজা গ্রীষ্মকালে প্রাসাদের ছাদে শুইয়াছিলেন। দেখিলেন, আকাশে কয়েকটি হংস উড়িয়া যাইতেছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস অগ্রগামী

শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে তাহার দুঃখ নাশ হইবে, এজন্য ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের "অর্থিত্ব" অর্থাৎ প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহার সামর্থ্য নাই, কারণ, তাহার বেদপাঠ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে যাহার যে কর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই তাহার অমঙ্গলজনক।

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ (৩৬)

অনুবাদ : জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়; কারণ, পরে চৈত্ররথের সহিত তাঁহার উল্লেখ আছে।

চৈত্ররথ ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা সুবিদিত। তাঁহার সহিত জানশ্রুতির উল্লেখ থাকাতে বুঝিতে হইবে যে, জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

অধিকন্তু ইহা উক্ত হইয়াছে যে, জানশ্রুতি বহু পক্বান্ন দান করিতেন অনেক জনপদের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার সারথি ছিল। এই সকল কারণেও অনুমান হয় যে, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন।

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ (৩৬)

হংসকে বলিল, "ভল্লাক্ষ, তুমি কি দেখিতে পাইতেছে না, রাজা জানশ্রুতির তেজ স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, ঐ তেজে তুমি পুড়িয়া যাইবে।" অগ্রগামী হংস বলিল, "তুমি যে জানশ্রুতিকে শকটযুক্ত রৈক্কের ন্যায় তেজস্বী বলিতেছে।" অর্থাৎ রৈক ব্রহ্মজ্ঞ এবং যথার্থ তেজস্বী, জানশ্রুতি বহু অন্নদান প্রভৃতি সৎকীর্তি করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। জানশ্রুতি হংসদের বাক্য শুনিয়া রৈক্কের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যালাভ করিলেন।

ঐ হংসগণ প্রকৃতপক্ষে ঋষি। জানশ্রুতির কল্যাণের জন্য তাঁহারা হংসরূপ ধারণ করিয়া এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন।

বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে উপনয়ন-সংস্কার প্রয়োজন আছে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। শূদ্রের এই সংস্কারের অভাব উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব শূদ্রের বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না।

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ (৩৭)

তদভাব (শূদ্রত্বের অভাব) যখন নির্দ্ধারণ হইল, তখন প্রবৃত্তি হইয়াছিল, (ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শূদ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করা নিষিদ্ধ।

সত্যকাম গৌতমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। গৌতম সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কি গোত্র?" সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিলেন, তাঁহার গোত্র জানা নাই। গৌতম বলিলেন, "তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই। এজন্য জানিলাম, তুমি ব্রাহ্মণ।" এই বলিয়া সত্যকামের উপনয়ন প্রদান করিলেন।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ (৩৮)

শূদ্র কর্ত্তৃক বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন, অর্থজ্ঞান এবং অনুষ্ঠান প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। স্মৃতিগ্রন্থেও নিষেধ আছে।

বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানের ফলে শূদ্রজন্মেও জ্ঞান হইয়াছিল দেখা যায়।

কম্পনাৎ (৩৯)

(শঙ্কর-ভাষ্য) কঠোপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়ঃ

যদিদং জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। (২।৩।২)

অনুবাদ : এই যে জগৎ, ইহা প্রাণ হইতে নিঃসৃত, প্রাণের প্রেরণায় ইহা কম্পিত হয়। উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। যাহারা ইহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয়।

এই প্রাণ কি বস্তু? বজ্রই বা কি? মনে হইতে পারে যে, প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু, আকাশের বজ্র বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য এখানে বজ্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। এখানে প্রাণ শব্দ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বাক্যের পূর্বে এবং পরে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে। মধ্যস্থলে বায়ুর প্রসঙ্গ হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—'প্রাণস্য প্রাণম্' (ব্রহ্ম প্রাণেরও প্রাণ)। কঠোপনিষদে পরে এইরূপ বাক্য আছে :

ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (২।৩।৩)

"তাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্য তাপ দেন, ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু নিজ নিজ কার্য্য করেন।" বায়ু যাঁহার ভয়ে নিজ কার্য্য করেন, তিনি অবশ্য বায়ু হইতে ভিন্ন বস্তু হইবেন। দণ্ডের ভয়ে যেরূপ রাজপুরুষগণ রাজার আদেশ পালন করেন, সেরূপ ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দণ্ডের ভয়ে ব্রহ্মের আদেশ পালন করেন। প্রাণবায়ুকে জানিলে কেহ অমৃত লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অমৃতলাভ হয়।

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)

অনুবাদ : তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। অমৃতত্বলাভের অন্য উপায় নাই।

রামানুজ ভাষ্য : উপনিষদে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের ভয়ে দেবগণ কম্পিত হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের আদেশের বশবর্তী হইয়া থাকেন। এখানেও সেই কম্পনের উল্লেখ আছে। অতএব এখানে ঈশ্বরের কথাই হইতেছে, বায়ুর কথা হইতে পারে না।

জ্যোতির্দর্শনাৎ (৪০)

শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্যটি আছে : "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (৮।১২।৩);অর্থাৎ, এই জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে পরিণত হয়। এই "জ্যোতি" সূর্য্য নহে, ইহা পরব্রহ্ম। কারণ, পরব্রহ্মের প্রসঙ্গ 'দর্শন' করা যায়, সেই প্রসঙ্গেই এই বাক্যটি পাওয়া যায়।

রামানুজ ভাষ্য : 'পরম জ্যোতি'র উল্লেখ আছে, এজন্য বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মের কথাই হইতেছে কারণ সকল তেজের আচ্ছাদক এবং সকল তেজের কারণীভূত জ্যোতি পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ (৪১)

"আকাশ" শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। কারণ, "অর্থান্তর" প্রভৃতির "ব্যপদেশ" অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায় :

আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা
তেষাং-যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।

অনুবাদ : আকাশ নাম এবং রূপ নিষ্পাদন করিয়াছে। নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, তাহাই আত্মা।

এখানে আকাশ শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কারণ, আকাশ শব্দে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন বস্তু ("অর্থান্তর") নির্দ্দেশ করা হইতেছে। জগতের সকল বস্তুরই নাম ও রূপ আছে কেবল ব্রহ্মের নাম ও রূপ নাই। অতএব এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গই হইতেছে।

রামানুজ ভাষ্য : এখানে আকাশ শব্দ মুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হয় নাই, ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ,, ব্রহ্ম ভিন্ন কাহাকেও নাম ও রূপের নিষ্পাদনকর্ত্তা বলা যায় না। বদ্ধ জীবের নিজেরই নাম ও রূপ আছে, সে নাম ও রূপের কর্ত্তা হইতে পারে না। মুক্ত জীব জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না, অতএব নাম ও রূপ সৃষ্টি করিতেও পারে না। কেবল সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন। অতএব যাবতীয় বস্তুর নাম ও রূপ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম যে নাম ও রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা উপনিষদে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে। যথা মুণ্ডক উপনিষদে আছে :

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥

অনুবাদ : যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্ জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, নাম, রূপ এবং অন্ন উৎপন্ন হয়। —এখানে যখন নাম ও রূপ দ্বারা অস্পৃষ্ট ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন (৪২)

সুষুপ্তির সময় এবং মৃত্যুর সময় জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (অতএব এখানে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ হইতেছে)।

শঙ্করভাষ্য : বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্য আছে :

'কতম আত্মা ইতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্ত-র্জ্যোতিঃ পুরুষঃ'।

অর্থাৎ, প্রশ্ন : "আত্মা কে?" উত্তর : এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রাণের মধ্যে এবং হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত, যাহার অভ্যন্তর জ্যোতি-র্ম্ময়। ইহার পর আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এই যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, ইহা সংসারী আত্মার কথা নহে, সংসারমুক্ত আত্মার কথাই বলা হইয়াছে। কারণ সুষুপ্তির সময় এবং মৃত্যুর সময় এই আত্মা হইতে ভিন্ন ভাবে জীবাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুষুপ্তির সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে, বলা হইয়াছে : অয়ং পুরুষঃ (অর্থাৎ জীব) প্রাজ্ঞেন আত্মনা (অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা) সম্পরিষক্তঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) ন বাহ্যং কিংচন

বেদ (কোনও বাহ্য বিষয় জানিতে পারে না) ন আন্তরং (অন্তরস্থ কোন বিষয়ও জানিতে পারে না)।

মৃত্যু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

অয়ং শারীর আত্মা (অর্থাৎ জীব) প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ (ব্রহ্ম দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া) উৎসর্জন্ (ঘোর শব্দ করিতে করিতে) যাতি (পরলোকে গমন করে)।

রামানুজ বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই দুইটি বাক্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই দুইটি বাক্যে সুষুপ্তি ও মৃত্যুর সময় জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মা অবশ্যই আছে। (রামানুজের মতে এই সূত্র অদ্বৈতবাদের বিরোধী, কারণ, অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব ও পরমাত্মা এক বস্তু, কিন্তু এই সূত্র অনুসারে ইহারা বিভিন্ন)। মধ্বাচার্য্যও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পত্যাদি-শব্দেভ্যঃ (৪৩)

পতি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেতু (বুঝিতে পারা যায় যে, এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে)।

শঙ্করভাষ্য : পূর্ব্ব-সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে বলা হইয়াছে :

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ।

অর্থাৎ নিখিল জগৎ তাঁহার বশীভূত, তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মার সংসারী স্বরূপ প্রতিপাদন

করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, অসংসারী স্বরূপ প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য।

রামানুজ ভাষ্য : পূর্ব্ব-সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহা উক্ত হইয়াছে যে সুষুপ্তির সময় প্রাজ্ঞ আত্মা জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করে, মৃত্যুর সময় জীবাত্মাতে অধিষ্ঠান করে। এই প্রাজ্ঞ আত্মা সম্বন্ধে পতি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি জগৎ ধারণ করেন, সকলের ঈশ্বর, ইত্যাদি। মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এ সকল কথা বলা যায় না। অতএব নামরূপের নির্ব্বাহক আকাশ বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্মই। যে সকল শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মা এবং ব্রহ্মকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি, ব্রহ্মেই অবস্থান এবং ব্রহ্মেই প্রলয়,—অতএব জীবাত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও বস্তু নহে।

শঙ্কর মতে এই তৃতীয় পাদে বিদ্যার সাধন বিষয়ে বলা হইয়াছে। রামানুজ মতে এই তৃতীয় পাদে কতকগুলি, বাক্য বিচার করা হইয়াছে যেগুলিতে স্পষ্ট জীবের লক্ষণ দেখা যায়।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

আনুমানিকম্ অপি একেষাম্ ইতি চেৎ ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতেঃ দর্শয়তি চ। (১)

আনুমানিকম্ অপি (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিও) একেষাং (কাহারও কাহারও মতে) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায়) ; ন (তাহা নহে) শরীমরূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ (শরীর সম্বন্ধে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গৃহীত হইয়াছে দর্শয়তি চ ·(ইহা দেখান হইয়াছে)।

শঙ্কর-ভাষ্য : আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্তপ্রকৃতি। (সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রগুলিকে "অনুমান" বলা হয়। কারণ, ইহারা বেদের ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে ইহাদের প্রামাণ্য অনুমানের উপর নির্ভর করে)। সাংখ্যদর্শনে যে প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত অংশে সেই প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় :—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১।৩।১০,১১

অনুবাদ : ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়গুলি

ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে পারে), বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি।

এখানে যে অব্যক্তের কথা বলা হইল, তাহাকেই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। এখানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ শরীর। কারণ ইহার পুর্ব্বেই জীবকে রথারূঢ় ব্যক্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে :

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং ভু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হযানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিযমনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ কঠ ১।৩।৩,৪

অনুবাদ : আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে রথ জানিবে, বুদ্ধিকে সারথি জানিবে, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) জানিবে, ইন্দ্রিয়কে অশ্ব জানিবে, বিষয়কে (বাহ্য জগৎকে) পথ জানিবে, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত বস্তুকে পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া জানেন।— ইহার পর বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলে জীব বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

এখানে বিষ্ণু, আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উল্লেখ আছে। পুর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে পুরুষ, অব্যক্ত, আত্মা, বুদ্ধি, মন, অর্থ ও ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। পুরুষ ও বিষ্ণু একই বস্তু। বিষয় এবং অর্থও এক বস্তু। প্রথম বাক্যে অব্যক্ত শব্দ আছে,

দ্বিতীয় বাক্যে তাহার স্থানে শরীর আছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ববাক্যে যে বস্তুগুলির উল্লেখ আছে, পরবর্ত্তী বাক্যেও সেই বস্তুগুলিরই উল্লেখ আছে। অতএব অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে এখানে লক্ষ্য করা হয় নাই।

রামানুজও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা অপেক্ষা "অব্যক্ত"কে (অর্থাৎ শরীরকে) শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ এই যে, জীব পুরুষার্থলাভের জন্য যাহা কিছু চেষ্টা করিতে পারে, শরীরের সাহায্যেই সে সকল চেষ্টা করিতে হয়।

সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ (২)

সূক্ষ্মং তু (শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তদর্হত্বাৎ (কারণ, তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য)।

আপত্তি হইতে পারে যে, শরীর স্থূল এবং সুব্যক্ত বস্তু ; তাহাকে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তর এই যে, যে সকল অব্যক্ত সূক্ষ্ম-ভূত হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই সকল সূক্ষ্মভূতকে লক্ষ্য করিয়া শরীর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে * ; কারণ-বাচক শব্দ দ্বারা অনেক স্থলে কার্য্যকে নির্দ্দেশ করা হয় †। বেদে কোনও স্থলে "গো" শব্দ দ্বারা গাভী হইতে উৎপন্ন "দুগ্ধ"কে বুঝায়।

---

* সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম আকাশ, সূক্ষ্ম আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, তাহা হইতে সূক্ষ্ম অগ্নি, তাহা হইতে সূক্ষ্ম জল, তাহা হইতে সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে সূক্ষ্মভূত বলা হয়। সূক্ষ্মভূতগুলি বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়।

† একটি বস্তু হইতে আর একটি বস্তু উৎপন্ন হইলে প্রথম বস্তুটিকে কারণ, এবং দ্বিতীয় বস্তুটিকে কার্য্য বলা হয়।

তদধীনত্বাদর্থবৎ (৩)

তদধীনত্বাৎ (এই অব্যক্ত বস্তু ব্রহ্মের অধীন বলিয়া) অর্থবৎ (সার্থক)।

সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাংখ্যের প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি ? সাংখ্যের প্রকৃতিও অব্যক্ত বস্তু, তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।"

ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র (অর্থাৎ কাহারও অধীন নহে) কিন্তু বেদান্তের অব্যক্ত ঈশ্বরের অধীন। এই অব্যক্তের সাহায্যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। অব্যক্ত না থাকিলে ঈশ্বর কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেন ? এই ভাবে অব্যক্তের কল্পনা সার্থক। এই অব্যক্তকে কোথাও আকাশ, কোথাও অক্ষর, কোথাও মায়া বলা হইয়াছে। ইহাই অবিদ্যা। ইহা বলা যায় না যে, অব্যক্ত শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম শরীর।

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ (৪)

জ্ঞেয়ত্ব (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এরূপ কথা), অবচনাৎ চ (বলা হয় নাই—এজন্য অব্যক্তকে সাংখ্যের প্রকৃতি বলা যায় না)।

সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জানিলে মোক্ষলাভ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জানিলে উভয়ের মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা জানা যায়। অতএব প্রকৃতিকে জানিতে হইবে,

ইহা সাংখ্যদর্শনের অভিপ্রায়। কিন্তু কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের উল্লেখ আছে, তাহাকে জানিতে হইবে, এরূপ কোনও উপদেশ উপনিষদে কোথাও দেখা যায় না। অতএব এই অব্যক্ত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।

বদতি ইতি চেৎ ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ (৫)

শঙ্করভাষ্য : বদতি (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এই কথা উপনিষদ বলেন), ইতি চেৎ (যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন), ন (না, তাহা ঠিক নহে), প্রাজ্ঞো হি (উপনিষদ যাহাকে জানিবার কথা বলিয়াছে, তিনি পরমাত্মা), প্রকরণাৎ (যে প্রকরণে এই বাক্য আছে, সেই প্রকরণে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে)।

কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে :

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্
তথাঽরসম্ নিত্যম্ অগন্ধবৎ চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ১।৩।১৫

অনুবাদ : উহা শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, ব্যয়হীন, রসহীন, নিত্য, গন্ধহীন, অনাদি, অনন্ত, মহতের পরবর্ত্তী তত্ত্ব এবং ধ্রুব। তাহাকে জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে মহতের পরবর্ত্তী তত্ত্ব বলা হইয়াছে, এবং ইহার শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই, ইহাও বলা হইয়াছে। এজন্য মনে হইতে পারে যে, কঠোপনিষদের এই বাক্যে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই

জ্ঞেয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কঠোপনিষদের এই বাক্যের পূর্ব্বে আছে, "পুরুষান্ন পরং কিংচিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ," (১৩।১১) অর্থাৎ পুরুষের (পরমাত্মা) পরে কিছুই নাই, তাহাই পরম গতি। অধিকন্তু ইহাও বলা হইয়াছে "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে," অর্থাৎ, এই পরমাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকেন, প্রকাশ পান না। অতএব জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষলাভ হইবে, এরূপ কথা উপনিষদেও নাই, সাংখ্যদর্শনেও নাই। সাংখ্যে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জানিলে মোক্ষলাভ হয়, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষ হয় ইহা বলা হয় নাই।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উপনিষদে অন্যত্রও এ কথা বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার শব্দ স্পর্শ রূপ প্রভৃতি নাই। যথা:

যত্তদদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ ইত্যাদি।
"তাঁহাকে দর্শন করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না।"

ত্রয়ণামেব চ এবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ (৬)

এখানে তিনটি বস্তুর উল্লেখ এবং তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন আছে।

শঙ্কর ভাষ্য: নচিকেতা যমকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: অগ্নি বিষয়ে, জীবাত্মা বিষয়ে এবং পরমাত্মা বিষয়ে। এতদ্ভিন্ন অব্যক্ত বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করেন নাই

সুতরাং প্রকৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হয়। অগ্নি সম্বন্ধে নচিকেতা এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্। কঠ ১।১।১৩

অনুবাদ : হে মৃত্যো, যে অগ্নির উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ করা যায়, আপনি সেই অগ্নির তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাকে বলুন, আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিব।

জীবাত্মা বিষয়ে নচিকেতা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ কঠ ১।১।২০

অনুবাদ : মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কেহ বলেন, মৃত্যু পরও আত্মা থাকে, কেহ বলেন, থাকে না। আপনার উপদেশ পাইয়া আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই দ্বিতীয় বর।

পরমাত্মা বিষয়ে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ
অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ কঠ ১।২।১৪

অনুবাদ : যাহা ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতেও ভিন্ন, যাহা কার্য্য

ও কারণ হইতে ভিন্ন, যাহা ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন, তাহা আপনি জানেন, তাহা বলুন।

আপত্তি হইতে পারে যে যম নচিকেতাকে তিনটি বর দিয়াছিলেন : (১) পিতার প্রসন্নতা, (২) অগ্নিবিদ্যা, (৩) মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা। যদি জীব ও পরমাত্মা এই দুইটি বিষয়ে উপদেশ থাকে, তাহা হইলে তিনটি বরের স্থলে চারিটি বর আসিয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তর এই যে, জীব ও পরমাত্মা বাস্তবিক এক বস্তু, এজন্য জীব ও পরমাত্মা একই প্রশ্নের অন্তর্গত বলা যায়।

রামানুজ বলেন, এখানে যে তিনটি বস্তু উল্লেখ আছে, তাহারা হইতেছে : (১) উপায়, (২) উপেয় ও (৩) উপেতৃ। উপেয় অর্থাৎ যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি ব্রহ্ম। উপেতৃ : যিনি পাইবেন, তিনি জীব। উপায় : যাহা দ্বারা পাওয়া যাইবে, তাহা অগ্নিবিদ্যা। বেদবিহিত কর্ম্ম এবং উপাসনা উভয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়।

মহদ্বচ্চ (৭)

সাংখ্যদর্শনে 'মহৎ' শব্দের অর্থ বুদ্ধি। কিন্তু উপনিষদ 'মহৎ' শব্দ বুদ্ধি অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। কঠোপনিষদে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" এখানে জীবাত্মার বিশেষণরূপে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; আবার "মহান্তং বিভুমাত্মানং" এখানে পরমাত্মার বিশেষণরূপে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেইরূপ "অব্যক্ত" শব্দ সাংখ্যদর্শনে যদিও প্রকৃতিকে বুঝায়, কিন্তু উপনিষদে অন্য অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

চমসবদবিশেষাৎ (৮)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই শ্লোকটি আছে :

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ (শ্বেতাশ্ব ৪।৫)

অনুবাদ : একটি লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের অজা সমানরূপযুক্ত বহু সন্তান প্রসব করে। তাহাকে ভোগ করিবার জন্য একটি অজ একত্র শয়ন করে। অপর অজ তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।

মনে হইতে পারে যে, এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের কথাই হইতেছে। 'অজা' যাহার জন্ম নাই, ইহা প্রকৃতির নাম। লোহিত রজোগুণ, শুক্ল সত্ত্বগুণ, কৃষ্ণ তমোগুণ; যে অজ ভোগ করে, সে সংসারী পুরুষ; যে ত্যাগ করে, সে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু এই শ্লোকে যে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বেদান্তের প্রকৃতি ও জীবকেও এখানে লক্ষ্য করা সম্ভব। যে সকল লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সে সকল লক্ষণ সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ সম্বন্ধেও বলা যায়, বেদান্তের প্রকৃতি এবং জীব সম্বন্ধেও বলা যায়। লক্ষণগুলি উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ "অবিশেষাৎ"। "চমসবৎ"—যেরূপ বেদে বলা হইয়াছে, 'অর্বাগ্‌বিলঃ চমসঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ"—নিম্নে ছিদ্রযুক্ত এবং 'বুধ্ন'- (হাতল) যুক্ত চমসের কথা আছে। ইহা কোনও বিশেষ প্রকারের চমসকে নির্দেশ করিতেছে না, যে-কোনও চমসকে বুঝাইতেছে। সেই প্রকার এখানেও

কোনও বিশেষ রকমের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সাংখ্য বা বেদান্ত যে কোনও দর্শনের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা যায়।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে; বেদান্ত এবং গীতারও এই মত (উপনিষদ ও গীতা হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছেন)। প্রভেদের মধ্যে সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতি কাহারও অধীন নহে; বেদান্ত বলেন যে, প্রকৃতি ব্রহ্মের অধীন।

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হি অধীয়তে একে (৯)

শঙ্করভাষ্য:—জ্যোতিরুপক্রমা (জ্যোতি অর্থাৎ অগ্নি, উপক্রমে অর্থাৎ প্রথমে যাহার—অগ্নি, জল এবং পৃথিবীরূপ ভূতত্রয়), তথা হি অধীয়তে একে (এইরূপ বেদের এক শাখায় পাঠ করা হয়)

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে লোহিত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ।

যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য; অর্থাৎ অগ্নির যে রোহিত (লোহিত) রূপ, তাহা তেজের রূপ; যে শ্বেত রূপ, তাহা জলের; যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)

যে অগ্নিকে আমরা চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে পারি (স্থূল অগ্নি), তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম অগ্নি, সূক্ষ্ম জল এবং সূক্ষ্ম পৃথিবী এই তিনটি

সূক্ষ্ম ভূতই বিদ্যমান আছে। এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতের লোহিত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ রূপ স্থূল অগ্নির মধ্যে দেখা যায়।

পূর্ব্বের সূত্রে অজা সম্বন্ধে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের উল্লেখ আছে। এখানেও বলা হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম অগ্নি, জল ও পৃথিবীর সেই তিনটি বর্ণ আছে। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতের বর্ণই "অজা" সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে শক্তি হইতে এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া "অজা" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

রামানুজ এই সূত্রের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে —"তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি বলিয়া জানিতেন)। "অথ যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ দৃশ্যতে" (স্বর্গের উপরে যে জ্যোতি দেখা যায়)। এইভাবে উপনিষদে "জ্যোতিঃ" শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে"। "জ্যোতিরুপক্রমা" শব্দের অর্থ "যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে"। এই "অজা" যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ কথা বেদের একটি শাখায় পাঠ করা যায়। তৈত্তিরীয়নারায়ণ উপনিষদে জীবের হৃদয়ের মধ্যে উপাস্যরূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাঁহা হইতে নিখিল জগতের উৎপত্তি হয় এবং তাহার পর "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটি প্রায় অবিকল পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা

কার যে এই অজাও ব্রহ্ম হইতেও উৎপন্ন হয়। এতএব সাংখ্য-দর্শনে যে প্রধানের উল্লেখ আছে, যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, সেই প্রধানকে অজা শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। রামানুজ বলেন যে, এই উপনিষদ্‌বাক্যে প্রকৃতিকে ছাগরূপে কল্পনা করা হয় নাই।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ (১০)

শঙ্করভাষ্য : "কল্পনোপদেশাৎ" কল্পনার উপদেশ হেতু (এইরূপ বলা হইয়াছে), "মধ্বাদিবৎ" যেরূপ মধু প্রভৃতি বলা হইয়াছে, "অবিরোধঃ" এজন্য বিরোধ নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের শক্তিকে কিরূপে অজা বলা যাইতে পারে? ইহার অজার (ছাগীর) ন্যায় আকৃতি নহে, এবং ইহা জন্মরহিতও নহে (অজ — জন্মরহিত)। ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের শক্তিকে এখানে অজা (ছাগী) বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। বহু সন্তান প্রসবকারী ছাগীকে কোনও ছাগ উপভোগ করে, কোনও ছাগ ত্যাগ করে। সেইরূপ বহু-বিকার জনয়িত্রী প্রকৃতিতে কোনও জীব (বদ্ধ জীব) উপভোগ করে, কোনও জীব (মুক্ত জীব) ত্যাগ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"অসৌ আদিত্যো দেবমধু" অর্থাৎ এই সূর্য্য দেবগণের মধুর ন্যায়। এখানে সূর্য্য যদিও বাস্তবিক মধু নহে, তথাপি সূর্য্যকে মধুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বেদে অন্যত্র বাককে ধেনুরূপে, স্বর্গলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে সেইরূপে, প্রকৃতিকে ছাগীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

রামানুজ ভাষ্য : প্রকৃতিকে অজা (জন্মরহিত) বলিলে, আবার তাহাকে 'জ্যোতিরপক্রমা' (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), ইহা বলা যায় না ; কারণ, এই দুইটি কথা পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতির দুইটি অবস্থা আছে,—কারণ-অবস্থা এবং কার্য্য-অবস্থা। প্রকৃতির যে অবস্থা হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা কারণ-অবস্থা, সৃষ্টির পর প্রকৃতির যে অবস্থা বর্ত্তমান থাকে, তাহা কার্য্য-অবস্থা। প্রকৃতি একই, কেবল অবস্থার ভেদমাত্র। প্রকৃতির কারণ-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "অজা" বলা হইয়াছে এবং কার্য্য-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "জ্যোতিরুপক্রমা" বলা হইয়াছে। "কল্পনোপদেশাৎ" কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টির উপদেশ হেতু। "মধ্বাদিবৎ" সূর্য্য যেরূপ সৃষ্টির পুর্ব্বে প্রকৃতির মধ্যে অপর দেব গণের সহিত একরূপে অবস্থান করেন, সৃষ্টির পর দেবগণের ভোগ্য হন বলিয়া মধুরূপে কল্পনা করা হয়, এখানে সেইরূপ।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ (১১)

"সংখ্যার উপসংগ্রহ" হেতু সাংখ্যোক্ত তত্ত্বগুলি গ্রহণ করা যায় না, "নানাভাবাৎ" অর্থাৎ এই বস্তুগুলি বিভিন্ন স্বভাবের বলিয়া "অতিরেকাচ্চ" সংখ্যায় অধিক হইয়া যায়, এই কারণেও।

শঙ্করভাষ্য : বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্যটি আছে :

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেব মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥" (৪।৪।১৭)

অর্থাৎ "যাহার মধ্যে পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত তাহাকে আত্মা বলিয়া জানি। এই অমৃত ব্রহ্মকে জানিয়া অমৃত হইয়াছি।"

অনুবাদ : যাহার মধ্যে পাঁচটি "পঞ্চজন" এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকেই আত্মা ব্রহ্ম ও অমৃত বলিয়া মনে করি—তাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। (পঞ্চজন এবং আকাশ শব্দের ব্যাখ্যা পরের সূত্রে করা হইয়াছে)।

এখানে পাঁচটি "পঞ্চজনের" অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পদার্থের উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনেও উক্ত হইয়াছে যে, জগতে সর্ব্বসমেত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আছে: প্রকৃতি, মহৎ (অর্থাৎ বুদ্ধি), অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (যে পাঁচটি সূক্ষ্ম বস্তু হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়), পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পুরুষ। এরূপ মনে হইতে পারে যে, উক্ত উপনিষদ্‌বাক্যে যে পঞ্চবিংশতি বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারাই সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। সাংখ্যদর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহারা নানাবিধ বস্তু, তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া একত্র উল্লেখ করিবার কোনও কারণ নাই। অধিকন্তু উপনিষদে পঞ্চবিংশতি পদার্থ ব্যতীত আরও দুইটি পদার্থের উল্লেখ আছে: আকাশ ও আত্মা। সুতরাং উপনিষদের তত্ত্বের সংখ্যা সপ্তবিংশতি এবং সাংখ্যমতের সহিত মিল নাই।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ (১২)

"পঞ্চজন" শব্দ প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বস্তুকে বুঝাইতেছে। "বাক্যশেষাৎ" কারণ, বাক্যের শেষে এই পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বসূত্রে যে উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে—"প্রাণস্য প্রাণম্ উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ উত অন্নস্য অন্নং মনসো যে মনো বিদুঃ"—যাহারা সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্নকে জানেন) এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইতেছে)। প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, অন্ন, ও মন এই পাঁচটি বস্তুকে পঞ্চজন শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। অথবা দেব, পিতৃ গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসকে পঞ্চজন বলা হইয়াছে। অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচ বর্ণকে।

জ্যোতিষা একেষাম্ অসতি অন্নে (১৩)

শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুইটি শাখা আছে। পূর্ব্বসূত্রোক্ত উপনিষদ্‌বাক্যটি মাধ্যন্দিন শাখায় পাওয়া যায়। কাণ্বশাখাতে এই বাক্যটি একটু পরিবর্ত্তিতরূপে পাওয়া যায়,—"অন্নস্য অন্নম্" এই বাক্যটি কাণ্বশাখতে পাওয়া যায় না ; অতএব কাণ্বশাখাতে চারিটি বস্তু পাওয়া যাইতেছে, কাণ্বশাখা অনুসারে "পঞ্চজনা" শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা হইবে? ইহার উত্তর এই যে, কাণ্বশাখাতে "জ্যোতি"র দ্বারা পঞ্চসংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। কারণ, এই বাক্যের পুর্ব্বে আছে, "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ," দেবগণ তাহাকে জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ মনে করেন। "জ্যোতিষা" জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা, "একেষাং" একশাখাবলম্বিগণের, "অসতি অন্নে" তাঁহাদের শ্রুতিবাক্যে অন্ন নাই বলিয়া।

রামানুজ বলেন যে, কাণ্বশাখায় পঞ্চশব্দ পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বুঝাইতেছে, কারণ, পুর্ব্বে জ্যোতিঃ শব্দ আছে, জ্যোতিঃ অর্থাৎ

প্রকাশক। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়-সমূহকে প্রকাশ করে বলিয়া জ্যোতিঃ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। প্রাণ—ত্বক্-ইন্দ্রিয়; মনঃ—ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় এবং রসনা-ইন্দ্রিয়। এই ভাবে অন্নের উল্লেখ না থাকিলেও পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাওয়া যায়।

কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ (১৪)

বিভিন্ন উপনিষদে জগৎসৃষ্টি বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ', আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ আকাশের সৃষ্টিই সর্ব্বপ্রথমে হইয়াছিল। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"তৎ তেজঃ অসৃজত" (সেই ব্রহ্ম তেজ সৃষ্টি করিলেন), ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, তেজের সৃষ্টিই সর্ব্বপ্রথম। প্রশ্নোপনিষদে আছে— "স প্রাণম্ অসৃজত। প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্" অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা। ইহা হইতে মনে হয়, প্রাণই প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল আপাততঃ বিরোধী বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—"কারণত্বেন চ আকাশাদিষু"—যে সকল বাক্য ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্যে আকাশ প্রভৃতি ক্রমনির্দ্দেশে পার্থক্য দেখা যায়, এজন্য মনে হইতে পারে যে, বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। "যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ" সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়া সকল উপনিষদেই উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কোন্ পদার্থের সৃষ্টি প্রথমে হইয়াছিল,

এ বিষয়ে যে বিরোধ দেখা যাইতেছে, তাহার সমাধান ব্রহ্মসূত্রে পরে করা হইয়াছে।

রামানুজের ব্যাখ্যা অন্যপ্রকার। "আকাশাদিষু কারণত্বেন" আকাশ প্রভৃতির কারণস্বরূপে, "যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ"—যথা-ব্যপদিষ্ট, যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তিনিই উক্ত হইয়াছেন বলিয়া, সর্ব্বজ্ঞ শক্তিমান ব্রহ্মকেই কোথাও আকাশের, কোথাও তেজের কারেণ বলা হইয়াছে। এজন্য অচেতন প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না।

সমাকর্ষাৎ (১৫)

উপনিষদে কোথাও জগতের কারণকে অসৎ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরে সেই অসৎ বস্তুকেই "সমাকর্ষণ" করিয়া অর্থাৎ তাহারই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া সেই অসৎ বস্তুকেই সত্য বস্তু বলা হইয়াছে। যথা, তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথমে বলা হইল, "অসৎ বা ইদম অগ্র অসীৎ"—অর্থাৎ ইহা (এই জগৎ) পূর্ব্বে অসৎ ছিল, তাহার পরে বলা হইল, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে "তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে" অর্থাৎ তাহাকে সত্য বলা হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া বহু রূপ ধারণ করেন নাই বলিয়া ব্রহ্মকে অসৎ বলা হইয়াছে, কোনও অস্তিত্বহীন পদার্থকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—"অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ" এই বাক্যে ব্রহ্মকে সমাকর্ষণ করা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী বাক্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

জগদ্বাচিত্বাৎ (১৬)

শঙ্কর ভাষ্য : কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আছে—"যো বৈ বালাকে এতে পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বা এতৎ কর্ম্ম,—স বৈ বেদিতব্যঃ"— রাজা অজাতশত্রু বালাকি নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, "হে বালাকে এই সকল পুরুষের যিনি কর্ত্তা, ইহা যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে।" এখানে যাঁহাকে জানিতে হইবে বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। কারণ, "তোমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব" ইহা বলিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। "জগদ্বাচিত্বাৎ"—পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "এতৎ" শব্দ জগৎকে নির্দ্দেশ করিতেছে। উপনিষদ্ বাক্যের অর্থ এইরূপ ; এই সকল পুরুষের যিনি কর্ত্তা, কেবলমাত্র যে পুরুষগণের কর্ত্তা, তাহা নহে, সমগ্র জগতেরই যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্বে বলা হইল যে, সাংখ্যের প্রকৃতি জগতের কারণ নহেন। এই সূত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষও জগতের কারণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ফলভোগ করিবার উপযুক্ত বস্তু জগতে উৎপন্ন হয়। এজন্য মনে হইতে পারে যে, জীবই জগতের কর্ত্তা, অপর কোনও কর্ত্তা (ব্রহ্ম) নাই। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। জীবের কর্ম্ম অনুসারে জগতের বস্তু সকল সৃষ্টি হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু সৃষ্টি করেন ব্রহ্ম। সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জীবের নাই।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ তৎ ব্যাখ্যাতম্ (১৭)

"জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ" জীবের লক্ষণ এবং মুখ্য প্রাণের (প্রাণ-বায়ুর) লক্ষণ, এখানে দেখা যায়, অতএব এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ নাই। "ইতি চেৎ" যদি ইহা বলা হয়। "তৎ ব্যাখ্যাতম" ইহার উত্তর পুর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্য : ১।১।৩১ সূত্রে বলা হইয়াছে, "জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ ন উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তৎ-যোগাৎ"—জীবের লক্ষণ এবং মুখ্য প্রাণের লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, এখানে জীব এবং মুখ্য প্রাণের প্রসঙ্গ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে একই বাক্যে তিন প্রকার উপাসনা উপস্থিত হয় (জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা এবং ব্রহ্মের উপাসনা)। ১।১।৩১ সূত্রে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সেই যুক্তি অনুসারে এখানেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ হইতেছে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, জীবের লক্ষণ এবং প্রাণের লক্ষণ ব্রহ্ম-বিষয়েও প্রয়োগ করা যায় এবং এই সকল স্থানে সেই ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্ অপি চ এবম্ একে (১৮)

"অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ," জৈমিনি আচার্য্যের মত এই যে এখানে জীবের উল্লেখ 'অন্যার্থে" করা হইয়াছে, জীব ভিন্ন অন্য

বস্তু (পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্য করা হইয়াছে। "প্রশ্নব্যাখ্যা-নাভ্যাং" এইরূপ প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপনিষদে এই প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল, তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, সে উত্তর দেয় নাই, তাহাকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিবার পর সে উত্থান করিল। তাহার পর এই প্রশ্ন আছে,—"ক এষ এতৎ বালাকে পুরুষঃ অশয়িষ্ট, ক বা এতৎ অভূৎ, কুত এতৎ আগাৎ," হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায় বা ছিল, কোন্ স্থান হইতে আসিল? তাহার পর উত্তর দেওয়া হইল—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্ন ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণ এব একধা ভবতি," যখন নিদ্রিত ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন সে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়, (এখানে প্রাণ = ব্রহ্ম) "এতস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ দেবেভ্যঃ লোকাঃ" অর্থাৎ এই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে প্রাণগণ (এখানে প্রাণ = ইন্দ্রিয়) নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণ হইতে দেবগণ, দেব হইতে লোক সকল। সুতরাং যে পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি, সেই পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্য জীবের প্রসঙ্গ অবতারণ করা হইয়াছে। "অপিচ এবম্ একে" অধিকন্তু বেদের এক শাখায় (বাজসনেয়ি শাখায়) স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানময় শব্দে জীবকে বুঝাইয়া, জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাক্যান্বয়াৎ (১৯)

শঙ্করভাষ্য :—বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয়। ইহার পরে বলা হইয়াছে যে, পত্নী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই আত্মার প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়; এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, আত্মানো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্" অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, বিচার ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়। মনে হইতে পারে যে, এখানে আত্মা শব্দের অর্থ জীবাত্মা। কারণ, জীবাত্মার প্রীতি হয়, ইহা কল্পনা করা যায়, পরমাত্মার প্রীতি হয়, এরূপ কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ, যেহেতু পরমাত্মা বিষয় ভোগ করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে আত্মা শব্দের অর্থ পরমাত্মা। "বাক্যান্বয়াৎ" এই শ্রুতিবাক্য-গুলি বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। কারণ, ইহার পূর্বে আছে যে মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন, "যেনাহং ন অমৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যৎ এব ভগবান্ বেদ, তৎ এব মে ব্রূহি।" অনুবাদ: যাহার দ্বারা অমৃত হইব না, তাহার দ্বারা কি করিব? আপনি যাহা জানেন, আমাকে তাহা বলুন।" ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন।

যেহেতু মৈত্রেয়ী অমৃতত্ব আকাঙ্খা করিয়াছিলেন, অতএব পরমাত্মার উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশ যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ, বেদ এবং স্মৃতিতে বহু স্থানে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার জ্ঞান ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ হয় না। অধিকন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে, এই আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সকল বস্তু বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা সুবিদিত যে, পরমাত্মার জ্ঞান হইতে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়, জীবাত্মার জ্ঞান হইতে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না।

রামানুজভাষ্য: "ন বা অরে পত্যুঃ কামায়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে এখানে জীবাত্মার কথা হইতেছে এবং বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে জানিলে সকল বস্তু জানা যায়, জীবাত্মাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব; অতএব এখানে সাংখ্য দর্শনের মত সমর্থিত হইতেছে, কারণ, সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষকে জানিলে মোক্ষ লাভ করা যায়, সাংখ্যের পুরুষ এবং বেদান্তের জীব বাস্তবিকপক্ষে একই তত্ত্ব। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। এই উপনিষদবাক্যে জীবাত্মার কথা হইতেছে না, পরমাত্মার কথা হইতেছে। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইহার অর্থ এইরূপ: পতি 'প্রিয় হইব' এইরূপ ইচ্ছা করেন বলিয়া প্রিয় হন না; পরমাত্মার ইচ্ছা হয় বলিয়াই পতি প্রিয় হন। পরমাত্মাকে যে যেরূপ আরাধনা করে, পরমাত্মা তাহাকে পতি, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতির দ্বারা তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন: পরমাত্মার ইচ্ছা না হইলে পতি প্রভৃতি সর্বদা সুখদায়ক হয় না। যে পরমাত্মা স্বয়ং

নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপ হইয়া নিজের আনন্দের লেশমাত্র প্রদান করিয়া পতি প্রভৃতিকে আনন্দদায়ক করেন, সেই পরমাত্মাকে জানা উচিত।

এই বাক্যের এইরূপ অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হয় না যে, জীবাত্মার প্রিয় বলিয়াই পতি প্রিয় হয়, অতএব জীবাত্মাকে জানা প্রয়োজন। কারণ, পতি প্রভৃতি যে সকল বস্তু প্রিয় তাহাদিগকেই জানা উচিত; জীবাত্মাকে জানিয়া কি লাভ হইবে?

বরং এই বাক্যের এরূপ অর্থ করা যায়, যেহেতু জীবাত্মার প্রিয় বলিয়াই পতি প্রিয় হন এবং যেহেতু পতি প্রভৃতি বস্তু জীবাত্মাকে চিরকাল সুখ দিতে পারে না, কেবল পরমাত্মাই পারেন, অতএব পরমাত্মাকে জানা উচিত।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ (২০)

প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে, ইহার চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়, ইহা আশ্মরথ্য মনে করেন।

শঙ্করভাষ্য: পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত উপনিষদ্বাক্যের পূর্ব্বে আছে, "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে এই সব (সকল জগৎ) জানা যায়, "ইদং সর্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" অর্থাৎ এই সবই আত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন হইলে এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। ইহা আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত।

রামানুজভাষ্য : জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, পুনরায় পরমাত্মায় বিলীন হয়। এজন্য জীবাত্মা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু নহে। এজন্য জীবাত্ম-বাচক শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক পরমাত্মাকে জানিলে সকলই জানা হইবে, এই ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা আশ্মরথ্যের মত।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি।
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়॥"

অর্থাৎ "কেবল তাঁহাকে জানিলেই মোক্ষ লাভ করা যায়, মোক্ষের অন্য উপায় নাই।"

উৎক্রমিষ্যতঃ এবম্ভাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ (২১)

শঙ্করভাষ্য : জীবাত্মা যখন এই ভাব হইতে (অর্থাৎ জীবভাব হইতে) উৎক্রমণ করেন, তখন পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যান, ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত।

জীববাচক আত্মশব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করিবার কারণ (আচার্য্য ঔড়ুলোমির মতে) এই যে, জীবাত্মা যখন জীবভাব হইতে উৎক্রান্ত হয় (অর্থাৎ যখন মোক্ষ লাভ করে), তখন পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে :

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে।

অর্থাৎ এই জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া নিজ রূপে পরিণত হয়।

মুক্তি হইলে যে জীবের নাম ও রূপ থাকে না (অতএব পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়) তাহা মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে :

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
(অ) স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥

অনুবাদ : নদী সকল প্রবাহিত হইয়া যে প্রকার নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্যপরাৎপর পুরুষের নিকট উপস্থিত হয় ।

রামানুজভাষ্য : আশ্মরথ্য বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ের সময় ব্রহ্মেই বিলীন হয়, অতএব জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দেশ করা যায়। এই কথায় আপত্তি হইতে পারে যে জীবকে শ্রুতি অন্যত্র জন্মরহিত বলিয়াছেন, যথা "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠোপনিষৎ ১।২।১৮) বিদ্বানের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। এই আপত্তির সামঞ্জস্যবিধান করিবার জন্য ঔড়ুলোমি বলিয়াছেন যে, জীব মুক্তিলাভ করিলে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, এজন্য জীববাচক শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ (২২)

শঙ্করভাষ্য : অবস্থিতেঃ (পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থান করেন বলিয়া পরমাত্মাকে জীব-বাচক শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত

হইয়াছে) ইহা আচার্য্য কাশকৃৎস্নর মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, পরমাত্মা বলিতেছেন—"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের মধ্যে জীবরূপ আত্মার দ্বারা প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ রচনা করিব। এখানে পরমাত্মা জীবকে "আত্ম" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করেন।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেন যে, আচর্য্য আশ্মরথ্যের মত এইরূপ যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। ওড়ুলোমির মত এইরূপ যে, জীব ও পরমাত্মা একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে অভেদও আছে। কাশকৃৎস্নের মত এই যে, উভয়ে সম্পূর্ণ এক। কাশকৃৎস্নের মত অদ্বৈত-বাদের অনুকূল। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শ্রুতির ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

রামানুজভাষ্য : ওড়ুলোমি বলিয়াছেন যে, জীব মোক্ষলাভ করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কারণ, এই মতে মোক্ষলাভের পুর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ ছিল তাহা প্রতিপাদন করা যায় না। স্বাভাবিক প্রভেদ ছিল, ইহা বলা যায় না, কারণ, দুইটি বস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক প্রভেদ থাকিলে একটি বস্তু আর একটি বস্তু হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে উপাধিগত প্রভেদ স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা করা যায়, এই উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, অথবা নাই? যদি উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে এবং যদি ব্রহ্মের উপাধি এবং জীবের উপাধির

মধ্যেই কেবল প্রভেদ থাকে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে জীব পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল, সে মোক্ষ লাভ করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়, ইহা বলা যায় না। যদি বলা যায় যে, উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করা যায়, ব্রহ্ম কি প্রকারে জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন? যদি উত্তরে বলা হয় যে. ব্রহ্মের প্রকাশ তিরোহিত হইলে তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভুল হয়। কারণ, প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই প্রকাশ তিরোহিত হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ বিনষ্ট হইবে। তাহা ত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের প্রকাশ তিরোহিত হইলে তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হন, ইহা বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে জীবভাব কি, তাহা তাহা বলা যায় না।

এজন্য কাশকৃৎস্ন ঔড়ুলোমির মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, শরীর ও আত্মার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। জীবাত্ম শরীর, পরমাত্মা তাহার আত্মা এই ভাবে পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করে—"অবস্থিতেঃ।" এজন্য জীব-বাচক শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে অভিহিত করা সঙ্গত হয়। কাশকৃৎস্নের মতই সূত্রকার বাদরায়ণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (২৩)

শঙ্করভাষ্য: ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের "প্রকৃতি" অর্থাৎ উপাদান-কারণ, "চ" এবং (নিমিত্তকারণ)। উপনিষদ্‌বাক্যে যেরূপ

"প্রতিজ্ঞা" করা হইয়াছিল এবং যেরূপ "দৃষ্টান্ত" দেওয়া হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয়, এজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

জন্মাদ্যস্য যতঃ (ব্রহ্মসূত্র ১। ১ । ২) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগৎ উৎপত্তির কারণ। মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র যেরূপ কুম্ভকার কুম্ভের নিমিত্তকারণ। কুম্ভের উপাদানকারণ যেরূপ মৃত্তিকা, সেইরূপ জগতের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য উপাদানকারণ থাকা সম্ভব, যেহেতু সাধারণতঃ বস্তুর উপাদান কারণ বস্তুর অনুরূপ গুণযুক্ত হয়। জগৎ যখন অবয়বযুক্ত, অচেতন এবং অশুদ্ধ, জগতের উপাদান-কারণও ঐরূপ হওয়া যুক্তিযুক্ত। এই সকল কারণে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন। যে হেতু উপনিষদে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যো যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্" —শ্বেতকেতু গুরুগৃহে বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতা তাহাকে বলিতেছেন, "তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহার দ্বারা সমুদয় অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অবিচারিত বস্তু বিচারিত হয় এবং অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়।" ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে জগতের সমুদয় বস্তুকে জানা হয়। ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে জগৎকে জানা হয় না। কুম্ভকারকে জানিলে কুম্ভকারনির্ম্মিত সকল বস্তুকে

জানা যায় না, মৃত্তিকা কি বস্তু, তাহা জানা থাকিলে মৃত্তিকাগঠিত সকল বস্তুই জানা যায়। এই ভাবে উপনিষদে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, ব্রহ্ম অবশ্য জগতের উপাদানকারণ হইবেন। উপনিষদে যে সকল "দৃষ্টান্ত" দেওয়া হইয়াছে সেগুলি আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত এইরূপ, "যথা সৌম্য একেন. মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং'' অর্থাৎ হে সৌম্য, যেরূপ একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে মৃত্তিকারচিত সকল বস্তু জানা যায়, ঘট প্রভৃতি বিকার কেবল কথামাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য।

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রলয়ের সময় ব্রহ্ম ব্যতাত যখন আর কিছুই থাকে না, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি নিমিত্তকারণ হইতে পারে।

অতএব ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি "তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যো" পূর্ব্বোদ্ধত এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত আদেশ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"আদেশকর্তা—ব্রহ্ম''। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যে স্থানে ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেখানে অব্যাকৃতনামরূপ ব্রহ্মকেই প্রকৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ ভিন্ন থাকে বটে। যেমন কুম্ভকার নিমিত্তকারণ এবং মৃত্তিকা

উপাদানকারণ। কিন্তু ব্রহ্ম নিজেই নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই হইতে পারেন। ব্রহ্মের স্বভাব জগতের অপর বস্তুর স্বভাব হইতে ভিন্ন। কুম্ভকারের সর্ব্বশক্তিমত্তা নাই, ইচ্ছামাত্র সে ঘট উৎপাদন করিতে পারে না, এজন্য তাহার পক্ষে মৃত্তিকা প্রয়োজন। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামাত্র জগৎ রচনা করিতে পারেন, এজন্য অন্য কোনও উপাদান কারণের প্রয়োজন থাকে না।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ (২৪)

অভিধ্যা অর্থাৎ ধ্যানের উপদেশ আছে (এ জন্যও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি" অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ তাহা (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। এইরূপ ইচ্ছার উল্লেখ আছে, এ জন্য বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ চ উভয়াম্নানাৎ (২৫)

শঙ্করভাষ্য : 'সাক্ষাৎ' স্পষ্টভাবে 'উভয়াম্নানাৎ' উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ের উল্লেখ আছে (অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব

সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি" অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণী আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়। এখানে আকাশ শব্দের অর্থ —ব্রহ্ম। যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হয় এবং যাহাতে প্রলয় হয়, তাহা অবশ্য জগতের উপাদানকারণ হইবে।

রামানুজভাষ্য : ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব এবং উপাদানত্ব উভয়ই সাক্ষাৎ-ভাবে কথিত আছে। তিনি একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"সেই বনটি কি এবং সেই বৃক্ষটি কি, যাহা হইতে ব্রহ্ম স্বর্গ ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং জগৎ ধারণ করিয়া যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন? (উত্তর) ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ।"

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ (২৬)

শঙ্করভাষ্য : এ কারণেও ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই, যেহেতু জগৎসৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মকে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। "তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আত্মাকে "করিলেন" (আত্মকৃতেঃ) অর্থাৎ জগৎরূপে পরিণত করিলেন ("পরিণামাৎ")।

রামানুজ "আত্মকৃতেঃ" এবং "পরিণামাৎ" দুইটি স্বতন্ত্র সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "আত্মকৃতেঃ" অর্থাৎ তিনি নিজেকে (বহু) করিয়াছেন এ জন্য বুঝিতে হইবে, তিনিই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। "পরিণামাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও অচেতন জগৎ এই দুইটি বস্তু ব্রহ্মের শরীর। প্রলয়ের সময় তাহারা

ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অবস্থায় থাকে, তাহার পর যখন ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন, সৃষ্ট জগৎ তাঁহার শরীররূপে অবস্থান করে। যদিও তিনিই জীব এবং জগৎরূপে পরিণত হন, তথাপি জীব ও জগতের দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করেনা। "তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত" এখানে আত্মা শব্দের অর্থ ব্রহ্মের শরীরভুত জীব ও জগৎ, যাহা প্রলয়সময়ে সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের সহিত অবিভক্তভাবে অবস্থান করে।

যোনিশ্চ হী গীয়তে (২৭)

ব্রহ্মকে যোনি বলা হইয়াছে। যথা মুণ্ডক উপনিষদে—'কর্ত্তারম্ ঈশম্ পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্' (তিনি কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষ, ব্রহ্ম ও যোনি)। পুনশ্চ 'যৎ ভুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ' (পণ্ডিতগণ যাঁহাকে প্রাণীদের উৎপত্তিস্থলরূপে দর্শন করেন)। যোনি শব্দের প্রয়োগ হেতু বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ (২৮)

শঙ্করভাষ্য : ইহা দ্বারা সকলই ব্যাখ্যাত হইল। (অধ্যায়সমাপ্তি হইল বলিয়া ব্যাখ্যাত শব্দটি দুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে)। কেহ বলেন, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ বলেন, বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়; এই ভাবে অন্য দর্শনের তত্ত্বগুলি উপনিষদ্‌বাক্যের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। এই সকল

প্রতিপক্ষের মধ্যে সাংখ্যমতাবলম্বীই প্রধান। এ জন্য সাংখ্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। এই ভাবে বৈশেষিক প্রভৃতি অন্য সকল দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করা যায়। এই সকল দর্শনের তত্ত্বগুলিও উপনিষদ্‌বাক্যের দ্বারা সমর্থন করা যায় না এবং উপনিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদে যে যুক্তি-প্রণালী দেখান হইল, তাহা দ্বারা সকল বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যাত হইল, এবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা শ্রুতির উদ্দেশ্য বলিয়া প্রদর্শিত হইল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন, অন্যস্মৃত্য-
নবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ (২।১।১)

'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ' স্মৃতির অনবকাশ হয় (সার্থকতা থাকে না) এই দোষ হয়, ইতি চেৎ (কেহ যদি এই আপত্তি করেন,—তাহার উত্তর এই), ন (তোমার যুক্তি ঠিক নহে), 'অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গাৎ' অন্য স্মৃতির অনবকাশদোষ উপস্থিত হয় (যদি তোমার মত গ্রহণ করা যায়)।

শঙ্করভাষ্য : ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের নাম স্মৃতি বা তন্ত্র। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ এক নহে, বহু (জীবগণ সকলে বিভিন্ন পুরুষ), এবং জগৎ স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মই একমাত্র পুরুষ" যদি এই মত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কপিলের সাংখ্য-দর্শন ভ্রান্ত অতএব নিরর্থক হয়। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, এই মত গ্রহণ করা ঠিক হইবে না। কেহ যদি এ কথা বলেন, তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভরত প্রভৃতি স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং কপিল-প্রণীত স্মৃতির মত গ্রহণ করিলে মনু ও বেদব্যাস-প্রণীত স্মৃতি অগ্রাহ্য করিতে হয়। স্মৃতিসকল যখন কোনও কোনও বিষয়ে পরস্পরবিরোধী, তখন কোনও কোনও স্মৃতির কিয়দংশ অগ্রাহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। এ অবস্থায় যে স্মৃতি বেদের অনুসারিণী, সেই স্মৃতিই গ্রহণ করা উচিত, যাহা

বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। জৈমিনি তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিরোধ না হইলে তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অভ্রান্ত এবং অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ (২।১ ২)

শঙ্করভাষ্য : ইতরেষাং (অপর দ্রব্যগুলির) অনুপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হয় না বলিয়া)।

সাংখ্যদর্শনে প্রধান ব্যতীত মহৎ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের উল্লেখ বেদে নাই, অনুভবও হয় না, এজন্য সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।* অতএব সাংখ্য দর্শনের ন্যায় স্মৃতির সহিত বিরোধ হওয়া কোনও দোষের বিষয় নহে।

রামানুজ বলিয়াছেন, "ইতরেষাং" শব্দের অর্থ মনু প্রভৃতি অপর স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতার। মনু যোগপ্রভাবে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। বেদেও উক্ত হইয়াছে, "যৎ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্"—মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। কপিল সাংখ্য-দর্শনে যে সকল তত্ত্বের

---

*'মহৎ' তত্ত্বের অনুরূপ বুদ্ধিতত্ত্ব বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যে যে প্রকার 'মহৎ' প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ঠিক সেই বস্তুটি স্বীকার করা হয় নাই।

উল্লেখ করিয়াছে, মনু যখন যে সকল উপলব্ধি করেন নাই, তখন কপিলের সাংখ্য দর্শনকেই ভ্রান্তিমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কপিলের মতের সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া বেদান্ত-বাক্যের কোনও অর্থ পরিত্যাগ করিবার কারণ নাই।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ (২।১।৩)

এই ভাবে যোগদর্শনের মতও খণ্ডিত হইল। যোগদর্শনেও সাংখ্যের ন্যায় স্বতন্ত্র প্রধান এবং মহৎ প্রভৃতির কল্পনা আছে। ইহা বেদবিরুদ্ধ, অতএব অগ্রাহ্য। সাংখ্যদর্শন খণ্ডন করিয়াও পুনরায় যোগ দর্শন খণ্ডন করিবার কারণ এই যে, কতকগুলি বেদবাক্যে যোগদর্শনের সমর্থন করা হইয়াছে, এইরূপ প্রতীতি হয়। যথা বৃহদারণ্যকে—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। এই "ধ্যান" যোগের অঙ্গ বলিয়া যোগদর্শনে বিহিত আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" অর্থাৎ, বক্ষ, গ্রীবা এবং মস্তক, এই তিনটি অবয়ব উন্নত এবং সমানভাবে স্থাপন করিয়া। ইহা যোগবিহিত আসনের অনুরূপ। কঠোপনিষদে আছে, "তাং যোগম্ ইতি মন্যন্তে স্থিরাং ইন্দ্রিয়ধারণাং"—সেই স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণাকে যোগ বলা হয়। সাংখ্য এবং যোগের যে অংশ বেদবিরোধী নহে, সে অংশ গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই (যথা সাংখ্যোক্ত পুরুষের নির্গুণত্ব, এবং যোগোক্ত যম-নিয়ম-আসন-ধ্যান প্রভৃতি), যে অংশে বিরোধ আছে, সে অংশ পরিত্যাজ্য।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য

উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। তৈত্তিরীয়ক ব্রাহ্মণে আছে—"ন অবেদবিদ্ মনুতে তং বৃহন্তং" অর্থাৎ, যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি সেই বৃহৎ পুরুষকে জানিতে পারেন না।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, এজন্য যোগদর্শনের উপর অধিক শ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণমাত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। অন্য কয়েকটি বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত আছে। এজন্য যোগদর্শন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ (২।১।৪)

ন (ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না), বিলক্ষণত্বাৎ (ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বিলক্ষণত্ব আছে), তথাত্বং (এই বিলক্ষণত্ব), শব্দাৎ (শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়)।

এই স্থত্রে পূর্ব্বপক্ষের (প্রতিপক্ষের) মত দেওয়া হইয়াছে। তিনি আপত্তি করিতে পারেন, "জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মের স্বভাব এবং জগতের স্বভাব বিলক্ষণ। ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন; ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ; ব্রহ্ম নিত্যানন্দ, জগৎ সুখ দুঃখময়। একটি বস্তু হইতে আর একটি বস্তু উৎপন্ন হইলে উভয়ের স্বভাব একরূপ হয়; মৃণ্ময় ঘটের স্বভাব মৃত্তিকার অনুরূপ হয়, স্বর্ণের মত হয় না। জগৎ ও ব্রহ্মের স্বভাব যে বিভিন্ন, ইহা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে, যথা—"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ",—এখানে ব্রহ্মকে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে' জগৎকে

অবিজ্ঞান বলা হইয়াছে, এবং উহাদের স্বভাব যে বিভিন্ন, তাহাও বলা হইয়াছে ?

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশাষানুগতিভ্যাম্ (২।১।৫)

শঙ্করভাষ্য : বেদে আছে, "মৃৎ অব্রবীৎ" মৃত্তিকা বলিল, "আপো অব্রুবন্"—জল বলিলেন, "তৎ তেজ ঐক্ষত"—অগ্নি আলোচনা করিলেন। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু চৈতন্য-যুক্ত, সুতরাং ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন বলিয়া জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না,—এই যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা যথার্থ নহে। ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে,—"অভিমানিব্যপদেশস্তু" মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুকে নিজ দেহ বলিয়া যে সকল দেবতা অভিমান করেন, তাঁহাদের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে। "বিশেষানুগতিভ্যাং"- "বিশেষ" এবং 'অনুগতি' হেতু এইরূপ বুঝিতে হইবে। "বিশেষ" অর্থাৎ প্রভেদ—জগতে চেতন ও অচেতনের প্রভেদ আছে, শ্রুতিতেই তাহার উল্লেখ আছে, সুতরাং জগতের যাবতীয় বস্তু চেতন হইতে পারে না। "অনুগতি" অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন দেবতা অনুগত হইয়া থাকেন—ইহা বেদ, ইতিহাস, পুরাণ সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। এই সূত্রেও প্রতিপক্ষের মত দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে।

রামানুজও অনেকটা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'বিশেষ' শব্দের অর্থে বলিয়াছেন যে, "মৃৎ অব্রবীৎ" প্রভৃতি

শ্রুতিবাক্যে যাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অন্যত্র দেবতা শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। "অনুগতি" অর্থাৎ অনুপ্রবেশ,—বেদে উল্লেখ করা হইয়াছে, "অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"—অগ্নি (দেবতা) বাক্ইন্দ্রিয় হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ইত্যাদি।

দৃশ্যতে তু (২।১।৬)

এই সূত্রে পূর্ব্বের যুক্তি খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। দৃশ্যতে অর্থাৎ ইহা দেখা যায় যে, একটী বস্তু অপর একটি বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের স্বভাব বিভিন্ন। যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশলোমাদির উৎপত্তি হয়; অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, কিছু পার্থক্য থাকে। যদি একেবারে কিছুই পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে একটিকে কার্য্য, একটিকে কারণ বলা যাইবে কিরূপে? ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও কিছু সাদৃশ্য আছে, কিছু প্রভেদ আছে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব আছে, জগতেরও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন। এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে কারণ ও জগৎকে কার্য্য বলিলে কোনও দোষ হয় না। অধিকন্তু ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন কি না, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ। ব্রহ্মের রূপ নাই যে প্রত্যক্ষ হইবেন, তাঁহার কোনও লক্ষণ নাই যে অনুমানের বিষয় হইবেন। অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্কের অবসর নাই, বেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতির প্রকৃত অর্থ কি—এই বিষয়ে

তর্ক চলিতে পারে ; কিন্তু শ্রুতি সত্য অথবা মিথ্যা,—এ বিষয়ে তর্ক চলিতে পারে না।

রামানুজও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মধু হইতে কৃমির উৎপত্তিও উল্লেখ করিয়াছেন।

অসৎ ইতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (২।১।৭)

শঙ্করভাষ্য : "যদি বলা যায় অসৎ, তাহা প্রতিষেধমাত্র।" যদি ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ 'অসৎ' ছিল, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব ছিল না। কারণ জগৎ অশুদ্ধ ও অচেতন ; শুদ্ধ ও চেতন ব্রহ্মে তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে কিরূপে থাকিতে পারে ? কিন্তু বেদান্তের মত এই যে, কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে (এই মতের নাম 'সৎকার্য্যবাদ)। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগতের মধ্যে অস্তিত্ব থাকা উচিত। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রতিষেধমাত্র, অর্থাৎ ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু প্রতিষিদ্ধ হইল না। সৃষ্টির পরেও জগতের যা-কিছু অস্তিত্ব, তাহা ব্রহ্মের অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগতের সেই ব্রহ্মাত্মক অস্তিত্ব থাকে। অর্থাৎ অশুদ্ধ অচেতন জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টির পরেও আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না, সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে সৎকার্য্য-বাদরূপ মতের সহিত বিরোধ হয় না।

কিন্তু রামানুজ এই ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই। তাই

তিনি এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে কেবল ইহাই প্রতিষেধ করা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ও জগতের লক্ষণ একরূপ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষণ ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম ও জগৎ যে একই দ্রব্য ইহা প্রতিষেধ করা হয় নাই। রামানুজের সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টির পর জগতের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় বটে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন সেই সকল বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় নাই, তখন এই জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে ছিল, ইহা স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি নাই।

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ (২।১।৮)

"অপীতৌ" অর্থাৎ প্রলয়ের সময়ে, "তদ্বৎ" অর্থাৎ সেইরূপ, "প্রসঙ্গাৎ" জগতের দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হইতে পারে বলিয়া, "অসমঞ্জসম্" (ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তিস্থল, এই মতটি যুক্তিবিরুদ্ধ)।

শঙ্করভাষ্য : জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রলয়ের সময় জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হইবে। কারণ, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, ধ্বংসের সময় তাহাতেই মিলাইয়া যায়। জগতে দুঃখ, অপবিত্রতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ আছে, সুতরাং প্রলয়ের সময় জগৎ যদি ব্রহ্মে বিলীন হয়, তাহা হইলে জগতের এই সকল দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্রহ্মে কোনও দোষ করিতে পারে না; সুতরাং জগৎ কখনও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না।—এই প্রকার যুক্তি বিপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রলয় ছিল, এবং ব্রহ্মে কোনও রূপ দোষ থাকিতে পারে না।

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ (২।১।৯)

পূর্ব্বসূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যথার্থ নহে কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শঙ্করভাষ্য : মাটি হইতে ঘট, সরা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হয়। কিন্তু যখন ঘট ধ্বংস হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়, তখন ঘটের সকল গুণ মাটিতে সংক্রামিত হয় না। যথা ঘটের বর্ত্তুলাকার, ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব এই সকল গুণ মাটিতে সংক্রামিত হয় না। ঘট ধ্বংস হইয়া মাটির সহিত মিশিবার পরও যদি ঘটের সকল গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঘটের ধ্বংস হইয়াছে, এ কথাই বলা যায় না।

রামানুজও এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতেছেন আত্মা, জীব ও জগৎ হইতেছে তাঁহার শরীর; শরীরের অবয়বসকল সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত হইলেও উভয় অবস্থাতে এক শরীরই বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার প্রলয় ও সৃষ্টির সময় জীব ও জগৎ বিভিন্ন অবস্থাতে বিদ্যমান থাকিলেও উভয় অবস্থায় একই বস্তু থাকে। শরীরের দোষগুণ যেমন আত্মাকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ জীব ও জগতের দোষগুণ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না—সৃষ্টির সময়ও করে না, প্রলয়ের সময়ও করে না।

স্বপক্ষদোষাচ্চ (২।১।১০)

নিজের পক্ষেও এই সকল দোষ আছে, সুতরাং পরপক্ষের বিরুদ্ধে এই সকল দোষ প্রয়োগ করা যায় না।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যবাদী বেদান্তবাদীর বিরুদ্ধে দুইটি দোষ দিয়াছিলেন—(১) জগতের লক্ষণ ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে ভিন্ন, এ জন্য জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, (২) প্রলয়ের সময় জগতের দোষগুলি ব্রহ্মে সঞ্চারিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। কিন্তু এই দুইটি যুক্তিই সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতির লক্ষণ এবং জগতের লক্ষণ বিভিন্ন ; প্রকৃতির শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই, জগতের আছে। সাংখ্যবাদীও স্বীকার করেন যে, জগতের যখন প্রলয় হয়, তখন জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়ের সময় জগতের শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া যায় ; কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে প্রকৃতির শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই।

রামানুজ সূত্রটি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে দেখান হইল যে, উপনিষদের মত নির্দোষ ; এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যের মত দোষযুক্ত। সাংখ্যদর্শনে জগতের সৃষ্টি যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নির্গুণ, কিন্তু

গুণময়ী প্রকৃতি নিকটে থাকে বলিয়া প্রকৃতির গুণগুলি পুরুষে আরোপ করা হয়, ইহাই সৃষ্টির কারণ। এই আরোপ বা অধ্যাস কি ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহা বলা যায় না যে, পুরুষের বিকার হয় বলিয়া এই অধ্যাস হয়,—কারণ, পুরুষ নির্ব্বিকার। ইহাও বলা যায় না যে, প্রকৃতির বিকার হেতু অধ্যাস হয়। কারণ, সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, অধ্যাস হেতু বিকার হয়। তাঁহারা যদি একবার বলেন যে বিকার-হেতু অভ্যাস হয়, আবার যদি বলেন যে অধ্যাসহেতু বিকার হয়, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রকৃতি আছেন বলিয়াই অধ্যাস হয়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেও অধ্যাস হইতে পারে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যের মত দোষযুক্ত।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ, এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ (২।১।১১)

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি,'—তর্ক দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা যায় না, (অতএব বেদবাক্য দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা উচিত)। 'অন্যথা অনুমেয়ম্ ইতি চেৎ,—যদি কেহ বলেন, তর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে, 'এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ'—তথাপি তর্কের দোষ নিরস্ত হয় না।

শঙ্করভাষ্য: এক ব্যক্তি তর্কের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন, তাঁহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার তর্কের দোষ দেখাইতে পারেন। সুতরাং প্রকৃত সত্য কি, তাহা তর্ক দ্বারা জানা যায় না, অপৌরুষেয় বেদবাক্য হইতেই জানা যায়। কেহ যদি বলেন যে, তর্ক না করিলে

যে যাহা বলিবে তাহাই শুনিতে হয়, ফলে ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাতে নানাবিধ অনিষ্ট হয়—ইহার উত্তর এই যে, জগতের সাধারণ বিষয়-সমূহে তর্কের উপযোগিতা থাকিতে পারে, কিন্তু অবাঙ মনসগোচর ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদের উপযোগিতাই অধিক ; সে সম্বন্ধে তর্কের কেবল এইমাত্র উপযোগিতা আছে যে, তর্ক দ্বারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। বেদ সত্য কি না, এ বিষয়ে তর্কের কোনও অবসর নাই।

রামানুজভাষ্য : 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' বেদ ব্যতীত অপর যে সকল ধর্ম্মমত আছে (যথা বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক), তাহাদের দ্বারা কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে এক একটি মত অপর সকল মত খণ্ডন করিয়াছে। 'অন্যথানুমেয়ম্ ইতি চেৎ' যদি বলা যায় যে, এই সকল মত ব্যতীত একটি নূতন মত স্থাপন করা যায়, যাহাতে এই সকল দর্শনে উল্লেখিত দোষগুলি থাকিবে না। 'এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ' কারণ পরবর্ত্তী কালের কোনও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই নূতন মতেরও দোষ বাহির করিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্য জগতে যে নিত্য নূতন দার্শনিক মত প্রচারিত হইতেছে ইহারা কেবল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মতের ব্যর্থতা আমাদের আচার্য্যগণ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ (২।১।১২)

শঙ্করভাষ্য : "শিষ্টাপরিগ্রহা অপি" অর্থাৎ যে সকল মত মনু,

ব্যাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন নাই. সেই সকল মতও, "এতেন ব্যাখ্যাতাঃ" এইভাবে ব্যাখ্যাত হইল।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যদর্শনের কোনও কোনও অংশ বৈদিক ঋষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এ জন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাংখ্যের সকল মতই গ্রহণীয়। এই আশঙ্কা পূর্ব্বে নিরস্ত হইয়াছে। কণাদের বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পরমাণুই জগতের আদি কারণ। মনু, ব্যাস প্রভৃতি মনস্বিগণ এই পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ করেন নাই। এ কারণে পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করা হইল না—যে যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই প্রণালীতে পরমাণুকারণবাদও খণ্ডন করা যায়।

রামানুজ বলেন, শিষ্ট অর্থাৎ অবশিষ্ট এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ যাঁহারা বেদমত গ্রহণ করেন নাই। যথা—কণাদ, গোতম, বৌদ্ধ, জৈন ইঁহাদের মতও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে খণ্ডন করা যায় ;

ভোক্তৃ-আপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ স্যাৎ লোকবৎ (২।১।১৩)

শঙ্করভাষ্য : ভোক্তৃবিষয়ে আপত্তি হয়,—ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ সিদ্ধ হয় না,—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহার উত্তর এই যে, ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে পারে, জগতে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাংখ্যবাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম হইতেই যদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে জগতের সকলই ব্রহ্মময় হইবে,—ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ জগতে থাকিতে পারিবে না। ইহার উত্তর এই যে, যদিও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি

ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে কোনও বাধা হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত : সমুদ্রের জল হইতেই ফেন, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্‌ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহাদের বিভিন্ন স্বভাব দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীব ও জগতের মধ্যে ভোগ্য ও ভোক্তা এইরূপ বিভাগ হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম ইহাদের আত্মা। এ ক্ষেত্রে আপত্তি হইতে পারে যে, জীবের শরীর আছে, সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে ; ব্রহ্মেরও যদি শরীর থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকেও জীবের ন্যায় সুখদুঃখভোগী বলিতে হয় (ভোক্ত্-আপত্তেঃ)। ইহার উত্তর এই যে, শরীর থাকিলেই যে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। সুখদুঃখ-ভোগের কারণ কর্ম্মফল। জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, এজন্য তাহার সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে। ঈশ্বরকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, এ জন্য তাঁহার সুখদুঃখসংস্পর্শও নাই।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ (২।১।১৪)

তদনন্যত্বং (তাহা হইতে অভেদ) আরম্ভণশব্দাদিভ্য (আরম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে—জানা যায়)।

শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং ; অর্থাৎ : হে সৌম্য, একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সকল মৃণ্ময় বস্তুকে জানা যায়,—যাহাকে

মৃত্তিকার বিকার বলা যায়, তাহা "বাচারম্ভণ" মাত্র অর্থাৎ কেবল মাত্র বাক্য দ্বারাই তাহার আরম্ভ অর্থাৎ সৃষ্টি হয়,—বিকারগুলি কেবল নাম মাত্র, তাহারা মৃত্তিকা, ইহাই সত্য—।" ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বুঝাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘট, কলস প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য যেমন বাস্তবিক মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগতের যাবতীয় দ্রব্য বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের সত্তা নাই। ব্রহ্মই সত্য—জগৎ মিথ্যা। সূত্রের "আদি" শব্দটি এই জাতীয় অপর শ্রুতিবাক্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা,—"ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বম্ অসি"—অর্থাৎ এই সকলের ব্রহ্মই আত্মা, তাহা (ব্রহ্ম) সত্য, তাহাই আত্মা, তুমি তাহাই; "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" অর্থাৎ এই সকলেই সেই আত্মা; "ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বং"—এই সকলই ব্রহ্ম; "আত্মা এবং ইদং সর্ব্বং"—এই সকলই আত্মা; "নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন"—এই জগতের নানাবিধ বস্তু নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না, এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ব্যর্থ হইবে। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, এই জন্য লৌকিক ব্যবহার এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সার্থক হয়। মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে করা উচিত নহে যে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, কারণ শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম

নির্ব্বিকার, তাঁহার পরিণাম হইতে পারে না। অবিদ্যারূপ উপাধির সাহায্যেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, উপাধিহীন ব্রহ্মের এ সকল গুণ নাই। পূর্ব-সূত্রের "স্যাৎ লোকবৎ" ইহা ব্যবহারিক জগতের কথা; বর্ত্তমান সূত্রের "তদনন্যত্বং" ইহাই পারমার্থিক সিদ্ধান্ত।

রামানুজের মতে এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; জগৎকে মিথ্যা বলা এই সূত্রের অভিপ্রায় নহে।

ভাবে চ উপলব্ধিঃ (২।১।১৫)

ভাবে (অস্তিত্ব থাকিলে) উপলব্ধিঃ (উপলব্ধি হয় বলিয়া)।

শঙ্করভাষ্য: কারণের অস্তিত্ব থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি হয়, নচেৎ উপলব্ধি হয় না। মৃত্তিকা না থাকিলে ঘটের উপলব্ধি হয় না, তন্তু (সূতা) না থাকিলে পটের (বস্ত্র) উপলব্ধি হয় না। অতএব কার্য্য ও কারণ এক বস্তু। যদি ভিন্ন বস্তু হইত, তাহা হইলে একের অস্তিত্বের উপর অপরের অস্তিত্ব নির্ভর করিত না। গো ও অশ্ব ভিন্ন বস্তু, তাই গো না থাকিলেও অশ্ব থাকিতে পারে।

রামানুজভাষ্য: কার্য্য থাকিলেই (ভাবে) কারণের উপলব্ধি হয়। মৃণ্ময় ঘট থাকিলে, মৃত্তিকার উপলব্ধি হয়; সুবর্ণের বলয়ে সুবর্ণের উপলব্ধি হয়। অতএব কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে।

সত্ত্বাৎ চ অবরস্য (২।১।১৬)

সত্ত্বাৎ চ (অস্তিত্ব হেতু) অবরস্য (পশ্চাৎকালীন দ্রব্যের অর্থাৎ কার্য্যের)।

শঙ্করভাষ্য : সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যমান ছিল ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন ; অতএব জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ"—হে সোম্য, ইহা পূর্ব্বে "সৎ"ই ছিল। এখানে ইদম্ শব্দে জগৎকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, "অগ্রে" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ; জগতের কারণ ব্রহ্মকে সৎ শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে,—এতএব জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নহে।

রামানুজভাষ্য : বেদে বলা হইয়াছে যে, জগৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিল ; সাধারণতঃ এরূপ কথা শোনা যায় যে, ঘট প্রভৃতি মৃন্ময় দ্রব্য পূর্ব্বে মৃত্তিকাই ছিল। সুতরাং কার্য্যই কারণভাবে অবস্থান করে, ইহা লৌকিক এবং বৈদিক উভয়রূপ ব্যবহার হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়।

অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ (২।১।১৭)

শঙ্করভাষ্য : 'অসদ্ব্যপদেশাৎ' অসৎ বলা হইয়াছে বলিয়া, 'ন' সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, 'ইতি চেৎ' যদি কেহ ইহা বলেন, 'ধর্ম্মান্তরেণ', সৃষ্টির পূর্ব্ব-জগতের নাম ও রূপ এই ধর্ম্ম ছিল না, অপর ধর্ম্ম ছিল, এই হেতু অসৎ বলা হইয়াছে, 'বাক্যশেষাৎ' বাক্যের শেষে যাহা আছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যায়।

শ্রুতি এক স্থানে বলিয়াছেন—'অসদ্ বা ইদম্ অগ্রে অসীৎ' এই জগৎ পূর্ব্বে 'অসৎ' ছিল। এজন্য কেহ মনে করিতে পারেন

যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত ভুল হইবে। কারণ, এই শ্রুতিবাক্যের পরে আছে 'তৎ সৎ আসীৎ।' এখানে 'তৎ' মানে সেই জগৎ—যাহাকে পুর্ব্ববাক্যে অসৎ শব্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। সেই জগৎকে যখন সৎ বলা হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, জগতের অস্তিত্ব ছিল না, ইহা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। সাধারণতঃ বস্তুর নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের নাম ও রূপ ছিল না, এজন্যই তাহাকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে। বাস্তবিক তখন জগৎ ছিল না বলিয়া অসৎ বলা হয় নাই।

রামানুজভাষ্য: কার্য্যের যে সকল ধর্ম্ম থাকে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যখন কারণের মধ্যে লীন থাকে, তখন তাহার সে সকল ধর্ম্ম থাকে না, অন্য ধর্ম্ম থাকে। এই ধর্ম্মের বিভিন্নতা (অর্থাৎ "ধর্ম্মান্তর") হেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যের শেষে আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টির প্রাক্কালে 'অসৎ' মনকে সৃষ্টি করিলেন। মনকে যখন অসৎ বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, 'কিছু নয়' এই অর্থে অসৎ শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই, নামরূপহীন এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ (২।১।১৮)

শঙ্করভাষ্য: "যুক্তেঃ" যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের মধ্যে থাকে, এবং কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। 'শব্দান্তরাৎ চ' অন্য শ্রুতিবাক্যও আছে—যাহার দ্বারা ইহা সমর্থন করা যায়। যুক্তি এইরূপ: যাহার দধির প্রয়োজন থাকে, সে দুগ্ধ

সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে দধি প্রস্তুত করে; যাহার ঘটের প্রয়োজন থাকে, সে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে; দুগ্ধের মধ্যেই দধি আছে, মৃত্তিকার মধ্যেই ঘট আছে, ইহা জানা আছে বলিয়াই লোকে এরূপ করে; দধির জন্য কেহ মৃত্তিকা সংগ্রহ করে না, ঘটের জন্যও দুগ্ধ সংগ্রহ করে না। যদি বল, দুগ্ধের মধ্যে দধি থাকে না, দধি উৎপাদন করিবার শক্তি থাকে মাত্র, তাহা হইলে বলিব, এই শক্তি দুগ্ধ হইতে অভিন্ন, আবার দধিও শক্তি হইতে অভিন্ন। অধিকন্তু 'ঘট উৎপন্ন হইল' এরূপ বলা হয়। এই 'উৎপন্ন হওয়া' ক্রিয়ার কর্ত্তা যখন ঘট, তখন ঘট পূর্ব্বেই ছিল নচেৎ কর্ত্তা হইবে কিরূপে? মৃত্তিকার কণাগুলি বিশেষ আকারে সজ্জিত হইলে ঘট হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্তিকা এবং ঘটকে দুইটি বিভিন্ন বস্তু বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। যে বক্তি হাত-পা গুটাইয়া থাকে, সে যদি পরে হাত-পা ছড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে কেহ ভিন্ন ব্যক্তি বলে না।

শ্রুতিবাক্য এইরূপ,—'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একমেবা-দ্বিতীয়ম্'—হে সোম্য এই জগৎ পুর্বে সৎই ছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টির পুর্ব্বেও জগৎ ছিল, এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে ছিল। সুতরাং কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও থাকে এবং কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন।

রামানুজভাষ্য : ঘট নাই বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ঘটের বিশিষ্ট আকারটিই নাই, কিন্তু ঘটে যে দ্রব্যগুলি ছিল, সেগুলি এখনও আছে, যদিও বিভিন্ন আকারে। অতএব 'অসৎ' শব্দের অর্থ গুণ বা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন মাত্র ("ধর্ম্মান্তর")। সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে

জগৎ 'অসৎ ছিল, ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অন্য প্রকার রূপ ও গুণ ছিল।

পটবচ্চ (২।১।১৯)

এক খণ্ড বস্ত্রকে যখন গুটাইয়া রাখা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় না, ইহা বস্ত্র অথবা অন্য দ্রব্য, বুঝিলেও কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ, তাহা জানা যায় না। ঐ বস্ত্রখণ্ড প্রসারিত করিলে নিশ্চয় জানা যায় যে, উহা বস্ত্র, উহা কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ। কিন্তু উভয় অবস্থায় দ্রব্য একই। পুনশ্চ,—কতকগুলি সূতাকে তাঁতের সাহায্যে বিশিষ্ট আকারে সাজাইলে তাহাকে বস্ত্র বলা হয়ঃ সুতা ও বস্ত্র দেখিতে বিভিন্ন বোধ হইলেও বস্তুতঃ একই। এইভাবে বুঝিতে হইবে যে, কার্য্য ও কারণ একই দ্রব্য, ভিন্ন নহে।

যথা চ প্রাণাদি (২।১।২০)

শঙ্করভাষ্য: আমদের দেহে প্রাণ, অপান, ব্যান প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু আছে। প্রাণায়ামের সময় তাহারা সংযত থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহারা শরীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, উভয় অবস্থাতেই ইহারা একই বস্তু। কার্য্য ও কারণ সেইরূপ একই বস্তু, যদিও ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন।

রামানুজভাষ্যঃ এক বায়ুই প্রাণ, অপান, প্রভৃতি বিভিন্ন—রূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়া, সম্পাদন করে। সেই রূপ এক

ব্রহ্ম ঃগতের বিভিন্ন পদার্থের রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করেন।

ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ (২।১।২১)

শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা 'তৎ ত্বম্ অসি'—তুমি হও সেই ব্রহ্ম; 'তৎ সৃষ্ট্বা তৎএব অনুপ্রাবিশৎ'—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; 'অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি'—ব্রহ্ম ভাবিলেন, "আমি এই জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ বিভাগ করিব"। কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, 'ইতর' অর্থাৎ জীব সম্বন্ধে এইরূপ 'ব;পদেপ' বা উল্লেখ হেতু 'হিতাকরণ' প্রভৃতি দোষ হয়। 'হিতাকরণ' অর্থাৎ' অর্থাৎ 'হিত' বা মঙ্গল, 'অকরণ' না করা। তুমি বলিতেছে যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অতএব তুমি যদি বল যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা করিয়াছেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবই জগৎ রচনা করিয়াছে। জীব যদি জগৎ রচনা করিত, তাহা হইলে জীব কেবলমাত্র নিজের হিত রচনা করিত,—অহিত রচনা করিত না। কিন্তু জগতে অনেক অহিত দেখতে পাওয়া যায়,—যথা জন্ম, মৃত্যু. রোগ, জরা।

অতএব ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উক্তি, পরে ইহা খণ্ডন করা হইবে।

অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ (২।১।২২)

শঙ্করভাষ্য : জীবের "অধিক" যে "ব্রহ্ম" তিনিই জগতের স্রষ্টা, জীব স্রষ্টা নহে। "ভেদনির্দ্দেশাৎ," কারণ, শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"—আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে; যে দর্শন করিবে, সে জীব, যাহাকে (আত্মাকে) দর্শন করিবে, তাহা ব্রহ্ম। সুতরাং এখানে ভেদ নির্দ্দেশ আছে। 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি'—সুষুপ্তির সময় জীব সৎ-এর (ব্রহ্মের) সহিত এক হইয়া যায়। এই দুই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। এই প্রকার শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক। প্রশ্ন হইতে পারে,—কিন্তু এরূপ শ্রুতিবাক্যও ত আছে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, যথা 'তৎ ত্বম্ অসি' তুমি হও সেই (ব্রহ্ম)। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই কি সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই যে, দুই-ই সম্ভব হইতে পারে। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশের মধ্যে ভেদ আছে, অভেদও আছে। অধিকন্তু, পরমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্ত মিথ্যা। এই দৃষ্টিতে জগৎ-ই যখন মিথ্যা, তখন ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা বলা যায় না। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, কারণ, মন বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল উপাধি জীবকে পৃথক সত্তা দান করে, সে সকলই পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা হইয়া যায়।

কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সকল উপাধি সত্য, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, জীব নহে।

রামানুজ ব্যবহারিক দৃষ্টি ও পরমার্থিক দৃষ্টির প্রভেদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ব্রহ্ম বাস্তবিক জীব অপেক্ষা বৃহৎ, 'তৎ ত্বম্ অসি' ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম জীবের আত্মা, জীব ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম আত্মারও আত্মা, এ জন্য তিনি পরমাত্মা।:

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ (২।১।২৩)

শঙ্করভাষ্য : অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর। সকল প্রস্তরের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে, যথা—পার্থিবত্ব, কঠিনত্ব। আবার প্রভেদও আছে। কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি মলিন। সেই প্রকার সকল আত্মার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে—যথা চৈতন্য। আবার কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে—যথা জীবের অল্পজ্ঞত্ব, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব।

রামানুজভাষ্য : যেরূপ প্রস্তর, তৃণ প্রভৃতি পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও মলিনত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যায় না, সেইরূপ জীবাত্মাও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও অল্পজ্ঞত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যুক্তিযুক্ত হয় না (অনুপপত্তিঃ)।

উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ন ক্ষীরবৎ হি (২।১।২৪)

শঙ্করভাষ্যঃ ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা হইতে পারেন না। 'উপসংহারদর্শনাৎ'। উপসংহার অর্থাৎ উপকরণ। কুম্ভকার কুম্ভ প্রস্তুত

করিতে অনেক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করে, যথা—মৃত্তিকা, জল, চক্র। কিন্তু (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ব্রহ্ম একাই ছিলেন, তাঁহার কোনও উপকরণ ছিল না। সুতরাং অসহায় ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না। 'ইতি চেৎ' যদি কেহ ইহা বলেন। ইহার উত্তর— 'ক্ষীরবৎ হি'। ক্ষীর অর্থাৎ দুধ যেমন কোনও উপকরণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং দধিতে পরিণত হয়, ব্রহ্ম সেইরূপ কোনও উপকরণের সাহায্য বতীত স্বয়ং জগতে পরিণত হন। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, উত্তাপ ব্যতীত দধি হয় না। কিন্তু উত্তাপ দধিভাবে পরিণাম ত্বরান্বিত করে মাত্র, দুধের নিজেরই এইভাবে পরিণত হইবার ক্ষমতা আছে, উত্তাপ সে ক্ষমতা উৎপাদন করে না। বায়ু বা আকাশে উত্তাপ দিলে তাহা দধি হয় না। কুম্ভকারের শক্তি অল্প, এ জন্য সে মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান ব্যতীত ঘট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। তিনি কোনও উপকরণের অপেক্ষা করেন না।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুগ্ধকে দধি করিবার জন্য যে আতঞ্চন (দম্বল) দেওয়া হয়, তাহারও উদ্দেশ্য—উহাকে শীঘ্র দধিভাবে পরিণত করা অথবা উহাকে সুস্বাদু করা।

দেবাদিবদ্ অপি লোকে (২।১।২৫)

শঙ্করভাষ্য: পুনরায় এইরূপ আপত্তি করা যায় যে দুগ্ধ অচেতন পদার্থ, তাহা উপকরণ ব্যতীত স্বয়ং দধিভাবে পরিণত হইতে পারে

সত্য ; সেইরূপ অচেতন জল কোনও উপকরণ ব্যতীত তুষারে পরিণত হইতে পারে : কিন্তু কোনও চেতন পদার্থ উপকরণ ব্যতীত কিছুই প্রস্তুত করিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তর এই যে কোনও কোনও চেতন পদার্থ উপকরণ ব্যতীত বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে। 'দেবাদিবৎ'—দেবগণ, মহর্ষিগণ কোনও উপকরণ ব্যতীতও প্রসাদ, রথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারেন। বেদ, ইতিহাস ও পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। শঙ্কর ইহার অন্য দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। তন্তুনাভ (মাকড়সা) কোনও উপকরণ ব্যতীত (নিজ দেহ হইতে) জাল উৎপন্ন করে, বলাকা শুক্র ব্যতীত গর্ভ ধারণ করে।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দকোপো বা (২।১।২৬)

প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্তটি ভুল। কারণ প্রশ্ন হইবে, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, অথবা ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন ? যদি বল, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, "কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ"—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম এখন নাই, জগৎই আছে। যদি বল, ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, কিয়দংশ ব্রহ্মই আছেন, তাহা হইলে "নিরবয়ত্বশব্দকোপঃ" ব্রহ্ম অবয়বহীন বলিয়া যে শ্রুতিবাক্য আছে সেই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। শ্রুতিবাক্য এইরূপ—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং'—ব্রহ্ম অংশহীন, ক্রিয়াহীন, শান্ত,

দোষহীন, নির্লেপক। অতএব উভয় পক্ষেই দোষ হয়। সুতরাং ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, এই সিদ্ধান্তটিই ভুল। এইসূত্র পূর্ব্বপক্ষ।

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ (২।১।২৭)

শঙ্করভাষ্য : পূর্ব্ব সূত্রে যে আপত্তি করা হইয়াছ, তাহার উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু" অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই ব্রহ্মের স্বভাব কি তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে আছে যে, ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিকারভাবেই বিরাজ করেন ; সুতরাং ব্রহ্মের কৃৎস্নপ্রসক্তি হয় না। নিম্নলিখিত শ্রুতি-বাক্য এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে :

"এতাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়ান্ চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভুতানি ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি ॥"

ঋঃ সং ১০।৯০।৩

অনুবাদ : এই জগৎ ব্রহ্মের মহিমা. ব্রহ্ম ইহা হইতেও বৃহৎ। বিশ্বের সকল প্রাণী তাঁহার এক অংশমাত্র, তাঁহার অপর তিন অংশ স্বর্গে অমৃতরূপে বিরাজ করে।

যদি সমগ্র ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলা যায় না। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আবার সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন না বলিয়া ব্রহ্ম অবয়বযুক্ত বস্তু, এরূপ অনুমান করাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ শ্রুতি স্পষ্টভাবে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম যদিও জগৎ-

রূপে পরিণত হন, তথাপি সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন না, ব্রহ্মের অংশও নাই। কারণ 'শব্দমূলাৎ'—ব্রহ্ম হইতেছেন শব্দ-মূল,—শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই তাঁহার স্বরূপ জানিবার উপায়। তিনি কিরূপ বস্তু, যুক্তিতর্ক প্রভৃতির দ্বারা তাহা জানা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে মণি, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতির শক্তি তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা আলৌকিক ব্রহ্মের স্বরূপ যে তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যাইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতিবাক্যের বলে পরস্পর বিরোধী দুইটি গুণ কিরূপে স্বীকার করা যায়? ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পরিণত হয় নাই, সমগ্র অংশও হয় নাই, ইহা কি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে? ইহার উত্তর এই যে, বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হয় নাই, জগৎ মিথ্যা, অবিদ্যা বা অজ্ঞান হেতু জগৎ আছে বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই, জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, বিবর্ত্তমাত্র; একটি বস্তু যদি বাস্তবিক অন্য বস্তুতে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহার বিকার হয়, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। কিন্তু একটি বস্তুর যদি কোনও পরিবর্ত্তন না হয়, কেবল ভ্রম হেতু উহাকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিবর্ত্ত হয়। যেরূপ অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। শঙ্কর বলেন জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, বিবর্ত্ত।

রামানুজ বলেন যে, নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতেই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি আশ্চর্যের বিষয় হইলেও অবিশ্বাস্য নহে, কারণ ব্রহ্মের

স্বভাব অলৌকিক, শ্রুতিবাক্যই সে বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। রামানুজ মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত নহে।

আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি (২।১।২৮)

শঙ্করভাষ্য : স্বপ্নের সময় 'আত্মনি' অর্থাৎ নিজের মধ্যেই 'বিচিত্রাঃ চ' অর্থাৎ বিচিত্র রথ, পথ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, সেই সময় আত্মার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না, সেই প্রকার ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ বিনষ্ট না করিয়া বিচিত্র জগৎ করিয়া থাকেন।

রামানুজ এই সূত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। জগতের বিভিন্ন দ্রব্যের বিচিত্র ধর্ম্ম দেখা যায়। জড় পদার্থের যে সকল ধর্ম্ম, চেতন আত্মার ধর্ম্ম তাহা হইতে ভিন্ন। সেই প্রকার ব্রহ্মের যে সকল শক্তি, অপর সকল দ্রব্যের সেরূপ শক্তি নাই। নিজে অবিকৃত থাকিয়া ও নানাবিধ বস্তুতে পরিণত হওয়ার শক্তি ব্রহ্মের আছে, আর কাহারও নাই।

স্বপক্ষদোষাচ্চ (২।১।২৯)

অনুবাদ : নিজের পক্ষেও এই দোষ আছে, এ জন্য প্রতিবাদী এই দোষ অবলম্বন করিয়া আক্রমণ করিতে পারেন না।।

সাংখ্য বলেন যে, প্রধান বা প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রধানকে তাঁহারা নিরবয়ব বলেন। সুতরাং হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত প্রধানই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, নয় বলিতে হইবে যে, প্রধানের অংশ অথবা অবয়ব আছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই 'প্রধান', এজন্য

প্রধানকে অবয়বযুক্ত বলা যায় না, কারণ সত্ত্ব, রজ ও তম ইহারা সকলে নিরবয়ব। যাঁহারা পরমাণুকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের মতেও এই দোষ আছে। তাঁহারা বলেন, দুইটি পরমাণু মিলিয়া একটি দ্ব্যণুক হয়। তাঁহাদিগকে হয় বলিতে হইবে যে, দুইটি পরমাণুর সমগ্রটাই পরস্পর মিলিত হয়, নয় বলিতে হইবে যে, একটির কিয়দংশ অপরটির কিয়দংশের সহিত মিলিত হয়। যদি সমগ্রের মিলন হয়, তাহা হইলে দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা কিছুতেই বড় হইতে পারে না, এই ভাবে স্থূল বস্তুর উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। যদি কিংয়দংশের মিলন হয়, তাহা হইলে পরমাণুকে অবয়বযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু কণাদের মতে পরমাণুর অবয়ব নাই। সুতরাং সাংখ্য ও কণাদ উভয়ের মতেই এই দোষ আছে।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ (২।১।৩০)

সর্ব্বোপেতা—সর্ব্বশক্তিযুক্তা; তদ্দর্শনাৎ—সেইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া।

শঙ্করভাষ্য: পরা দেবতা (অর্থাৎ পরমেশ্বর) সর্ব্বশক্তিযুক্তা; সেইরূপ শ্রুতিবাক্য দর্শন করা যায়। শ্রুতিবাক্য যথা:

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদঃ অভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ।"* ঈশ্বর সকল কর্ম্ম করেন, তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ আছে, তিনি সকল প্রকার রস বা আনন্দের আধার, তিনি সকল

* ছান্দোগ্য উঃ ৩।১৪।৪

বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মৌন এবং কোন বস্তুর জন্য তাঁহার আগ্রহ নাই।

"সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ছাঃ উঃ ৮।৭ ১

তিনি যাহা কামনা করেন, তাহা সত্য হয়, যাহা সংকল্প করেন, তাহা সত্য হয়।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেঃ উঃ ৬।৭

"ইঁহার শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিবিধ : ইঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক।"

নামানুজের মতে এই সূত্রে দুইটি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে : (১) ঈশ্বর অপর সকল বস্তু হইতে বিলক্ষণ, (২) ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ (২।১।৩১)

বিকরণত্বাৎ (ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া) ন (ঈশ্বর কার্য্য করিতে পারেন না) ইতি চেৎ (যদি কেহ ইহা মনে করেন) তৎ উক্তং (ইহার উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে)।

শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, কোনও ইন্দ্রিয় নাই। মনে হইতে পারে যে, তাঁহার যখন কোনও ইন্দ্রিয় নাই, যখন তিনি কোনও কার্য্য করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তিও থাকিতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, সচরাচর কাহারও চক্ষু না থাকিলে সে দেখিতে পায় না, কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না, ইহা সত্য ; কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাব

অসাধারণ, তাঁহার চক্ষু না থাকিলেও তিনি দেখিতে পান, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পান। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" শ্বেঃ উঃ ৩।১৯ অর্থাৎ তাঁহার হস্ত-পদ না থাকিলেও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন, গমন করিতে পারেন। ঈশ্বরের কিরূপ প্রকৃতি, শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়। অনুমানের সাহায্যে তাহা জানা যায় না। পূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (২।১।৩২)

ন (ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন না) প্রয়োজনবত্ত্বাৎ কোনও কার্য করিতে হইলে প্রয়োজন থাকা চাই)।

ইহা পূর্ব্বপক্ষের কথা, অর্থাৎ বিপক্ষের উক্তি। পরের সূত্রে ইহা উত্তর দেওয়া হইয়াছে। জগতে দেখা যায় যে, যাহারা কার্য্য করে, তাহারা কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য করে। ঈশ্বর জগৎস্বষ্টিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জগৎ রচনা করিয়া ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ জগৎস্বষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার কোনও কামনা অসম্পূর্ণ ছিল, জগৎস্বষ্টির পর তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের কখনও কোন কামনা অপূর্ণ থাকে না, তিনি সর্ব্বদাই আপ্তকাম। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত যে ঈশ্বর জগৎ স্বষ্টি করেন নাই।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ (২।১।৩৩)

লোকবৎ তু (লোকে যেরূপ দেখা যায়) লীলাকৈবল্যম্ (কেলমাত্র লীলা)।

জগতে দেখা যায়, কেহ কেহ কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্য করে। সেইরূপ ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও জগৎসৃষ্টিকার্য্য কেবলমাত্র লীলাচ্ছলেই করিয়া থাকেন।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি (২৷১৷৩৪)

'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন' বৈষম্য এবং নিষ্ঠুরতা নাই; 'সাপেক্ষত্বাৎ',— কর্ম্মের অপেক্ষা আছে বলিয়া। 'তথাহি দর্শয়তি—এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে।

ঈশ্বর যে সকল জীব সৃষ্টি করেন, তাহাদের মধ্যে সুখ-দুঃখ সমান দেখা যায় না। দেবতাগণ অত্যন্ত সুখী, পশুগণ অত্যান্ত দুঃখী; মনুষ্য কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কখনও সুখী কখনও দুঃখী। অতএব ঈশ্বর যদি জগতের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। অধিকন্তু জগতে এত দুঃখ দেখা যায় যে, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিষ্ঠুরও বলিতে হয়। ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি পক্ষপাতীও নহেন, নিষ্ঠুরও নহেন। অতএব ঈশ্বরকে পক্ষপাতী অথবা নিষ্ঠুর বলা যায় না। ঈশ্বর কর্ম্ম অনুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, তাহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" কৌষী: উ: ৩৷৮ অর্থাৎ, ইনিই (ঈশ্বর) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান—যাহাকে এই লোকের উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা

করেন ; তাহাকেই অসাধু কর্ম্ম করান—যাহাকে এই লোকের অধো-লোকে লইতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর এই ভাবে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন, জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্য বাসনা অনুসারে। ঈশ্বর বৈষম্যহীন।

ন, কর্ম্মাবিভাগাৎ, ইতি চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ (২।১।৩৬)

ন (না, কর্ম্ম অনুসারে সুখদুঃখভোগ হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না), কর্ম্মাবিভাগাৎ (কর্ম্মের অবিভাগহেতু। সৃষ্টির পুর্ব্বে বিভিন্ন জীব বা বিভিন্ন কর্ম্ম, এইরূপ বিভাগ ছিল না), ইতি চেৎ (কেহ যদি ইহা বলেন), ন (ইহা ঠিক নয়), অনাদিত্বাৎ (সৃষ্টির আদি নাই বলিয়া)।

বিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে, শ্রুতিতে দেখা যায় যে, সৃষ্টির পুর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন, বিভিন্ন জীব এবং বিচিত্র জগৎ ছিল না, সুতরাং পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়, তখন দেব মনুষ্য জন্তু প্রভৃতি জীবের সুখদুঃখের তারতম্য পুর্ব্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে নির্ণয় করা যায়? তখন ত কোন পুর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছিল না? ইহার উত্তর এই যে, প্রলয়ের পুর্ব্বে অন্য সৃষ্টি ছিল ; সেই পূর্ব্বের সৃষ্টিতে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, বর্ত্তমান সৃষ্টিতে সেইরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে। অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে। প্রত্যেক সৃষ্টির পুর্ব্বে আর একটি সৃষ্টি ছিল।

উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ (২।১।৩৬)

উপপদ্যতে চ (যুক্তির দ্বারা উপপন্ন হয়) অপি উপলভ্যতে চ (এবং শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়)।

সংসার যে অনাদি, ইহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য সৃষ্টি না থাকিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জীবগণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে বহু অকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। আবার বর্ত্তমান সৃষ্টির যখন প্রলয় হয়, যদি তাহার পর পুনরায় সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে প্রলয়ের সময় যে সকল কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাকী থাকে, সে সকল কর্ম্মফল আর কখনও ভোগ করা হয় না। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বসৃষ্টিতে কৃত কর্ম্ম ব্যতীত জীবের প্রথম উৎপত্তির অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং যদি পূর্ব্ব-সৃষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে কোনও কারণ ব্যতীতই জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষের পুনরায় উৎপত্তি হইতে পারে। অধিকন্তু সৃষ্টি যে অনাদি, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে বহুস্থলে উল্লেখ আছে। শ্রুতি যথা, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ" (ঋঃ সং ১০।১৯০।৩) অর্থাৎ বিধাতা পূর্বসৃষ্টি অনুসারে বর্ত্তমান সৃষ্টীতে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। স্মৃতি যথা, "প্রকৃতিং পুরুষং চাপি বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি' (গীতা ১৩।১৯) অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিও।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ (২।১।৩৭)

"সকল ধর্ম্মের উপপত্তি হয় বলিয়া।"

শঙ্করভাষ্য: ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ, ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম উপপন্ন হয়।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও বস্তুকে জগতের কারণ বলিলে নানাবিধ বিরোধ দেখা যায়। কেবল ব্রহ্মকে কারণ বলিলে কোনও বিরোধ থাকে না। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ, এই বৈদান্তিক মতই শ্রদ্ধেয়। প্রকৃতি বা পরমাণুকে জগতের কারণ বলা (সাংখ্য এবং বৈশেষিকগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন) যুক্তিযুক্ত নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

রামানুজ বলিয়াছেন যে এই পাদে সাংখ্য প্রভৃতি মতে বেদান্তের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি করা হয় সে সকল দূর করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদ

রচনানুপপত্তেশ্চ ন অনুমানম্ (২।২।১)

রচনানুপপত্তেশ্চ (জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না বলিয়া), ন অনুমানম্ (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না)।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যদর্শন মহর্ষি কপিল প্রণয়ন করিয়াছেন। এ জন্য অনেকের সাংখ্যদর্শনে আস্থা আছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অনেক বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। এ জন্য এই স্থানে যুক্তির দ্বারা পুনরায় সাংখ্যদর্শনের খণ্ডন করা হইতেছে। সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, অচেতন প্রকৃতি পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত নিজ হইতেই বিচিত্র জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কোনও চেতন বস্তু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া অচেতন বস্তু নিজ হইতে কোনও বস্তু নির্ম্মাণ করে, এরূপ দেখা যায় না। কুম্ভকার না থাকিলে মৃত্তিকা নিজ হইতে ঘটে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং অচেতন প্রকৃতি যে নিজ হইতে এই বিচিত্র ও আশ্চর্য্য জগতে পরিণত হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রবৃত্তেশ্চ (২।২।২)

কোনও বস্তু রচনা করিতে হইলে প্রথমে তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। অচেতন প্রকৃতির সেরূপ প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং অচেতন প্রকৃতি নিজ হইতে জগৎ রচনা করিতে পারে না। ঈশ্বরের এরূপ প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি জগৎ রচনা করিতে পারেন।

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি (২।২।৩)

পয়োঽম্বুবৎ চেৎ (দুধের ন্যায় এবং জলের ন্যায় প্রকৃতির পরিবর্তন হয়—যদি ইহা বলা যায়) তত্র অপি (সেই স্থলেও)।

শঙ্করভাষ্য : গোবৎসের তৃপ্তির জন্য ধেনুর স্তন হইতে দুগ্ধ নিজ হইতেই ক্ষরিত হয়, জীবের উপকারার্থ বৃষ্টি পড়ে, নদীর জল প্রবাহিত হয়। মনে হইতে পারে যে, এই সব ক্ষেত্রে অচেতন বস্তু নিজ হইতেই চেতনের প্রয়োজন সাধনার্থ প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। বৎসরের প্রতি স্নেহ হেতু ধেনুর দুগ্ধ ক্ষরিত হয় ; ঈশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া জল পুরুষের উপকারার্থ প্রবাহিত হয়। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতন বস্তু প্রবৃত্ত হয়, নিজ হইতে হয় না।

রামানুজভাষ্য : দুগ্ধ নিজ হইতেই দধি আকারের পরিণত হয়, আকাশ হইতে পতিত জল আম্র, নিম্ব, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষে বিবিধ রসে পরিণত হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, স্বয়ং প্রকৃতিই জগৎরূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। দুগ্ধ

এবং জল চেতনের অধিষ্ঠান হেতু বিভিন্নরূপে পরিণত হয়,—নিজ হইতে হয় না।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চ অনপেক্ষত্বাৎ (২।২।৪)

'ব্যতিরেক' অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে, 'অনবস্থিতেঃ' অর্থাৎ অবস্থান করে না বলিয়া, 'অনপেক্ষত্বাৎ', অপেক্ষা করে না বলিয়া।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিজেই জগৎরূপে পরিণত হয়, পুরুষের অপেক্ষা করে না। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি কোনও সময়ে জগৎরূপে পরিণত হইবে (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্ট হইবে), আবার কোনও সময়ে জগৎরূপে পরিণত হইবে না, (অর্থাৎ প্রলয় হইবে), এই দুইটি বিভিন্ন অবস্থার নিয়ামক কোনও কারণ দেখা যায় না। এমন কোনও কারণ দেখা যায় না, যাহার জন্য এক সময়ে জগতের সৃষ্টি হইবে, আবার অন্য এক সময় প্রলয় হইবে। ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে ইহা বলা যায় যে, ঈশ্বরের যখন ইচ্ছা হয়, তখন সৃষ্টি হয়, যখন ইচ্ছা হয়, তখন প্রলয় হয়। কিন্তু প্রকৃতি অচেতন, তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা হইতে পারে না।

রামানুজ বলিয়াছেন, "ব্যাতিরেক" ভাবে অবস্থানের অর্থ প্রলয়ের অবস্থা। প্রকৃতির যদি স্বভাবই এইরূপ যে, কোনও চেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতীতও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎ রচনা করে, তাহা হইলে প্রকৃতি সদা-সর্ব্বদাই জগৎ রচনা করিবে, কারণ প্রকৃতি কাহারও অপেক্ষা করে না। সুতরাং জগতের কখনও প্রলয় হইবে না। কিন্তু ইহা সাংখ্যেরও অভিপ্রেত নহে। অতএব ঈশ্বরকেই

জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে, প্রলয়ের সংঘটন সিদ্ধ হয় না।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ (২।২।৫)

'অন্যত্র অভাবাৎ' (অন্যত্র দেখা যায় না বলিয়া) 'ন তৃণাদিবৎ', (তৃণাদির মত হয়, ইহা বলা যায় না)। সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন যে, গাভীর উদরে তৃণ যেরূপ অন্য বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া নিজ হইতেই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ অন্য বস্তুর অপেক্ষা না রাখিয়া নিজ হইতেই জগৎরূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই উক্তি ভ্রান্ত। তৃণ নিজ হইতেই দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না, অন্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে। যদি অন্য বস্তুর অপেক্ষা না রাখিত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই তৃণ দুগ্ধরূপে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। যে তৃণ গাভী কর্ত্তৃক ভুক্ত হয় তাহাই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, অন্য তৃণ হয় না। সুতরাং দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে হইলে তৃণ নিশ্চয়ই গাভীর দেহান্তর্গত কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখে।

অভ্যুপগমেঽপি অর্থাভাবাৎ (২।২।৬)

অভ্যুপগমে অপি (স্বীকার করিলেও), অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব হেতু সাংখ্য-মতে দোষ হয়)।

শঙ্করভাষ্য: যদিও স্বীকার করা যায় যে, প্রকৃতি অন্য বস্তুর সাহায্য না লইয়া নিজেই জগৎরূপে পরিণত হয়, তথাপি সাংখ্যমত

নির্দ্দোষ হয় না। কারণ, সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের প্রয়োজনের জন্য প্রকৃতি জগৎরূপে পরিণত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—পুরুষের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়? যদি বল, ভোগসাধনের জন্য; তাহা হইলে বলিব যে, সাংখ্যমতে পুরুষ নির্ব্বিকার, সে কিরূপে ভোগ করিবে? যদি বল, মোক্ষসাধনের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি, তাহা হইলে বলিব যে, পুরুষ যখন নির্ব্বিকার ও উদাসীন, তখন তাহার মোক্ষ ত হইয়াই আছে, নূতন করিয়া কিরূপে মোক্ষ হইবে?

রামানুজ কিছু ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'অভ্যুপগমে' ইহার অর্থ প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও 'অর্থাভাবাৎ' প্রকৃতির কোনও প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনর্থক। সাংখ্যের মতে পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ ও নির্ব্বিকার। অতএব প্রকৃতি তাঁহার কোনও প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। যদি বলা যায় যে, প্রকৃতিকে দর্শন করাই পুরুষের ভোগ, তাহার উত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে পুরুষের কখনই মুক্তি হইবে না। কারণ, প্রকৃতি সর্ব্বদাই পুরুষের নিকটে থাকিবে, সুতরাং পুরুষ সর্ব্বদা প্রকৃতিকে দেখিবে, সর্ব্বদা ভোগ হইবে, মোক্ষ কখনও হইবে না।

পুরুষাশ্মবৎ ইতি চেৎ তথাপি (২।২।৭)

যদি বলা হয় যে, পুরুষ এবং প্রস্তরের ন্যায় (প্রকৃতি কার্য্য করে) তথাপি (দোষ থাকে)।

সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য পঙ্গু ও অন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। পঙ্গু দেখিতে পায়, কিন্তু চলিতে পারে না ; অন্ধ চলিতে পারে, কিন্তু দেখিতে পায় না। পঙ্গু যদি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহা হইলে সে পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে, অন্ধ পঙ্গুকে লইয়া চলিতে পারে। সেইরূপ সাংখ্যের প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান নাই ; পুরুষের জ্ঞান আছে, কিন্তু ক্রিয়া করিতে পারে না। পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করে। কিন্তু দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হয় নাই। পঙ্গু চলিতে না পারিলেও পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ কিছুই করিতে পারে না, সে কিরূপে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবে? পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অপর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, চুম্বক-প্রস্তর যেরূপ নিকটে থাকিয়াই লৌহকে চালিত করে, পুরুষ সেইরূপ নিকটে থাকিয়াই প্রকৃতিকে চালিত করে। কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যই যদি প্রকৃতিকে চালিত করে, তাহা হইল প্রকৃতি সর্ব্বদাই সক্রিয় হয়, অর্থাৎ কখনও প্রলয় হইতে পারে না।

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ (২।২।৮)

"অঙ্গিত্ব স্বীকার করা হয় নাই বলিয়া"ও প্রকৃতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণের সমত্বের নাম প্রকৃতি। যখন এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা থাকে, তখন প্রকৃতি

নিষ্ক্রিয় থাকে। যদি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপর কোনও বস্তুর অঙ্গ হইত, তাহা হইলে সেই অপর বস্তুর (অঙ্গীর) প্রভাবে গুণবিশেষের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য হইতে পারিত এবং তাহাতে সৃষ্টির ব্যাপার চলিতে পারিত। কিন্তু এই তিনটি গুণ যাহার অঙ্গ. এরূপ কোনও অঙ্গীর কথা সাংখ্যদর্শনে স্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং সাংখ্যমতে জগৎসৃষ্টি উপপন্ন হয় না। অথবা প্রলয় অবস্থায় গুণত্রয়মধ্যের একটি প্রধান (অঙ্গী), অপরগুলি অপ্রধান (অঙ্গ), এরূপ স্বীকার করা হয় নাই; এরূপ স্বীকার না করিলে, তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা থাকিয়া যায়, তাহাতে সৃষ্টি আরম্ভ হইতে পারে না।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (২।২।৯)

অন্যথানুমিতৌ চ (অন্যরূপ অনুমান করিলেও) জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (চৈতন্যশক্তি নাই বলিয়া, প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না।)

সাংখ্যমতাবলম্বী বলিতে পারেন যে, প্রলয় অবস্থায় তিনটি গুণের সাম্য থাকিলেও, তাহাদের বৈষম্যের উপযোগিতা থাকে এবং সেজন্য গুণগুলি কমবেশী হইয়া জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিতে পারে। কিন্তু বৈষম্যের উপযোগিতা থাকিলেও প্রকৃতির যখন চৈতন্যশক্তি নাই, তখন কি কারণে একটি গুণের প্রাবল্য হইবে? সুতরাং কোনও চেতনবস্তু দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে, অচেতন প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টি কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হয় না।

বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্ (২।২।১০)

বিপ্রতিষেধাৎ চ (পরস্পর বিরোধ আছে বলিয়াও), অসমঞ্জসম্ (সাংখ্যমত সামঞ্জস্যহীন)।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যমতে অনেক বিরোধ দেখা যায়। কেহ বলেন যে, ইন্দ্রিয় সাতটি, কেহ বলেন ইন্দ্রিয় এগারটি, কেহ বলেন, মহৎ (অর্থাৎ বুদ্ধি) হইতে তন্মাত্র-সমূহ (পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা) উৎপন্ন হয়, কেহ বলেন অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রসমূহ উৎপন্ন হয় ; কোথাও উক্ত হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ তিনটি, আবার কোথাও উক্ত হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ একটি।

রামানুজ অন্যপ্রকারের পরস্পরবিরোধ উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নির্ব্বিকার। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, পুরুষ ভোক্তা ; ইহা পরস্পর-বিরোধী, যাহা নির্ব্বিকার, তাহা কখনও ভোক্তা হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নির্গুণ, প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হয়, এজন্য পুরুষ নিজকে সুখী দুঃখী মনে করে। কিন্তু যাহা স্বয়ং নির্ব্বিকার, তাহাতে অন্য বস্তুর গুণ কিরূপে আরোপ হইতে পারে ? সাংখ্যদর্শনে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্য আছে।

এই সকল সূত্রে সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, সাধারণতঃ নিরীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে সেই সকল যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ (২।২।১১)

অনুবাদ : মহৎ ও দীর্ঘ বস্তু যে ভাবে হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়।

শঙ্করভাষ্য : বৈশেষিক দর্শনের মত এই যে, দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুক হয়, তিনটি পরমাণু মিলিয়া ত্র্যণুক হয়, চারিটিতে চতুরণু হয়। পরমাণুর পরিমাণের নাম পরিমণ্ডল। দ্ব্যণুকের পরিমাণের নাম হ্রস্ব। যদিও পরমাণু এবং দ্ব্যণুক হইতে চতুরণুর উৎপত্তি হয়, তথাপি পরমাণুর গুণ—পরিমণ্ডল—অথবা দ্ব্যণুকের গুণ—হ্রস্ব চতুরণুতে থাকে না; মহৎ, দীর্ঘ প্রভৃতি চতুরণুর অপর গুণ উৎপন্ন হয়। এইভাবে যদি বৈশেষিক স্বীকার করেন যে, কারণের গুণ হইতে ভিন্ন গুণ কার্য্যে আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে বৈদান্তিকের মতে এই দোষ তিনি দিতে পারেন না যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? পরিমণ্ডল-পরিমাণ-পরমাণু এবং হ্রস্ব-পরিমাণ দ্ব্যণুক হইতে যদি মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণ চতুরণুর উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তিও সম্ভব বলিতে পারা যায়।

রামানুজভাষ্য : হ্রস্বপরিমাণ দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডলপরিমাণ পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ চতুরণু প্রভৃতির উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। বৈশেষিক দর্শনের অপর মতগুলিও এইপ্রকার যুক্তিহীন।

উভয়থা অপি ন কর্ম্ম অতঃ তদভাবঃ (২।২।১২)

উভয়থা অপি (উভয় প্রকারেই) ন কর্ম্ম (কর্ম্ম থাকিতে পারে না) অতঃ (অতএব) তদভাবঃ (সৃষ্টি এবং প্রলয়ের সংঘটন যুক্তিযুক্ত হয় না।)

প্রলয়ের সময় পরমাণুগুলি নিক্রিয় থাকে। সৃষ্টির সময় পরমাণুগুলি সক্রিয় হয়, তখন জগতের রচনা হয়। পরমাণুগুলি কি কারণে সক্রিয় হয়? যদি বলা হয় যে, জীবের কর্ম্ম অথবা অদৃষ্টহেতু পরমাণু-গুলি সক্রিয় হয়, তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন হইবে, এই অদৃষ্ট কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে,—জীবকে অথবা পরমাণুকে? জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে, পরমাণুর কিরূপে গতি উৎপন্ন হইবে? যদি কোন-রূপে গতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে গতির কখনও বিরাম হইবে না, সুতরাং প্রলয়ও হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈশেষিক দর্শনে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের হেতু প্রদর্শন করা যায় না।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ (২।২।১৩)

সমবায়াভ্যুপগমাৎ চ (সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া) সাম্যাৎ (সাদৃশ্য হেতু) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থাদোষ হয়।)

বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, দুইটি পরমাণু মিলিয়া একটি দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ তাঁহারা স্বীকার করেন; * এই সমবায় নামক সম্বন্ধের দ্বারা দ্ব্যণুকটি পরমাণু

* অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে বৈশেষিক দর্শনে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। অবয়ব,—যথা হস্তপদাদি। অবয়বী,—যথা মনুষ্যদেহ।

দুইটির মধ্যে অবস্থান করে। এই প্রসঙ্গে বৈশেষিককে প্রশ্ন করা যায়, সমবায় নামক সম্বন্ধটি কিরূপে দ্ব্যণুকে অবস্থান করে? ইহার জন্য অন্য একটি সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করা প্রয়োজন। এই নূতন সমবায় সম্বন্ধটিই বা কিরূপে দ্ব্যণুকে অবস্থান করিবে? তাহার জন্য আর একটি সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করা প্রয়োজন। এই ভাবে অনন্তসংখ্যক সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করা প্রয়োজন। ইহার নাম অনবস্থা-দোষ।

নিত্যম্ এব চ ভাবাৎ (২।২।১৪)

বৈশেষিককে প্রশ্ন করা হইতেছে, পরমাণুর স্বভাব কিরূপ? প্রবৃত্তি কি উহার স্বভাব? অথবা নিবৃত্তি কি উহার স্বভাব? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই কি উহার স্বভাব? অথবা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কোনটিই উহার স্বভাব নয়? যদি উত্তর দেওয়া যায় যে, প্রবৃত্তিই ইহার স্বভাব, তাহা হইলে প্রশ্ন করা যায় যে, যদি প্রবৃত্তিই ইহার স্বভাব, তাহা হইলে পরমাণু সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিবে, তাহা হইলে প্রলয় কিরূপে সংঘটন হইবে? যদি বৈশেষিক বলেন যে, নিবৃত্তি ইহার স্বভাব, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, যে, পরমাণু সর্ব্বদাই নিষ্ক্রিয় থাকিবে, তাহা হইলে সৃষ্টি কি প্রকারে সংঘটন হইবে? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই পরমাণুর স্বভাব হইতে পারে না। কারণ, এই দুইটি গুণ পরস্পর-বিরোধী। যদি বলা যায় যে, পরমাণুর স্বভাব প্রবৃত্তি নহে, নিবৃত্তিও নহে, অদৃষ্ট নামক অন্ধ

কোনও কারণ হেতু কখনও প্রবৃত্তি হয়, কখনও নিবৃত্তি হয়,—তাহা হইলে যে দোষ হয়, তাহা পুর্ব্বে (২।২।১২ সূত্রে) দেখান হইয়াছে।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ (২।২।১৫)

"রূপাদিমত্ত্বাৎ" অর্থাৎ পরমাণু সকলের রূপ প্রভৃতি আছে বলিয়া "বিপর্য্যয়ঃ" অর্থাৎ নিত্যত্বের বিপর্য্যয় হয়; "দর্শনাৎ" এইরূপ দেখা যায়।

বৈশেষিক মতে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর গন্ধ, রস প্রভৃতি গুণ আছে। দেখা যায় যে, যে সকল বস্তুর রূপ প্রভৃতি গুণ আছে, সে সকলই অনিত্য এবং অন্য সূক্ষ্মতর বস্তু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাণু সকল অনিত্য এবং স্থূল। কিন্তু বৈশেষিক বলেন যে, পরমাণু সকল নিত্য এবং সূক্ষ্ম।

উভয়য়থা চ দোষাৎ (২।৪।১৬)

বৈশেষিক-দর্শনে চারি প্রকার পরমাণু স্বীকার করা হইয়াছে: ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ। পরমাণুগুলির গুণ সম্বন্ধে দুই প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে। এরূপ বলা যায় যে, ক্ষিতি পরমাণুর স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই চারিটি গুণ আছে; অপ্ পরমাণুর তিনটি গুণ আছে—স্পর্শ, রূপ ও রস; তেজঃ পরমাণুর দুইটি গুণ—স্পর্শ এবং রূপ; মরুৎ পরমাণুর কেবল একটী গুণ—স্পর্শ। কিম্বা

এরূপ বলা যায় যে, ক্ষিতি পরমাণুর কেবল গন্ধ এই গুণ আছে, অপ্ পরমাণুর কেবল রস, তেজের কেবল রূপ এবং বায়ুর কেবল স্পর্শ। যে প্রকার কল্পনাই করা হইক, এই মত দোষযুক্ত হইবে। প্রথম কল্পনা গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষিতি পরমাণু অপেক্ষা জলের পরমাণু সূক্ষ্ম। কিন্তু বৈশেষিক মতে সকল পরমাণুই সূক্ষ্মতম,—কোনও পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বস্তু হইতে পারে না। দ্বিতীয় কল্পনায় দোষ এই যে, মৃত্তিকার স্পর্শ, রূপ ও রস আছে, ইহা এইরূপ কল্পনাতে স্বীকার করা হয় না, যদিও ইহা সুবিদিত যে, মৃত্তিকার এই সকল গুণ আছে।

অপরিগ্রহাৎ চ অত্যন্তম্ অনপেক্ষা (২।২।১৭

অপরিগ্রহাৎ (বেদজ্ঞ ঋষিগণ বৈশেষিক মত গ্রহণ করেন নাই বলিয়া) অত্যন্তম্ অনপেক্ষা (এই মত একেবারেই গ্রহণীয় নহে)।

সাংখ্যদর্শনের কোনও কোনও মত বেদজ্ঞ ঋষি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যথা—মহর্ষি মনু সাংখ্যের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রধান বা প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক-দর্শনের কোনও মত কোনও বেদজ্ঞ ঋষি গ্রহণ করেন নাই। এজন্য বৈশেষিক-দর্শনের মতগুলি শ্রদ্ধেয় নহে।

সমুদায়ে উভয়হেতুকে অপি তদপ্রাপ্তিঃ (২।২।১৮

অতঃপর বৌদ্ধদর্শনের মত খণ্ডিত হইবে। বৌদ্ধদর্শনে জগতের সকল বস্তুকে ক্ষণস্থায়ী বলা হয়। বৌদ্ধদর্শনে কয়েকটি বিভিন্ন শাখা আছে। এক শাখার মতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। অন্য এক শাখায় বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে সকল ধারণা (Idea) হয়, কেবল তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় (এই মত পাশ্চাত্য দর্শনে Berkeley's Idealism নামে পরিচিত)। অন্য শাখায় বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করা হয় না, বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণারও অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এই মতকে সর্ব্বশূন্যবাদ বলে। প্রথম শাখার মতটি অগ্রে খণ্ডন করা হইতেছে। এই মতে বলা হয় যে, মৃত্তিকা জল, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া জগৎ রচনা করে। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত মিলন হইয়া রূপ ও রস প্রভৃতি জ্ঞান হয়, তাহাকে রূপস্কন্ধ বলা হয়। 'অহং' 'অহং' এইরূপ একটা চিন্তার প্রবাহ হয়, তাহাকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলা হয়। সুখাদির অনুভবকে বেদনাস্কন্ধ বলা হয়। গো, অশ্ব এই প্রকার নামবিশিষ্ট প্রত্যয়কে সংজ্ঞাস্কন্ধ বলা হয়। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ভাবকে সংস্কারস্কন্ধ বলা হয়। অণুগুলির সমুদয় (অর্থাৎ মিলন) এবং স্কন্ধগুলির সমুদয় হেতু জগতের ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হয়। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, এই দুই প্রকার সমুদয়ই হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু এবং স্কন্ধগুলি অচেতন কোনও চেতন বস্তুর দ্বারা চালিত না হইলে তাহাদের সুসম্বদ্ধ মিলন কিরূপে সংঘটিত হইবে ?

উৎপন্ন হইবার পর কিছুকাল অস্তিত্ব থাকিলে মিলন হওয়া

সম্ভব। যদি উৎপত্তির পরের ক্ষণেই ধ্বংস হয়, তাহা হইলে মিলিত হইবার অবসর থাকে না। রামানুজ বলিয়াছেন, যে সকল বস্তু ক্ষণিক, তাহাদের পরস্পর সম্মিলন হওয়া অসম্ভব।

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ (২।২।১৯)

বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়, অবিদ্যা, সংস্কার, নাম, রূপ, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য আছে, একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি হয় এবং এইভাবে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। এই সকল সকল দ্রব্য একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি হয়—ইহা স্বীকার করিলেও এই দ্রব্যগুলির পরস্পর মিলনের কোনও হেতু দেখা যায় না. এই মত অনুসারে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ (২।২।২০)

বৌদ্ধদর্শন অনুসারে পরবর্ত্তী "ক্ষণ" যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী "ক্ষণ" বিনষ্ট হয়; অথচ ইহাও বলা হয় যে, পূর্ব্বক্ষণই পরক্ষণের হেতু। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। পূর্ব্বক্ষণ উৎপন্ন হইয়াই ত ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা পরক্ষণ উৎপাদন করিবার অবসর পাইবে কোথায়?

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যম্ অন্যথা (২।২।২১)

'অসতি' (যদি বলা হয় যে পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন

পূর্ব্বক্ষণ 'অসৎ' অর্থাৎ থাকে না, তাহা হইলে) 'প্রতিজ্ঞোপরোধঃ' (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়)। পূর্ব্বক্ষণ পরক্ষণের হেতু এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা রক্ষা হইল না, কারণ, পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন যদি পূর্বক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে পরক্ষণকে পূর্বক্ষণের হেতু বলা যায় না। 'অন্যথা যৌগপদ্যম্' ('অন্যথা' অর্থাৎ যদি বলা যায় যে, পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বক্ষণ থাকে, তাহা হইলে 'যৌগপদ্য' হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষণ এবং পরক্ষণ একই সময়ে অবস্থান করে—তাহা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বক্ষণ এবং পরক্ষণ বলা হয় না)।

প্রতিসংখ্যা-অপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ (২।২।২২)

বৌদ্ধদর্শন অনুসারে জগতের যাবতীয় দ্রব্য ক্ষণকালের জন্য উৎপন্ন হয়, পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। কেবল তিনটি দ্রব্যটি দ্রব্য এরূপ নহে,— ইহাদের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আকাশ। (ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও বস্তুকে ধ্বংস করার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, যথা— লগুড় আঘাতে ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলা। অন্যরূপে বস্তুর ধ্বংস হইলে তাহাকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বলা হয়।) এই তিনটি দ্রব্যকে বৌদ্ধদর্শনে উৎপত্তি ও বিনাশহীন বলা হয়। ইহাও বলা হয় যে, ইহারা অবস্তু অথবা অভাব মাত্র। প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং প্রপ্রতিসংখ্যানিরোধের কল্পনা ভ্রান্তিপূর্ণ। 'অবিচ্ছেদাৎ' অর্থাৎ কোনও বস্তুর কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। ২।১।১৫ সূত্রে দেখান হইয়াছে, বস্তুর

উৎপত্তি ও বিনাশ এই দুইটি শব্দের অর্থ কেবল অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না; যাহা আছে, তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কথা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—নাসতো বিদ্যতেঽভাবো নাভাবো বিদ্যতেঽসতঃ;" গীতা ২।১৬

উভয়থা চ দোষাৎ (২।২।২৩)

শঙ্করভাষ্য: বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নিরোধ হইলে নির্ব্বাণ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে,—অজ্ঞানের নিরোধ কি জ্ঞান হেতু হয়, না, আপনা হইতেই হয়? জ্ঞান হেতু অজ্ঞানের নিরোধ হয়, ইহা বলিতে পার না। কারণ তোমার মতে অজ্ঞানের নিরোধ অহেতুক। আবার অহেতুক বলিতে এই দোষ হয় যে, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্মে নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন? অজ্ঞানের নিরোধ ত আপনা হইতেই হইবে।

রামানুজভাষ্য: বৌদ্ধদর্শন অনুসারে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, পরক্ষণেই ধ্বংস হইতেছে, আবার উৎপন্ন হইতেছে, আবার ধ্বংস হইতেছে। ধ্বংস হবার পর যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। কিন্তু শূন্য হইতে কোন বস্তু উৎপত্তি হইলে সে বস্তুও শূন্যময় হইবে, কারণ যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তদনুরূপ স্বভাব হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু জগৎ ত শূন্যময় নহে।

আকাশে চ অবিশেষাৎ (২।২।২৪)

আকাশকে একটা বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে বৌদ্ধ-দর্শনে যে বলা হইয়াছে, আকাশ বস্তু নহে, অভাবমাত্র, তাহা যথার্থ নহে। 'অবিশেষাৎ' অপর সকল বস্তুর যে প্রকার বস্তুত্ব আছে, আকাশেরও সেরূপ আছে। আকাশ যে একটা বস্তু, —ইহা যে অভাবমাত্র নহে, তাহার প্রমাণ (১) বেদে আছে 'আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ,—ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল, (২) আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন শব্দ যাহার গুণ, এমন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। (৩) তুমি যে বল আবরণের অভাবই আকাশ, তাহা ভুল। একটি পাখী যখন ডানা মেলিয়া নামিয়া আসে, তখন আবরণের ত অভাব হয় না, সুতরাং তখন আকাশ নাই, ইহা বলিতে হইবে, তাহা হইলে অন্য পাখী উড়িয়া উঠিতে পারিবে না। যদি বল, 'যেখানে আবরণের অভাব নাই, সেখানে দ্বিতীয় পক্ষীটি উড়িবার অবকাশ পাইবে,' তাহা হইলে বলিব, 'ঐ যে বলিতেছে, 'যেখানে' উহাই ত আকাশ। (৪) বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—'বায়ু কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে?' তিনি বলিয়াছিলেন, 'বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে।' সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনে ইহা বলা ঠিক হয় নাই যে, আকাশ বলিয়া কোনও বস্তু নাই, ইহা বস্তুর অভাবমাত্র।

অনুস্মৃতেশ্চ (২।২।২৫)

বৌদ্ধদর্শনে সকল বস্তুকে ক্ষণস্থায়ী বলা হইয়াছে। অতএব উপলব্ধা (যিনি উপলব্ধি করেন), তাঁহাকেও ক্ষণস্থায়ী বলা হইয়াছে। কিন্তু উপলব্ধা ক্ষণস্থায়ী হইতে পারেন না। "অনুস্মৃতেঃ" আমি পূর্ব্বে এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এইরূপ স্মৃতি উদয় হইতে দেখা যায়। যিনি পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি যদি ভিন্ন ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে এরূপ স্মৃতি উদয় হইতে না।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ (২।২।২৬)

"ন অসতঃ" অর্থাৎ অসৎ হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় না। "অদৃষ্টত্বাৎ" অসৎ হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, কারণের ধ্বংস হইবার পর কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যথা—বীজ ধ্বংস হইলে তাহা হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়; দুধ নষ্ট হইলে তাহা হইতে দধি উৎপন্ন হয়। বীজ ধ্বংস হইবার পর যদি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ ধ্বংস হইবার পরও অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারিত। কারণ, বীজ ধ্বংস হইলে যাহা থাকে (শূন্য) এবং দুগ্ধ ধ্বংস হইলে যাহা থাকে. উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। যখন এরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীজ হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অপর

বস্তু হইতে হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বীজ ধ্বংস হইয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে বীজের অংশগুলি বিভিন্নরূপে সজ্জিত হইয়া অঙ্কুরে পরিণত হয়। অসৎ বস্তু (যথা শশবিষাণ) হইতে কখনও কোনও বস্তুর উৎপত্তি হইতে হইতে পারে না।

রামানুজের মতে এখানে বৌদ্ধদর্শনের অন্য একটি মত খণ্ডিত হইয়াছে। সে মতটি এই যে, একটি বস্তু দেখিয়া যখন আমাদের তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততক্ষণ সে বস্তুটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—কারণ বস্তুমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। এই মতটি ভুল। অসৎ, অর্থাৎ যে বস্তু নাই, তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অদৃষ্টত্বাৎ, এরূপ দেখা যায় না যে, কেহ অসৎ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে।

উদাসীনানাম্ অপি চ এবম্ সিদ্ধিঃ (২।২।২৭)

"উদাসীনানাম্ অপি" অর্থাৎ যাহারা নিশ্চেষ্ট, কাহাদেরও "এবম্" এইভাবে, "সিদ্ধিঃ" ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যলাভ হইতে পারে। যদি অসৎ বস্তু হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লোক কোনও যত্ন না করিয়াও ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য লাভ করিতে পারিত। কৃষকের কষ্ট করিয়া ভূমি কর্ষণ করিবার প্রয়োজন হইত না, তন্তুবায়ের বয়ন করিবার প্রয়োজন হইত না। শূন্য হইতেই শস্য, বস্ত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইত।

নাভাব উপলব্ধেঃ (২।২।২৭)

ন অভাবঃ (বাহ্যবস্তুর অভাব হইতে পারে না) উপলব্ধেঃ (কারণ, বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি হয়)।

বৌদ্ধদর্শনে বিজ্ঞানবাদ নামে একটি মত আছে। বিজ্ঞানবাদটি এইরূপ : আমাদের সম্মুখে যখন একটি ফুল থাকে, তখন তাহার রূপ, গন্ধ প্রভৃতি অনুভব করি, এই সকল অনুভব অথবা মনের কতকগুলি ধারণা ব্যতীত ফুল বলিয়া অন্য কোনও বাহ্যবস্তু নাই ; অতএব বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই ; আমাদের মনের কতকগুলি ধারণাকেই আমরা বাহ্য জগৎ বলিয়া ভ্রম করি। বৌদ্ধদর্শনের এই বিজ্ঞানবাদই পাশ্চাত্য-দর্শনে Berkeley's Idealism নামে পরিচিত। বর্ত্তমান সূত্রে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইতেছে। আমাদের মনের কতকগুলি ধারণাকে আমরা বাহ্যবস্তু বলিয়া কল্পনা করি না। আমাদের মনের ধারণা ব্যতীত বাহ্যবস্তু আছে। স্তম্ভ, প্রাচীর প্রতি বাহ্যবস্তুকেই আমরা অনুভব করি ; উপলব্ধিকে অনুভব করি না।

বৈধর্ম্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ (২।২।২৯)

"স্বপ্নাদিবৎ," স্বপ্নের সময় যে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, সে সকল বস্তুর যেমন অস্তিত্ব থাকে না, মনে হইতে পারে যে, ঠিক সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে সকল বস্তু দর্শন করি, সে সকল বস্তুরও কোনও অস্তিত্ব নাই। 'ন,' না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। "বৈধর্ম্ম্যাৎ," বৈধর্ম্ম্য হেতু। স্বপ্নদর্শন এবং জাগ্রত অবস্থায় দর্শন উভয়ের ধর্ম্ম বিভিন্ন। স্বপ্নের সময় যাহা দেখা যায়, জাগ্রত হইলে

সে সকল বস্তু আর দেখা যায় না, তখন বুঝিতে পারা যায় যে স্বপ্নের সময়েও সে সকল বস্তু ছিল না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যে সকল বস্তু দেখা যায়, সে সকল বস্তু যে বাস্তবিকই ছিল না, এরূপ বোধ কখনও হয় না।

ন ভাবঃ অনুপলব্ধেঃ (২।২।৩০)

শঙ্করভাষ্য : বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী বলেন, বাহ্যবস্তু না থাকিলেও আমাদের বিচিত্র বাসনা অনুসারে বিচিত্র জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। "ন ভাবঃ" বাসনার উদ্ভব হইতে পারে না, "অনুপলব্ধেঃ" কারণ (তোমার মতে) বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি হয় না।

রামানুজভাষ্য : "ন ভাবঃ" বাহ্যবস্তু না থাকিলে, জ্ঞানও থাকিতে পারে না। "অনুপলব্ধেঃ" যে জ্ঞানের আশ্রয়রূপ কোনও বাহ্যবস্তু নাই সেরূপ জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না।

ক্ষণিকত্বাৎ চ (২।২।৩১)

বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, বাহ্যবস্তু নাই, "আলয়-বিজ্ঞান" নামক একটি তত্ত্ব আছে, তাহাই বাসনার আশ্রয়। কিন্তু এই কল্পিত আলয়বিজ্ঞান বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না, "ক্ষণিকত্বাৎ" কারণ, এই আলয়বিজ্ঞান ক্ষণস্থায়ী। যাহা উৎপত্তির পর-মুহূর্তে বিলীন হয়, কিছু কাল অবস্থান করে না, তাহা কখনও বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না।

সর্ব্বথা অনুপপত্তেশ্চ (২।২।৩২)

দুইটি বৌদ্ধমত পূর্ব্বে খণ্ডন করা হইয়াছে, একটি মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, আর একটি মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই, বিজ্ঞানের (অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধে ধারণার) অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই দুইটি ব্যতীত আর একটি তৃতীয় মত আছে, তাহার নাম শূন্যবাদ, তাহাতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই, বিজ্ঞানের অস্তিত্বও স্বীকার করা করা হয় নাই। এই মত একবারেই গ্রহণীয় নহে। "সর্ব্বথা অনুপপত্তেঃ" কারণ সকল প্রকারেই এই মত যুক্তিহীন। বুদ্ধদেব যুক্তিহীন এবং পরস্পর-বিরোধী এই তিনটি মত প্রচার করিয়া জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিলেন।

ন একস্মিন্ অসম্ভবাৎ (২।২।৩৩)

অতঃপর জৈনমত খণ্ডিত হইতেছে। এইমতে পদার্থ সাত প্রকার যথা: জীব (ভোক্তা), অজীব (ভোগ্য), আস্রব (বিষয়-ভোগের প্রবৃত্তি), সংবর (নিবৃত্তি), নির্জ্জর (যাহাতে পাপ ক্ষয় করে), বন্ধ (বন্ধনের হেতু অর্থাৎ কর্ম্ম), ও মোক্ষ। সকল পদার্থের সম্বন্ধেই ইঁহারা বলেন যে, সকল বস্তুর স্বভাব এই প্রকার,—হয় আছে, হয় নাই, হয় আছে এবং নাই, হয় অবক্তব্য, হয় আছে এবং অবক্তব্য, হয় নাই এবং অবক্তব্য, হয় আছে এবং নাই এবং অবক্তব্য। কিন্তু এই মত অশ্রদ্ধেয়। "একস্মিন্ অসম্ভবাৎ", একই পদার্থে এইসকল পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

এবং চ আত্মা অকাৎর্স্ন্যম্ (২।২।৩৪)

জৈন মতে আত্মার পরিমাণ দেহের সমান। কিন্তু এই মতে বহু আপত্তি উঠিতে পারে। কৈশোর, যৌবন ও জরাতে দেহের পরিমাণ বিভিন্ন হয়, সেই সময় আত্মার পরিমাণ কিরূপে বিভিন্ন হইবে? যদি বলা যায় যে, দেহের পরিমাণ অনুসারে আত্মারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাহার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে দেওয়া হইতেছে।

ন চ পর্য্যায়াদ্ অপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ (২।৩।৩৫)

আত্মা পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হয়, ইহা বলিলেও পূর্ব্বোক্ত বিরোধের পরিহার হয় না। "বিকারাদিভ্যঃ" কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মা বিকারশীল এবং অনিত্য। অন্য আপত্তিও হয়। যথা,—আত্মার অবয়বগুলি কোথা হইতে আসে, কোথায় বিলীন হয়? পঞ্চভুত হইতে এই অবয়বগুলির উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে পারে না। কারণ আত্মা ভৌতিক বস্তু নহে।

অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ (২।২।৩৬)

"অন্ত্যাবস্থিতেঃ"—অন্ত অর্থাৎ শেষ অবস্থায় (মোক্ষলাভের পর) "অবস্থিতেঃ",—আত্মা যেভাবে অবস্থান করে, "উভয়নিত্যত্বাৎ"—সে সময় আত্মা এবং আত্মার পরিমাণ এই উভয় পদার্থের নিত্যত্বহেতু, "অবিশেষঃ"—মোক্ষের পূর্ব্বেও আত্মার পরিমাণে কোনও পার্থক্য হইতে পারেনা। মোক্ষের পর আত্মার যে পরিমান থাকে, তাহাই আত্মার প্রকৃত পরিমাণ। সুতরাং মোক্ষের পূর্ব্বে দেহ অনুসারে আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না।

পত্যুঃ অসামঞ্জস্যাৎ (২।২।৩৭)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তের মত এই যে, ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই (১।৪।২৩)। অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা, আবার ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, অন্য উপাদান হইতে জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। বেদান্তবিরোধী বিবিধ মতে ঈশ্বরের যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা সামঞ্জস্যহীন,— ইহাই বর্ত্তমান সূত্রের উদ্দেশ্য। সাংখ্য এবং যোগমত অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই, প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ঈশ্বর হইতেছেন প্রকৃতি ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা। এই প্রকারের অন্য দার্শনিক মতও আছে। সেই সকল মত খণ্ডন করিয়া এখানে বলা হইতেছে যে, ঈশ্বর জগতের "পতি" অর্থাৎ প্রভু মাত্র, কিন্তু তিনি উপাদনকারণ নহেন, এই মত সমীচীন নহে। কারণ তাহা হইলে কতগুলি অসামঞ্জস্য হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী। ঈশ্বর এইরূপ বৈষম্য করিয়াছেন কেন? তিনি কি জীবের ন্যায় রাগদ্বেষের অধীন,—যাহার প্রতি অনুরাগ আছে, তাহাকে সুখী করেন, যাহার প্রতি বিদ্বেষ আছে, তাহাকে দুঃখী করেন? তাহা হইলে ত তাঁহার মহিমা খর্ব্ব হয়। বেদান্ত মতে ঈশ্বর ভিন্ন যখন জীব বলিয়া অন্য কিছু নাই, তখন প্রকৃতপক্ষে জীবের সুখ এবং দুঃখ হইতে পারে না, উহা মনের ভ্রম মাত্র। শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, একটি অবৈদিক পাশুপত মত আছে, এখানে সেই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। এই মতে পশুপতি জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদানকারণ নহেন। এই মতাবলম্বিগণ নরকপাল-পাত্রে ভোজন করে, শব দেহের ভস্ম ভক্ষণ করে, উহা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে, মদ্যকুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার পুজা করে। ইহাদের মতে যে কোনও জাতির মানব দীক্ষা গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। এই মত ভ্রান্ত। কারণ, ইহা বেদবিরোধী। বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম নারায়ণই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ; তাঁহাকে জানিলেই মোক্ষলাভ করা যায়; বেদবিহিত বর্ণাশ্রমসম্বন্ধী যজ্ঞাদি কর্ম্মই মানবের কর্ত্তব্য।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ (২।২।৩৮)

"সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না।" সাংখ্যযোগাদি মতে ঈশ্বর হইতেছেন প্রকৃতি ও পুরুষের প্রভু। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ না থাকিলে কিরূপে ঈশ্বর তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন? সাংখ্য ও যোগমতে ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষের কোনওরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কারণ প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলেই সর্বব্যাপী ও নিরবয়ব।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ (২।২।৩৯)

(শঙ্কর) ঈশ্বর যদি নিমিত্তকারণ হইতেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কুম্ভকার যেরূপে মৃত্তিকাতে অধিষ্ঠিত হইয়া কুম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ রচনা করেন।

কিন্তু প্রকৃতি রূপাদিহীন এবং অপ্রত্যক্ষ। তাহাতে ঈশ্বরের "অধিষ্ঠান" হয় না,—অর্থাৎ এইরূপ অধিষ্ঠান যুক্তিযুক্ত নহে।

রামানুজ বলেন যে, পাশুপত মতে ঈশ্বরের যে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া জগৎ রচনা করিতে পারেন না। কারণ, তাহাদের পরিকল্পিত ঈশ্বরের দেহ নাই, দেহ না থাকিলে কিরূপে অধিষ্ঠান করিবেন ?

করণবৎ চেৎ ন ভোগাদিভ্যঃ (২।২।৪০)

(শঙ্কর) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি পুরুষ ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠান করে। তাহা হইলে ঈশ্বর কেন অপ্রত্যক্ষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে পারিবেন না ?—ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর যদি পুরুষের ন্যায় অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরকেও পুরুষের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব।

রামানুজমতে পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্য হেতু পুরুষ শরীরহীন হইয়াও ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং ঈশ্বর পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

অন্তবত্ত্বং অসর্ব্বজ্ঞতা বা (২।২।৪১)

সাংখ্য-মতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলেই অনন্ত। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বর কি প্রকৃতি, পুরুষ এবং নিজকে সম্পূর্ণভাবে জানেন ? যদি জানেন, তাহা হইলে প্রকৃতি, পুরুষ এবং ঈশ্বর অনন্ত হইতে পারেন না। কারণ, ইঁহারা ঈশ্বরের জ্ঞানের দ্বারা

পরিচ্ছিন্ন হইবেন। যদি না জানেন. তাহা হইলে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। যে পক্ষই গ্রহণ করা যাইবে, ঈশ্বরকে হয় অন্তবান, নচেৎ অসর্ব্বজ্ঞ বলিতে হইবে।

উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ (২।২।৪২)

শঙ্করভাষ্য : অতঃপর ভাগবত-মত খণ্ডিত হইতেছে। এই মতে ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর চারিরূপে অবস্থান করেন,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। পরমাত্মারই নাম বাসুদেব। সঙ্কর্ষণ হইতেছেন জীব। প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ মন। অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অহঙ্কার। জীব, মন, অহঙ্কার,—ইঁহারা বাসুদেব বা ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত। 'উৎপত্তি-অসম্ভাৎ'—কারণ, জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না। জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে জীবকে অনিত্য বলিতে হয়। তাহা

রামানুজ বলিয়াছেন যে, এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ,—অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উক্তি। সূত্রকারের সিদ্ধান্ত এই যে, ভাগবতমত সত্য। তাহা পরে বলা হইবে। পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে ভাগবত-মত স্থাপিত হইয়াছে। এই মতে বাসুদেব (ঈশ্বর) হইতে সঙ্কর্ষণ (জীবের) উৎপত্তি হয়, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (মন), প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার)। মনে হইতে পারে যে, এই মত ভ্রান্ত। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে,—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (কঠোপনিষৎ)—জীবের জন্ম এবং মৃত্যু নাই।

ন চ কর্তুঃ করণম্ (২।২।৪৩)

শঙ্করভাষ্য : এই মতের আর একটি দোষ এই যে, এই মত অনুসারে জীব (সঙ্কর্ষণ) হইতে মনের (প্রদ্যুম্নের) উৎপত্তি হয়। জীব হইতেছেন কর্ত্তা, মন হইতেছে তাঁহার করণ (যাহার সাহায্যে জীব কর্ম্ম করে)। কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি হইতে পারে না। মনুষ্য (কর্ত্তা) হইতে কুঠারের (করণের) উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না।

রামানুজের মতে এই সূত্রটিও পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত নহে।

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎ অপ্রতিষেধঃ (২।২।৪৪)

শঙ্করভাষ্য : ভাগবত-মতাবলম্বী বলিতে পারেন, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে বাস্তবিক জীব, মন এবং অহঙ্কাররূপে বিবেচনা করা অন্যায়। ইহারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই। ঈশ্বরোচিত ঐশ্বর্য, শক্তি, তেজ প্রভৃতি ইহাদের সকলেরই আছে। তথাপি আপত্তি নিরস্ত হয় না। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি যদি ঈশ্বরই হইবেন, তাহা হইলে বাসুদেব হইতে ইহাদের উৎপত্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়? অধিকন্তু এক ঈশ্বরের স্থানে চারি ঈশ্বর কল্পনা করা হয়। ঈশ্বরের চারিটি রূপ কল্পনা করিয়া বিরত হইলেন কেন? ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সকলকেই ঈশ্বরের রূপ বলা উচিত।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, সূত্রের "বা" শব্দ ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। সে সিদ্ধান্ত এই মত

পঞ্চরাত্র-প্রতিপাদিত ভাগবত মত শ্রুতি অনুগামী, অতএব অভ্রান্ত। "বিজ্ঞানাদি" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন বিজ্ঞানং (জ্ঞানময়) চ আদি চ (জগতের কারণ)। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি শব্দে বাস্তবিক জীব প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। জীব, মন এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকেই সঙ্কর্ষণ, প্রত্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বলা হইয়াছে। ভক্তের প্রতি অনুকম্পা-বশতঃ ঈশ্বরই বহুবিধরূপে জন্মগ্রহণ করেন—শ্রুতিতেই ইহা উক্ত হইয়াছে,—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—যদিও তাঁহার জন্ম নাই, তথাপি তিনি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বিপ্রতিষেধাৎ চ (২।২।৪৫)

শঙ্করভাষ্য : এই মতে আরও দোষ আছে। গুণ ও গুণীকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। বল, বীর্য্য, তেজ—এসকল গুণ। কিন্তু ইঁহাদিগকে বাসুদেবের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। ইহাতে বেদের নিন্দাও আছে। কারণ, বলা হইয়াছে যে, শাণ্ডিল্য চারি বেদের মধ্যে পরম শ্রেয় দর্শন না করিয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

রামানুজভাষ্য : জীবের যে উৎপত্তি নাই, পঞ্চরাত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার অর্থ এরূপ হইতে পারে না যে জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন। ইহাতে বেদের কোনও নিন্দা নাই; বেদের অর্থ অতিশয় দুরূহ। এ জন্য জীবের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র

প্রকাশ করিয়া জীবের সহজে উদ্ধারলাভের উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যাসদেব মহাভারতে পঞ্চরাত্রের প্রশংসা করিয়াছেন (শান্তিপর্ব ৩৩৬।১—৩৩৬।৩২)। সেই ব্যাসদেবই যে ব্রহ্মসূত্রে পঞ্চরাত্রের নিন্দা করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। মহাভারতে সাংখ্য, যোগ, পাশুপত সকল মতেরই শ্রদ্ধাপূর্বক উল্লেখ আছে সত্য (শান্তিপর্ব ৩৫০।১।২); কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত এই সকল মত মানব-প্রণীত, অতএব এই সব মতে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু বেদ অপৌরুষের এবং পঞ্চরাত্র স্বয়ং নারায়ণ-প্রণীত, অতএব বেদ ও পঞ্চরাত্রে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। নারায়ণ এবং পরব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহা বেদ হইতে জানিতে পারা যায়। উপনিষদে আছে, "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—এই সকলই ব্রহ্ম; আবার ইহাও আছে, "বিশ্বং নারায়ণঃ"—নিখিল বিশ্বই নারায়ণ।

ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ বৌদ্ধ ও জৈন মত সমগ্রভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে, সেইরূপ সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত-মত সমগ্রভাবে খণ্ডিত হয় নাই। সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত মতের যে অংশ বেদ-বিরোধী সেই অংশই খণ্ডন করা হইয়াছে, যে অংশ বেদ-বিরোধী নহে সে অংশ খণ্ডন করা হয় নাই। সাংখ্যে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, ইহা বেদ-বিরোধী, এজন্য ইহা খণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব খণ্ডিত হয় নাই। যোগ এবং পাশুপত মতে বলা হইয়াছে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র,

উপাদান-কারণ নহে। এই মত বেদ-বিরোধী এবং সেজন্য খণ্ডিত হইয়াছে। নচেৎ যোগপদ্ধতি, পশুপতির স্বরূপ, এ সকল খণ্ডিত হয় নাই। পাশুপত মতে বেদ-বিরোধী কতকগুলি আচার বিহিত আছে তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

তৃতীয় পাদ

ন বিয়দ্ অশ্রুতেঃ (২।৩।১)

ন বিয়দ্ (আকাশের উৎপত্তি হয় নাই), অশ্রুতেঃ (কারণ, শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি উল্লিখিত হয় নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সৃষ্টির বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে—"সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ, একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (৬।২।১)। হে সৌম্য, এই জগৎ পূর্বে সৎ (ব্রহ্ম) মাত্র ছিল, সেই একমাত্র সৎ বস্তুই ছিলেন, আর কিছুই ছিলেন না; "তৎ ঐক্ষত" (৬।২৩) সেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবেন মনে করিলেন; "তৎ তেজঃ অসৃজত" (৬।২।৩) তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এখানে প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পূর্বে আকাশের সৃষ্টির উল্লেখ নাই (পরেও নাই)। অতএব আকাশের সৃষ্টি হয় নাই। এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ।

অস্তি তু (২।৩।২)

ছান্দোগ্যে আকাশের সৃষ্টির কথা নাই, কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে (অস্তি তু)। ঐ উপনিষদে দেখা যায়—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (২।১।১)। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত।

তাহার পর আছে "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ," অর্থাৎ সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হইল।

গৌণী অসম্ভবাৎ (২।৩।৩)

তৈত্তিরীয়তে যে আকাশের সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা "গৌণী", প্রকৃত নহে, গৌণ,—"অসম্ভবাৎ" কারণ, আকাশের সৃষ্টি কখনও সম্ভব হইতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে আকাশের কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না, কোন্ বস্তু হইতে আকাশের উৎপত্তি হইবে? আকাশের স্বজাতীয় অন্য কোনও দ্রব্য নাই—যাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব লোকে যেমন গৌণভাবে বলে "স্থান কর" (make room), সেই-রূপ বেদ গৌণভাবে বলিয়াছেন যে, আকাশের উৎপত্তি হইল। এই সূত্রও পূর্ব্বপক্ষ।

শব্দাৎ চ (২।৩।৪)

শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতেও জানা যায় যে, আকাশ "অজ" বা জন্মহীন; সুতরাং আকাশের যে উৎপত্তির উল্লেখ আছে, তাহা গৌণভাবেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের আছেঃ "বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষং চ এতৎ অমৃতং।" যাহা অমৃত, তাহা অবশ্যই অজ। ইহাও পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাৎ চ একস্য ব্রহ্মশব্দবৎ (২।৩।৫)

পুর্ব্বে তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার পরেই আছে "আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ" ইত্যাদি, (তৈঃ উঃ ২।১।১) অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু সম্ভূত বা উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল ইত্যাদি। এই সকল স্থলে "সম্ভূত" শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হয় নাই। আকাশ সম্বন্ধে সম্ভূত শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হইল এবং তাহার পরেই বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সম্বন্ধে মুখ্যভাবে প্রয়োগ হইল, ইহা সঙ্গত কি না সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এক স্থলেই এক শব্দের গৌণ ও মুখ্য উভয় ভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। মুণ্ডক উপনিষদে প্রথম খণ্ডে অষ্টম শ্লোকে আছে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইত্যাদি, অর্থাৎ "ব্রহ্ম সংকল্প দ্বারা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন", এখানে "ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তাহার পরের শ্লোকে আছে।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ
তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপম্ অন্নং চ জায়তে ॥"

অনুবাদ: যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্, জ্ঞানই যাহার তপস্যা তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্নের উৎপত্তি হয়।

এখানে ব্রহ্ম শব্দ পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে পারে না, হিরণ্যগর্ভ বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে ব্রহ্ম শব্দ

মুখ্যভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এক স্থলেই ব্রহ্মশব্দ মুখ্য এবং গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই প্রকারে তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এক স্থলে "সম্ভূত" শব্দ মুখ্য ও গৌণভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। এই সূত্রও পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিজ্ঞাঽহানিঃ অব্যতিরেকাৎ শব্দেভ্যঃ (২।৩।৬)

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ—(প্রতিজ্ঞার হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ—(যদি ব্যতিরেক না হয়) শব্দেভ্যঃ (শ্রুতিতেও ইহা আছে)।

এই সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইতেছে। সে সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়। এক ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে জগতের সকল বস্তু জানিতে পারা যায়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা বেদান্তে বহুস্থলে দেখা যায়। যথা ছান্দোগ্যে,-"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং" (৬।১।৩), অর্থাৎ, যাঁহার দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। বৃহদারণ্যকে আছে—"আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং" (৮।৪।৬), অর্থাৎ, আত্মাকে দর্শন করিলে, শ্রবণ করিলে, জানিতে পারিলে এই সবই জানা যায়। মুণ্ডক উপনিষদে আছে "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি" (১।১।৩), অর্থাৎ, হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সব বিজ্ঞাত হয়? এই প্রতিজ্ঞার "অহানিঃ" অর্থাৎ হানি হয় না। "অব্যতিরেকাৎ" অর্থাৎ যদি ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু না থাকে।

বেদে বলা হইয়াছে—এই সবই ব্রহ্ম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, অগ্নির উৎপত্তি যেরূপ যথার্থ, আকাশের উৎপত্তিও সেইরূপ যথার্থ। তৈত্তিরীয়ে যখন আকাশের সৃষ্টির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তখন ছান্দোগ্যে আকাশেয় সৃষ্টির উল্লেখ নাই বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আকাশের সৃষ্টি হয় নাই।

যাবদ্‌বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ (২।৩।৭)

যে সকল স্থলে একটি বস্তুর সহিত আর একটা বস্তুর বিভাগ বা প্রভেদ দেখা যায়, সেই স্থলে ইহাও দেখা যায় যে, বস্তুগুলি অপর বস্তুর বিকার। বিকার না হইলে বিভাগ হইতে পারে না। আকাশকে যখন পৃথিবী, জল প্রভৃতি হইতে বিভক্ত দেখা যায়, তখন আকাশও অন্য বস্তুর বিকার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, এরূপ তর্ক করা যায় না যে, আত্মা হইতে যখন আকাশকে বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়, তখন আত্মাও অন্য বস্তুর বিকার। কারণ, শ্রুতিতে আত্মার পরে আর কোনও বস্তুর উল্লেখ নাই। আত্মাকে যদি বিকার বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আত্মা (এবং আকাশাদি সকল বস্তু) শূন্য হইতে উৎপন্ন। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদ। অতএব ইহা অশ্রদ্ধেয়। আত্মার অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। যে অস্বীকার করিবে, তাহাকেই আত্মার স্বরূপ বলিতে পারা যাইবে। আকাশাদি সকল বস্তু প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। আত্মা কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মা সকল

প্রমাণের আশ্রয়। সুতরাং কোনও রূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পুর্ব্বেই আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা অস্বীকার করা যায় না। আকাশ দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া আকাশকে অমৃত বলা হইয়াছে।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ (২।৩।৮)

এতেন—(ইহার দ্বারা), মাতরিশ্বা—(বায়ু), ব্যাখ্যাতঃ—(ব্যাখ্যা হইল)। যে ভাবে আকাশের উৎপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, সেই ভাবে এই সিদ্ধান্তও স্থাপিত হইবে যে, বায়ুরও উৎপত্তি হইয়াছে।

অসম্ভবস্তু সতঃ অনুপপত্তেঃ (২।৩।৯)

সতঃ—(ব্রহ্মের—উৎপত্তি), অসম্ভবঃ—(সম্ভব নহে) অনুপপত্তেঃ (কারণ, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে)।

(শঙ্কর) ব্রহ্ম সৎমাত্র। তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারে কোথা হইতে? যাহা সৎ-মাত্র, তাহা হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না? কারণ, যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, এবং যাহা উৎপন্ন হয় উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকা প্রয়োজন; উভয়েই সৎ-মাত্র হইলে প্রাভেদ হইবে কিরূপে? সৎ-বিশেষ হইতে সৎ-মাত্রর উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ সামান্য হইতেই বিশেষের উৎপত্তি হয়। অসৎ হইতেও সৎ-মাত্র ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ (যাহা নাই), তাহা হইতে সৎ-এর উৎপত্তি অসম্ভব। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত"—অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইতে পারে?

(রামানুজ) তু (কিন্তু) সতঃ (ব্রহ্মের) অসম্ভবঃ (অনুৎপত্তি) ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়,—কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় না বলিলে অযৌক্তিক হয় (অনুপপত্তেঃ)।

তেজঃ অতঃ তথাহি আহ (২।৩।১০)

তেজঃ—(অগ্নি), অতঃ (বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) তথা হি আহ (বেদ ইহা বলিয়াছেন)।—

অগ্নি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সন্দেহ হইতে পারে। ছান্দোগ্যে আছে—"তৎ তেজঃ অসৃজত" অর্থাৎ ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এজন্য মনে হইতে পারে যে' ব্রহ্ম স্বতন্ত্রভাবে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বায়ু হইতে অগ্নি সৃষ্টি করেন নাই; তবে যে তৈত্তিরীয়কে বলা হইয়াছে 'বায়োঃ অগ্নিঃ", তাহার অর্থ এই যে বায়ুর পর অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। প্রথমে বলা হইয়াছে, "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে "আত্মনঃ" এই শব্দে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পরে বলা হইয়াছে, "পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ," পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন ইত্যাদি। এ সকল স্থানেই অপাদানে পঞ্চমী। অতএব মধ্যস্থলে "বায়োঃ অগ্নিঃ," বায়ু হইতে অগ্নি, এখানেও অপাদানে পঞ্চমী। ব্রহ্মই বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাহা হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আপঃ (২।৩।১১)

ব্রহ্ম অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া অগ্নি হইতে জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পৃথিবী অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ (২।৩।১২)

(শঙ্কর) ছান্দোগ্যে আছে, "তা আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম: প্রজায়েমহি ইতি তা অন্নম্ অসৃজন্ত" (৬।২।৪) অর্থাৎ সেই জল আলোচনা করিল, "বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব," তাহারা "অন্ন" সৃষ্টি করিল। সন্দেহ হয়, এখানে অন্ন শব্দের অর্থ যব গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, না পৃথিবী ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে এখানে অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবী "অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ", অর্থাৎ অধিকার, রূপ এবং অন্য শ্রুতি বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। "অধিকার" এইরূপ :- পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের পূর্ব্বে অগ্নি এবং জলের সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে মহাভূত সকলের সৃষ্টির প্রসঙ্গ হইতেছে। সেই প্রসঙ্গে "অন্নের" উৎপত্তি যখন উক্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অন্ন শব্দের দ্বারা একটি মহাভূতকে লক্ষ্য করা হইতেছে, খাদ্যদ্রব্যকে নহে। "রূপ"—পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের পরে বলা হইয়াছে, "যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য" অর্থাৎ জগতে যে কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়, তাহা "অন্নের"। কিন্তু ব্রীহি যব প্রভৃতির বর্ণ কৃষ্ণ নহে। পৃথিবীর বর্ণ কোনও কোনও স্থলে শ্বেত বা লোহিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই কৃষ্ণ। "শব্দান্তরেভ্যঃ," অন্য শ্রুতিবাক্যেও দেখা যায় যে, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কে আছে— "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" অর্থাৎ জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে, "তৎ যৎ অপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা

পৃথিবী অভবৎ"—সেই জলের যে শর ছিল, তাহা কঠিন হইয়া পৃথিবী হইল। এই সকল কারণে বুঝিতে হইবে. যে, এখানে অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবী।

রামানুজ এই সূত্র ভাঙ্গিয়া দুইটি সূত্র করিয়া দেন "পৃথিবী" একটি সূত্র, "অধিকাররূপ শব্দান্তরেভ্যঃ" আর একটি সূত্র। এই পরের সূত্রের ভাষ্যে তিনি এই উপনিষদ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণিচ" (মুঃ উঃ ২।১।৩) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হইয়াছে। রামানুজ বলিয়াছেন ব্রহ্ম প্রাণ রূপ ধারণ করিয়া তাহা হইতে মন সৃষ্টি করিয়াছেন, মনরূপ ধারণ করিয়া তাহা হইতে ইন্দ্রিয় সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

তৎ-অভিধ্যানাৎ এব তু তৎ-লিঙ্গাৎ সঃ (২।৩।১৩)

(শঙ্কর) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে সন্দেহ হয়—আকাশ, বায়ু, প্রভৃতি কি নিজ হইতেই এই সকল বস্তু উৎপাদন করে? অথবা, ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতিরূপে অবস্থান করিয়া বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি সৃষ্টি করেন? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতিরূপে অবস্থান করিয়া বায়ু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। "তৎ-অভিধ্যানাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই এই সকল সৃষ্টি হয়। "তৎ লিঙ্গাৎ" সেই প্রকার চিহ্ন বেদে দেখা যায়,—যথা বৃহদারণ্যকে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তরো যময়তি" (৫।৭।৩), অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে থাকেন, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া

পৃথিবীকে সংযত করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতন বস্তু প্রবৃত্তিযুক্ত হয়। তৈত্তিরীয়কেও আছে, "সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (২।৬।১), অর্থাৎ, তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" অর্থাৎ (ব্রহ্মই) প্রত্যক্ষ (সৎ) এবং পরোক্ষ সকল প্রকার (অসৎ) বস্তুরূপে পরিণত হইলেন।

রামানুজ এখানে মহৎ, অহঙ্কার, প্রভৃতির সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমঃ অতঃ উপপদ্যতে (২।৩।১৪)

"বিপর্যয়েণ তু ক্রমঃ" (ইহার বিপরীত ক্রম) উপপদ্যতে (ইহা উপপন্ন হয়)।

(শঙ্কর) যে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়। প্রলয়ের উপক্রম হইলে পৃথিবী জলে পরিণত হয়, জল অগ্নিতে পরিণত হয়, অগ্নি বায়ুতে পরিণত হয়, বায়ু আকাশে পরিণত হয়, আকাশ ব্রহ্মে পরিণত হয়। "উপপদ্যতে চ" যে ক্রমে সৃষ্টি হয়, তাহার বিপরীতক্রমে প্রলয় হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত। মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, ঘট ভাঙ্গিলে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ" এখানে মনে হয় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্বে যে সকল বলা হইয়াছে (আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি) সেই ক্রমের বিপরীত হয়। কিন্তু যদি বলা যায় যে ব্রহ্মই প্রাণ, মন. প্রভৃতিরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন তাহা হইলে উভয় প্রকার সৃষ্টি প্রণালীর মধ্যে বিরোধ হয় না।

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ
ইতি চেৎ ন অবিশেষাৎ (২।৩।১৫)

"অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ"—উৎপত্তির যে ক্রম বলা হইল, তাহার মধ্যে বুদ্ধি এবং মনের উৎপত্তি হয়, "ইতি চেৎ"—যদি ইহা বলা যায় "ন"—না, তাহা হয় না; "অবিশেষাৎ"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করবার কোনও কারণ নাই।

(শঙ্কর) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। মনে হইতে পারে যে, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্ব্বেই (ব্রহ্ম হইতেই) বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। পঞ্চভূত হইতেই বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" হে সৌম্য, মন অন্নময়, "আপোময়ঃ প্রাণঃ" প্রাণ জলময় "তেজোময়ী রাক্" বাক্ অগ্নিময়। সুতরাং পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হইয়াছে।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম (বা ব্রহ্মের প্রকৃতি) হইতে মহান্ বা বুদ্ধিতত্ব, মহান্ হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান সূত্রে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিচার করা হইয়াছে :

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥"

(মুণ্ডক ২।১।৩)

অনুবাদ : এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই সব উৎপন্ন হইয়াছে।

মনে হইতে পারে যে, এই বাক্যে ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি উক্ত হয় নাই, কি ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই বলা

হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। এখানে কি ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। সকল বস্তুর উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই হইয়াছে, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য; কারণ, "এতস্মাৎ জায়তে," অর্থাৎ ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, এই বাক্য "অবিশেষে" সকল বস্তুর সম্বন্ধে সংযুক্ত আছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তঃ
তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (২।৩।১৬)

"তদ্ব্যপদেশঃ" জন্ম ও মরণের উল্লেখ "চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ তু স্যাৎ" স্থাবর ও জঙ্গম দেহকে আশ্রয় করিয়া বলা হইবে, "ভাক্তঃ" গৌণ, "তদ্ভবভাবিত্বাৎ" দেহের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইলে জন্ম ও মরণ শব্দ্ প্রযুক্ত হয়।

অমুক ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু হইলে এইরূপ উক্তি সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। দেহের সহিত জীবের সংযোগ হইলে বলা হয় যে, জীবের জন্ম হইল। বিয়োগ হইলে বলা হয় মৃত্যু হইল। জীবের বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু হয় না, জন্ম ও মৃত্যু গৌণভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ন আত্মা অশ্রুতেঃ নিত্যত্বাৎ চ তাভ্যঃ (২।৩।১৭)

"ন আত্মা"—জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। "অশ্রুতেঃ"—শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত হয় নাই। "তাভ্যঃ"—ঐ শ্রুতিবাক্য হইতে, "নিত্যত্বাৎ চ"—জীবের নিত্যত্ব জানা যায়।

শ্রুতিতে কোনও কোনও বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, "যথা প্রদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ, তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি" (মুণ্ডক ২।১।১), অর্থাৎ, যেরূপ সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানজাতীয় বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় এবং অক্ষরেই তাহারা বিলীন হয়। এখানে সমানজাতীয় বস্তুর উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, এ জন্য মনে হইতে পারে যে, জীবের উৎপত্তি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েরই চৈতন্য আছে, এ জন্য উভয়কে সমানজাতীয় বলা যায়। কিন্তু শ্রুতিতে বহু স্থলে যখন সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জীবাত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, তখন এই বাক্য হইতে অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না যে, জীবের উৎপত্তি আছে। বুঝিতে হইবে যে, এই বাক্যে "ভাব" শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, অন্য পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত ব্রহ্মের কোনও সাদৃশ্য আছে বলিয়া "সরূপা" বলা হইয়াছে। সাদৃশ্য এইরূপ,—ব্রহ্মের সত্তা আছে, এই সকল পদার্থেরও সত্তা আছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলিতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই : ন জীবো ম্রিয়তে (ছান্দোগ্য ৬।১) জীবের মৃত্যু নাই ; ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ (কঠ ২।২৮) বিদ্বানের জন্ম ও মৃত্যু নাই ; অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ (কঠ ২।২৮) জীবের জন্ম নাই, জীব নিত্য ও চিরস্থায়ী। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হয়,

তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে সকল পদার্থ কিরূপে জানা হইবে? ইহার উত্তর এই যে (শঙ্করের মতে), জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

এই সূত্র রামানুজ ভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব ব্রহ্ম হইতে উপন্ন হয় না বটে, কিন্তু জীব ব্রহ্মের বিকার। প্রলয়ের সময় জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে এবং জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবের একটা বিশিষ্ট নাম ও রূপ আছে সেই নাম এবং রূপের দ্বারা প্রত্যেক জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু প্রলয়ের সময় নাম ও রূপ ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোনও কারণ থাকে না। এ জন্য শ্রুতি বলেন যে, প্রলয়ের সময় জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময় জীবের জ্ঞান-বিকাশ হয়,—কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যতটুকু জ্ঞানের বিকাশ প্রয়োজন কতটুকু বিকাশ হয়। এই ভাবে জীবকে ব্রহ্মের বিকার বলা যায়, এবং এ জন্য ইহাও বলা যায় যে, ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা যায়, "সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি"। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহাদের আত্মা। অচেতন জগতের বিকার এবং সচেতন জীবের বিকার, উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রলয়ের সময় আকাশ প্রভৃতি অচেতন পদার্থ একেবারেই থাকে না, সৃষ্টির সময় সেই সকল পদার্থের আবির্ভাব হয়। কিন্তু জীবের সেরূপ উৎপত্তি হয় না। প্রলয়ের সময় জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে, সৃষ্টির সময় সেই জ্ঞান কিছু প্রকাশ, এই পর্য্যন্ত। জগৎ—অচেতন এবং ভোগ্য; জীব—চেতন এবং (সুখ-দুঃখের) ভোক্তা;

ব্রহ্ম—চেতন, কিন্তু সুখ-দুঃখভোক্তা নহেন, তিনি জীব ও জগতের নিয়ন্তা। তাঁহার স্বরূপের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু তাঁহার শরীর (জীব ও জগৎ) সৃষ্টির সময় একরূপ অবস্থায় থাকে, প্রলয়ের সময় তাহার অবস্থা ভিন্ন হয়। প্রলয়ের সময় জীব ও জগৎ সূক্ষ্মদশা প্রাপ্ত হয়, নাম ও রূপ থাকে না, এ জন্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার যোগ্যতা থাকে না। সৃষ্টির সময় জীব ও জগৎ স্থূলদশা প্রাপ্ত হয়, নাম ও রূপ থাকে তখন তাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত।

জ্ঞঃ অতএব (২।৩।১৮)

(শঙ্করভাষ্য) : জ্ঞঃ (জীবাত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ); অতএব (এই কারণেই)।

(শঙ্কর) বৈশেষিক মতে জীবাত্মার কখনও চৈতন্য থাকে, আবার কখনও চৈতন্য থাকে না: সাংখ্যমতে জীবাত্মার (পুরুষের) সর্ব্বদাই চৈতন্য থাকে। কোন্ মত যথার্থ? সাংখ্যের মতই যথার্থ। জীবাত্মার সর্ব্বদাই চৈতন্য থাকে,—ইহা চৈতন্যস্বরূপ; কারণ, ব্রহ্মই দেহের মধ্যে জীবভাবে প্রবেশ করেন এবং চৈতন্য হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপ। চৈতন্য যে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতি বাক্যে উক্ত হইয়াছে :

বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮), অর্থাৎ, ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (তৈঃ ২।১।১)

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত।

"অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃ ৪।৫।১৩), অর্থাৎ, ব্রহ্মের অন্তর বাহির ভেদ নাই, তিনি কেবল চৈতন্যস্বরূপ।

জীবাত্মা সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ ভবতি" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯), অর্থাৎ, জীব নিজ নিজ জ্যোতিতেই (চৈতন্যেই) প্রকাশ পায়। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বি-পরিলোপো বিদ্যতে" (৪।৩।৩০), অর্থাৎ, জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীবের জ্ঞানই স্বরূপ, ইহা কিরূপে বলা যায়? কারণ, কোনও ব্যক্তির নিকটে পুষ্প আনিবার পর তাহার সুগন্ধের জ্ঞান হয়, পুর্ব্বে সে জ্ঞান থাকে না। ইহার উত্তর এই যে, সাধারণভাবে জ্ঞান পূর্ব্বেও ছিল, একটি বিশেষ জ্ঞান পুষ্পটি নিকটে আনিলে উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তির সময় বিষয়ের অভাব হেতু জাগ্রত অবস্থার ন্যায় বিশেষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু সাধারণ রকমের জ্ঞান তখনও থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যৎ বৈ তৎ ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ ন পশ্যতি; ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে, অবিনাশিত্বৎ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" (বৃহ ৪।৩।২৩), অর্থাৎ "সুষুপ্তির সময় জীব যে

দেখিতে পায় না, তখন দেখিয়াও দেখে না। কারণ, দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না। দৃষ্টি (জ্ঞান) অবিনাশী। তখন তাহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না—যাহা দেখিতে পাইবে।" সুতরাং যখন মনে হয় চৈতন্য নাই, তখন বিষয়ের অভাব হেতু সেইরূপ বোধ হয়, চৈতন্যের অভাব হেতু সেরূপ বোধ হয় না।

রামানুজভাষ্য : বৈশেষিক বলেন যে, জীবাত্মার চৈতন্য কখনও থাকে, কখনও থাকে না। সাংখ্য বলেন যে, চৈতন্য বা কেবলমাত্র জ্ঞানই জীবের স্বরূপ। সংশয় হইতেছে, ইহাদের মত কি সত্য? না। ইঁহাদের কাহারও মত সত্য নহে। জীবের স্বরূপ "জ্ঞ" অর্থাৎ জ্ঞাতা। জীব আগন্তুক চৈতন্যযুক্ত বস্তু নহে; প্রত্যুত নির্ব্বিশেষে জ্ঞান বা চৈতন্যই জীবের স্বরূপ নহে। জ্ঞাতৃত্বই জীবের স্বরূপ। "অতএব" অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা," অর্থাৎ, "যিনি জানেন, ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, তিনিই আত্মা।" "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" [ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৮।৭।১)] মুক্ত জীব যাহা ইচ্ছা করেন, যাহা কল্পনা করেন, তাহাই সত্য। "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহঃ ৬।৫।১৫) অর্থাৎ যে জীব বিজ্ঞাতা, তাহাকে কাহার সাহায্যে জানিতে পারিবে? "এব হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" (প্রশ্নোপনিষদ্ ৪।৯), অর্থাৎ এই জীব দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা। যে সকল স্থানে

জ্ঞানকে জীবাত্মার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থানের উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞান জীবত্মার অসাধারণ গুণ।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ (১।৩।১৯)

জীবাত্মার পরিমাণ কিরূপ? উহা অনন্ত (infinite) পরিচ্ছিন্ন, (finite), অথবা অণু (infinitesimal)? বেদে জীবের 'উৎক্রান্তি' 'গতি' এবং 'আগতি' শোনা যায়। "উৎক্রান্তি" যথা—"স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি" (কৌষিতকী ৩।৪), অর্থাৎ, সে (জীব) যখন দেহত্যাগ করিয়া গমন করে তখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিতই গমন করে। "গতি" যথা, "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌষিতকী ১।২), অর্থাৎ, যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে। "আগতি" অর্থাৎ আগমন যথা—"তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬), অর্থাৎ পরলোক হইতে পুনরায় এই পৃথিবীতে কর্ম্ম করিবার জন্য আসে। জীবের যখন উৎক্রান্তি গতি ও আগতির কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে জীব অনন্ত নহে। কারণ যাহা অনন্ত তাহার উৎক্রামণ, গতি ও আগতি হইতে পারে না। সুতরাং জীব হয় পরিচ্ছিন্ন (finite) অথবা অণুপরিমাণ। জীব পরিচ্ছিন্ন হইলে দেহের পরিমাণ হইত, কিন্তু জৈনমত আলোচনা করিবার সময় দেখান

হইয়াছে যে, জীবের পরিমাণ দেহের সমান এরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব জীব অণুপরিমাণ ইহাই সিদ্ধান্ত।

স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ (২।৩।২০)

জীবের উৎক্রান্তি গতি এবং আগতির কথা বেদে পাওয়া যায়। উৎক্রান্তিবাচক শ্রুতি মুখ্যভাবে গ্রহণ না করিয়া গৌণভাব গ্রহণ করা সম্ভব। কোনও গ্রামের স্বামীর যদি স্বামিত্ব চলিয়া যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি কোথাও না যাইলেও কবির ভাষায় বলা হইতে পারে "গ্রামস্বামী চলিয়া গেলেন।" কিন্তু 'উত্তরয়োঃ" অর্থাৎ পরবর্ত্তী দুইটি ব্যাপার গতি এবং আগতিবাচক শ্রুতিবাক্য গৌণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নহে; 'স্বাত্মনা' অর্থাৎ জীবাত্মা সত্য সত্যই গমনাগমন না করিলে এই শ্রুতিবাক্যগুলি সার্থক হয় না। সুতরাং জীবের অবশ্যই গমনাগমন হয়। অতএব জীব নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ হইবে।

ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ (২।৩।২১)

ন অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ হইতে পারে না) অতৎশ্রুতেঃ (আত্মা অণু নহে, বৃহৎ, এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়) ইতি চেৎ (কেহ যদি ইহা বলেন) ন (না ইতরাধিকারাৎ যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে সেখানে অন্য আত্মা অর্থাৎ

পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে জীবাত্মাকে নহে)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "স বা এষ মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (৪।৪।২২) অর্থাৎ "প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি মহান্ এবং জন্মরহিত"। "আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ চ নিত্যঃ" অর্থাৎ আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত এবং নিত্য। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আত্মা সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত। এই সকল স্থানে পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়" এখানে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হইতেছে সত্য, কিন্তু বামদেবের যেরূপ ব্রহ্মদর্শন হইয়াছিল, সেইরূপ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়াছিল।

রামানুজের মতে "প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় আত্মা" এই মর্ম্মের যে শ্রুতিবাক্য উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৩।৭) এই বলিয়া এখানে জীবাত্মার প্রস্তাব আরম্ভ করা হইয়াছে সত্য। কিন্তু মধ্যস্থলে "যস্য অনুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।১৩) অর্থাৎ প্রতিবুদ্ধ আত্মা,—নিত্যবোধসম্পন্ন আত্মা (পরমাত্মা) যাহার অনুবিত্ত (অর্থাৎ জ্ঞাত) হইয়াছে, এই বলিয়া মধ্যস্থলে পরমাত্মার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার পর বলা হইয়ছে, "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২৫) অর্থাৎ সেই আত্মা মহান্ এবং জন্মরহিত। সুতরাং যেখানে মহান্ আত্মা বলা হইয়াছে, সেখানে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ (২।৩।২২)

জীবাত্মা যে অণু, তাহা "স্বশব্দে" অর্থাৎ বেদে উক্ত হইয়াছে, "এষ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" (মুণ্ডক ৩।১।৯)।

অর্থাৎ এই অণুপরিমাণ আত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে, যে আত্মাতে প্রাণবায়ু পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া সংবিষ্ট হইয়াছে। "উন্মান" অর্থাৎ জীবাত্মার যে মাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও জীব যে অণুপরিমাণ, তাহা বুঝিতে পারা যায়, যথা :

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

অনুবাদ : কেশাগ্র শতভাগে ভাগ করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগ আবার শতভাগে বিভাগ করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের পরিমাণ বলিয়া জানিবে।

অবিরোধঃ চন্দনবৎ (২।৩।২২)

আপত্তি হইতে পারে যে আত্মা যদি অণুপরিমাণ হয়, তাহা হইলে সকল দেহ ব্যাপ্ত করিয়া কিরূপে অনুভূতি হয়? "অবিরোধঃ" আত্মার অণুপরিমাণ এবং সকলদেহগত অনুভব উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। "চন্দনবৎ" যেমন এক বিন্দু হরিচন্দন দেহের এক

স্থানে লগ্ন হইলে সকল দেহে তৃপ্তির অনুভব হয়। আত্মার সহিত ত্বকের সম্বন্ধে আছে এবং ত্বক্‌ সকল দেহ ব্যাপ্ত করে, এ জন্য সকল দেহে অনুভব হয়।

অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি (২।৩।২৪)

আপত্তি হইতে পারে, "অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ"—হরিচন্দনবিন্দু দেহের এক স্থানে অবস্থিত থাকে; আত্মা সেরূপ দেহের এক স্থলে অবস্থিত নহে। "ইতি চেৎ ন"—এইরূপ আপত্তি করিলে বলা যায়—না, "অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি" আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে আছে—"হৃদি হি এষ আত্মা" (৩।৬) অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"স বা এষ আত্মা হৃদি" (৮।৩।৩) অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে।

গুণাৎ বালোকবৎ (২।৩।২৫)

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, হরিচন্দনের সূক্ষ্ম অংশগুলি সকল্‌ দেহ পরিব্যাপ্ত হইয়া আহ্লাদ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার ত কোনও সূক্ষ্ম অংশ নাই। ইহার উত্তর এই যে, "গুণাৎ বা" আত্মার গুণ, চৈতন্য, সকল দেহে ব্যাপ্ত থাকে, এজন্য আত্মা সকল দেহে সুখ-দুঃখ অনুভব

করে। "আলোকবৎ" যেমন প্রদীপের আলোক গৃহের সকল স্থানে প্রসারিত হইয়া সকল স্থান আলোকিত করে, সেইরূপ।

রামানুজভাষ্য: আত্মা জ্ঞাতা, তাহার গুণ জ্ঞান। এই গুণ সকল দেহ ব্যাপ্ত করে। আত্মার সহিত প্রদীপের তুলনা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত আলোকের তুলনা হইয়াছে।

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ (২।৩।২৬)

আপত্তি হইতে পারে যে, গুণীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ থাকিতে পারে না। যথা বস্ত্রের গুণ—শ্বেতবর্ণ, বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যে স্থানে বস্ত্র নাই, সে স্থলে শ্বেতবর্ণের অনুভব হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে আত্মা নাই, সে স্থলে আত্মার গুণ—চৈতন্য বা জ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না। আত্মা যখন সকল দেহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত নহে, তখন সকল দেহে জ্ঞানের উপলব্ধি হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার উত্তর এই যে "ব্যতিরেকঃ" —যে স্থলে গুণী থাকে না, সে স্থলেও গুণ থাকিতে পারে। "গন্ধবৎ"—যে স্থলে পুষ্প নাই, সে স্থলেও গন্ধের অনুভব হইয়া থাকে।

তথা চ দর্শয়তি (২।৩।২৭)

"শ্রুতিতেও ইহা দেখান হইয়াছে"। শ্রুতি বলিয়াছেন যে আত্মা অণু-পরিমাণ এবং হৃদয়ই তাহার আশ্রয়। তাহার পর

বলিয়াছেন যে, আত্মার গুণ—চৈতন্য—সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয়া থাকে :

"আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ" (ছান্দোগ্য ৮।৮।১)—লোম এবং নখ পর্য্যন্ত।

রামানুজ পূর্ব্বের দুইটি সূত্র একত্র করিয়া একটি মাত্র সূত্র করিয়া লইয়াছেন, "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা চ দর্শয়তি" এবং ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যেরূপ পৃথিবীর গুণ,—গন্ধ,—পৃথিবী ব্যতিরিক্ত অন্যত্রও অনুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মার গুণ—জ্ঞান—আত্মাব্যতিরিক্ত অন্যত্রও (সকল দেহে) উপলব্ধি হয়। "তথা চ দর্শয়তি" অর্থাৎ শ্রুতি ইহা দেখাইয়াছেন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "জানাতি এব অয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ এই পুরুষ জানে। সুতরাং পুরুষ এবং জ্ঞান এক বস্তু নহে। জ্ঞান পুরুষের গুণ।

পৃথক্ উপদেশাৎ (২।৩।২৮)

আত্মা এবং জ্ঞানের পৃথক উপদেশ আছে, অতএব বুঝিতে হইবে আত্মার গুণ—চৈতন্য—দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হয়। কৌষিতকী উপনিষদে আছে,, "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (৩।৬) অর্থাৎ জীবাত্মা প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের দ্বারা শরীরে সম্যক্ আরোহন করে, অথবা অধিষ্ঠিত হয়। এখানে জীবাত্মা কর্ত্তা, জ্ঞান করণ, সুতরাং উভয় বিভিন্ন।

তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ (২।৩।২৯)

শঙ্করভাষ্য : পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, জীব অণুপরিমাণ, তাহা

যথার্থ নহে। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মের যাহা পরিমাণ, জীবেরও তাহা পরিমাণ। ব্রহ্ম অনন্ত; অতএব জীবও অনন্ত। ব্রহ্ম বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব বলিয়া বোধ হয়। "তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ"—"তদ্‌গুণ" অর্থাৎ সেই বুদ্ধির যে সকল গুণ (যথা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি), ব্রহ্ম বা আত্মা সংসারী হইলে বুদ্ধির এই গুণগুলি সার বলিয়া বোধ হয়, এই জন্য "তদ্ব্যপদেশঃ"—তৎ অর্থাৎ সেই বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে, আত্মার পরিমাণ "ব্যপদেশঃ" অর্থাৎ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ, ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)। অর্থাৎ "কেশের অগ্রভাগ যদি শতভাগে ভাগ করা হয়, আবার সেই একটি ভাগ যদি শতভাগে ভাগ করা হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ, কিন্তু মোক্ষলাভ করিলে তাহাই অনন্ত হইয়া যায়।" যাহা প্রকৃতই অণুপরিমাণ, তাহা কখনও অনন্ত হইতে পারে না। জীবের প্রকৃত পরিমাণ অনন্ত। বুদ্ধিরূপ উপাধির পরিমাণ অনুসারে তাহাকে অণুপরিমাণ বলা হইতেছে। সেইরূপ মুণ্ডক উপনিষদে যে আছে "এষ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।" (৩।১।৯) অণুপরিমাণ এই জীবাত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে—ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, জীবের পরিমাণ অণু। জীবাত্মাকে উপলব্ধি করা দুরূহ বলিয়া অণু বলা হইয়াছে, অথবা বুদ্ধিরূপ উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া অণু বলা হইয়াছে। পূর্বসূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে

"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" তাহার অর্থ বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বারা বুদ্ধি উপাধিযুক্ত আত্মা (অর্থাৎ জীব) শরীরে অধিষ্ঠিত হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। যেখানে জীবের গতি উক্ত হইয়াছে, সেখানেও বুদ্ধিরূপ উপাধিকে অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে। "প্রাজ্ঞবৎ" যেমন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মাকে কোন কোনও স্থলে অণু বলা হইয়াছে। যথা "অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩) অর্থাৎ, (ব্রহ্ম) ব্রীহি এবং যব অপেক্ষাও অণু। উপাসনার জন্য উপাধির গুণ অনুসারে পরমাত্মাকে এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ পরমাত্মাকে উপাধির গুণ অনুসারে বলা হইয়াছে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ," তিনি মনোময়, প্রাণই তাঁহার শরীর।

রামানুজভাষ্য : "তদ্গুণসারত্বাৎ," এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ জীব। জীবের সার (শ্রেষ্ঠ) গুণ হইতেছে জ্ঞান। এজন্য কোনও কোনও স্থলে জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। যথা 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' অর্থাৎ জীব যজ্ঞ করে। "প্রাজ্ঞবৎ" প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ আনন্দ, এ জন্য কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মাকে আনন্দ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা "আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" তৈঃ উঃ ৩।৬ অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিল। আবার কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মাকে জ্ঞান শব্দের দ্বারাও নির্দেশ করা হইয়াছে যথা "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম", অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ এবং আনন্দ-

স্বরূপ। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানও ব্রহ্মের সারভূত গুণ।

যাবদাত্মভাবিত্বাৎ ন দোষঃ তদ্দর্শনাৎ (২।৩।৩০)

শঙ্করভাষ্য : যদি ব্রহ্ম এবং বুদ্ধির সংযোগেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে উহাদের বিয়োগ হইলে জীব কিরূপে থাকিতে পারিবে? ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে, "ন দোষঃ", এই দোষ নাই, "যাবদাত্মভাবিত্বাৎ"—যতক্ষণ জীব থাকে ততক্ষণ (ব্রহ্ম ও বুদ্ধির) সংযোগ থাকে। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া যায়, জীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন জীবই ব্রহ্ম হইয়া যায়, জীব আর থাকে না। "তদ্দর্শনাৎ"—বেদাদি শাস্ত্র তাহা দেখাইয়াছে। "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তঃজ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব" অর্থাৎ প্রাণ এবং হৃদয়ের মধ্যে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যায়, সে সমানভাবে ইহলোক এবং পরলোকে সঞ্চরণ করে, তখন মনে হয় যেন ধ্যান করিতেছে, চলিতেছে। বুদ্ধি যখন ধ্যান করে, তখন মনে হয় যে জীব ধ্যান করিতেছে। বুদ্ধি যখন চলে, তখন মনে হয় যে জীব চলিতেছে।

রামানুজভাষ্য :—"যাবদাত্মভাবিত্বাৎ" অর্থাৎ, যতক্ষণ আত্মা (জীব) থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে। "ন দোষঃ", জ্ঞানশব্দ দ্বারা আত্মাকে নির্দ্দেশ করা দোষ হয় নাই। "তদ্দর্শনাৎ", দেখা যায় যে, অনেক

সময় ষণ্ডকেও গো শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কারণ ষণ্ড যতক্ষণ থাকে, গোত্বও ততক্ষণ থাকে।

পুংস্ত্বাদিবৎ তু অস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ (২।৩।৩১)

শঙ্করভাষ্য : পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে, সুষুপ্তির সময় বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না, সকলই প্রাণে বিলীন হইয়া যায়? তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—"পুংস্ত্বাদিবৎ"—বালকের পুংস্ত্ব থাকিলেও যেমন অভিব্যক্তি হয় না, যৌবনে অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ সুষুপ্তির সময় বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকিলেও অভিব্যক্তি হয় না, পুনরায় জাগ্রত হইলে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্বের সূত্রে বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে সুষুপ্তির সময় জ্ঞান থাকে কিনা। এই সূত্রে সেই সন্দেহ নিরস্ত হইতেছে,—বাল্যকালে যেরূপ পুংস্ত্বের (শুক্র) অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হয় না, যৌবনে উপলব্ধি হয়, সেইরূপ সুষুপ্তির সময় জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না (কিন্তু জ্ঞান থাকে), জাগ্রত হইলে উপলব্ধি হয়। মুক্ত অবস্থাতেও জ্ঞান থাকে, কেবল স্থূলদেহের অনুগামী জন্মমরণাদি বোধ থাকে না।

নিত্যোপলব্ধি-অনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ অন্যতরনিয়মো বা অন্যথা (২।৩।৩২)

শঙ্করভাষ্য : অন্যথা (বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে) নিত্যোপলব্ধি অনুপলব্ধি প্রসঙ্গঃ (সর্ব্বদাই উপলব্ধি হইবে, অথবা সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি হইবে,—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে) অন্যতরনিয়মঃ বা (অথবা অন্যতর বস্তুর শক্তি প্রতিবন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে)। আমরা কথনও একটি বস্তু উপলব্ধি করি, কথনও বা বস্তুটি সম্মুখে থাকিলেও উপলব্ধি করি না। আত্মা ইন্দ্রিয় এবং বিষয় (বাহ্যবস্তু) ব্যতীত অপর একটি বস্তু (বুদ্ধি বা মন) না স্বীকার করিলে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, কেন আমরা সম্মুখের বস্তু কথনও উপলব্ধি করি, কথনও উপলব্ধি করি না। আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, তাহারা যদি উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই উপলব্ধি হইত, যদি যথেষ্ট না হইত, তাহা হইলে কথনও বিষয় উপলব্ধি হইত না। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভিন্ন নিশ্চয় অপর একটি বস্তু আছে, ইহার নাম অন্তঃকরণ,—ইহাকেই বৃত্তিভেদ অনুসারে মন ও বুদ্ধি নাম দেওয়া হয়,—যথন সংশয়াত্মক বৃত্তি হয়, তথন ইহার নাম হয় মন, যথন নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি থাকে, তথন ইহার নাম বুদ্ধি। যথন অন্তঃকরণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তথন আমরা বিষয় উপলব্ধি করি, যথন বিষয়ের সহিত সংযোগ থাকে না, তথন আমরা বিষয় উপলব্ধি করি না। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্যত্রমনা অভুবং ন অদর্শং অন্যত্রমনা অভুবং ন অশ্রৌষম্ মনসা হি এব পশ্যতি মনসা হি এব শৃণোতি" (বৃহদারণ্যক ১।৫।৩)—অর্থাৎ, আমার মন অন্যত্র ছিল, এ জন্য দেখি নাই, আমার মন অন্যত্র ছিল, এজন্য

শক্তি নাই, মনের দ্বারাই দর্শন করে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে।

রামানুজভাষ্য : যদি আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং বিভু (স্বগত) হয় তাহা হইলে এক ব্যক্তির যাহা উপলব্ধি হইবে, সকল ব্যক্তিরও তাহা উপলব্ধি হইবে, কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত সমানভাবে সংযুক্ত থাকিত। বিভিন্ন ব্যক্তির অদৃষ্ট বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধিও বিভিন্ন হয়,—এ প্রকারেও সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ প্রত্যেক আত্মা যদি সর্কব্যাপক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত একটি আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করিবার কোনও হেতু থাকে না।

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (২।৩।৩৩)

শঙ্করভাষ্য : "কর্ত্তা," জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে, "শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" যেহেতু শাস্ত্রবাক্য অর্থবান হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন— "যজেত" অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে, "জুহুয়াৎ" অর্থাৎ আহুতি দিবে। যদি জীব কর্ত্তা না হন, তাহা হইলে এই সকল শাস্ত্রবাক্য সার্থক হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিই কর্ত্তা। বুদ্ধি আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ। এজন্য আত্মাকে কর্ত্তা বলা হয়।

রামানুজভাষ্য : কর্ত্তৃত্ব আত্মারই গুণ। ইহা যথার্থ নহে যে, কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিরই গুণ, ইহাকে আত্মার গুণ বলিয়া ভ্রম হয়। গীতায় ইহা বলা হইয়াছে বটে যে, প্রকৃতিই কর্ত্তা, ভ্রম হেতু আত্মাকে কর্ত্তা

বলিয়া মনে হয়, * কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য এই যে, সাংসারিক কর্ম্ম করিবার সময় আত্মা সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করে। "শাস্ত্র" শব্দের অর্থ "যাহা শাসন করে"। যদি জীব কর্ত্তা না হইত, তাহা হইলে কিরূপে শাসন করা হইত?

বিহারোপদেশাৎ (২।৩।৩৪)

জীব যে কর্ত্তা তাহার আর একটি কারণ এই যে, নিদ্রার সময় জীব দেহের মধ্যে "বিহার" বা ভ্রমণ করে, ইহা শাস্ত্রে "উপদেশ" দেওয়া হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "স্বে শরীরে যথাক্রমং পরিবর্ত্ততে" (২।১।১৮) অর্থাৎ, নিজের শরীরে যথেচ্ছভাবে পরিবর্ত্তন করে।

উপাদানাৎ (২।৩।৩৫)

জীব যে কর্ত্তা, তাহার আর একটি কারণ এই যে উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে জীব ইন্দ্রিয়গুলি "উপাদান" বা গ্রহণ করে। যথা, "প্রাণান্ গৃহীত্বা" (বৃহদারণ্যক ২।১।১৮) অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিয়া।

ব্যপদেশাৎ চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দ্দেশবির্য্যয়ঃ (২।৩।৩৬)

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে॥ গীতা ৩।২৭

"প্রকৃতির গুণ দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। অহঙ্কার হেতু যাহার জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, সে মনে করে 'আমিই কর্ত্তা'।"

"ক্রিয়ায়াং" অর্থাৎ কর্ম্মে, "ব্যপদেশাৎ" কর্ত্তৃরূপে উল্লেখ আছে (অতএব জীবই কর্ত্তা)। যথা "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈত্তিরীয়

উপনিষদ ২।৫।১) অর্থাৎ জীব যজ্ঞ করে। আপত্তি হইতে পারে যে, এখানে "বিজ্ঞান" শব্দ জীবকে বুঝায় না, বুদ্ধিকে বুঝায়। তাহা হইতে পারে না। এখানে বিজ্ঞান শব্দ জীবকেই বোঝায়। "নচেৎ" যদি জীবকে না বুঝাইত, "নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ" তাহা হইলে নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হইত, অর্থাৎ বিজ্ঞান শব্দে যদি বুদ্ধিকে বুঝাইত, তাহা হইলে "বিজ্ঞানেন যজ্ঞং তনুতে" এইরূপ বলা হইত। "বুদ্ধি দ্বারা যজ্ঞ করে" ইহা বলাই সমীচীন, "বুদ্ধি যজ্ঞ করে" ইহা বলা সমীচীন নহে।

উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ (২।৩।৩৭)

শঙ্করভাষ্য : আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদা নিজের হিতকর কার্য্য করিত, কিন্তু দেখা যায় যে, জীব কখনও কখনও নিজের অহিতকর কার্য্যও করিয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে.—"উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ।" জীব উপলব্ধি বা জ্ঞানের কর্ত্তা। তথাপি সর্ব্বদা যে সুখকর জ্ঞান হয়. তাহা নহে, কখনও সুখকর, কখনও অসুখকর জ্ঞান হয়; এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, সর্ব্বদাই সুখকর জ্ঞানই হইবে, ("অনিয়মঃ")। সেরূপ এরূপ কোনও নিয়ম নাই যে. জীব সর্ব্বদা হিতকর কার্য্যই করিবে। প্রতিকূল বস্তু নিকটে থাকিলে অসুখকর জ্ঞান হয়। সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে (যথা, কুসঙ্গ) জীব অহিতকর কার্য্য করে। তথাপি জীবকে যেমন জ্ঞাতা বলা হয়, সেইরূপ জীবকে কর্ত্তাও বলিতে হইবে।

রামানুজভাষ্য : যদি জীব কর্তা না হইয়া প্রকৃতিই কর্তা হইত, তাহা হইলে সকল কর্মের ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হইত, কিন্তু দেখা যায় যে, জীব নিজের কর্মের ফলই ভোগ করে, অন্যের কর্মের ফল ভোগ করে না। প্রকৃতি এক। সকল জীবের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ সমান। প্রকৃতিই যদি সকল কর্মের কর্তা হয়, তাহা হইলে সকল কর্মের সহিত সকল জীবের সম্বন্ধ সমান হইত।

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ (২।৩।৩৮)

শঙ্করভাষ্য : যদি বুদ্ধি কর্তা হইত, জীব যদি কর্তা না হইত, তাহা হইলে শক্তিবিপর্য্যয় হইত, বুদ্ধির করণশক্তি থাকিত না, কর্তৃত্বশক্তি থাকিত। কিন্তু বুদ্ধির করণশক্তি আছে, ইহা সুবিদিত।

রামানুজভাষ্য : যে কর্তা, সেই ভোক্তা হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত। বুদ্ধি যদি কর্তা হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি ভোক্তা হইত, অর্থাৎ বুদ্ধির ভোক্তৃত্বশক্তি থাকিত। ইহা শক্তিবিপর্য্যয়। কারণ ভোক্তৃত্বশক্তি জীবেরই আছে। বস্তুতঃ ইহাই জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ। "পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃভাবাৎ" (সাংখ্যকারিকা ১৭) অর্থাৎ জীব আছে, কারণ ভোক্তৃভাব আছে।

সমাধ্যভাবাৎ চ (২।৩।৩৯)

শঙ্করভাষ্য : যদি জীব কর্তা না হইত, তাহা হইলে "সমাধি" হইতে পারিত না। কিন্তু উপনিষদে সমাধির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, আত্মাতে সমাধি অবলম্বন করিতে হইবে।

রামানুজভাষ্য : "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন" এইরূপ প্রত্যয়ই সমাধির অবলম্বন। বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং বুদ্ধির এরূপ প্রত্যয় হইতে পারে না যে, সে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং বুদ্ধি সমাধি-ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না। বুদ্ধি যদি সকল কর্ম্মের কর্তা হয়, তাহা হইলে সমাধি কাহারও হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিকে সকল ক্রিয়ার কর্তা বলা যায় না।

যথা চ তক্ষা উভয়থা (২।৩।৪০)

তক্ষার (সূত্রধরের) ন্যায়, উভয় প্রকারেই (জীব অবস্থান করে)।

শঙ্করভাষ্য : জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে জীবের কর্তৃত্ব হয়। জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে জীবের কর্তৃত্ব কখনও অপগত হইত না,—যেমন অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করে না।। জীবের কর্তৃত্ব অপগত না হইলে জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। সূত্রধরের হস্তে যখন যন্ত্র থাকে, সে তখন কর্তা ও দুঃখী হয়; সে যখন গৃহে ফিরিয়া যন্ত্র ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে, তখন সুখী হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলের সংসর্গে আত্মা কর্তা ও দুঃখী হয়, আবার ইন্দ্রিয়ের

সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মা অকর্ত্তা ও সুখী হয়।

রামানুজভাষ্য: সূত্রধর যখন, ইচ্ছা হয় তখন কার্য করে, যখন ইচ্ছা হয় না তখন করে না। যদি অচেতন বুদ্ধি কর্ত্তা হইত, তাহ হইলে সর্ব্বদাই কার্য্য করিত। কারণ, বুদ্ধি অচেতন, তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হইতে পারে না।

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ (২।৩।৪১)

পরাৎ (পরমেশ্বর হইতে, জীবের কর্ত্তৃত্ব হয়), তৎশ্রুতেঃ (কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব কার্য্য করে, এইরূপ শ্রুতি আছে)।

বেদ বলিয়াছেন—"এষ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ হি এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে" (কৌষীতকি ৩।৮) অর্থাৎ, ইনিই (ঈশ্বর) যাহাকে উপরে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম্ম করান, এবং যাহাকে নীচে নামাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান। পুনশ্চ, "য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি স তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ উঃ মাধ্যন্দিন শাখা ৫।৭।২২) অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করিয়া আত্মাকে সংযত করেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত। গীতাতেও ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন:

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১

অনুবাদ: ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং যন্ত্রারূঢ় জীবসকলকে মায়া দ্বারা ভ্রমণ করান।

কৃৎস্নপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (২।৩।৪২)

"কৃৎস্নপ্রযত্নাপেক্ষঃ"—ঈশ্বর জীবের "কৃৎস্ন" (সমুদয়) "প্রযত্ন" (চেষ্টা) "অপেক্ষা" করিয়া (চেষ্টার অনুরূপ) জীবকে কর্ম্ম করান। "বিহিতপ্রতিষিদ্ধ অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ", শাস্ত্রে সে সকল কার্য্য "বিহিত" আছে, এবং যাহা "প্রতিষিদ্ধ" আছে, তাহারা যাহাতে ব্যর্থ না হয় ("অবৈয়র্থ্য") তজ্জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে আছে—"স্বর্গকামো যজেত", যিনি স্বর্গ-কামনা করেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন। যিনি স্বর্গ-কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিবেন ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করান, এবং যজ্ঞ করিবার ফলে তিনি স্বর্গলাভ করেন, এই ভাবে শাস্ত্রবাক্য সার্থক হয়। জীবের চেষ্টা অনুসারে যদি ঈশ্বর তাহার দ্বারা কার্য্য না করান, তাহা হইলে জীবের পুরুষকার ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা হইতে পারে না।

ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত এইভাবে জীবের পুরুষকারের সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য: যাহার যেরূপ বিষয়ে প্রযত্ন, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুমতি প্রদান করেন, ঈশ্বরের অনুমতি

হইলে জীবের প্রবৃত্তি হয়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" (১০।৮) অর্থাৎ আমিই সকলকে প্রবৃত্তি প্রদান করি; "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে" (১০।১১), অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধির সহিত আমি তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া দিই (যাহারা সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে)।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চ অপি দাশকিতবাদিত্বম্
অধীয়ত একে (২।৩।৪৩)

অংশঃ (জীব ঈশ্বরের অংশ), নানাব্যপদেশাৎ (কারণ, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে "নানা" অর্থাৎ প্রভেদের "ব্যপদেশ" অর্থাৎ উল্লেখ আছে), "অন্যথা চ অপি" প্রভেদ ভিন্ন অন্যরূপ, অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, ইহারও উল্লেখ আছে, দাশকিতবাদিত্বম্ (দাশ অর্থাৎ কৈবর্ত্ত, কিতব অর্থাৎ দ্যূতকারী, ব্রহ্মকেই দাশ ও কিতব বলা হইয়াছে) "একে অধীয়তে" (এক শাখায় এইরূপ কথা আছে)।

বেদে কোনও স্থানে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের উল্লেখ আছে, আবার কোন স্থানে অভেদের উল্লেখ আছে। ভেদের উল্লেখ,— "সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" অর্থাৎ তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) অন্বেষণ করা উচিত, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন (জীব) এবং যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন (ব্রহ্ম) উভয়ে অবশ্য বিভিন্ন। সুতরাং এখানে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ

আছে, ইহাই বলা হইল। আবার অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মসূক্তে আছে—"ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম এব ইমে কিতবাঃ" ব্রহ্মই দাশ (কৈবর্ত্ত), ব্রহ্মই দাস (ভৃত্য), ব্রহ্মই এই সকল কিতব (ধূর্ত্ত বা দ্যূতক্রীড়াকারী)। সকল মানবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যখন ভেদও আছে, অভেদও আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। কারণ, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

রামানুজভাষ্য: জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২, "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ")। সেই সিদ্ধান্তই এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কিরূপ, এ বিষয়ে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত আছে। একটি মত এই যে, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান (দ্বৈতবাদ), আর এক মত এই যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্ম নিজকে জীব বলিয়া ভ্রম করেন (অদ্বৈতবাদ)। আর একটি মত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)। শেষের এই মতটিই যথার্থ। অন্য মতগুলি যথার্থ নহে। কারণ, শ্রুতিতে কোনও স্থলে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে, আবার অন্য স্থলে বলা হইয়াছে যে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলে এই দুই প্রকার শ্রুতিবাক্যই যথার্থ হয়। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত। যাহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন, তাঁহারা বলেন যে, যে শ্রুতিবাক্যে উভয়কে এক বলা হইয়াছে, তাহারা মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া

গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে (অর্থাৎ ঐরূপ শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, জীব ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দময়)। যাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম অবিদ্যাহেতু নিজকে জীব মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদবাচক শ্রুতিবাক্য অবিদ্যাকল্পিত এবং লোক-প্রসিদ্ধ ভেদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ-সকল মত সন্তোষজনক নহে,—কারণ, সকল শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। কেবল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সকল শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। উপাধি-সংযোগে ব্রহ্মই জীব হন, এ মতও ঠিক নহে। জ্ঞানী এবং শক্তিমান কোনও ব্যক্তি গৃহ প্রভৃতি উপাধির সংযোগে জ্ঞানহীন ও শক্তিহীন হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম উপাধি-সংযোগে জীব হইতে পারেন না।

মন্ত্রবর্ণাৎ চ (২।৩।৪৪)

শঙ্করভাষ্য : বেদের মন্ত্রা অংশ হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। পুরুষসূক্তে আছে :

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

অনুবাদ : সর্ব্বভূত ব্রহ্মের একটি পাদ বা অংশ, ইহার আর তিন অংশ অমৃতস্বরূপ এবং স্বর্গলোকস্থিত। এখানে "বিশ্বাভূতানি" এই শব্দে চরাচর বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহার মধ্যে জীবই প্রধান।

রামানুজভাষ্য : "ভূতানি" এই বহুবচন হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মা বহুসংখ্যক। যদিও সকল আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ অতএব

একরূপ, তথাপি বিভিন্ন আত্মার যে সকল বিভিন্ন আকার আছে, তাহা আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন। জীবের সংখ্যা যে বহু, তাহা নিম্নের শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় :

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যো
বিদধাতি কামান্"। কঠ উঃ ২।২।১৩

অর্থাৎ বহু নিত্য ও চেতন জীবের মধ্যে এক নিত্য ও চেতন ব্রহ্ম আছেন. সেই এক ব্রহ্ম বহু জীবের কাম সম্পাদন করেন।

অপি চ স্মর্য্যতে (২।৩।১৫)

"স্মৃতিতেও এ কথা বলা হইয়াছে।" মহাভারতের অন্তর্গত গীতা স্মৃতি গ্রন্থের মধ্যে একটি প্রধান গ্রন্থ। তাহাতে ভগবান বলিয়াছেন।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" অর্থাৎ, জীব সকল নিত্য এবং আমার অংশ। যদিও জীব ব্রহ্মের অংশ তথাপি জীব ভৃত্য এবং ব্রহ্ম স্বামী, ইহাতে কোনও দোষ হয় না।

প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ (২।৩।৪।৬)

শঙ্করাচার্য্য : আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হইবে, যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ (হস্তপাদাদি) আহত হইলে সেই

ব্যক্তির কষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হয় না। "ন এবং পরঃ", জীব যেমন দুঃখী হয়, ব্রহ্ম সেরূপ হন না। "প্রকাশাদিবৎ", সূর্য্যের আলোতে অঙ্গুলি ধরিয়া সেই অঙ্গুলি বাঁকাইলে সূর্য্যের আলোও বক্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে বক্রতা সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। সেইরূপ জীবের দুঃখ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। জীব নিজকে দেহ বলিয়া ভ্রম করে বলিয়াই তাহার দুঃখ হয়, নচেৎ জীব যদি নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দুঃখ হয় না; ব্রহ্মের কখনও দেহাত্মবোধরূপ ভ্রম হইতে পারে না। এজন্য ব্রহ্মের দুঃখ হইতে পারে না।

রামানুজভাষ্য: "ন এবং পরঃ" অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এইরূপ (জীবের ন্যায় দোষযুক্ত) নহে। "প্রকাশাদিবৎ", সূর্য্যের প্রকাশ যে ভাবে সূর্য্যের অংশ, দেহ যেরূপ মনুষ্যের অংশ, বিশেষণ যেরূপ বিশেষ্যের অংশ জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ।

উপনিষদে বলা হইয়াছে "তৎ ত্বম্ অসি"—এখানে তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম; ত্বম্ শব্দেরও অর্থ ব্রহ্ম,—জীব যাঁহার শরীর। "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" এখানেও অয়ম্ ও আত্মা এই দুইটি শব্দও জীবযুক্ত ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

স্মরন্তি চ (২।৩।৪৭)

শঙ্করভাষ্য: স্মৃতিতেও ইহা বলা হইয়াছে। ব্যাসদেব তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"ন লিপ্যতে কর্ম্মফলৈঃ পদ্মপত্রম্ ইবাম্ভসা"

অনুবাদ: ব্রহ্ম কর্মফলে লিপ্ত হন না। পদ্মপত্র যেরূপ জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না।

উপনিষদেও ইহা আছে:

"তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি
অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি"

অনুবাদ: ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একজন (জীব) পক্ক কর্মফল ভক্ষণ করে। অপর (ব্রহ্ম) ভক্ষণ করেন না, কেবল দর্শন করেন।

রামানুজভাষ্য: প্রভা এবং প্রভাযুক্ত বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ, ইহা স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে:

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ॥" (বিষ্ণুপুরান)

অনুবাদ: অগ্নি এক স্থানে অবস্থান করিলে তাহার জ্যোতি যেরূপ চারিদিকে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব পরব্রহ্মেরই শক্তি। উপনিষদেও আছে—"যস্য আত্মা শরীরং" অর্থাৎ আত্মা (জীব) যাঁহার (ব্রহ্মের) শরীর।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ (২।৩।৪৮)

শঙ্করভাষ্য: অনুজ্ঞা—যথা পশুং সংজ্ঞপয়েৎ (যজ্ঞে পশুবধ করিবে) পরিহার—যথা "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" (কোন প্রাণীকে বধ

করিবে না)। এই সকল বিধি-নিষেধ "দেহ সম্বন্ধাৎ," দেহের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্যবহৃত হয়। "জ্যোতিরাদিবৎ," জ্যোতি বা অগ্নি এক হইলেও যেরূপ পবিত্র অগ্নি আহরণ করা হয়, শ্মশানের অগ্নি পরিত্যাগ করা হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও বিভিন্ন দেহের সহিত সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধিনিষেধ সঙ্গত হয়।

রামানুজভাষ্য : যদিও সকল আত্মাই ব্রহ্মের অংশ এবং জ্ঞাতাস্বরূপ, তথাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি পবিত্র ও অপবিত্র দেহের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধগুলির সার্থকতা আছে। যাহার দেহ পবিত্র তাহাকে কোনও পবিত্র কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে, আবার যাহার দেহ অপবিত্র তাহাকে সেই কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

অসন্ততেশ্চ অব্যতিকরঃ (২।৩।৪৯)

শঙ্করভাষ্য : অসন্ততেঃ (একটি জীবাত্মার বিভিন্ন দেহের সহিত সন্ততি বা সম্বন্ধ নাই বলিয়া), অব্যতিকরঃ (ব্যতিকর বা কর্ম্মফলের মিশ্রণ) হয় না—এক জনের কর্ম্মফল অপরকে ভোগ করিতে হয় না।

রামানুজভাষ্য : অদ্বৈতমতে যখন আত্মা এক, তখন সেই আত্মাকে সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু বিশিষ্টা দ্বৈতমতে যখন জীবাত্মা বহু ও বিভিন্ন তখন প্রত্যেক জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবে,—কাহাকেও সকলের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না।

আভাস এব চ (২।৩।৫০)

শঙ্করভাষ্য : জলে যেরূপ সূর্য্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব পতিত

হয়, সেরূপ অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়,—তাহাই জীবাত্মা। একটি জলাশয়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কাঁপিলে, অপর জলাশয়ের প্রতিবিম্ব কাঁপে না। সেইরূপ একটি জীবাত্মা নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিলে, অপর জীব সেই কর্ম্মফল ভোগ করে না।

রামানুজভাষ্য: অদ্বৈতবাদী বলেন, ব্রহ্মই কল্পিত উপাধিভেদে বিভিন্ন জীব বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু এই মত প্রকৃত যুক্তিসহ নহে, যুক্তির আভাস মাত্র। কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপই প্রকাশ, সেই প্রকাশ যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপই বিনষ্ট হইবে।

অদৃষ্টানিয়মাৎ (২।৩।৫১)

পরপক্ষে অদৃষ্টের নিয়মের হেতু দেখা যায় না।

শঙ্করভাষ্য: সাংখ্যমতে জীবাত্মা বহু এবং সর্ব্বব্যাপক। তাহা হইলে প্রত্যেক দেহের সহিত সকল আত্মা সমভাবে সংবদ্ধ। অতএব প্রত্যেক দেহ পাপপুণ্য হেতু যে অদৃষ্ট অর্জ্জন করে, সেই অদৃষ্ট সকল আত্মার সহিত সমান ভাবে সংবদ্ধ হইবে। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন অদৃষ্ট থাকিবে, এরূপ কোন নিয়ম পাওয়া যায় না। বৈশেষিক মতেও এই দোষ হয়।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রে অদ্বৈতমতেরই দোষ দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন জীবের অদৃষ্ট ভিন্ন বলিয়া ভোগ ভিন্ন হইবে, অদ্বৈত মতে ইহা বলা যায় না। কারণ, সকল অদৃষ্টই একমাত্র

আত্মাতে (ব্রহ্মেই) আশ্রিত,—সুতরাং সকল অদৃষ্ট আত্মার সহিত সমভাবে সংবদ্ধ থাকিবে।

অভিসন্ধ্যাদিষু অপি চ এবং (২।৩।৫)

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যমতে ইহা বলা যায় না যে, বিভিন্ন আত্মার অভিসন্ধ্যা অর্থাৎ সঙ্কল্প বিভিন্ন, সুতরাং ভোগও বিভিন্ন। কারণ সকল আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন প্রত্যেক সংকল্প সকল আত্মার সহিত সমানভাবে সংবদ্ধ থাকিবে।

রামানুজভাষ্য : অদ্বৈত মতে আত্মা যখন এক, তখন প্রত্যেক সঙ্কল্পের ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হইবে।

প্রদেশাৎ ইতি চেৎ ন অন্তর্ভাবাৎ (২।৩।৫৩)

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যমতে ইহাও বলা যায় না যে, প্রত্যেক দেহে আত্মার যে প্রদেশ অবচ্ছিন্ন, সেই প্রদেশ অনুসারে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হইবে। কারণ আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলে সকল প্রদেশই তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে (অন্তর্ভাবাৎ)।

রামানুজভাষ্য : সকল প্রদেশই যখন ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত, তখন বিভিন্ন প্রদেশ অনুসারে বিভিন্ন জীবের সুখ দুঃখের ব্যবস্থা হইবে, ইহা অদ্বৈতবাদী বলিতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ পাদ

(এই পাদে জীবের সূক্ষ্ম শরীর কিরূপ তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে, এবং এবিষয়ে যে সকল শ্রুতিবাক্য আছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল বাক্য আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সেই সকল বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে)।

তথা প্রাণাঃ (২।৪।১)

শঙ্করভাষ্য : চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইতেছে। এই প্রাণগুলির উৎপত্তি হয় অথবা ইহারা অনাদি, ইহা সন্দেহ হইতে পারে। কারণ, উপনিষদে কোনও স্থলে ইহাদের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, আবার কোনও স্থলে বলা হইয়াছে যে, ইহাদের উৎপত্তি হয় না। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুণ্ডক উপনিষদে ২।১।৩), অর্থাৎ এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়; "স প্রাণম্ অসৃজত" (প্রশ্ন উপনিষদ ৬।৪) অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন; এই দুই বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি উল্লিখিত হইল। আবার এরূপ বাক্যও আছে যে, প্রাণের উৎপত্তি হয় না; যথা, অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ (সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল) …ঋষয়ঃ বাব তে অগ্রে অসৎ আসীৎ (ঋষিরাই সেই অসৎ) …প্রাণা বাব ঋষয়ঃ

(প্রাণবায়ুগুলিই ঋষি)" (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।১)। এখানে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় যে প্রাণের উৎপত্তি হয় না। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই, "তথা প্রাণাঃ" অর্থাৎ যেমন ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাণগুলিরও উৎপত্তি হইয়াছিল।

রামানুজভাষ্য : মনে হইতে পারে যে, জীবের যেরূপ উৎপত্তি নাই, সেইরূপ প্রাণসকলেরও উৎপত্তি নাই। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। আকাশ প্রভৃতির ন্যায় প্রাণসকলের উৎপত্তি হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের উপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ঋষিগণ ছিলেন বলা হইয়াছে,—সেখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া "ঋষয়ঃ" শব্দ এবং "প্রাণ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অচেতন প্রাণ বা ইন্দ্রিয়কে ঋষি বলা যায় না।

গৌণ্যসম্ভবাৎ (২।৪।২)

শঙ্করভাষ্য : গৌণী+অসম্ভবঃ=গৌণ্যসম্ভবঃ। যে শ্রুতিবাক্যে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা গৌণ হইতে পারে না—গৌণ হওয়া অসম্ভব। কারণ, সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে নিখিল বিশ্ব জানা যায়। ব্রহ্ম হইতে যদি প্রাণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে এই উক্তি যথার্থ হয়। কিন্তু সত্যসত্যই যদি ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি না হয়,—অর্থাৎ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এই কথা যদি "গৌণ" ভাবে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা বলা যায় না যে, ব্রহ্মকে জানিলে নিখিল বিশ্ব জানা যায়।

তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ (২।৪।৩)

শঙ্করভাষ্য ঃ তৎ (জন্মবাচক শব্দ), প্রাক্ (পূর্ব্বে) শ্রুতেঃ (শ্রুত হইয়াছে)। উপনিষদে আছে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুং জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" (মুণ্ডক ২।১।৩), অর্থাৎ, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল এবং বিশ্বের ধারক পৃথিবী এই সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। একই জন্মবাচক শব্দ আকাশ প্রভৃবি বস্তু সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে এবং প্রাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। আকাশ প্রভৃতির উৎপত্তি সত্য। সুতরাং প্রাণের উৎপত্তি সত্য,—ইহা গৌণ হইতে পারে না।

রামানুজ পূর্ব্বের দুইটি সূত্র একত্র করিয়া একটি সূত্র করিয়াছেন.—"গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎ প্রাক্শ্রুতেশ্চ", এবং ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন: শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ঋষিগণ ছিলেন, এবং প্রাণই ঋষি, "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ"। এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাণশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে "ঋষয়ঃ" এই বহুবচনান্ত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে বহু-বচনের প্রয়োগ "গৌণী"—অর্থাৎ বহু অর্থে বহুবচন প্রয়োগ হয় নাই, গৌণ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মের বহুত্ব "অসম্ভব"। "তৎ" (সেই ব্রহ্মই) "প্রাক্" (সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন) "শ্রুতেঃ" (এইরূপ শ্রুতিবাক্য) আছে বলিয়া।

তৎপূর্ব্বকত্বাৎ বাচঃ (২।৪।৪)

শঙ্করভাষ্য : "বাচ্" বা বাক্যের সৃষ্টি "তৎপূর্ব্বক" অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবী সৃষ্টির পর হইয়াছিল। শ্রুতি বলিয়াছেনঃ "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্" (ছান্দোগ্য ৬।৫।৪), অর্থাৎ অন্নই মন রূপে পরিণত হয়। জল প্রাণরূপে পরিণত হয়, অগ্নি বাক্যরূপে পরিণত হয়। অগ্নি জল এবং অন্ন যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন বাক্য মন ও প্রাণও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

রামানুজভাষ্য : বাক্-ইন্দ্রিয় সৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশাদির সৃষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং আকাশাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে যে প্রাণেরঅস্তিত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

সপ্ত গতেঃ বিশেষিতত্বাৎ চ (২।৪।৫)

শঙ্করভাষ্য : প্রাণগুলির সংখ্যা কত? উপনিষদে কোথাও বলা হইয়াছে যে, প্রাণের সংখ্যা সাত, আবার কোথাও আট, নয়, দশ, এগার, বার বা তের পর্য্যন্ত সংখ্যারও উল্লেখ দেখা যায়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে,প্রাণের সংখ্যা সাত। শ্রুতিবাক্য হইতে এই রূপ "গতি" বা অবগতি হয়। "বিশেষিতত্বাৎ" সাতটি প্রাণ বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে. "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যঃ" মাথায় সাতটি প্রাণ আছে। যেখানে প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী বলিয়া

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে এক একটি ইন্দ্রিয়ের একাধিক বৃত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : সাতটি প্রাণ এইরূপ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধি। "গতেঃ" জীবের যখন গতি হয়, যখন জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়,—তখন এই সাতটি প্রাণ জীবের সহিত বিভিন্ন লোকে গমন করে। "বিশেষিতত্বাৎ" এই সাতটি প্রাণের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে :

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্"

—কঠ ২।৫।১০

যখন পাঁচটি জ্ঞনেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, তাহাকে পরম গতি (মোক্ষার্থ গমন) কহে। এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ।

হস্তাদয়ঃ তু স্থিতে অতঃ ন এবম্ (২।৪।৬)

হস্তাদয়ঃ তু (কিন্তু হস্ত প্রভৃতিও প্রাণ), স্থিতেঃ (প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী, ইহা নিশ্চিত হইলে) অত: ন এবম্ (অতএব এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, সাত এই সংখ্যা গ্রহণ করিলে যদি চলে, তাহা হইলে কেন বেশী সংখ্যা গ্রহণ করিবে) প্রাণের সংখ্যা এগার। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্), পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ) এবং মন। এই সূত্রে প্রাণের সংখ্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি, তাহা জানা যাইতেছে।

অণবশ্চ (২।৪।৭)

প্রাণগুলি অণুপরিমাণ। এখানে অণুপরিমাণের অর্থ এই যে, প্রাণগুলি সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছিন্ন। প্রাণগুলি পরমাণুর তুল্য হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করিয়া তাহারা কার্য্য করিতে পারিত না। প্রাণগুলি সূক্ষ্ম বলিয়া যখন মৃত্যুর সময় দেহ হইতে নির্গত হয়, তখন তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না।

শ্রেষ্ঠশ্চ (২।৪।৮)

প্রাণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলেও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, কিন্তু প্রাণ নষ্ট হইলে জীবনধারণ সম্ভব নহে। অপর সকল ইন্দ্রিয় প্রাণের সহিত দেহ ত্যাগ করে।

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ (২।৪।৯)

শঙ্করভাষ্য: প্রাণ বায়ু নহে, এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা বৃত্তিও নহে। বায়ু ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতে পৃথকভাবে প্রাণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাণ সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্ন, দেহের অংশরূপে পরিণত বায়ু,—প্রাণ অপান ব্যান প্রভৃতি পঞ্চরূপে অবস্থিত হয় তাহাদেরই সাধারণ নাম প্রাণ। এজন্য বেদে কোনও স্থলে প্রাণকে বায়ু হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে, আবার কোন স্থলে ভিন্ন বলা হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য: প্রাণ বায়ু নহে, বায়ুর ক্রিয়াও নহে। পঞ্চ মহাভূতের অন্যতম বায়ু হইতেই প্রাণের উৎপত্তি।

চক্ষুরাদিবৎ তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ (২।৪।১০)

প্রাণ জীবের ন্যায় কর্ত্তা নহে। "চক্ষুরাদিবৎ", চক্ষুঃ প্রভৃতি যেমন জীবের অধীন এবং জীবের ভোগসম্পাদক, সেইরূপ প্রাণও জীবের অধীন এবং জীবের ভোগসম্পাদক। "তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ, চক্ষুর সহিত প্রাণের 'শাসন' দেখা যায়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, প্রাণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের অধীন।

অকরণত্বাৎ চ ন দোষঃ তথাহি দর্শয়তি (২।৪।১১)

চক্ষু যেমন রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ যেমন শব্দ গ্রহণ করে, প্রাণ সেরূপ কোনও বিষয় গ্রহণ করে না (অকরণত্বাৎ), তাহাতে কোনও দোষ হয় না (ন দোষঃ)। প্রাণ কোনও বিষয় গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণ নিষ্ক্রিয় নহে, শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল ধারণ করা, জীবের স্থিতি এবং উৎক্রান্তি, এই সকল প্রাণের কাজ,—শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন (তথা হি দর্শয়তি)।

পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে (২।৪।১২)

মনের যেরূপ বিবিধ বৃত্তি আছে, প্রাণেরও সেইরূপ পাঁচটি বৃত্তি আছে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আস্বাদন, আঘ্রাণ ইত্যাদি মনের বৃত্তি। প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি এই প্রকার,—নিশ্বাস গ্রহণ, (প্রাণ), নিশ্বাস ত্যাগ (অপান), নিশ্বাস বন্ধ করিয়া অবলম্বন

কর্ম্ম করা (ব্যান), ঊর্ধ্ব গমন (উদান), ভুক্তদ্রব্য পরিপাক (সমান)।

অণুশ্চ (২।৪।১৩)

প্রাণ অণু-পরিমাণ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রাণের আকার পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র নহে। প্রাণ যে সূক্ষ্ম, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাণ দেহ হইতে যখন নিক্রান্ত হয়, তখন তাহা দেখা যায় না। প্রাণ পরিচ্ছিন্ন (বিভু বা সর্ব্বব্যাপক নহে)। কারণ প্রাণের গমনাগমনের উল্লেখ আছে।

জ্যোতিরাদ্যাধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ (২।৪।১৪)

(জ্যোতিরাদ্যাধিষ্ঠানং) অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। (তদামননাৎ) ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ (ঐতরেয় উপনিষদ ২।৪), অর্থাৎ বায়ু দেবতা প্রাণরূপে পরিণত হইয়া নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রাণবতা শব্দাৎ (২।৪।১৫)

যদিও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, তথাপি প্রাণযুক্ত জীবের সহিত (প্রাণবতা) প্রাণের সম্বন্ধ থাকে,—অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত সম্বন্ধ থাকে না। অর্থাৎ প্রাণের বৃত্তির দ্বারা জীবের ভোগ সম্পন্ন হয়, দেবতার ভোগ সম্পন্ন হয় না "শব্দাৎ",—শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে।

রামানুজ পূর্ব্বোক্ত সূত্র দুইটি একত্র করিয়া একটি সূত্র করিয়াছেন: "জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ প্রাণবতা শব্দাৎ" —(প্রাণবতা) প্রাণযুক্ত জীবের সহিত (জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ যে প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা "তদামননাৎ" তৎ (পরমাত্মার) আমনন অর্থাৎ সংকল্প হেতু হইয়া থাকে। "শব্দাৎ"—শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। "যঃ অগ্নিম্ অন্তরো যময়তি" অর্থাৎ যিনি (পরমাত্মা) অগ্নির মধ্যে থাকিয়া অগ্নির সকল কার্য্য সংযমিত করেন। অতএব অগ্নি যে বাগিন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হন, তাহা পরমাত্মার ইচ্ছানুসারেই হয়।

তস্য চ নিত্যত্বাৎ (২।৪।১৬)

শঙ্করভাষ্য: তস্য (জীবের) নিত্যত্বাৎ (পাপপুণ্যের সহিত সম্বন্ধ নিত্য)। যদিও দেবগণ ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠিত থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মের ফল তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না. জীব ভোগ করে।

রামানুজভাষ্য: পরমাত্মা সকল বস্তুতে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত। পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য।

তে ইন্দ্রিয়ানি তদ্ব্যপদেশাৎ অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ (২।৪।১৭)

শঙ্করভাষ্য: "তে" (প্রাণ সকল) এবং "ইন্দ্রিয়াণি" (ইন্দ্রিয়-সকল—বিভিন্ন বস্তু)। "তদ্ব্যপদেশাৎ" (ইন্দ্রিয়-সকলের উল্লেখ)

"অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ" (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রাণ ব্যতীত অন্যত্র দেখা যায় অর্থাৎ শ্রুতিতে প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়গুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়)। যে হেতু প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে হেতু প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় এক বস্তু নহে।

রামানুজভাষ্য : শ্রেষ্ঠ প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণগুলি (চক্ষু, কর্ণ, শ্রোত্র, ত্বক, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন) ইন্দ্রিয়। শ্রেষ্ঠ প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে।

ভেদশ্রুতেঃ (২।৪।১৮)

বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের প্রভেদ শ্রুতিতে দেখা যায়। বেদে এই সকল ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈলক্ষণ্যাৎ চ (২।৪।১৯)

প্রাণের বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির মধ্যে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। নিদ্রার সময় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কোনও ক্রিয়া করে না, কিন্তু প্রাণের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করে, কিন্তু প্রাণ বিষয় ভোগ করে না।

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ (২।৪।২০)

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিঃ (জগতের বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ এবং রূপকরণ) ত্রিবৃৎকুর্ব্বত (যিনি ত্রিবৃৎ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই

নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে)।
উপদেশাৎ (কারণ শ্রুতিতে ইহারও উল্লেখ আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে: সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত (সেই দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (আমি এই তিনটি দেবতা,—অগ্নি, বায়ু ও জলের মধ্যে) অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য (জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি (নাম ও রূপ সৃষ্টি করিব) তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং করবাণি (অগ্নি বায়ু জলের প্রত্যেকটি) ত্রিবৃৎ করিব—বেশী পরিমাণে সূক্ষ্ম অগ্নির সহিত কমপরিমাণে সূক্ষ্ম বায়ু ও সূক্ষ্ম জল মিশিয়া স্থূল অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই ভাবে স্থূল বায়ু এবং স্থূল জল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি পদার্থই থাকে। ইহাকে ত্রিবৃৎকরণ বলে)। এখানে নাম ও রূপ সৃষ্টির উল্লেখ আছে। সেই নাম ও রূপ সৃষ্টি জীব কর্তৃক সম্পাদিত হয় না, পরমাত্মা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। যে পরমাত্মা "ত্রিবৃৎকরণ" প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ সৃষ্টি করেন।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মার অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরই জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দং ইতরয়োশ্চ (২।৪।২১)

অর্থাৎ মাংস প্রভৃতি ভূমি হইতেই উৎপন্ন হয়। বেদে যেরূপ উক্ত হইয়াছে সেইরূপ "ইতরয়োঃ", রক্ত এবং অস্থিও এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

জল হইতে রক্ত উৎপন্ন হয় অগ্নি হইতে অস্থি উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "অন্নম্ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ স পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ তৎ মাংসং যঃ অণিষ্ঠঃ তৎ মনঃ" (৬।৫।১), অর্থাৎ অন্ন যখন ভুক্ত হয়, তখন ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। অন্নের স্থূল অংশ বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, মধ্যম অংশ মাংস হয়, সূক্ষ্ম অংশ মন হয়। সেইরূপ জলপান করিলে, জলের স্থূল অংশ মূত্র, মধ্যম অংশ রক্ত ও সূক্ষ্ম অংশ প্রাণ হয়। অগ্নির স্থূল অংশ অস্থি, মধ্যম অংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্ম অংশ বাক্যরূপে পরিণত হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, অগ্রে ত্রিবৃৎকরণ হইয়াছিল, পরে জগতের বিবিধ বস্তু এবং তাহাদের নাম ও রূপ সৃষ্ট হইয়াছিল। ত্রিবৃৎকরণের পূর্বে সূক্ষ্মভূত সকল জীবের ভোগের উপযুক্ত হয় না।

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্‌বাদঃ তদ্বাদঃ (২।৪।২২)

পৃথিবী মধ্যে পৃথিবী, জল ও অগ্নি তিনটি বস্তুই আছে। কারণ, ত্রিবৃৎকরণ হইয়াছে। জলের মধ্যেও এই তিনটি বস্তু আছে। অগ্নির মধ্যেও আছে। তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে, পৃথিবীর মধ্যে জল ও অগ্নির অংশ কম, পৃথিবীর অংশ বেশী। "বৈশেষ্যাৎ" অর্থাৎ পৃথিবীর আধিক্য হেতু "তদ্বাদঃ" পৃথিবী এই নাম। দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে শেষ হইল বলিয়া তদ্বাদ শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত, দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শঙ্করভাষ্য : এই পাদে জীবের পরলোকগমনাগমনের প্রণালী উক্ত হইয়াছে ; উদ্দেশ্য—বৈরাগ্য উৎপাদন।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্
(৩।১।১)

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ (পরবর্তী দেহপ্রাপ্তির সময়), রংহতি (জীব গমন করে), সম্পরিষ্বক্তঃ (পরবর্তী দেহের উপাদানীভূত সূক্ষ্মভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া) প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং (ছান্দোগ্য উপনিষদে যে প্রশ্ন ও যে উত্তর দেখা যায়, তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন)।

প্রশ্নটী এইরূপ : বেথ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি (ছান্দোগ্য—৩।৩)। রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিতেছেন,—পঞ্চম আহুতিতে জল কিরূপে পুরুষরূপে পরিণত হয় তাহা জান কি? শ্বেতকেতু ইহা জানিতেন না। তিনি তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতাও জানিতেন না। শ্বেতকেতুর পিতা এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রবাহণের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রবাহণ পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদেশ দিলেন। তাহা এইরূপ : ইহলোকে মানব শ্রদ্ধার সহিত যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম

করে, সেই শ্রদ্ধা স্বর্গরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে পতিত হয় এবং দিব্য-দেহরূপে পরিণত হয়। মানব মৃত্যুর পর সেই দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়। মেঘ হইতেছে দ্বিতীয় অগ্নি। যখন স্বর্গবাস শেষ হয়, তখন স্বর্গের দিব্যদেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা বৃষ্টিতে পরিণত হয়। পৃথিবী হইতেছে তৃতীয় অগ্নি। বৃষ্টিপাতরূপ আহুতি তাহাতে প্রদত্ত হয়। তাহা অন্নরূপে পরিণত হয়। পুরুষ চতুর্থ অগ্নি, তাহাতে অন্ন আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা শুক্রে পরিণত হয়। রমণী পঞ্চম অগ্নি, তাহাতে শুক্র আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা গর্ভে পরিণত হয়। এই ভাবে পঞ্চম আহুতি পুরুষরূপে পরিণত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মার সহিত কেবল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি পরলোকে গমন করে না, ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান যে সূক্ষ্মভূত, তাহারাও মৃত্যুর পর জীবাত্মাকে বেষ্টিত করিয়া পরলোকগমন করে।

রামানুজও সূত্রটি এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপক্রমে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম লাভ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সে উপায় হইতেছে উপাসনা। উপাসনার জন্য ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রয়োজন। সেই বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য জীবের ইহলোক পরলোকগমনের কথা এখানে বলা হইতেছে।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ (৩।১।২)

ত্র্যাত্মকত্বাৎ (জলের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ তিনটি বস্তুই আছে), ভূয়স্ত্বাৎ (জলের বাহুল্য আছে)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে অপ্ বা জল জীবাত্মার সহিত পরলোকে গমন করে, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু দেহের উপাদান কেবলমাত্র জল নহে। ক্ষিতি, অপ ও তেজ, এই তিনটি বস্তু দেহের উপাদান। যদি ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান জীবাত্মার সহিত গমন করে, তাহা হইলে কেবলমাত্র জলের উল্লেখ আছে কেন? 'ত্র্যাত্মকত্বাৎ'—জলের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ তিনটি দ্রব্যই, আছে, এজন্য কেবলমাত্র জলের উল্লেখ করা হইলেও ক্ষিতি ও তেজের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। 'ভূয়স্ত্বাৎ'—মানবদেহের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশী, এজন্য জলেরই উল্লেখ আছে।

প্রাণগতেশ্চ (৩।১।৩)

যেহেতু প্রাণের গতি হয়, এরূপ বেদে উক্ত হইয়াছে এবং যে হেতু আশ্রয় ব্যতীত প্রাণ গমন করিতে পারে না, সে হেতু প্রাণের আশ্রয় সূক্ষ্মভূত জীবের সহিত পরলোকগমন করে। "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণ অনূৎক্রামতি"—(বৃহদারণ্যক ৪।৪।২), অর্থাৎ, সে (জীব) যখন দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন প্রাণ তাহার অনুগমন করে।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেৎ ন ভাক্তত্বাৎ (৩।১।৪

অগ্নি-আদি-গতি-শ্রুতেঃ (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অগ্নি প্রভৃতি দেবতার মধ্যে প্রবেশ করে, এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গণ মৃত্যুর পর জীবের সহিত পরলোকগমন করে না), ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায়), ন (তাহা যথার্থ নহে,

ভাক্তত্বাৎ (সত্যই বাক্ ইন্দ্রিয় অগ্নিদেবতার নিকট গমন করে না, বাক্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন অগ্নি, তিনি মৃত্যুর পর বাক্ ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করেন না, এজন্য ভাক্ত বা গৌণভাবে বলা হইয়াছে যে, বাক্ ইন্দ্রিয় অগ্নিদেবতার নিকট যায়।) এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে মৃতব্যক্তির লোম ও কেশ ওষধি ও বনস্পতির নিকট গমন করে। কিন্তু সত্যই কিছু লোম ও কেশকে গমন করিতে দেখা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা গৌণভাবে বলা হইয়াছে যে, লোম ও কেশ ওষধি ও বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়। সেইরূপে ইহাও গৌণভাবে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ দেবতাদের নিকটে যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'যত্র অস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিম্ বাক্ অপ্যেতি বাতং প্রাণঃ' (৩।২।১৩), অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির বাক্ ইন্দ্রিয় অগ্নির নিকট গমন করে, প্রাণ গমন করে বায়ু দেবতার নিকট। মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, এজন্যই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ দেবতার নিকট চলিয়া যায়।

প্রথমে অশ্রবণাৎ ইতি চেৎ ন তা এব হি উপপত্তেঃ (৩।১।৫)

প্রথমে অশ্রবণাৎ (প্রথমে অপ্ বা জলের উল্লেখ শ্রুতিতে নাই), ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায়), ন (না), তা এব (প্রথমে যে শ্রদ্ধার উল্লেখ শ্রুতিতে আছে, সেই শ্রদ্ধাশব্দ জলকেই বুঝাইতেছে), উপপত্তেঃ (এইরূপ অর্থ করাই যুক্তিযুক্ত)।

এইরূপ আপত্তি করা যাইতে পারে, যে পঞ্চম আহুতিতে জলই পুরুষরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা বলা উচিত হয় না। কারণ, প্রথম আহুতিতে জলের উল্লেখ নাই। প্রথম আহুতির এই প্রকার বর্ণনা আছে: স্বর্গলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতি দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে জল আহুতি দেওয়া হইতেছে না, শ্রদ্ধা আহুতি দেওয়া হইতেছে। এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, এখানে শ্রদ্ধাশব্দে জলকেই বুঝিতে হইবে; কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে এই স্থানে প্রথমে এবং শেষে বলা হইয়াছে যে জলই পঞ্চম আহুতিতে পুরুষ হয়; শ্রদ্ধাশব্দে জল বুঝাইলেই বাক্যটির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রদ্ধা প্রথম আহুতির পর সোম (স্বর্গের দেবতা) হয়, দ্বিতীয় আহুতির পর বৃষ্টি হয়। সোম ও বৃষ্টিতে প্রচুর জল আছে। শ্রদ্ধা জল না হইলে সোম ও বৃষ্টিতে কিরূপ জলের আবির্ভাব হইবে? তাহার পর, শ্রদ্ধা একটি গুণ বা ধর্ম্ম; গুণ বা ধর্ম্মকে আহুতি কল্পনা যায় না, যে বস্তুতে সেই গুণ বা ধর্ম্ম থাকে, সেই বস্তুকে আহুতি কল্পনা করা যায়। বৈদিক কর্ম্মে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে জল ব্যবহার করা যায়, তাহা শ্রদ্ধার আধার বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বেদে আছে, "শ্রদ্ধা বা আপঃ" অর্থাৎ শ্রদ্ধাই জল। জল শ্রদ্ধার ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান হয়। জল হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় (যথা স্নান করিলে শ্রদ্ধা হয়) এজন্যও জলকে শ্রদ্ধা শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

অশ্রুতত্বাৎ ইতি চেৎ ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ (৩।১।৬)

অশ্রুতত্বাৎ (জীব যে জল প্রভৃতি পঞ্চভূত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরলোক গমনাগমন করে, এরূপ বেদবাক্য শোনা যায় না), ইতি চেৎ (যদি কেহ ইহা বলেন), ন (এই আপত্তি যথার্থ নহে), ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ (যাঁহারা যজ্ঞাদি করেন, তাঁহাদের "প্রতীতি" হয়, অর্থাৎ তাঁহারা যে পরলোকগমন করেন, এইরূপ বুঝিতে পারা যায়)।

৩।১।১ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জীব ভবিষ্যৎ দেহের উপাদানভূত পঞ্চভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোক গমন করে। কিন্তু যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইল তাহাতে দেখা যায় যে, আহুতির জলই পরলোক গমন করে, সেই জলের সহিত জীবও যে পরলোকগনন করে, এরূপ কথা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে দেখা যায় না। এজন্য মনে হইতে পারে যে, জলের সহিত জীবও যে পরলোকে যায়, ইহা যথার্থ নহে। এই আপত্তির মীমাংসা এই সূত্রে পাওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতে আছে, "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইতি উপাসতে তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি" ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৫।১০।৩) অর্থাৎ, "যাহারা গ্রামে বাস করে এবং যজ্ঞ কূপ বা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, এবং দান করে, তাহারা মৃত্যুর পর ধূমের সহিত গমন করে।" তাহার পরে উক্ত হইয়াছে "আকাশাৎ চন্দ্রমসং এষঃ সোমঃ রাজা," অর্থাৎ, "আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে, সেখানে উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হয়।" পঞ্চ আহুতির প্রথম আহুতি হইতেও "সোমরাজা" উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। উভয় স্থলেই "সোমরাজা"র উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে

উভয় স্থলে একটি বিষয়ই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সুতরাং যজ্ঞ-সম্পাদনকারী (জীব) যখন গমন করে, তাহার সহিত জল (ভবিষ্যৎ দেহের উপাদন) ও গমন করে।

ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি (৩।১।৭)

ভাক্তং (গৌণভাবে), বলা হইয়াছে, অনাত্মবিত্ত্বাৎ (যেহেতু তাহারা আত্মবিদ্ নহে) তথা হি দর্শয়তি (এইরূপ শ্রুতিতে দেখা যায়)।

আপত্তি হইতে পারে যে এখানে জীবের গতির উল্লেখ নাই, কারণ, এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই "সোম রাজা" দেবগণের অন্ন, দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন। জীবকে ভক্ষণ করা সম্ভব নহে, সুতরাং এখানে জীবের প্রসঙ্গ নাই, অচেতন বস্তুর প্রসঙ্গই আছে। এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে যে, এই ভক্ষণ "ভাক্ত" অর্থাৎ গৌণভাবে বলা হইয়াছে, মুখ্যভাবে বলা হয় নাই। অন্ন ভোগ করা যায় বলিয়া যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তাহাকেই (গৌণ-ভাবে) অন্ন বলা যায়, যথা "প্রজাগণ রাজার অন্ন"। এইভাবে পরলোকগামী জীবকে দেবতার অন্ন বলা যুক্তিযুক্ত। দেবগণ কিছু চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করেন না। "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (ছান্দোগ্য ৩।৬।১০), অর্থাৎ, দেবগণ ভোজন করেন না, পান করেন না, এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। যাঁহারা আত্মজ্ঞ নহেন তাঁহারা দেবগণের

ভোগের সামগ্রী হন এবং তাঁহারা নিজেও দেবগণের আদিষ্ট ভোগ লাভ করেন।

কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথা ইতম্ অনেবং চ (৩।১।৮)

কৃত অর্থাৎ কর্ম্ম। "কৃতাত্যয়ে" অর্থাৎ স্বর্গে উপভোগের দ্বারা কর্ম্মের শেষ হইলে। "অনুশয়বান্" অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। "দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং" বেদ এবং স্মৃতি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়। 'যথা ইতং', যে পথে স্বর্গে গমন করে সেই পথে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, "অনেবং চ", কিছু প্রভেদও আছে : যে পথে পৃথিবী হইতে গমন করে এবং যে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে দুইটি পথ সম্পূর্ণ এক নহে। যে কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ, সে কর্ম্ম স্বর্গে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়, স্বর্গ হইতে অবতরণের সময় তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তদ্ব্যতিরিক্ত অপর যে কর্ম্ম জীব করিয়া থাকে, স্বর্গ হইতে অবরোহের সময় তাহা জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। এই কর্ম্ম শুভ বা অশুভ উভয়রূপই হইতে পারে। শুভ হইলে ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। অশুভ হইলে চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে অশুভ কর্ম্মের ফল কখনও না কখনও ভোগ করিতে হইবে। এক জন্মে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফল অনেক দেহে ভোগ করা প্রয়োজন হইতে পারে,—কতক ফল স্বর্গে দিব্য দেহে, কতক মনুষ্য বা পশুদেহে।

রামানুজভাষ্য : অনুশয়=ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম। পৃথিবী হইতে স্বর্গ যাইবার পথ এইরূপ : ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্র। স্বর্গ হইতে অবতরণের পথ এইরূপ : চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, বৃষ্টি, পৃথিবী।

চরণাদিতি চেৎ উপলক্ষণার্থা ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ (৩।১।৯)

চরণাৎ (বেদে চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কর্ম্মের উল্লেখ নাই), ইতি চেৎ (যদি কেহ আপত্তি করেন), উপলক্ষণার্থা (কর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে), ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ (ইহা আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির মত)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বর্গভোগের পর যে কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, সেই কর্ম্ম দ্বারা পরবর্ত্তী জন্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। এ বিষয়ে বেদে নিম্নলিখিত বাক্য দেখা যায়—"রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৭) অর্থাৎ, যাহাদের উৎকৃষ্ট আচরণ, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। যাহাদের আচর নিন্দনীয়. তাহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়। "চরণ" শব্দের অর্থ আচরণ। ইহা কর্ম্ম হইতে ভিন্ন। এজন্য কেহ মনে করিতে পারেন যে, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত শ্রুতিসম্মত নহে। এই আপত্তির উত্তরে আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন

যে, এখানে "কর্ম্ম" এই অর্থে "চরণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আনর্থক্যম্ ইতি চেৎ ন তদপেক্ষিতত্বাৎ (৩।১।১০)

আনর্থক্যম্ (তাহা হইলে আচরণ অনর্থক), ইতি চেৎ যদি এই আপত্তি করা হয়), ন (না), তদপেক্ষিতত্বাৎ (আচরণের অপেক্ষা আছে)।

যদি "চরণ" শব্দের অর্থ হয় কর্ম্ম, যদি শীল বা আচরণের দ্বারা জন্ম নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রে সদাচারের প্রশংসা আছে কেন? ইহার উত্তর এই যে, সদাচারী ব্যতীত কেহ বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী নহে। অধিকন্তু বৈদিক যজ্ঞাদির যখন ফল উৎপন্ন হয়, তখন যাহার আচার যত উৎকৃষ্ট, তাহার ফল তত উৎকৃষ্ট হয়।

সুকৃত-দুষ্কৃত-এব ইতি তু বাদরিঃ (৩।১।১১)

আচার্য্য বাদরির মত এই যে, চরণ শব্দের অর্থ সুকৃত ও দুষ্কৃত (পুণ্য ও পাপ)।

অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি চ শ্রুতম্ (৩।১।১২)

অনিষ্টাদিকারিণাম্ (যাহারা যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করে না), অপি চ (তাহাদেরও চন্দ্রমণ্ডলে গমন হয়), শ্রুতম্ (এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে)। "যে বৈ চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রষন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌষীতকি উপনিষদ্ ১।২), অর্থাৎ, যাহারাই পৃথিবী হইতে গমন করে, সকলেই চন্দ্রলোকে যায়। এজন্য মনে হইতে পারে যে

পুণ্যকর্ম্ম করুক বা না করুক, সকলেই চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিবে। —এ সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ।

সংযমনে তু অনুভূয় ইতরেষাং আরোহাবরোহৌ তদগতি-দর্শনাৎ (৩।১।১৩)

সংযমনে (যমলোকে যমকৃত যাতনা), অনুভূয় (অনুভব করিয়া) ইতরেষাং (যাহারা পাপী), আরোহাবরোহৌ (যমলোকে গমন এবং যমলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন), তদগাতিদর্শনাৎ (পাপীর এইরূপ গতির উল্লেখ বেদে দেখা যায়)।

"অয়ং লোকঃ নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনঃ বশম্ আপদ্যতে মে" (কঠোপনিষদ্ ১।২।৬), অর্থাৎ, পাপীরা মনে করে, ইহলোকই সত্য, পরলোক নাই, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশীভূত হইয়া কষ্ট ভোগ করে। এই প্রকারের বেদবাক্য হইতে পাপীর যমালয়ে গমন জানা যায়।

স্মরন্তি চ (৩।১।১৪)

স্মৃতিতেও পাপীর নরকে গমন উল্লেখ আছে।

অপিচ সপ্ত (৩।১।১৫)

স্মৃতিতে রৌরব প্রভৃতি সাতটি নরকের উল্লেখ আছে।

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদ্ অবিরোধঃ (৩।১।১৬)

রৌরব প্রভৃতি নরকে চিত্রগুপ্ত প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব আছে এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহারা যমের কর্ম্মচারী।

বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ইতি তু প্রকৃতত্বাৎ (৩।১।১৭)

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা দেবযানপথে ব্রহ্মলোকগমন করে, তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, যাহারা যজ্ঞ করে, তাহারা পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকগমন করে, সেখানে নির্দ্দিষ্টকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর বলা হইয়াছে—"বেত্থ যথা অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে" ছাঃ উঃ ৫।৩।৩, অর্থাৎ, তুমি কি জান, কিরূপে চন্দ্রলোক জীবসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, "অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণ চ ন তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃৎ আবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি, জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেন অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে।" ৫।১০।৮, অর্থাৎ এই যে দুইটি পথ, পিতৃযান ও দেবযান ইহার একটি পথেও যায় না, সেই সকল বারম্বার জন্মগ্রহণ-কারী প্রাণী,—'জন্মগ্রহণ কর, মরিয়া যাও', ইহাই তৃতীয় পথ, এই জন্যই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না।" অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করে না, তাহারা চন্দ্রলোক গমন করে না। ৩।১।১২ শ্লোকে যে পূর্বপক্ষ করা হইয়াছিল যে যাহারা যজ্ঞ করে না তাহারাও স্বর্গে যায়, তাহা এখানে পরিহার করা হইল। কৌষীতকি উপনিষদের যে বাক্য ৩।১।১২ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে যাহাদের স্বর্গে যাইবার অধিকার আছে তাহারা সকলে স্বর্গে যায়। এ বিষয়ে অন্য শাখায় এইরূপ পাঠ আছে—"যে বৈ কেচিৎ অধিকৃতাঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে

গচ্ছন্তি," অর্থাৎ, পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যাহাদের চন্দ্রলোকগমনের অধিকার হইয়াছে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোক গমন করে।

রামানুজভাষ্য: "বিদ্যাকর্ম্মণোঃ"—বিদ্যা ও কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান পথে গমন করিতে হয়। "প্রকৃতত্বাৎ"—দেবযান পথের সহিত বিদ্যার উল্লেখ, পিতৃযান পথের সহিত কর্ম্মের উল্লেখ আছে, উপনিষদ্ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে পুণ্যানুষ্ঠান-কর্ত্তা ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে।

ন তৃতীয়ে তথা উপলব্ধেঃ (৩।১।১৮)

"ন তৃতীয়ে", এই যে তৃতীয় পথের উল্লেখ হইল, এই পথে পুনর্জ্জন্মের জন্য পাঁচটি আহুতির প্রয়োজন হয় না। "তথা উপলব্ধেঃ" সেইরূপ বুঝিতে পারা যায়। যাহাদের সম্বন্ধে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" বলা হইয়াছে, তাহাদের পাঁচটি আহুতি হইতে পারে না। পাঁচটি আহুতি না হইলে যে মনুষ্য দেহ হইতে পারে না, ইহা বলা হয় নাই।

স্মর্য্যতে অপি চ লোকে (৩।১।১৯).

স্মৃতিতে দেখা যায় (যে পাঁচটি আহুতি না হইলেও মানবদেহ হইতে পারে)। দ্রোণের জন্মের পূর্ব্বে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে আহুতি হয় নাই। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা, দ্রৌপদী,—ইঁহাদের জন্মের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ রূপ দুইটি অগ্নিতে আহুতি হয় নাই, অথচ ইঁহারা অবশ্য পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন। অতএব সকল ক্ষেত্রে পাঁচটি আহুতির প্রয়োজন নাই।

দর্শনাচ্চ (৩।১।২০)

দেখা যায় যে, স্বেদজ ও উদ্ভিদ প্রাণী স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ব্যতীত জন্মলাভ করে।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য (৩।১।২১)

শ্রুতিতে তিন প্রকার জীবের উল্লেখ আছে, "আণ্ডজং, জীবজম্ উদ্ভিজ্জং" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।৩।১) এখানে চতুর্থ শ্রেণী স্বেদজের উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহারা তৃতীয় শ্রেণী "উদ্ভিজ্জের" অন্তর্গত।

সাভাব্যাপত্তিঃ উপপত্তেঃ (৩।১।২২)

"সাভাব্য-আপত্তিঃ" অর্থাৎ সমানভাবে প্রাপ্তি হয়। "উপপত্তেঃ", কারণ, তাহাই যুক্তিযুক্ত।"

জীব চন্দ্রমণ্ডলে সুখভোগ করিয়া যখন অবরোহণ করে, সেই অবস্থার বর্ণনাতে আছে—"অথ এতম্ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে, যথা ইতং, আকাশম্, আকাশাৎ বায়ুং, বায়ুঃ ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৬)—"অনন্তর পুনরায় সেই পথে ফিরিয়া আসে যে পথে গিয়াছিল। আকাশ (হয়), আকাশ হইতে বায়ু (হয়) বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়।" এস্থলে সন্দেহ হয় যে, জীব কি আকাশ বায়ু প্রভৃতির সহিত এক হইয়া যায়, না তাহাদের অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এই সকল দ্রব্যের অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের জন্য যে জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়, ভোগ সমাপ্ত হইলে দেহ বিলীয়মান হইয়া আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম

হয়, তাহার পর বায়ুর বশে আসে, তাহার পর ধুম প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক হয়। জীব যে প্রকৃতই আকাশ বা বায়ু হইয়া যায়, এই কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে।

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ (৩।১।২৩)

ন অতিচিরেণ (বিলম্ব হয় না), বিশেষাৎ (প্রভেদ হেতু)। চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধুম, ধুম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য, এই সকল অবস্থা-পরিবর্ত্তনে অধিক বিলম্ব হয় না কারণ, শস্য হইতে অপরের দেহে শুক্ররূপে সংক্রান্ত হইতে বিলম্ব হয়, ইহার উল্লেখ আছে। "অতো বৈ খলু দুর্নিস্প্রপতরং' (ছান্দোগ্য), অর্থাৎ এই শস্যভাব হইতে অন্য জীবের দেহে শুক্রভাবে পরিণত হওয়া খুব কঠিন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বপূর্ব্ব অবস্থা-পরিবর্ত্তন সহজে ও শীঘ্র হয়।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববৎ অভিলাপাৎ (৩।১।২৪)

"অন্যাধিষ্ঠিতে," অন্য জীব অবস্থান করে। "পূর্ব্ববৎ," শস্যের পূর্ব্বে, মেঘ বায়ু প্রভৃতিতে যে ভাবে এই জীব সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ শস্যতেও সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। "অভিলাপাৎ," শস্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি আছে, শস্য অবস্থা সম্বন্ধেও সেইরূপ উক্তি আছে, অতএব উভয়ত্রই ভোগ হয় না। অন্য

জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে শস্য হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণকারী জীব কিছুকালের জন্য সেই শস্যে সংশ্লিষ্ট থাকে মাত্র। যে কর্ম্মের ফলে স্বর্গভোগ হয়, সেই কর্ম্মের সমাপ্তি হইয়াছে। যে কর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণাদি জাতি লাভ হয়, সেই কর্ম্মের ফল তখনও আরম্ভ হয় নাই। মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় আকাশ, শস্য প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক হয়। তখন কোন ভোগ হয় না।

অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ ন শব্দাৎ (৩।১।২৫)

'অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ'—যদি বলা হয় যে, বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ এ জন্য বৈদিক কর্ম্মের ফলেই শস্যরূপপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। 'ন'-শব্দাৎ,' না, বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি যাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছে, তাহা অশুদ্ধ হইতে পারে না। কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম অধর্ম্ম, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। যে কর্ম্ম এক অবস্থায় অধর্ম্ম, তাহাই অন্য অবস্থায় ধর্ম্ম হইতে পারে। পশুবধ সাধারণতঃ অধর্ম্ম। কিন্তু যজ্ঞে পশুবধ ধর্ম্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন 'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' অর্থাৎ কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না। ইহা সাধারণ নিয়ম। আবার শাস্ত্রই বলিয়াছেন 'অগ্নিষোমীয়ং পশুম্ আলভেত' অর্থাৎ অগ্নিষোম যজ্ঞে পশুবধ করিবে। ইহা বিশেষ নিয়ম। যেখানে বিশেষ নিয়ম নাই, সেখানে সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। যেখানে বিশেষ নিয়ম আছে সেখানে সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রে যেখানে পশুবধের বিধান আছে, সেখানে পশুবধ দোষাবহ নহে।

রামানুজভাষ্য : বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যজ্ঞে যে পশুকে বধ করা হয়, সেই পশু স্বর্গে গমন করে, (যজুর্ব্বেদ ২।৬।৯।৪৯) সেই পশু প্রথমে কষ্ট পাইলেও পরিশেষে অনেক বেশী সুখ পায়। সুতরাং যজ্ঞে পশুবধ পাপজনক হইতে পারে না। ইহা চিকিৎসক কর্ত্তৃক রোগীর অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় উত্তম কর্ম্ম।

রেতঃসিক্‌যোগঃ অতঃ (৩।১।২৬)

শস্য হইবার পরে যে প্রাণী সেই শস্য ভোজন করিয়া শুক্র ত্যাগ করে, চন্দ্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী জীব সেই প্রাণীর সহিত যোগ "রেতঃ-সিগ্‌যোগ" প্রাপ্ত হয়। এখানেও সেই প্রাণীর সহিত সম্পর্ক হয় মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে। সে প্রাণীর সহিত ঐক্য হইতে পারে না। সেইরূপ শস্যের সহিত সম্পর্ক হয় মাত্র। ঐক্য হয় না।

যোনেঃ শরীরম্ (৩।১।২৭)

যে প্রাণী রেতঃপাত করে, তাহার শরীর হইতে স্ত্রীর যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং যোনি হইতে নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে বিভিন্নপ্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন সুখ-দুঃখভোগ করে। এইভাবে শরীর প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আকাশ বায়ু প্রভৃতির সহিত যোগ হয় মাত্র, সে সময় সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পাদ

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জীব ইহলোক ও পরলোকে যাতায়াত করে এবং দুঃখ ভোগ করে। ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্য সাধকের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদ্রেক করা। অতঃপর স্বপ্নাবস্থার আলোচনা করা হইতেছে।

সন্ধ্যে সৃষ্টিঃআহ হি (৩।২।১)

সন্ধ্যে (নিদ্রার সময়), সৃষ্টিঃ (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হয়), আহ হি (বেদ তাহা বলিয়াছেন)।

শঙ্করভাষ্য : বেদে আছে, "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১০), অর্থাৎ, (নিদ্রার সময়) রথ, রথের উপযোগী দ্রব্য, পথ থাকে না, পরে রথ, রথের উপযোগী দ্রব্য এবং পথের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতই সৃষ্টি হয়। এই সূত্র পূর্বপক্ষ।

রামানুজভাষ্য : প্রথমে মনে হইতে পারে যে, জীবই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করেন, পরমাত্মা করেন না।

নির্ম্মাতারং চ একে পুত্রাদয়ঃ চ (৩।২।২)

নির্ম্মাতারং চ (ঈশ্বরকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর নির্ম্মাতা), একে (এক

শাখায় বলা হইয়াছে) পুত্রাদয়ঃ চ (পুত্র প্রভৃতি কামনীয় দ্রব্যেরও নির্ম্মাতা ঈশ্বর এরূপ উল্লেখ আছে)।

শঙ্করভাষ্য : "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ" (কঠোপনিষৎ ৫।৮), অর্থাৎ, সকলে যখন নিদ্রিত থাকে, তখন ঈশ্বর জাগ্রত থাকেন এবং নিদ্রিত ব্যক্তিদের কামনীয় বস্তু নির্ম্মাণ করেন,। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, আমরা জাগ্রত অবস্থার যে সকল বস্তু দর্শন করি, যে সকল বস্তু যেরূপ ঈশ্বর সত্য সত্যই সৃষ্টি করেন, নিদ্রিত অবস্থায় যে সকল বস্তু দর্শন করি, সে সকল বস্তুও ঈশ্বর সত্যই সৃষ্টি করেন।

রামানুজভাষ্য : উপরে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে ইন্দ্রিয় সকল সুপ্ত হইলেও জীব জাগ্রত থাকে এবং কামনার বিষয় সকল সৃষ্টি করে অতএব জীবকেই স্রষ্টা বলা হইয়াছে, এইরূপ মনে হইতে পারে।

মায়ামাত্রং তু কাৎস্নেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (৩।২।৩)

শঙ্করভাষ্য : মায়ামাত্রাং তু (স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা মায়া মাত্র), কাৎস্নেন (সমুদয় পরমার্থ ধর্ম্মের দ্বারা), অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তর স্বরূপ প্রকাশ হয় না)।

সত্যকার বস্তর এই সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে—দেশ কাল নিমিত্ত এবং বাধার অভাব। এই সকল ধর্ম্ম স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে থাকে না। স্বপ্নে রথ থাকিতে পারে না। রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছে যেন, দিবস হইয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে যে, বিবিধ বস্তু দর্শন করিতেছে অথচ

চক্ষু মুদ্রিত। স্বপ্নে রথ দেখিল, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, কিছুই নাই। এই সব কারণে সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, স্বপ্নে যে সকল বস্তু দেখা যায়, সে সকল সত্য নহে,—মায়া মাত্র।

রামানুজভাষ্য: স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জীব কর্তৃক সৃষ্ট হয় না, ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়। সেই সৃষ্টি মায়াময় অর্থাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কারণ স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিই সেই সকল বস্তু দেখিতে পায়, অন্য কেহ দেখিতে পায় না এবং যতক্ষণ সেই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে ততক্ষণ সেই বস্তু বিদ্যমান থাকে, স্বপ্ন শেষ হইলে সেই বস্তুগুলি বিদ্যমান থাকে না। এই প্রকার আশ্চর্য্য সৃষ্টি জীব করিতে পারে না, "অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ" কারণ, জীবের স্বরূপ সাধারণতঃ প্রকাশিত থাকে না। জীবের স্বরূপ সত্যসংকল্পত্ব। কিন্তু যতক্ষণ জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করে না,—অর্থাৎ মোক্ষ হওয়া পর্য্যন্ত ইচ্ছামত সৃষ্টি করিতে পারে না।

সূচকঃ চ হি শ্রুতেঃ আচক্ষতে চ তদ্বিদঃ (৩।২।৪)

সূচকঃ (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সূচনা করে), শ্রুতেঃ (বেদে এইরূপ উল্লেখ আছে)। তদ্বিদঃ (যাহারা স্বপ্নতত্ত্ববিদ্ তাহারা) আচক্ষতে চ (এই কথা বলিয়া থাকে যে, স্বপ্ন সকল ভবিষ্যৎ ভাগ্য সূচক করে)।

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।২।৮)

অনুবাদ: কোনও কাম্য কর্ম্মের সময় যদি স্বপ্নে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা

যায়, তাহা হইলে সমৃদ্ধিলাভ হইবে। স্বপ্নে যে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা মিথ্যা। কিন্তু যে সমৃদ্ধিলাভ হয়, তাহা সত্য। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, স্বপ্নকে মায়ামাত্র বলা হইয়াছে, ইহা হইতে মনে করা উচিত নহে যে জগৎ সত্য। জগৎও মায়ামাত্র। কিন্তু যতক্ষণ ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততক্ষণ জগৎবোধ হয়।

রামানুজভাষ্যে এই সূত্রটি নাই।

পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতং ততো হি অস্য
বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (৩।২।৫)

শঙ্করভাষ্য: পরাভিধ্যানাৎ (পরমেশ্বরের ধ্যান হইতে জীবের ঐশ্বর্য্যলাভ হয়), তিরোহিতং (অজ্ঞানহেতু জীবের ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয়)। ততঃ (ঈশ্বর হইতেই), অস্য (জীবের), বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (বন্ধ ও মুক্তি হয়)।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যখন ঈশ্বরের অংশ, তখন জীবেরও ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য থাকা উচিত; সুতরাং জীবই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, যদিও জীব ঈশ্বরেরই অংশ, তথাপি অজ্ঞান হেতু জীবের ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয়। ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া সে ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি লাভ করিতে পারে।

রামানুজভাষ্য: পরাভিধ্যানাৎ (ঈশ্বরের ইচ্ছা হেতু), অস্য (জীবের), তিরোহিতং (নিষ্পাপ শুদ্ধরূপ তিরোহিত হয়)। ততঃ (ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই), অস্য (জীবের), বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (বন্ধ ও মোক্ষ হয়)।

দেহযোগাৎ বা সোঽপি (২।২।৬)

শঙ্করভাষ্য : দেহযোগাৎ বা (জীব দেহের সহিত যুক্ত হয় বলিয়া), সঃ (সেই তিরোভাব—জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের তিরোভাব, হয়)।

জীব ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য আছে। জীবেরও জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য থাকা উচিত। কেন তিরোভাব হয় ? তিরোভাবের কারণ এই যে, অবিবেক হেতু জীব, নিজকে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয় বলিয়া ভ্রম করে, এ জন্য জীব মনে করে যে, তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য নাই।

রামানুজ বলেন, এই তিরোভাব হইতেছে নিজের স্বাভাবিক শুদ্ধ নিষ্পাপ স্বরূপের তিরোভাব। দেহযোগেই তাহা হয়। এ জন্য জীব স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি সৃষ্টি করিতে পারে না। ঈশ্বরই সেই সব সৃষ্টি করেন। জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপপুণ্যের ফলভোগার্থ ঈশ্বর সুখদুঃখময় স্বপ্ন সৃষ্টি করেন।

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেঃ আত্মনি চ (৩।২।৭)

তদভাবঃ (স্বপ্নদর্শনের অভাব), নাড়ীষু (জীবাত্মা যখন নাড়ীতে থাকে), তৎশ্রুতেঃ (বেদে ইহা বলা হইয়াছে), আত্মনি চ (আত্মাতেও থাকে)।

উপনিষদের কোনও বাক্যে বলা হইয়াছে যে, সুষুপ্তির সময় জীব নাড়ীতে থাকে (হৃদয় হইতে ৭২ হাজার নাড়ী শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে) ; অন্য উপনিষদ্‌বাক্যে বলা হইয়াছে

যে, সুষুপ্তির সময় জীব পুরীতৎ-এ থাকে (হৃদয়বেষ্টনকারী চর্ম্মের নাম পুরীতৎ); কোথাও বলা হইয়াছে যে, তখন হৃদয়াকাশে থাকে, অথবা ব্রহ্মে থাকে। এ বিষয়ে মীমাংসা এই যে, তখন জীব নাড়ী দ্বারা হৃৎপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মের নিকট উপনীত হয় এবং ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। জাগ্রত বা স্বপ্ন অবস্থায় জীবের মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি থাকে, সেই উপাধির জন্য জীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে। সুষুপ্তির সময় উপাধির লয় হইয়া যায়। তখন ব্রহ্ম হইতে জীবের পার্থক্যের কোনও হেতু থাকে না। তখন জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। এখানে নাড়ী, পুরীতৎ এবং ব্রহ্মকে প্রাসাদ খট্টা এবং পর্য্যঙ্কের সহিত তুলনা করা যায়।

রামানুজের মতে এখানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে সুষুপ্তির সময় জীব ব্রহ্মে বিলীন হয়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা এখানে কিছু নাই।

অতঃ প্রবোধঃ অস্মাৎ (৩।২।৮)

অতঃ (অতএব), অস্মাৎ (ব্রহ্ম হইতেই), প্রবোধঃ (সুষুপ্তির পর জাগরণ হয়)। সুষুপ্তির সময় জীব ইন্দ্রিয়গণের সহিত ব্রহ্মে বিলীন হয়, সুষুপ্তির পর যখন জাগ্রত হয়, তখন ব্রহ্ম হইতেই উত্থিত হয়।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ (৩।২।৯)

স এব (যে জীব সুষুপ্তির সময় ব্রহ্মে বিলীন হয়, সেই জীবই

প্রবোধের সময় উত্থিত হয়), "কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ" কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ এবং বিধি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়।

সুষুপ্তির পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি যে কর্ম্ম অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াছিল, সুষুপ্তির পর তাহাকে সেই কর্ম্ম শেষ করিতে দেখা যায়। যদি তাহার দেহে অন্য জীবের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে এরূপ হইত না। সুষুপ্তির পূর্ব্বে যাহা দেখা যায়, সুষুপ্তির পরে তাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে, অন্য জীবের আবির্ভাব হয় না। 'শব্দ' অর্থাৎ বেদেও ইহার উল্লেখ আছে যে, ভিন্ন জীবের আবির্ভাব হয় না। 'বিধি' অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি হইতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। জীব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে বলিয়াই শাস্ত্রবিধির সার্থকতা। যদি সুষুপ্তির পর অন্য জীবের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিধান অনর্থক।

রামানুজ :— "কর্ম্ম" শব্দের উদ্দেশ্য এইরূপ,—সুষুপ্তির পূর্ব্বে জীব যে কর্ম্ম করে, সুষুপ্তির পরও তাহার ফল ভোগ করে দেখা যায়। "বিধি" শব্দের অর্থে তিনি বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তি হইলেই যদি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে মোক্ষলাভের জন্য শাস্ত্রে এত বিধি নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন হইত না।

মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ (৩।২।১০)

মুগ্ধে (অজ্ঞান অবস্থায়), অর্দ্ধসম্পত্তিঃ (ইন্দ্রিয়সকল আংশিক ভাবে বিলীন হয়), পরিশেষাৎ (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই সকল অবস্থা হইতে অজ্ঞান অবস্থায় পার্থক্য দেখা যায়)।

অজ্ঞান অবস্থায় কতকটা সুষুপ্তির সহিত সাদৃশ্য আছে, কতক মৃত্যুর সহিত।

ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং হি (৩।২।২১)

শঙ্করভাষ্যঃ পরস্য (ব্রহ্মের), ন উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় লক্ষণ হইতে পারে না), স্থানতোঽপি (উপাধি-যোগেও হয় না), সর্ব্বত্র হি (উপনিষদে সর্ব্বত্র যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে নির্বিশেষরূপেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে)। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ নির্বিশেষ।

উপনিষদে কোনও স্থলে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে; যথা: "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (ছান্দোগ্য ২।১০।২), অর্থাৎ তিনি সকল কর্ম্ম করেন, তাঁহার সকল কামনা পরিপূর্ণ, তিনি সকল গন্ধ-যুক্ত, সকল রসযুক্ত। আবার অন্যত্র তাঁহাকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে, যথা: "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘং" (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮), অর্থাৎ তিনি স্থূলও নহেন. ক্ষুদ্রও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন। এক বস্তুর বিপরীত স্বভাব হইতে পারে না। উপাধিযোগেও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, বড় জোর ভ্রম বশতঃ মনে হইতে পারে যে, পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ জন্য শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নির্বিশেষতাই ব্রহ্মের স্বরূপ, উপাধিযোগে তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়।

রামানুজ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছে। প্রথমে তিনি বলিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্য জাগ্রত স্বপ্ন

প্ন, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থার দোষ দেখান হইল। অতঃপর ব্রহ্ম-লাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে, যে ব্রহ্মের কোনও দোষ নাই। এরূপ মনে হইতে পারে যে ব্রহ্ম যখন জীবের শরীরে সর্ব্বদাই অবস্থান করেন, তখন স্বপ্ন মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় জীবের যে দুঃখ বা দোষ হয়, তাহা ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে,—পরস্য ন (এই সকল দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না), স্থানতঃ অপি (যদিও ব্রহ্ম জীবের সহিত এক দেহেই অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন), উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি (সর্ব্বত্র অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিতে ব্রহ্মকে উভয়লিঙ্গযুক্ত বলা হইয়াছে, একটি লিঙ্গ হইতেছে এই যে, তাঁহার কোন দোষ নাই, আর একটি লিঙ্গ হইতেছে এই যে, তিনি সকল কল্যাণগুণের আধার)। শ্রুতি বলিয়াছেন "অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘিৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছান্দোগ্য ৮৷১৷৫), অর্থাৎ, তাঁহার পাপ নাই, জরা নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, (এপর্য্যন্ত বলা হইল যে, তাঁহার দোষ নাই), তাঁহার সকল কামনা সত্য হয়, সকল সঙ্কল্প সত্য হয় (এখানে বলা হইল যে, তিনি সকল গুণের আধার)। রামানুজ বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মের কোনও দোষ নাই এবং "সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক।

ন ভেদাৎ ইতি চেৎ ন প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ (৩৷২৷২২)

শঙ্করভাষ্য : ন (ব্রহ্ম নির্বিশেষ এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে), ভেদাৎ (উপনিষদে ব্রহ্মে রূপভেদ উপদেশ করা হইয়াছে, কোনও স্থানে বলা হইয়াছে তিনি চতুষ্পাদ্, কোথাও বলা হইয়াছে তিনি ষোড়শ-কলাযুক্ত ইত্যাদি), ইতি চেৎ ন (কেহ যদি এই আপত্তি করেন, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, না, তাহা নহে), প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ (প্রতি উপাধিভেদের মধ্যে সেই এক ব্রহ্মই অবস্থান করেন, এই-শ্রুতিবাক্য আছে। অতএব উপাসনার জন্য ভেদের উপদেশ। স্বরূপতঃ ভেদ নাই। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এক এবং নির্বিশেষ)।

রামানুজ এই সূত্রটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন :

ভেদাৎ ইতি চেৎ ন প্রত্যেকং অতদ্বচনাৎ

ভেদাৎ (দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শরীরভেদ অনুসারে ব্রহ্মও সুখ দুঃখ ভোগ করিবেন, কারণ তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সকলের মধ্যেই অবস্থিত), ইতি চেৎ (যদি কেহ ইহা বলেন) ন, (না, এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে), প্রত্যেকং অতদ্বচনাৎ (প্রতি শরীরের মধ্যে অন্তর্য্যামী ব্রহ্ম অমৃতরূপে অবস্থান করেন,—সুতরাং দুঃখের স্পর্শ হইতে পারে না,—এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়)। এই প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন যে, কোনও বস্তুই সুখাত্মক বা দুঃখা-ত্মক নহে, এক বস্তুই এক ব্যক্তিকে সুখ প্রদান করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দুঃখ প্রদান করিতে পারে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—রমণীর রূপ তাহার স্বামীকে সুখী করে, কিন্তু সপত্নীকে দুঃখী করে। কর্ম্মের ফল অনুসারে জীব কোন বস্তুর সংস্পর্শে সুখ বা দুঃখ পায়। ব্রহ্ম

কর্ম্মফলের অধীন নহেন; সুতরাং কোনও বস্তু তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না।

অপি চ এবম্ একে (৩।২।১৩)

শঙ্করভাষ্য: একে (বেদের এক শাখাবলম্বী) এবম্ (এইরূপ শ্রুতিবাক্য পাঠ করিয়া থাকে—যে ভেদদর্শন নিন্দনীয়, অভেদদর্শনই সত্য)। যথা:

"নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন,
মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানা ইব পশ্যতি"
(কঠোপনিষদ ৪.১১)

অনুবাদ: জগতে নানা বস্তু নাই। যে নানা বস্তু দেখে, সে বারম্বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রামানুজভাষ্য: বেদের এক শাখায় উল্লেখ আছে যে, যদিও একই দেহে জীব ও ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন, তথাপি জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে, ব্রহ্ম সুখদুঃখ ভোগ করেন না,—নিজ ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত থাকেন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োঃ একঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি।"
মুণ্ডকোপনিষৎ (৩.১।১)

অনুবাদ: দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) একটি বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী

(জীব) স্বাদু ফল (কর্ম্মফল) ভোজন করে, অন্য পক্ষী (ব্রহ্ম) ভোজন করে না, কেবল সাক্ষিরূপে অবস্থান করে।

অরূপবৎ এবহি তৎ প্রধানত্বাৎ (৩।২।১৪)

শঙ্কর:—অরূপবৎ (ব্রহ্ম রূপহীন), এব হি (ইহাই নিশ্চয়), তৎ. প্রধানত্বাৎ (যে সকল বাক্য ব্রহ্মকে অরূপ বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করাই প্রধান উদ্দেশ্য)।

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘং (বৃহদারণ্যক ৩.৮।৮।৮)
অর্থাৎ, "ব্রহ্ম স্থূল নহে ক্ষুদ্র নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে।"

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম (কঠোপনিষৎ ৩।১৫)
অর্থাৎ, "ব্রহ্মের শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, পরিবর্ত্তন নাই।"

দিব্যো হি অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ (মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।২)
অর্থাৎ "ব্রহ্ম অলৌকিক পুরুষ; তাঁহার মূর্ত্তি নাই।"

এই সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা। যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, সে সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্মকে কিরূপে উপাসনা করা উচিত, তাহা প্রতিপাদন করা। ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা সে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার প্রণালী প্রদর্শন করা, সেই সকল বাক্য হইতে স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া যে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শন করা, সেই সকল বাক্য হইতে গ্রহণ করাই সমীচীন।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্ম 'অরূপ-বৎ' অর্থাৎ রূপহীনের তুল্য। রূপযুক্ত জীব যেরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করে, ব্রহ্ম সেইরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না। অতএব ব্রহ্ম রূপহীনের ন্যায়। 'তৎপ্রধানত্বাৎ', কারণ, ব্রহ্ম "নাম ও রূপ" সৃষ্টি করেন, সুতরাং তিনি প্রধানভাবে অবস্থান করেন, নামরূপ অপ্রধানভাবে অবস্থান করে। নাম ও রূপ লইয়াই জগৎ। নাম ও রূপ বাদ দিলে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু অবস্থান করে না। সুতরাং জগৎসৃষ্টির অর্থ নাম ও রূপসৃষ্টি।

প্রকাশবৎ চাবৈয়র্থ্যম্ (৩৷২৷১৫)

শঙ্করভাষ্য: প্রকাশবৎ (সূর্য্যের আলোক যদিও সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তথাপি যখন অঙ্গুলি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, তখন অঙ্গুলি ঋজু বা বক্র হইলে আলোকও ঋজু বা বক্র বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধিযোগে সেইরূপ আকারযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন), অবৈয়র্থম্ (যে সকল বেদবাক্যে ব্রহ্মের রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেগুলি ব্যর্থ নহে, কারণ সেই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনাবিধি প্রধান করা)।

(রামানুজ) প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ

অবৈয়র্থ্যাৎ (বেদবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না, এজন্য) প্রকাশবৎ ("সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—আনন্দবল্লী ১৷১—এই বেদবাক্য হইতে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ,—সেই প্রকার যে সকল বেদবাক্যে বলা হইয়াছে যে,

ব্রহ্ম সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ, জগতের কারণ, সর্ব্বাত্মক, সকলদোষবর্জ্জিত, —সেই সকল বেদবাক্য যখন ব্যর্থ হইতে পারে না, অতএব সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, ব্রহ্মের উভয় লক্ষণ আছে,—(১) তাঁহার কোনও দোষ নাই, এবং (২) তিনি সকল গুণের আকর)।

আহ চ তন্মাত্রম্ (৩।২।১৭)

শঙ্করভাষ্য : আহ চ (বেদ বলিয়াছেন), তন্মাত্রম্ (ব্রহ্ম হইতেছেন চৈতন্যমাত্র)। "স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এব, এবং অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্য কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৫।১৩), অর্থাৎ, একখণ্ড সৈন্ধবলবণ যেমন ভেদহীন, বাহ্যহীন, সমগ্র, ঘনীভূত লবণরসস্বরূপ, সেইরূপ ব্রহ্মও ভেদহীন, বাহ্যহীন, সমগ্র ঘনীভূত চৈতন্যমাত্র।

রামানুজভাষ্য : বেদ বলিয়াছে, "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, আনন্দবল্লী ১।১) অর্থাৎ ব্রহ্ম যে প্রকাশ-স্বরূপ, ইহাই বলিয়াছেন, অন্যত্র বেদই যে ব্রহ্মের সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল গুণের এখানে নিষেধ করা হয় নাই। অতএব ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণের আকর।

দর্শয়তি চ অপি স্মর্য্যতে (৩।২।১৭)

দর্শয়তি (শ্রুতি দেখাইয়াছেন), অথ অপি স্মর্য্যতে (স্মৃতিগ্রন্থেও ইহা স্মরণ করা হইয়াছে ; অর্থাৎ বলা হইয়াছে)।

শঙ্করভাষ্য : শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় গ্রন্থেই দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, তাঁহার কোনও রূপ গুণ নাই। "অথ অতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" (বৃহদারণ্যক ২।৩।৬) অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ বা উপদেশ, তিনি এরূপ নহেন, তিনি এইরূপ নহেন, তাঁহাকে কোনরূপে বর্ণনা করা যায় না) "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরীয় ২।৪।১), অর্থাৎ যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে। গীতাতেও বলা হইয়াছে "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসৎ উচ্যতে", অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি, তাঁহাকে সৎ (স্থূলরূপযুক্ত) বা অসৎ [সূক্ষ্ম রূপ যুক্ত] বলা যায় না।

রামানুজভাষ্য : শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের অনন্তকল্যাণগুণ আছে এবং তিনি সকল দোষবর্জ্জিত।

শ্রুতি বলিয়াছেন :

"তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬।৭।৮)

অর্থাৎ, তিনি ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর।

"পরাস্য শক্তিঃ বিবিধা এব শ্রূয়তে" (ঐ)

অর্থাৎ, ঈশ্বরের বিবিধ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে, ইহা শোনা যায়।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯)

অর্থাৎ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেত্তা ইত্যাদি।

স্মৃতিতে এইরূপ আছে :

"যো মাম্ অজম্ অনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।" (গীতা ১০।২)

অর্থাৎ "যে আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্ব্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানে।"

"উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ !

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ" ॥ (গীতা ১৫।১৭)

অনুবাদ : যিনি উত্তম পুরুষ, তিনি পরমাত্মা এই নামে উক্ত হন। তিনি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন এবং ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি ঈশ্বর।

সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্। (বিষ্ণুপুরাণ ৫।১।৪৭)

অর্থাৎ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, তাঁহার সকল শক্তি, জ্ঞান, বল এবং ঋদ্ধি আছে।

অতএব ব্রহ্ম যদিও সর্ব্বত্র অবস্থান করেন, তথাপি সেই সকল স্থানের দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, কারণ, শ্রুতি বা স্মৃতি বলিয়াছেন যে, তাঁহার গুণ অনন্ত এবং দোষ বিন্দুমাত্রও নাই।

অতএব চ উপমা সূর্য্যকাদিবৎ (৩।২।১৮)

এই জন্যই "সূর্য্যরূপকাদিবৎ, "অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত তাঁহার তুলনা করা হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্য : বিভিন্ন জলাশয়ে সূর্য্যের যে সকল প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাদের মধ্যে ভেদের কারণ এই যে, উপাধি সকল বিভিন্ন, কিন্তু সূর্য্য একই। সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও বিভিন্ন উপাধি অনুসারে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

রামানুজভাষ্য : সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জল, দর্পণ প্রভৃতিতে পড়িলেও জলাশয় প্রভৃতির দোষ দ্বারা সূর্য্য স্পৃষ্ট হন না। সেইরূপ ব্রহ্ম সর্বত্র অবস্থিত হইলেও সেই সকল স্থানের দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না।

অম্বুবদ্ অগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্ (৩।২।১৯)

শঙ্করভাষ্য : "ন তথাত্বং" জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের তুলনা করা উচিত হয় না, উভয় স্থলে একরূপ নহে। "অম্বুবদ্ অগ্রহণাৎ," জলের ন্যায় গ্রহণ করা যায় না। সূর্য্য ও জল ভিন্ন দেশে অবস্থিত, এজন্য সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলের উপর পড়িতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পড়িতে পারে না।

রামানুজভাষ্য : সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে জলের মধ্যে অবস্থান করে না ; সুতরাং জলের দোষ সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। কিন্তু ব্রহ্ম প্রত্যেক দেহের মধ্যে অবস্থান করেন। সুতরাং দেহের দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করা উচিত। এই সূত্র পূর্বপক্ষ।

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্ অন্তর্ভাবাৎ উভয়সামঞ্জস্যাৎ এবং (৩।২।১৯)

শঙ্করভাষ্য : বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্ (বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়), অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া), উভয়সামঞ্জস্যাৎ (উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য)।

জলের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে জলগত প্রতিবিম্বের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, জল কম্পিত হইলে বিম্ব কম্পিত হয়, বাস্তবিক সূর্য্যের বৃদ্ধি হ্রাস বা কম্পন হয় না। জলের ধর্ম্মগুলি সূর্য্যের আবির্ভাব হওয়ার

এইরূপ ভ্রম হয়। সেইরূপ উপাধির ধর্ম্মগুলি ব্রহ্মে আবির্ভাব হয়, এইরূপ ভ্রম হয়। দৃষ্টান্তের সহিত এই ভাবে সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্পূর্ণ সাদৃশ্য প্রয়োজন নাই।

দর্শনাৎ চ (৩।২।২১)

শঙ্করভাষ্য: শ্রুতি দেখাইয়াছে যে, ব্রহ্ম দেহাদি উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। অতএব সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত তুলনা করা সঙ্গত হয়। শ্রুতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। তিনি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় লিঙ্গযুক্ত হইতে পারেন না।

রামানুজ পূর্ব্বের দুইটি সূত্র মিলাইয়া একটি সূত্র করিয়াছেন। তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে দুইটি উপমা দিয়াছেন: (১) আকাশ বিভিন্ন ঘটের মধ্যে থাকিলেও আকাশের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় না, (২) সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইলেও জলের দোষগুণ সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। এই দুইটি উপমার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ব্রহ্ম সকল দেহের মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না, এবং
দেহের মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না, এবং
দেহগত সুখদুঃখাদি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। 'দর্শনাৎ, ইহা দেখা যায় যে, উভয় বস্তুর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেই উভয় বস্তুকে তুলনা করা যায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন হয় না। যথা, এই মানবটি একটি সিংহের ন্যায়।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ (৩।২।২২)।

শঙ্করভাষ্য : প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি (ব্রহ্মের যে রূপ প্রকৃত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে), প্রতিষেধতি (তাহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে), ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ (এই জন্য পুনরায় বলা হইয়াছে যে তিনি আছেন)।

উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন, "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তং চ এব অমূর্ত্তং চ, স্থিতং চ যৎ চ, সৎ চ তৎ চ" (বৃহদারণ্যক ২।৩।১), অর্থাৎ, ব্রহ্মের দুইটি রূপ একটি মূর্ত্ত (যাহা দেখা যায়), একটি অমূর্ত্ত (যাহা দেখা যায় না), একটি স্থির, একটি গতিশীল, একটি স্থূল, একটি সূক্ষ্ম। তাহার পর বলিয়াছেন, "অথাত আদেশো নেতি নেতি, ন হি এতস্মাৎ ইতি ন ইতি অন্যৎ পরম্ অস্তি" (বৃহদারণ্যক ২।৩।৬), অর্থাৎ, এইজন্যই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, 'ইহা নয়' 'ইহা নয়'। এখানে 'ইহা নয়' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মের রূপ দুইটি সত্য নহে, "অন্যৎ পরং" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্মই সত্য।

রামানুজভাষ্য : উপনিষদ্ প্রথমে বলিলেন যে ব্রহ্মের দুই রূপ, স্থূলজগৎ একটি রূপ, সূক্ষ্মজগৎ একটি রূপ। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মের অংশ বা বিশেষণ। তাহার পর নেতি নেতি বলিবার এইরূপ উদ্দেশ্য হইতে পারে না যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ নহে। কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য ও পরবর্ত্তী বাক্যের মধ্যে বিরোধ হয়; সুতরাং নেতি নেতি বলিবার উদ্দেশ্য এইরূপ : স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হইয়াছে, সেজন্য মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্মের ইয়ত্তা বা সীমা আছে। মনে হইতে পারে যে,

জগৎ যতখানি, ব্রহ্ম ততখানি। নেতি নেতি বলিয়া ব্রহ্মের সেই ইয়ত্তা বা সীমা প্রতিষেধ করা হইয়াছে, "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি"। অর্থাৎ ব্রহ্মের ইয়ত্তা করা যায় না। ব্রহ্মের গুণ আছে, ইহা প্রতিষেধ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ, এই বাক্যের পরে ব্রহ্মের গুণের উল্লেখ আবার করা হইয়াছে। "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্। প্রাণা বৈ সত্যম্ তেষাম্ এষ সত্যম্" (বৃহদারণ্যক ২।৩।৬), অর্থাৎ, "এজন্য ব্রহ্মের নাম সত্যের সত্য। প্রাণ সকল সত্য, ব্রহ্ম প্রাণ সকল হইতেও সত্য।" এখানে প্রাণশব্দ দ্বারা জীবকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রলয়ের সময় আকাশ প্রভৃতি অচেতন বস্তু বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়, জীবের সেইরূপ পরিণাম হয় না, এজন্য আকাশ প্রভৃতি মিথ্যা, জীব সত্য। কিন্তু কর্ম্ম অনুসারে জীবের জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়, ব্রহ্মের জ্ঞান কখনও সঙ্কোচ হয় না। এজন্য ব্রহ্ম জীব অপেক্ষাও সত্য। সূত্রে যে বলা হইয়াছে, 'ন এতস্মাৎ পরম্' ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই।

তৎ অব্যক্তম্ আহ হি (৩।২।২৩।)

তৎ (সেই ব্রহ্ম), অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে), আহ হি (শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রহ্মকে অব্যক্ত বলিয়াছেন)।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মুণ্ডক ৩।১।৮), ব্রহ্মকে চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা গ্রহণ যায় না। "স এষ ন ইতি ন ইতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" (বৃহদারণ্যক ৩।১।২৬),

অর্থাৎ, সেই আত্মা 'এইরূপ নহে' এইভাবে বর্ণনা করিতে হয়, তাঁহাকে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, 'অব্যক্তোঽহয়ম্ অচিন্ত্যোহয়ম্', আর্থাৎ আত্মা অব্যক্ত ও অচিন্ত্য।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (৩।২।২৪)

অপি সংরাধনে (ধ্যানের সময় ব্রহ্মকে দর্শন করা যায়), প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি—উভয়েই এইরূপ বলিয়া থাকেন)।

(শঙ্কর) "কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্" (কঠোপনিষদ্ ৩।১), অর্থাৎ ধীমান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া মোক্ষলাভ আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন।

(রামানুজ) "যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (মুণ্ডক ৩।২।৩), অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহাকে বরণ করেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে, তাহার নিকট ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবংবিধোঽর্জ্জন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥" (১১।৫৪), অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন, অনন্য ভক্তির দ্বারা আমাকে এই প্রকার জানা যায়, দেখা যায়, প্রবেশ করা যায়।

প্রকাশাদিবৎ চ অবৈশেষ্যম্, প্রকাশঃ চ কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ (৩।২।২৫)

শঙ্করভাষ্য: আলোকের কোনও রূপ নাই। কিন্তু আলোকে যে বস্তু রাখা যায়, আলোক সেই বস্তুর রূপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

সেই প্রকার ব্রহ্মের সহিত জীবের কোনও পার্থক্য না থাকিলেও উপাসনার সময় জীব ব্রহ্মকে রূপযুক্ত ভাবে দর্শন করিতে পারে।

রামানুজভাষ্য: বামদেব প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ যখন ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মের "প্রকাশ" (অর্থাৎ জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ) যে ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন (প্রকাশাদিবৎ), সেইরূপ অবিশেষে (অবিশেষ্যাৎ) ব্রহ্মের মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত রূপও সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এজন্য বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পর অনুভব করিয়াছিলেন, "অহং মনুঃ অভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০), অর্থাৎ, আমি মনু হইয়াছিলাম, এবং সূর্য্য হইয়াছিলাম। মনু ও সূর্য্য ব্রহ্মেরই রূপ। তাই যখন বামদেব ব্রহ্মের সহিত নিজের ঐক্য উপলব্ধি করিলেন, সেই সময় ইহাও উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি মনু এবং সূর্য্য হইয়াছিলেন। 'প্রকাশঃ কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ,' উপাসনারূপ কর্ম্ম অভ্যাস কারণে ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি হয়।

অতঃ অনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ (৩।২।২৬)

শঙ্করভাষ্য: অতঃ (অতএব, যেহেতু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই), অনন্তেন (এই জন্য মোক্ষ লাভ করিলে জীব অনন্ত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়), তথাহি লিঙ্গম্ (এইরূপ চিহ্ন উপনিষদে দেখা যায়)।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২৯), অর্থাৎ, ব্রহ্মকে

জানিলে ব্রহ্মই হইয়া যায়। "ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম আপ্নোতি" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬), অর্থাৎ, ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করে।

রামানুজভাষ্য : অতঃ (এই জন্য), অনন্তেন (অনন্ত কল্যাণগুণের সহিত ব্রহ্মের সংযোগ আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়), তথাহি লিঙ্গম্ [ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গ আছে, (১) তাঁহার কোনও দোষ নাই এবং (২) তাঁহার অখিলগুণ আছে]।

উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুণ্ডলবৎ (৩।২।২৭)

শঙ্করভাষ্য : উভয়ব্যপদেশাৎ (বেদে দুই প্রকার কথার উল্লেখ আছে : কোথাও উল্লেখ আছে যে, জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই—'তৎ ত্বম্ অসি,' তুমিই ব্রহ্ম 'অহং ব্রহ্ম অস্মি,' আমিই ব্রহ্ম। আবার কোথাও উল্লেখ আছে যে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ আছে 'পরাৎ পরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্,' (জীব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়), অহিকুণ্ডলবৎ (সর্পের কোনও অংশ বলয়াকার, কোনও অংশ উদ্যত ফণাবিশিষ্ট, কিন্তু সকল অংশই সর্প, সেইরূপ ব্রহ্মের কোনও অংশ জীবের সহিত অভিন্ন, কোনও অংশ ভিন্ন)। এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ।

রামানুজভাষ্য : উভয়ব্যপদেশাৎ [কোথাও বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যথা 'ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্' (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১), অর্থাৎ, এই সবই ব্রহ্ম, আবার কোথাও বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 'হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' (ছান্দোগ্য ৬।৩।২), ব্রহ্ম বলিতেছেন "আমি

পৃথিবী জলও অগ্নির মধ্যে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ সৃষ্টি করিব"] অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প যেমন কখনও বলয় আকারে অবস্থান করে, কখনও ঋজু আকারে, ব্রহ্মও সেইরূপ কখনও জগৎরূপে অবস্থান করেন, কখনও জগৎ হইতে ভিন্নরূপে অবস্থান করেন)। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

প্রকাশাশ্রয়বৎ বা তেজস্ত্বাৎ (৩।২।২৮)

শঙ্করভাষ্য: অথবা সূর্য্যের প্রকাশ এবং প্রকাশের আশ্রয় (সূর্য্য) উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। 'তেজস্ত্বাৎ', উভয়ই তেজোরূপ বস্তু।

রামানুজভাষ্য: প্রকাশ এবং প্রকাশের আশ্রয় উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে সেই সম্বন্ধ।

পূর্ব্ববৎ বা (৩।২।২৯)

শঙ্করভাষ্য: পূর্ব্বে ৩।২।২৫ সূত্রে বলা হইয়াছে "প্রকাশবৎ"; প্রকাশ বা আলোকের কোনও বিশেষ রূপ নাই, যে বস্তুর উপর আলোক পড়ে, সেই বস্তুর রূপ আলোকের রূপ বলিয়া মনে হয়। সেই প্রকার ব্রহ্ম যদিও নির্ব্বিশেষ, তথাপি তিনি বুদ্ধিরূপ উপাধির সান্নিধ্য হেতু সবিশেষ জীব বলিয়া প্রতীত হন।

রামানুজভাষ্য: ২।৩।৪২ এবং ২।৩।৫৫ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে যে, জগৎ ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন বলিলে ব্রহ্মের অচেতনস্বরূপ দোষ উপস্থিত হয়। এজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, শরীরের

সহিত জীবের যেরূপ সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ সম্বন্ধ। যেখানে জগৎ আছে, সেখানে ব্রহ্মও আছেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ বলা হয়। উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া ভেদের উল্লেখ দেখা যায়। এইভাবে ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব রক্ষিত হয়।

প্রতিষেধাৎ চ (৩।২।৩০)

শঙ্করভাষ্য: ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীব নাই—এইরূপ প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এজন্য বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা", ব্রহ্ম ব্যতীত কেহ দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই।

রামানুজভাষ্য: অচৈতন্য বস্তুর যে ধর্ম্ম, তাহা ব্রহ্মের নাই বলিয়া প্রতিষেধ করা হইয়াছে। এজন্য বুঝিতে হইবে যে বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ (যেমন দেহ ও আত্মা), জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ।

পরম্ অতঃ সেতু-উন্মন-সম্বন্ধ ভেদব্যপদেশেভ্যঃ (৩।২।৩১)

পরম্ (শ্রেষ্ঠ) অতঃ (ব্রহ্ম হইতে) সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ (কারণ ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের পরিমাণ উল্লেখ আছে, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, ব্রহ্ম হইতে ভেদের উল্লেখও আছে।)

এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ। পরে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইবে যে ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। উপনিষদের কোনও কোনও বাক্য হইতে

মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। "অথ য আত্মা স সেতুঃ বিধৃতিঃ" (ছান্দোগ্য ৮।৪।১), অর্থাৎ, এই আত্মা (ব্রহ্ম) সেতুরূপে জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, সেতুর অপরপারে যেমন অন্য তীর আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের পরেও অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। "তৎ এতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্", এই ব্রহ্মের চারি অংশ। "শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ", জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইয়াছিল। এই সব বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী নহেন —তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী বস্তু আছেন।

সামান্যাৎ তু (৩।২।৩২)

ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে এই জন্য যে, সেতু যেমন জলকে ধারণ করিয়া রাখে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগৎকে ধারণ করিয়া থাকেন। ধারণরূপ সাদৃশ্য বা "সামান্য" হেতু সেতু বলা হইয়াছে। সেতু বলা হইয়াছে বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না যে, সেতুর পর যেমন অন্য তীর আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের পরেও অন্য কিছু বস্তু আছে। কারণ, তাহা হইলে এরূপও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সেতু যেরূপ প্রস্তর বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত, ব্রহ্মও সেইরূপ প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্ম্মিত হওয়া উচিত। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, অতএব ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও তত্ত্বের উল্লেখ নাই।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ (৩।২।৩২)

ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ, ষোড়শকলাযুক্ত প্রভৃতি "পাদবৎ" অর্থাৎ অংশযুক্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, 'বুদ্ধ্যর্থঃ" অর্থাৎ উপাসনার সুবিধার জন্য। নির্ব্বিকার, অনন্ত ব্রহ্মে সকলে মন স্থির করিতে পারেন না। ব্রহ্মে যাহাতে মন স্থির করিতে পারা যায় এজন্য ব্রহ্মকে আকারযুক্ত বলিয়া কোথাও কোথাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ (৩।২।৩৪)

শঙ্করভাষ্য: উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ আছে: উভয়ের মধ্যে প্রভেদের উল্লেখও উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ, "স্থানবিশেষ",—একই চৈতন্য বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে জীব বলিয়া বোধ হয়, সেই উপাধি অপগত হইলে বলা হয় জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্ম যে উপাধিতে প্রকাশিত হন, সেই উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে পরিমিত বলা হইয়াছে।

উপপত্তেশ্চ (৩।২।৩৫)

শঙ্করভাষ্য: উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তির দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত করা উচিত। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তির সময় জীব "স্বম্ অপীতো ভবতি", অর্থাৎ নিজকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। জীবের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাব উপাধিকৃত। ব্রহ্মের সহিত কোনও বস্তুর ভেদ হইতে পারে না। কারণ, বহু শ্রুতিবাক্যে ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বময়, সুতরাং ব্রহ্মও সর্ব্বময়।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে, এজন্য ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু আছে এবং তাঁহাকে পাইবার উপায় হইতেছেন ব্রহ্ম। কারণ, শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মকে পাইবার উপায় ব্রহ্ম,—অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।২।৩) এই কথা বলিয়াছেন:

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যম্ এব এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

অনুবাদ: ব্রহ্মকে বিদ্যা, বুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায় না। ব্রহ্ম যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন।

তথা অন্য প্রতিষেধাৎ (৩।২।৩৬)

শ্রুতিতে ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না।

"ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বং, নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন,"

অর্থাৎ, এই সবই ব্রহ্ম; এখানে নানা বস্তু নাই।

"যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ,"

অর্থাৎ যাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কোন বস্তু নাই।

"অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্,"

অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনও কারণ নাই, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই, ব্রহ্মের ভিতরে বা বাহিরে অন্য বস্তু নাই।

অনেন সর্ব্বগতত্বম্ আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ (৩।২।৩৭)

শঙ্করভাষ্য: অনেন (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা), সর্ব্বগতত্বম্ (ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়), আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (ব্যক্তিবাচক শব্দ প্রভৃতি হেতু)।

যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই, সকল বস্তুই ব্রহ্মের অন্তর্গত, অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত। ব্রহ্ম যে সর্ব্বত্র অবস্থান করেন, তাহা ব্যাপিত্ববাচক শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", অর্থাৎ, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ", অর্থাৎ, ব্রহ্ম নিত্য, সর্ব্বগত এবং স্থির।

রামানুজভাষ্য: আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপ্তিবাচক শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বগত), অনেন সর্ব্বগতত্বম্ (ব্রহ্ম যখন সর্ব্বগত, তখন তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না)।

ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ (৩।২।৩৮)

অতঃ (ব্রহ্ম হইতে), ফলম্ (কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়), উপপত্তেঃ (যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায়)।

জীব যে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, কে তাহাকে সেই ফলদান করে? ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে কর্ম্ম অনুরূপ ফলদান করেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, কোন জীব কখন্ কি কর্ম্ম করিয়াছে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই তাহা জানেন। এবং যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে সমর্থ, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরেরই ক্ষমতা আছে প্রত্যেক জীবকে প্রত্যেক কর্ম্মের ফল প্রদান করিতে। অচেতন

এবং ক্ষণস্থায়ী কর্ম্মের এমন শক্তি থাকিতে পারে না যে, সে নিজ হইতে ফলদান করিবে।

রামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যাহাতে ঈশ্বরের উপাসনা করে, এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থায় জীব দোষযুক্ত, কিন্তু ঈশ্বর কখনই দোষযুক্ত হন না, তিনি অনন্ত কল্যাণগুণের আকর এবং সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যেই বলা হইতেছে যে, যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতি সকল কর্ম্মের ফল (ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগ এবং মোক্ষলাভ) ঈশ্বরের কৃপাতেই হইয়া থাকে।

শ্রুতত্বাৎ চ (৩।২।৩৯)

শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, যে ঈশ্বর কর্ম্মফল প্রদান করেন। "সব বা এষ মহান্ অজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ" (বৃহদারণ্যক ৬।৪।২৪), অর্থাৎ, সেই ঈশ্বর প্রাণীদিগকে অন্নদান করেন এবং ধন দান করেন। "এষ হি এব আনন্দয়াতি" (তৈত্তিরীয়ক উপ, আনন্দবল্লী ৭।৪), অর্থাৎ, এই ঈশ্বরই আনন্দিত করেন।

ধর্ম্মং জৈমিনিঃ অত এব (৩।২।৩০)

জৈমিনি ঋষি বলেন, ধর্ম্মই কর্ম্মফলের দাতা। যুক্তি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেই তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্বর্গকামো যজেত," অর্থাৎ, যিনি স্বর্গ কামনা করেন তিনি যজ্ঞ করিবেন। অতএব যজ্ঞ হইতে স্বর্গ ফল আবির্ভাব হওয়া

উচিত। ঈশ্বর ফলদান করেন এইরূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বং তু বাদরায়ণঃ হেতুব্যপদেশাৎ (৩।২।৪১)

বাদরায়ণ আচর্য্যের মত এই যে, কর্ম্ম নিজ হইতে ফল দান করে না, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই ফল দান করেন। 'হেতুব্যপদেশাৎ, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরই কর্ম্মের হেতু। "এষ হি সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্য লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ হি এঋ অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে," অর্থাৎ ঈশ্বরই সাধু কর্ম্ম করান, তাহার দ্বারা, যাহাকে পৃথিবী অপেক্ষা উর্দ্ধলোকে উত্তোলন করিতে চাহেন। তিনি অসাধু কর্ম্ম করান, তাহার দ্বারা, যাহাকে অধোলোক লইয়া যাইতে চাহেন।

যে যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহাকে সেইরূপ প্রবৃত্তি দেন, এবং প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া সে তদনুরূপ ফলভোগ করে। সকল উপনিষদে ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে, জগৎ সৃষ্টি করার অর্থ— প্রত্যেক জীবকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবার ব্যবস্থা করা।

রামানুজভাষ্য : যজুর্বেদ (২।১।১) বলিয়াছেন যে, বায়ুকে যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিলে বায়ুর নিকট উপস্থিত হওয়া যায় এবং বায়ু তাহাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, যজ্ঞ নিজ হইতে ফল দান করে। বৃহদারণ্যক (৫।৭।৭) প্রভৃতি বাক্যে উল্লেখ আছে যে, ঈশ্বরই বায়ু প্রভৃতি দেবতার অন্তর্যামী রূপে

অবস্থান করেন ; সুতরাং ঈশ্বরই ফলদান করেন। গীতাতেও এ কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ," (গীতা ৯।১) ঈশ্বর বলিতেছেন, আমিই সকল যজ্ঞের পালক এবং প্রভু। প্রভু অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

তৃতীয় পাদ

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ (৩।৩।১)

একই নামের উপাসনা বা বিদ্যা বিভিন্ন উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য সংশয় হয়, এগুলি একই উপাসনা, না বিভিন্ন উপাসনা? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এইগুলি এক-ই উপাসনা। 'সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং', সকল বেদান্তে এক নামে যে সকল উপাসনার প্রত্যয় বা প্রতীতি হয়, তাহারা একই উপাসনা। 'চোদনা আদি-অবিশেষাৎ,' চোদনা অর্থাৎ উপাসনা করিবার যে বিধান দেওয়া হইয়াছে, সে বিধান সকল উপনিষদে 'অবিশেষ' অর্থাৎ ভেদহীন। একটি কোনও উপাসনার ফল প্রভৃতিও সর্ব্বত্র একরূপই প্রতীতি হয়। এজন্য বিভিন্ন উপনিষদে এক নামের যে সকল উপাসনার উল্লেখ আছে, সে সকল একই উপাসনা। বিভিন্ন উপাসনা নহে।

ভেদাৎ ন্ ইতি চেৎ ন একস্যাম্ অপি (৩।৩।২)

ভেদাৎ ন ইতি চেৎ (একই উপাসনা সম্বন্ধে বিভিন্ন উপনিষদে কিছু ভেদ দেখা যায়, এজন্য যদি কেহ বলেন যে, এক উপাসনা হইতে পারে না), ন (ইহা যথার্থ নহে)। একস্যাম্ অপি (এক উপাসনাতেই সেই সকল বিভিন্ন লক্ষণ সন্নিবিষ্ট থাকিতে পারে)।

বিভিন্ন উপনিষদে একই উপাসনার যে সকল বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলি বিভিন্ন হইলেও পরস্পর-বিরোধী নহে। সে জন্য একত্র সমাবেশ করিতে পারা যায়।

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারে অধিকারাৎ চ
সববৎ তন্নিয়মঃ (৩।৩।৩)

মুণ্ডক উপনিষদে আছে, যাহারা শিরোব্রত পালন করিবে, তাহাদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে, নচেৎ নহে। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, মুণ্ডক উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা অন্য উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাহা নহে। শিরোব্রত পালন করা 'স্বাধ্যায়স্য' অর্থাৎ মুণ্ডক উপনিষৎ পাঠের ধর্ম্ম, বহ্মবিদ্যার ধর্ম্ম নহে। 'তথাত্বেন হি সমাচারে' অর্থাৎ সমাচার গ্রন্থে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, শিরোব্রত পালন করিয়া এই বেদপাঠ করা উচিত। 'অধিকারাৎ চ', মুণ্ডক উপনিষদে আছে শিরোব্রত পালন না করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। "সববৎ চ তন্নিয়মঃ", সব নামক হোম যেমন একাগ্নি যজ্ঞেই প্রযোজ্য, ত্রেতাগ্নি যজ্ঞে প্রযোজ্য নহে, সেইরূপ শিরোব্রত অথর্ব্বোপনিষৎ পাঠেই প্রযোজ্য, ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

দর্শয়তি চ (৩।৩।৪)

এক উপনিষদে যে উপাসনার বিধান আছে, অন্য উপনিষদেও তাহা গ্রহণ করা হইবে, ইহা উপনিষদেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপসংহারঃ অর্থাভেদাৎ বিধিশেষবৎ সমানে চ (৩।৩।৫)

"সমানে" অর্থাৎ একটি কোনও বিদ্যার (যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার) একটি উপনিষদে যে সকল গুণ দেখা যায়, ভিন্ন উপনিষদে যদি সেই বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওযা যায়, তাহা হইলে সেখানেও সেই গুণগুলি "উপসংহার" অর্থাৎ গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাভেদাৎ" বিভিন্ন উপনিষদে একটি বিদ্যার অর্থ বা প্রয়োজনে কোনও ভেদ নাই, "বিধিশেষবৎ" অর্থাৎ কোনও যজ্ঞের সম্বন্ধে বিভিন্ন বেদে যে সকল বিধির উল্লেখ আছে, সে সকল বিধির একত্র গ্রহণ করা যেমন উচিত, সেইরূপ বিভিন্ন উপনিষদে একই বিদ্যা বা উপাসনার সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ দেখা যায়, সে সকল গুণের একত্র সমাহার করা প্রয়েজান।

অন্যথাত্বং শব্দাৎ ইতি চেৎ ন অবিশেষাৎ (৩।৩।৬)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ 'উদ্গীথ' (বেদের অংশবিশেষ) পাঠ করিয়া অসুরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা প্রথমে 'বাক্' দেবতাকে উদ্গীথ পঠ করিতে বলিয়াছেন, অসুরগণ বাক্ দেবতাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তখন দেবগণ 'ঘ্রাণ' দেবতাকে উদ্গীথ পাঠ করিতে বলিলেন, অসুরগণ তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। এই ভাবে অন্য দেবগণ দ্বারা উদ্গীথ পাঠের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে 'প্রাণ' দেবতাকে বলা হইল। অসুরগণ 'প্রাণ' দেবতাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইল এবং নিজেরাই ধ্বংস হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই প্রকার কাহিনী আছে।

কিন্তু সামান্য প্রভেদেও দেখা যায়। 'শব্দাৎ' উভয় উপনিষদে কিছু পার্থক্যের উপলব্ধি হয় বলিয়া 'অন্যথাত্বং ইতি চেৎ' উভয় উপনিষদের প্রাণ বিদ্যা বিভিন্ন, এই মনে হইতে পারে। 'ন' না, উভয় উপনিষদের প্রাণবিদ্যা একই। 'অবিশেষাৎ' প্রকৃতপক্ষে উভয় উপনিষদের কাহিনীতে কোনও প্রভেদ নাই। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

"ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোববীয়স্ত্বাদিবৎ" (৩।৩।৭)

এইস্থত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে।

ন বা (ছান্দোগ্যের প্রাণবিদ্যা এবং বৃহদারণ্যকের প্রাণবিদ্যা এক নহে) প্রকরণভেদাৎ [উভয়ের প্রকরণ বিভিন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্গীথনামক স্তবের একটি মাত্র অক্ষরের (ওঁকারের) উপাসনা বিহিত হইয়াছে।] পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ (উপনিষদে একস্থলে পরোবরীয়স্ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব গুণযুক্ত উদ্গীথ উপাসনার উল্লেখ আছে, অন্যত্র স্বর্ণময় কেশ নখ প্রভৃতি যুক্ত উদ্গীথ উপাসনার উল্লেখ আছে, উভয়ের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, উভয় প্রাণবিদ্যার মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ)।

সংজ্ঞাতঃ চেৎ তদুক্তম্ অস্তি তু তৎ অপি (৩।৩।৮)

"সংজ্ঞা" অর্থাৎ নাম। উভয় বিদ্যার নাম এক, উদ্গীথ বিদ্যা। "অতঃ চেৎ", যদি এজন্য মনে করা যায় যে, উভয় বিদ্যার মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই, "তৎ উক্তং" পূর্ব্বেই ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, যদিও নাম এক, তথাপি যখন প্রকরণ বিভিন্ন তখন বিদ্যাও

ভিন্ন। "অস্তি তু", অন্যত্রও এরূপ দেখা যায় যে, নাম এক হইলেও প্রভেদ আছে, পশু এই নাম এক হইলেও পশুর মধ্যে বিভিন্ন জাতির প্রভেদ দেখা যায়। "তৎ অপি", সেইরূপ এখানেও নাম এক হইলেও বিদ্যার প্রভেদ থাকিতে পারে।

ব্যাপ্তেঃ চ সমঞ্জসম্ (৩।৩।৯)

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (১।১।১), অর্থাৎ ওম্ এই "অক্ষর উদ্গীথকে" উপাসনা করিবে। উদ্গীথ একটি বেদের স্তব। তাহাতে "ওম্" এই অক্ষর আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই কথাটির অর্থ কি? উহার উদ্দেশ্য কি ওঙ্কারকে উদ্গীথ মনে করিতে হইবে, অথবা উদ্গীথকে ওঙ্কার মনে করিতে হইবে? অথবা এরূপ মনে করিতে হইবে যে, ওঙ্কার ও উদ্গীথে কোনও প্রভেদ নাই? অথবা উদ্গীথের অন্তর্গত ওঙ্কারকে উপাসনা করিতে হইবে? "ব্যাপ্তেঃ" যেহেতু ওঙ্কার বেদের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব উদ্গীথের অন্তর্গত ওঙ্কারের উপাসনা করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্তই "সমঞ্জসম্" অর্থাৎ নির্দ্দোষ।

সর্ব্বাভেদাৎ অন্যত্র ইমে (৩।৩।১০)

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে সকল গুণ আছে, সেই সকল গুণ প্রাণেরও আছে। কৌষীতকি উপনিষদে ইহা

বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু ইহা বলা হয় নাই যে, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের যে সকল গুণ আছে, প্রাণেরও সেই সকল গুণ আছে। "সর্ব্বাভেদাৎ", সর্ব্বত্র অভেদ হেতু, যে প্রাণের কথা ছান্দোগ্যে আছে, সেই প্রাণের কথা কৌষীতকি উপনিষদেও আছে, "অন্যত্র" কৌষীতকি প্রভৃতি অন্য উপনিষদেও "ইমে" যে সকল গুণ ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য (৩৷৩৷১১)

আনন্দাদয়ঃ (আনন্দ প্রভৃতি গুণ) প্রধানস্য (প্রধান অর্থাৎ ব্রহ্মের)। বেদে যে সকল স্থানে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, যে সকল স্থানে ব্রহ্মের বিবিধ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। কোনও স্থানে বলা হইয়াছে যে, তিনি আনন্দস্বরূপ, কোথাও বলা হইয়াছে যে তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কোথাও বলা হইয়াছে যে তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত ইত্যাদি। সংশয় হইতে পারে যে যেখানে ব্রহ্মের কতকগুলি গুণের উল্লেখ নাই, সেখানে সেই সকল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে কি না। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, একস্থানে যে গুণের উল্লেখ আছে অন্যত্র সে গুণের উল্লেখ না থাকিলেও উহা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ উপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে (৩৷৩৷১২)

শঙ্করভাষ্য : "প্রিয়শিরস্ত্বাদি-অপ্রাপ্তিঃ" (প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি

গুণের যেখানে উল্লেখ নাই, সেখানে গ্রহণ করিতে হইবে না), উপচয়াচয়ৌ (এই সকল গুণ থাকিলে হ্রাস ও বৃদ্ধি অনিবার্য্য), হি ভেদে (ভেদ হইলেই হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ, তাহার মধ্যে মনোময় কোষ, তাহার মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষের উল্লেখ করিয়া সকলের শেষে আনন্দময় আত্মার উল্লেখ আছে, এবং সেই আনন্দময় আত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "তস্য প্রিয়ম্ এব শিরঃ, মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৫।১), অর্থাৎ প্রিয়বস্তু তাঁহার শির, মোদ (আহ্লাদ) তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), প্রমোদ (প্রকৃষ্ট-আহ্লাদ, বা প্রিয়বস্তু উপভোগ) তাঁহার অন্যপক্ষ, আনন্দ তাঁহার আত্মা, ব্রহ্ম তাঁহার পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা। এই যে সকল ব্রহ্মের গুণের উল্লেখ আছে, এগুলি অন্যত্র (যেখানে এই গুণগুলির উল্লেখ নাই) সেখানে গ্রহণ করিতে হইবে না, কারণ, এগুলি ব্রহ্মের স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ সর্ব্বত্র (অর্থাৎ যে সকল স্থলে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে, সে সকল স্থলে) গ্রহণ করিতে হইবে। এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি গুণ সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে না, কারণ ইহারা ব্রহ্মের গুণ নহে, ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার একটি রূপ নির্দ্দেশ করিতেছে মাত্র। যদি এগুলিকে ব্রহ্মের গুণ বলা হয়, তাহা হইলে

শির পক্ষ পুচ্ছ প্রভৃতি ব্রহ্মের অবয়বভেদ স্বীকার করিতে হইবে, এবং "ভেদে (সতি)", অর্থাৎ অবয়বভেদ হইলে "উপচয়াপচয়ৌ" ব্রহ্মের হ্রাস ও বৃদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অনন্ত: যাহা অনন্ত, তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতে পারে না, "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৩।১)।

ইতরে তু অর্থসামান্যাৎ (৩।৩।১৩)

ইতরে (অপর গুণগুলি—আনন্দ প্রভৃতি—সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে), অর্থসামান্যাৎ (ব্রহ্ম প্রতিপাদনরূপ অর্থ সর্ব্বত্র সমান বলিয়া)।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ (৩।৩।১৪)

শঙ্করভাষ্য: কঠোপনিষদে (১।৩।১০) পাওয়া যায়; "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যঃ চ পরং মনঃ"—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ কতকগুলি বস্তু উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলা হইয়াছে— "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" (কঠ ১।৩।১১), অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ গতি। এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি? ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন প্রভৃতি যে সকল বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করা কি এই বাক্যের তাৎপর্য্য? অথবা কেবলমাত্র পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের

তাৎপর্য্য ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, কেবলমাত্র ব্রহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। "প্রয়োজনাভাবাৎ", অপর বস্তুর মধ্যে কে কাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্রহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মকে এইভাবে ধ্যান করিয়া মোক্ষলাভ করা হইবে, "আধ্যানায়"।

রামানুজভাষ্য : যদি প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ না হয়, তাহা হইলে কেন তাহাদিগকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,—কেন বলা হইয়াছে যে, সেই আনন্দময় বস্তুর একটি শির আছে, প্রিয় তাহার শির, ইত্যাদি ? "আধ্যানায়" অর্থাৎ উপাসনার সুবিধার জন্য এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। "প্রয়োজনাভাবাৎ" অর্থাৎ অন্য প্রয়োজনের অভাব হেতু,—উপাসনা ব্যতীত অন্য প্রয়োজন দেখা যায় না, অতএব উপাসনাই বর্ণনার প্রয়োজন।

আত্মশব্দাৎ চ (৩।৩।১৫)

শঙ্করভাষ্য : পুর্ব্বোক্ত কঠোপনিষদ্-বাক্যে পুরুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া সেই পুরুষকে "আত্মা" এই শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব সেই পুরুষ হইতেছেন ব্রহ্ম এবং তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহার উপলব্ধি প্রয়োজন।

রামানুজভাষ্য : পুর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্যে যে আনন্দময় বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহাকে "আত্মা" বলা হইয়াছে।

আত্মার সত্য সত্যই শির, পক্ষ, পুচ্ছ প্রভৃতি থাকে না। অতএব উপাসনার সুবিধার জন্যই ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ (৩৷৩৷১৬)

শঙ্করভাষ্য: ঐতরেয় উপনিষদে (১৷১৷২) এই বাক্য পাওয়া যায়, 'আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্র আসীৎ, ন অন্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি", অর্থাৎ পূর্ব্বে কেবলমাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্য গতিযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না, তিনি ইচ্ছা করিলেন বিবিধ লোক সৃষ্টি করিব। তাহার পর স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী এবং পাতাল-লোক সৃষ্টির উল্লেখ আছে। এখানে "আত্ম-গৃহীতিঃ" অর্থাৎ আত্মা শব্দে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে, হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ব্রহ্মা বা অন্য কোনও দেবতা নহে। "ইতরবৎ" অন্যত্র যেখানে জগৎসৃষ্টির উল্লেখ আছে, সেখানেই ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা এরূপ উল্লেখ আছে। অতএব এখানেও ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা। "উত্তরাৎ" অর্থাৎ আত্মা শব্দের পরে বলা হইয়াছে যে, এই আত্মা জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অতএব এই আত্মা ব্রহ্মই।

রামানুজভাষ্য: তৈত্তিরীয় উপনিষদের যে বাক্য ৩৷৩৷১২ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ, প্রত্যেক কোষকে আত্মা শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে আনন্দময় বস্তুকেও আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এজন্য সংশয় হইতে পারে যে, এই সকল স্থানেই

পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আত্মা শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। "আত্মগৃহীতিঃ", এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। "ইতরবৎ", উপনিষদে অন্যত্র পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আত্মা শব্দ যেমন প্রয়োগ করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ। "উত্তরাৎ', কারণ পরবর্ত্তী বাক্যে এই আনন্দময় আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২৷৬৷২), অর্থাৎ তিনি বাসনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, এই আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মই। কারণ, ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

অন্বয়াৎ ইতি চেৎ স্যাৎ অবধারণাৎ (৩৷৩৷১৭)

শঙ্করভাষ্য: 'অন্বয়াৎ ইতি চেৎ' মনে হইতে পারে যে, বাক্যের অর্থ অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, এখানে আত্মা শব্দে কোনও দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা যথার্থ নহে, "স্যাৎ" আত্মা শব্দে এখানে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে, "অবধারণাৎ" যাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। শ্রুতি বলিতেছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মা একা ছিলেন, সুতরাং এই আত্মা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না।

রামানুজভাষ্য: আনন্দময় বস্তুতে যেরূপ আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার পূর্ব্বে অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি বস্তুতেও সেইরূপ আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে, সেই সকল স্থানে আত্মশব্দের অর্থ

ব্রহ্ম হইতে পারে না। "অন্বয়াৎ" অর্থাৎ তাহার অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া আনন্দময় বস্তু সম্বন্ধে ব্যবহৃত আত্মা শব্দেও ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না, "ইতি চেৎ" যদি কেহ ইহা বলেন, "স্যাৎ" আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। "অবধারণাৎ" পূর্ব্বে যে অন্নময় প্রভৃতি বস্তুতে আত্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে সেখানেও ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপাদন করাই উদ্দেশ্য। প্রথমে বলা হইল অন্নময় কোষকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিবে, তাহার পর বলা হইল, তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী মনোময় কোষকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিবে, এইভাবে সর্ব্বশেষে আনন্দময় বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে বলা হইয়াছে। তাহার পরে অন্য কোনও বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে হইবে এরূপ বলা হয় নাই, প্রত্যুত বলা হইয়াছে যে, সেই আনন্দময় বস্তুই "সৃষ্টি করিব" এইরূপ সংকল্প করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং প্রথমে অনাত্মবস্তুতে আত্মা শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও পরিশেষে আনন্দময় বস্তুতে যে আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কার্য্যাখ্যানাৎ অপূর্ব্বম্ (৩।৩।১৮)

ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের যাবতীয় প্রাণী যাহা কিছু ভোজন করে, তাহাই প্রাণের অন্ন এবং জলই প্রাণের বস্ত্র। তাহার পর বলা হইয়াছে যে, এই জন্যই ভোজন করিবার পূর্ব্বে এবং পরে আচমন করা হয়, সেই আচমনের জলই প্রাণের বস্ত্রস্বরূপ। এখানে উপনিষদের অভিপ্রায় কি?

আচমন করিবার বিধান দেওয়া কি শ্রুতির অভিপ্রায়, অথবা জলকে প্রাণের বস্ত্র বলিয়া চিন্তা করা উচিত, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, কেবলমাত্র জলকে প্রাণের বস্ত্ররূপে চিন্তা করিবার বিধান দেওয়াই শ্রুতির অভিপ্রায়। ইহা "অপূর্ব্ব" অর্থাৎ কোনও স্থানে এরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। "কার্য্যাখ্যানাৎ" স্মৃতিতে দেহের শুদ্ধির জন্য আচমন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে, সেই "কার্য্যের" এখানে "আখ্যান" বা উল্লেখ মাত্র আছে তাহার ব্যবস্থা দেওয়া এই শ্রুতিবাক্যগুলির উদ্দেশ্য নহে। (এখানে দেখা যাইতেছে, যে, স্মৃতির ব্যবস্থা শ্রুতিও মান্য করিয়াছেন।)

সমানে এবং চ অভেদাৎ (৩।৩।১৯)

সমানে (এক শাখাতে), এবং চ (বিভিন্ন স্থানে এক উপাসনার উল্লেখ থাকিলে, এক স্থানে যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, অপর স্থানে সে সকল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে), অভেদাৎ (কারণ, উভয় স্থলে এক বস্তুরই উপাসনা করা হইতেছে)।

বাজসনেয়ি শাখাতে শাণ্ডিল্য বিদ্যার উল্লেখ আছে—"স আত্মানম্ উপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং," অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, যে আত্মা ইচ্ছাময়, সর্ব্বশক্তিমান এবং জ্যোতির্ম্ময় রূপবিশিষ্ট। পুনরায় সেই বাজসনেয়ি শাখারই অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫।৬।১) দেখিতে পাওয়া যায়, "মনোময়োহয়ং পুরুষঃ ভাঃ সত্যঃ তস্মিন্ অন্তঃ হৃদয়ে যথা ব্রীহিঃ বা যবো বা, স এষ সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ সর্ব্বম্ ইদম্ প্রশাস্তি যৎ ইদং কিঞ্চ", অর্থাৎ

তিনি ইচ্ছাময়, জ্যোতির্ম্ময় এবং সত্য, তিনি হৃদয়ের মধ্যে ব্রীহি বা যবের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করেন, জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি। উভয় স্থলেই এক ব্রহ্মই উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সুতরাং শেষোক্ত স্থানে যে সকল অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ আছে, প্রথমোক্ত স্থানেও সে সকল গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্বন্ধাৎ এবম্ অন্যত্র অপি (৩।৩।২০)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে "সত্যং ব্রহ্ম" (৫।৪।১)। তাহার পর বলা হইয়াছে "তৎযৎ সত্যং, অসৌ স আদিত্যঃ য এব তস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ" (বৃহদারণ্যক ৫।৫।২), অর্থাৎ এই যে সত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম, ইনিই সেই সূর্য্য, অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ বিরাজ করেন ইনিও সেই। সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ হইতেছেন ব্রহ্মের অধিদৈব রূপ, অর্থাৎ দেবতার মধ্যে তিনি এইরূপে বিরাজমান। দক্ষিণ চক্ষুঃস্থ পুরুষ হইতেছেন ব্রহ্মের অধ্যাত্ম রূপ, অর্থাৎ দেহের মধ্যে তিনি এইরূপে বিরাজ করেন। এখানে মনে হইতে পারে যে, যখন এক ব্রহ্মেরই উপাসনা উভয়স্থানে বিহিত হইয়াছে, তখন এক স্থানে উল্লিখিত গুণগুলি অন্যত্রও গ্রহণ করিতে হইবে। "এবং অন্যত্র অপি", পূর্ব্ব সূত্রে যেমন একই বিদ্যার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ থাকিলে একস্থলে উল্লিখিত গুণ অন্যত্র গ্রহণ করা যায়, "অন্যত্র" ও অধ্যাত্ম ও অধিদৈব

* যোগপ্রভাবে ব্রহ্মকে দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে পুরুষরূপে দেখা যায়।

উপাসনাতেও "সম্বন্ধাৎ", যখন একই ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন এক স্থানে উল্লিখিত গুণ অন্যত্রও গ্রহণ করা যায়। এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ। পরের সূত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে।

ন বা বিশেষাৎ (৩।৩।২১)

বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ আছে বলিয়া এক স্থানে উক্ত গুণ অন্য স্থলে গ্রহণ করা উচিত হইবে না। উভয়ত্র একই ব্রহ্ম, ইহা সত্য। কিন্তু ব্রহ্মকে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী রূপে কল্পনা করিলে যে ভাবে উপাসনা করিতে হইবে, দেহের মধ্যে (দক্ষিণ চক্ষুতে) অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করিলে তাহা হইতে ভিন্ন ভাবে উপাসনা করিতে হইবে।

দর্শয়তি চ (৩।৩।২২)

শ্রুতি স্বয়ং দেখাইয়াছেন যে, এক উপাসনার ধর্ম্ম অন্য উপাসনায় গ্রহণ করা হইবে না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "তস্য এতস্য তদ্ এব রূপং, যদ্ অমুষ্য রূপং, যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যৎ নাম তৎ নাম" (ছান্দোগ্য ১।৭।৫) অর্থাৎ সেই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের যাহা রূপ অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষেরও সেই রূপ, তাঁহার পদদ্বয় যেরূপ, ইঁহার পদদ্বয়ও সেইরূপ, তাঁহার যাহা নাম, ইঁহারও তাহা নাম। এখানে শ্রুতি যখন বলিলেন যে, উভয়ের নাম ও রূপ এক, তখন বুঝিতে হইবে যে, অন্য গুণ এক নহে। যদি উভয়ের সকল গুণই সমান হইত, তাহা হইলে এরূপ উল্লেখ থাকিত না যে, কেবল নাম ও রূপই সমান।

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তি আপচ অতঃ (৩।৩।২৩)।

কৃষ্ণযজুর্বেদে এই বাক্য পাওয়া যায় :

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্ম অগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবম্ আততান

ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ॥"

অনুবাদ : জগৎস্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বীর্য্য বা শক্তি ব্রহ্মেই সম্ভৃত অর্থাৎ সঞ্চিত থাকে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রাণীর অগ্রে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মের সহিত কে স্পর্দ্ধা করিতে পারে?

এখানে ব্রহ্মের সম্ভৃতি, দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে। "সম্ভৃতি" অর্থাৎ অলৌকিক শক্তির ধারণা; "দ্যুব্যাপ্তি" অর্থাৎ আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করা। যে সকল স্থানে ব্রহ্মের উপাসনার উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থানেই যে এই সকল সম্ভৃতি" "দ্যুব্যাপ্তি" প্রভৃতি গুণ গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না। যথা—শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা, প্রভৃতি বিদ্যাতে ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত মনে করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে। এই সকল উপাসনাতে "ব্রহ্ম আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন" এইরূপ চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি অনুসারে বিভিন্নরূপে উপাসনা করা হয়।

পুরুষবিদ্যায়াম্ ইব চ ইতরেষাম্ অনাম্নানাৎ (৩।৩।২৪)

ছান্দোগ্য উপানিষদ্ এবং তৈত্তিরীয়ক উপনিষদ্ উভয় গ্রন্থে

পুরুষবিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু একটি উপনিষদে পুরুষবিদ্যার যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, অন্য উপনিষদে সেই সকল গুণ সংগ্রহ করা উচিত হইবে না। ছান্দোগ্যে পুরুষকেই যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তৈত্তিরীয়কে সেরূপ করা হয় নাই। ছান্দোগ্যে পুরুষবিদ্যার ফল দীর্ঘ আয়ু লাভ। তৈত্তিরীয়কে ফল ব্রহ্মের মহিমা লাভ। 'ইতরেষাম্' (একই উল্লিখিত গুণসকলের অন্যত্র), 'অনাম্নানাৎ' (উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়া)।

বেধাদি-অর্থভেদাৎ [৩।৩।২৫]

প্রত্যেক উপনিষদ্ পাঠের পূর্ব্বে কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিবার নিয়ম আছে। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্ পাঠের পূর্ব্বে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, "সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য," ইত্যাদি। অর্থাৎ শত্রুর সকল দেহ ভেদ কর (অথবা করিয়া) হৃদয় ভেদ কর (অথবা করিয়া)। কঠ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রারম্ভে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, "শং নো মিত্রো শং বরুণঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ মিত্র ও বরুণদেব আমাদের মঙ্গল করুন। ঐ সকল উপনিষদে যে বিদ্যার উপদেশ আছে, সেই বিদ্যার অঙ্গরূপে এই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে না। "অর্থভেদাৎ" কারণ, এই সকল মন্ত্রের অর্থ বিদ্যার অর্থ হইতে ভিন্ন। এই সকল মন্ত্র বেদপাঠের অঙ্গ, বিদ্যার অঙ্গ নহে।

হানৌ তু উপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাৎ ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তং (৩।৩।২৬)

জীব যখন মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভের পথে গমন করে সেই সময়ের

এইরূপ বর্ণনা আছে : "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য, ধূত্বা শরীরম অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্ভবামি" [ছান্দোগ্য ৮।১৩।১], অর্থাৎ অশ্ব যেরূপ রোমসকল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীব পাপসকল ত্যাগ করে, চন্দ্র যেরূপ রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ জীব তাহার সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করে, এবং ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়। পুনরায় উক্ত হইয়াছে, "তৎসুকৃত-দুষ্কৃতে বিধুনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয় সুকৃতম্ উপযন্তি অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" (কৌষীতকি উপনিষদ্ ১।৪), অর্থাৎ, এই জীব পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করে, প্রিয় জ্ঞাতিগণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে অপ্রিয় জ্ঞাতিগণ পাপ গ্রহণ করে। উপনিষদে অন্য স্থানেও এইরূপ উল্লেখ আছে। কতকগুলি স্থলে দুইটি কথারই উল্লেখ আছে : (১) মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহার পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, (২) প্রিয় ও অপ্রিয় জ্ঞাতি সেই পাপ ও পুণ্য গ্রহণ করেন। আবার কোনও স্থলে কেবল ইহার উল্লেখ আছে যে তিনি পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করেন জ্ঞাতিগণ যে পাপ ও পুণ্য গ্রহণ করেন, ইহার উল্লেখ নাই। "হানৌ," যে স্থলে কেবল পাপ-পুণ্য ত্যাগের কথা আছে, গ্রহণের কথা নাই "উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ" সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, সেই পরিত্যক্ত পাপ পুণ্য জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করে। কারণ এই গ্রহণের কথা কৌষীতকি উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "কুশাং ছন্দঃস্তুত্যুপানবৎ"— এক স্থানে কেবল বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত কুশের উল্লেখ আছে, কোন্ বৃক্ষ তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু অন্য স্থলে উড়ুম্বর বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত কুশের উল্লেখ আছে, অতএব যেখানে বৃক্ষের নাম উল্লেখ নাই,

সেখানেও উদুম্বর বৃক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে। ছন্দঃ, স্তুতি, উপগান সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভ্যবাৎ তথাহি অন্যে (৩।৩।২৭)

যিনি মোক্ষলাভ করিবেন, তিনি মৃত্যুর পর যে পথে গমন করেন, কৌষীতকি উপনিষদে তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি দেবযান পথ ধরিয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, তাহার পর বিরজা নদীর তীরে উপস্থিত হন, মনের দ্বারাই তিনি ঐ নদী উত্তীর্ণ হন, সেই সময় তিনি পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করেন। এখানে সংশয় হয় যে, এই প্রকারের মুমুক্ষু ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন,—অথবা, মৃত্যুর অনেক পরে বিরজা নদী পার হইবার সময় ত্যাগ করেন? অথবা মৃত্যুর সময় কিছু ত্যাগ করেন, বিরজা নদী পার হইবার সময় কিছু ত্যাগ করেন? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, "সাম্পরায়ে" অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, "তর্ত্তব্যাভাৎ," মৃত্যুর পরে ইঁহারা সুখদুঃখ ভোগ করেন না, সুতরাং মৃত্যুর পরে কিছুকাল পাপ-পুণ্য বহন করিবার প্রয়োজন কি? "তথাহি অন্যে" অর্থাৎ কোনও কোনও উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়। (অথবা কোনও কোনও উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, তিনি মোক্ষলাভের পথে গমন করেন তাঁহাকে মৃত্যুর পর সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না)

ছন্দতঃ উভয়াবিরোধাৎ [৩।৩।২৮]

শঙ্করভাষ্য : পাপক্ষয় করিবার হেতু যম, নিয়ম, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সাধনা। মৃত্যুর পুর্ব্বেই "ছন্দতঃ" অর্থাৎ ইচ্ছামত এই সাধনা অভ্যাস করা যায়, মৃত্যুর পর যায় না। এই জন্য মৃত্যুর সময় পাপ পুণ্য ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত হয়, মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে পাপ-পুণ্য ত্যাগ যুক্তিযুক্ত হয় না। "উভয়াবিরোধাৎ", তাণ্ডিশাখা ও শাট্যায়নি শাখা উভয় শাখাতে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুর সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়, এই দুই শাখার সহিত যাহাতে বিরোধ না হয়, এ জন্য এইরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

রামানুজভাষ্য : কৌষীতকী উপনিষদে যদিও বিরজা নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগের উল্লেখ আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, এই পাপ-পুণ্য ত্যাগ, পূর্ব্বেই (মৃত্যুর সময়েই) হইয়া থাকে।

গতেরর্থবত্ত্বম্ উভয়থা অন্যথা হি বিরোধঃ [৩।৩।২৯]

শঙ্করভাষ্য : যখন পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়, তাহার পর দেবযান পথে গমন করিতে হইবে, এরূপ কোনও নিশ্চয়তা আছে কি না? "গতেঃ", দেবযান পথের "অর্থবত্ত্বং" অস্তিত্ব "উভয়থা", থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। "অন্যথা হি বিরোধঃ", নচেৎ বিরোধ হয়। "পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি (মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩।১।৩), অর্থাৎ পাপ-পুণ্য ত্যাগ করিয়া নির্দোষ হইয়া পরম সাম্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। এখানে পাপ-পুণ্য ত্যাগ করিয়াই মোক্ষলাভ করে, ইহা বলা হইল। অতএব সকলেই যে দেবযান

পথে গমন করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সাধনার তারতম্য অনুসারে কেহ মৃত্যুমাত্রই মোক্ষ লাভ করে, কেহ মৃত্যুর পরে দেবযান পথে গমন করিয়া বিলম্বে মোক্ষ লাভ করে।

রামানুজভাষ্য: এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ। ইহার অর্থ এইরূপ: "উভয়থা" যদি মৃত্যুর সময় কিছু পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়, এবং পরে বিরজা নদী অতিক্রম করিবার সময় কিছু পাপপুণ্য ত্যাগ হয় তাহা হইলেই "গতেঃ অর্থবত্ত্বম্" দেবযান পথ দ্বারা গমন অর্থবান "অন্যথা হি বিরোধঃ", যদি মৃত্যুর সময় সকল পাপ-পুণ্য ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে তখন সূক্ষ্ম শরীরও বিনষ্ট হইবে, তখন কেবল আত্মা কিরূপে গমন করিবে?

উপপন্নঃ তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ লোকবৎ (৩।৩।৩০)

শঙ্করভাষ্য: "উপপন্নঃ", কেহ মৃত্যুর সময় মোক্ষ লাভ করে, কেহ মৃত্যুর পর দেবযান পথে গমন করিয়া বিলম্বে মোক্ষ লাভ করে, ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। "তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ" যেহেতু, গতির লক্ষণবাচক অর্থ উপলব্ধি হয়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় বলা হইয়াছে যে, পর্য্যঙ্কের উপর আরোহণ করিতে হয়, সেখানে ব্রহ্ম উপবিষ্ট থাকেন; তাঁহার সহিত বাক্যালাপ হয়, ইত্যাদি। যে সাধক এইরূপ বিদ্যার উপাসনা করে, সে মৃত্যুর পরে দেবযান পথে গমন করিয়া সগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে ইহাই

যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যে সাধক ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্ব-জগতে অন্য কোনও বস্তু দর্শন করে না, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করে,—তাহার দেবযান পথে গমনের প্রয়োজন কি? সে, মৃত্যুমাত্রই মোক্ষ লাভ করিবে। "লোকবৎ", যে ব্যক্তি ভিন্ন গ্রামে যাইতে ইচ্ছা করে, সে নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া গমন করে, যে আরোগ্য লাভ ইচ্ছা করে, সে কোনও পথ দিয়া গমন করে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে দেবযান পথে গমন করিবে, যে ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা করে, তাহার দেবযান পথে গমন করিবার প্রয়োজন নাই।

রামানুজভাষ্য: পূর্ব্বসূত্রে যে সংশয় উত্থিত হইয়াছে, এই সূত্রে তাহার মীমাংসা হইতেছে। "উপপন্নঃ", মৃত্যুর সময় সমগ্র পাপ-পুণ্য পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত। "তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ", পাপ-পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলেও দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, ইহা জানিতে পারা যায়। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন: "পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮.১২।২২), অর্থাৎ পরম জ্যোতিঃ (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন, স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন। "সঃ স্বরাট্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দোগ্য ৭।২৫।২], তিনি স্বরাট্ হন, সকল লোকে তিনি ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে পারেন। কেহ যদি আপত্তি করেন যে, পাপ-পুণ্য রূপ কর্ম্মই সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, যখন পাপপুণ্য নষ্ট হয়, তখন সূক্ষ্ম শরীর কিরূপে অবস্থান করিতে পারে? তাহার উত্তর এই,—বিদ্যার মাহাত্ম্যে ইহা সম্ভব হয়। বিদ্যার প্রভাবে জীব এমন সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয়, যাহায়

ফলে সে দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। "লোকবৎ", এরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি শস্যের জন্য পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিল, পরে শস্যের জন্য পুষ্করিণীর জলের তাহার প্রয়োজন থাকে না, তখনও সে পুষ্করিণী নষ্ট করে না, তাহা হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করে।

অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্ অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ (৩।৩।৩১)

শঙ্করভাষ্য: যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরক্ষণেই মোক্ষ লাভ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের সকলেই মৃত্যুর পর দেবযান পথে গমন করেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবযান পথে গমন করেন বা করেন না, এরূপ সংশয় হইতে পারে। মনে হইতে পারে যে, যে সকল সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রসঙ্গে উপনিষদে দেবযান মার্গের উল্লেখ আছে, কেবল সেই সকল উপাসকই দেবযান পথে গমন করেন, এবং যে সকল সগুণ উপাসনা প্রসঙ্গে দেবযান পথের উল্লেখ নাই, তাঁহারা গমন করেন না। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। "অনিয়মেন" অর্থাৎ এরূপ নিয়ম করা যায় না যে, যে বিদ্যা সম্বন্ধে দেবযান পথের উল্লেখ আছে, কেবল সেই বিদ্যার উপাসক দেবযান পথে গমন করেন। "সর্ব্বাসাম্", যথার্থ সিদ্ধান্ত এই যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক সকলেই দেবযান পথে গমন করেন। "অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্", এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি এবং অনুমান অর্থাৎ স্মৃতির সহিত বিরোধ হয় না।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ যে কীটাঃ পতঙ্গা যৎ ইদং দন্দশূকম্" (বৃহদারণ্যক ৬।২।১৫), অর্থাৎ যাহারা যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা পিতৃযান পথে গমন করে, যাহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা দেবযান পথে গমন করে, অন্য সকলে কীট পতঙ্গ হয়। স্মৃতি বলিয়াছেন—"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে" (গীতা ৮।২৬), অর্থাৎ জগতে শুক্ল (দেবযান) এবং কৃষ্ণ (পিতৃযান) এই দুইটি পথ চিরকাল প্রসিদ্ধ।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্মের উপাসক সকলেই দেবযান পথে গমন করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারাও দেবযান পথে গমন করেন, যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও দেবযান পথে গমন করেন। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক মৃত্যুর পরক্ষণেই মোক্ষ লাভ করেন, ইহা যথার্থ নহে। "যে অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যং উপাসতে তে অর্চিষম্ এব অভিসংবিশন্তি" (বৃহদারণ্যক ৮।২।১৫), অর্থাৎ যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও সত্যকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিঃ-লোকে গমন করেন। এখানে সত্য শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। দেবযান পথের প্রথম স্থান হইতেছে অর্চিঃ-লোক। সুতরাং ব্রহ্ম-উপাসকমাত্রেই দেবযান পথে গমন করেন।

যাবদ্ অধিকারম অবস্থিতিঃ আধিকারিকানাম্ (৩।৩।৩২)

শঙ্করভাষ্য: পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও কোন কোন ঋষি পুনরায়

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপান্তরতমাঃ নামক বেদাচার্য্য বেদব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, নিমির শাপে তাঁহার দেহ নষ্ট হয়, তিনি পুনরায় মিত্র ও বরুণের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৃগু, সনৎকুমার, দক্ষ, নারদ প্রভৃতির এইরূপ পুনর্জন্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকলেরই সমগ্র বেদের অর্থ লাভ হইয়াছিল, ইহাও স্মৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এ জন্য সন্দেহ হইতে পারে যে জ্ঞান লাভ হইলেই যে অবশ্য মোক্ষলাভ হইবে, এরূপ নিশ্চয়তা নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ইঁহারা "আধিকারিক" অর্থাৎ জগতের কল্যাণের জন্য বেদপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের "যাবদ্ অধিকারম্ অবস্থিতিঃ" অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য যতক্ষণ প্রয়োজন হয়, ততক্ষণ পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হয়। পূর্ব্বকৃত কোনও কোনও কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইবার পর তাঁহারা সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন। এজন্য প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফলভোগের জন্য তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পুনর্জন্মগ্রহণের সময় তাঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয় নাই। মানব যেমন স্বচ্ছন্দে এক গৃহ হইতে ভিন্ন গৃহে গমন করে, তাঁহারাও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে এক দেহ হইতে ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অবশ্যই মোক্ষ হইবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রামানুজভাষ্য: পূর্ব্বের সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করেন, তিনি মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া

পরিশেষে মোক্ষলাভ করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে; কারণ, বশিষ্ঠ, অপান্তরতমাঃ প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন নাই, প্রত্যুত পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁহারা এরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যাহার ফলে একটা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই অধিকার একাধিক জন্ম ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এই জন্য তাঁহারা একাধিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অধিকার শেষ হইলে তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়াছিলেন।

অক্ষরধিয়াং তু অবরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্
ঔপসদবৎ তৎউক্তম্ (৩।৩।৩৩)

শঙ্করভাষ্যঃ উপনিষদে নানাস্থলে অক্ষর-ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। "এতৎ বৈ তৎ অক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘং" (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮), অর্থাৎ হে গার্গি, ইনিই সেই অক্ষর-ব্রহ্ম, যাহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন যে তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। পুনরায়, "অথ পরা যয়া তৎ অক্ষরম্ অধিগম্যতে যৎ তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্" (মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৬) অর্থাৎ অপরা বিদ্যার পর পরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা অক্ষরকে লাভ করা যায়, যে অক্ষরকে দর্শন করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, যাহার গোত্র নাই, বর্ণ নাই। প্রথম বাক্যে অক্ষরের সম্বন্ধে কয়েকটি গুণ প্রতিষেধ করা হইল। দ্বিতীয় বাক্যে অক্ষরের অন্য কয়েকটি গুণ প্রতিষেধ করা

হইল। এক স্থলে যে গুণগুলি প্রতিষেধ করা হইয়াছে, সকল স্থলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে। "অক্ষরধিয়াং তু অবরোধঃ," অক্ষরবাচক বাক্য-গুলি সর্ব্বত্রই গ্রহণ করা যায়। "সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্", সকল প্রকার বিশেষ লক্ষণ নিষেধ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিবার প্রণালী এই সকল বাক্যেই "সমান," যে বস্তু প্রতিপাদন করা হইতেছে, সেই বস্তু (ব্রহ্ম) সর্ব্বত্রই এক। "ঔপসদবৎ তৎ উক্তম্," পুরোডাশ প্রদানে মন্ত্র উদ্গাতার সম্বন্ধে উক্ত হইলেও অধ্বর্য্যুদের সম্বন্ধেও গ্রহণ করা হয়।

রামানুজও মোটামুটি এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ব্রহ্ম যে সর্ব্ব-বিশেষরহিত, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মের যে বিশেষ গুণগুলি শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন, কেবল সেই গুণগুলি ব্রহ্মের নাই। সেগুলি মন্দ গুণ। মন্দ গুণ ব্রহ্মের কিছু নাই। কিন্তু ব্রহ্মের অসংখ্য সদ্‌গুণ আছে,—তিনি সকল সদ্‌গুণের আধার। শ্রুতি প্রথমে বলিলেন যে, ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ। কিন্তু জীবও সৎ-চিৎ-আনন্দ। এ জন্য জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। তাই শ্রুতি বলিলেন যে, ব্রহ্ম স্থূল নহেন, ইত্যাদি। স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি অচেতনের ধর্ম্ম। জীবেরও যদিও এই সকল ধর্ম্ম নাই, তথাপি এই সকল ধর্ম্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইয়া থাকে ব্রহ্মের হয় না।

ইয়দামননাৎ (৩।৩।৩৪)

শঙ্করভাষ্য : মুণ্ডক উপনিষদের ৩।১।১ শ্লোক এইরূপ :

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
"তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি
অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি॥"

অনুবাদ: দুইটি পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) বন্ধুরূপে একটি বৃক্ষে থাকে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী স্বাদু ফল (কর্ম্মফল) ভোজন করে, অন্যটি ভোজন করে না, কেবল দর্শন করে।

ইহাই আবার শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের ৪।৬ শ্লোক। কঠোপনিষদের ১।৩।১ শ্লোক এই প্রকার:

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।"

অনুবাদ: কর্ম্মফলভোজনকারী দুই জন (জীব ও ব্রহ্ম) হৃদয়-গুহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিত। যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপাসনা করেন, এবং তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, সেই সকল ব্রহ্মবিদ্ উঁহাদিগকে ছায়া এবং আলোকস্বরূপ বলিয়া থাকেন।

এই দুই শ্লোকে একই বিদ্যার উল্লেখ আছে, ভিন্ন বিদ্যা নহে। কারণ "ইয়দামননাৎ", ইয়ৎ বা ইয়ত্তার উল্লেখ আছে। উভয় শ্লোকেই জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি বস্তুর উল্লেখ আছে। ঈশ্বর যদিও কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তথাপি কর্ম্মফলভোগকারী জীবের সহচররূপে অবস্থান করেন, এইজন্য জীব ও ঈশ্বর উভয়ের

বিশেষণরূপে "ঋতং পিবন্তৌ" (কর্ম্মফলভোগকারী) এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য: আমননাৎ (ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তাহেতু), ইয়ৎ (এই গুণ সকল) সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে: ব্রহ্ম সকল-দোষবর্জ্জিত (অস্থূলম্ অনণু) এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দময়। ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ। যেখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে সেখানে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে হইবে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্য যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, যথা—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" অর্থাৎ তিনি সকল করেন, সকল গন্ধযুক্ত, সকলরসযুক্ত—এই সকল গুণ যেখানে উপদেশ করা হইয়াছে সেইখানেই চিন্তা করিতে হইবে; যেথানে উপদেশ করা হয় নাই সেখানে চিন্তা করিতে হইবে না।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ (৩।৩।৩৫)

"যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৪।১) অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম যে আত্মা সকলের মধ্যে থাকেন তিনি কে? এই প্রশ্নটি দুইবার করা হইয়াছে এবং দুই রকম ভাবে উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এজন্য মনে হইতে পারে যে দুইটি বিদ্যার (জীবাত্মার ও পরমাত্মার) উপদেশ আছে। কিন্তু তাহা নহে। একটি বিদ্যারই (পরমাত্মারই) উপদেশ আছে। সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী (অন্তরা) আত্মা (স্বাত্মনঃ) এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন না।

"ভূতগ্রামবৎ"—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ"—এখানে যেমন সকল "ভূতগ্রামের" মধ্যে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত বাক্যেও সেইরূপ।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ ন উপদেশান্তরবৎ (৩।৩।৩৬)

অন্যথা (দুইটি স্বতন্ত্র বিদ্যা না হইলে), ভেদানুপপত্তিঃ (দুইবার এক বাক্য বলা সঙ্গত হয় না), ইতি চেৎ (কেহ যদি এই আপত্তি করেন), ন (এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে), উপদেশান্তরবৎ (ছান্দোগ্য উপনিষদে 'তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো'—'হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম' এই উপদেশ সাতবার বলা হইয়াছে। সেখানে যেমন দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিবার জন্য এক তত্ত্বই সাতবার উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ এক বিদ্যারই দুইবার উপদেশ করা হইয়াছে)।

রামানুজ ৩।৩।৩৫ এবং ৩।৩।৩৬ এই দুইটি সূত্র মিলাইয়া একটি সূত্রে ধরিয়াছেন এইভাবে "অন্তরা ভূত গ্রামবৎ স্বাত্মনঃ অন্যথা ভেদানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ ন উপদেশবৎ (৩।৩।৩৫)"। ব্যাখ্যা একরকমই করিয়াছেন।

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হি ইতরবৎ (৩।৩।৩৭)

শঙ্করভাষ্য : ঐতরেয় উপনিষদে আছে, "তদ্ যঃ অহং সঃ অসৌ, যঃ অসৌ সঃ অহং," অর্থাৎ আমি যাহা তিনিও (সূর্যদেবতাও) তাহা, তিনি যাহা আমিও তাহা। এখানে নিজেকে সূর্যরূপে চিন্তা, সূর্যকে নিজরূপে চিন্তা—দুই প্রকার চিন্তাই করিতে হইবে। "ব্যতিহার" অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব, একবার আত্মাকে বিশেষণরূপে, সূর্যকে বিশেষ্যরূপে, একবার সূর্যকে বিশেষণরূপে, আত্মাকে বিশেষ্যরূপে। "বিশিংষন্তি হি"—এই উভয়রূপে চিন্তার উল্লেখ আছে, "ত্বম্ অহম্ অস্মি, অহং চ ত্বম্ অসি"। "ইতরবৎ", সর্বাত্মত্ব প্রভৃতি অন্য গুণ সকল যেমন ধ্যানের জন্য উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই দুই প্রকার চিন্তাও ধ্যানের জন্য উল্লেখ হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্বের দুইটি সূত্রে উপনিষদের যে বাক্য বিচার করা হইয়াছে, এই সূত্রে তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য। প্রথমে উষস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি?" তাহার উত্তরে বলা হইল, "যিনি প্রাণ অপান প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম"। পরে কহোল প্রশ্ন করিলেন, "সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি?" তাহার উত্তর হইল, "যিনি ক্ষুধা পিপাসার অতীত, তিনিই ব্রহ্ম"। ব্রহ্মকেই প্রাণ অপান প্রভৃতির কর্ত্তা, এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, এই উভয় প্রকার চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্ম যে জীব হইতে পৃথক তাহা উপলব্ধি হইবে।

সা এব হি সত্যাদয়ঃ (৩।৩।৩৮)

শঙ্করভাষ্য : "তৎ যৎ সত্যম্ অসৌ স আদিত্যঃ য এব এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ" বৃহদারণ্যক ৫।৫।২ অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই (সূর্য্য), সূর্য্যমণ্ডলে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনি তাহাই, এবং দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনিও তাহাই। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, এবং চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষ—দুইটি ভিন্ন বিদ্যা নহে। এক ব্রহ্মকেই উভয় প্রকারে উপাসনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমে সত্যসংকল্প প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্মের গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে (সত্যাদয়ঃ), পরেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেখানে যেখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সর্ব্বত্র সেই সকল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই প্রকার এখানেও উষস্ত ও কহোলের

প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন গুণের উল্লেখ থাকিলেও বিভিন্ন গুণগুলি একত্র ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

কামাদি ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভ্যঃ (৩।৩।৩৯)

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ভাবে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে: "অথ যৎ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরঃ অস্মিন্ অন্তঃ আকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১২), অর্থাৎ এই হৃদয়ের মধ্যে যে ক্ষুদ্র পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে। তাহার পর বলা হইয়াছে, "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘিৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫), অর্থাৎ ইনিই আত্মা, ইনি সকল পাপমুক্ত, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, সত্যকাম, সত্যসংকল্প। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ভাবে উপদেশ আছে, "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষঃ অন্তঃহৃদয় আকাশঃ তস্মিন্ শেতে সর্বস্য বশী" (বৃঃ ৪।৪।২২), অর্থাৎ সেই যে মহান্ জন্মহীন আত্মা, যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ তাহার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, সকলের বশকর্তা। ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইনি জন্মমরণহীন আত্মা। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, হৃদয়াকাশের মধ্যে আত্মা শয়ন করিয়া থাকেন। এজন্য মনে হইতে পারে যে, এই দুইটি উপদেশ বিভিন্ন। কিন্তু তাহা নহে। দুইটি উপদেশই এক। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকেই হৃদয়াকাশ বলা হইয়াছে। "কামাদি" অর্থাৎ সত্যকাম প্রভৃতি যে সকল গুণ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে ; "ইতরত্র", অন্যস্থানে বৃহদারণ্যকেও সেই সকল

গুণ গ্রহণ করিতে হইবে ; "আয়তনাদিভ্যঃ'', উভয়ত্রই হৃদয়রূপ আশ্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে, উভয়ত্রই ব্রহ্মকে জগতের ধারণকারী সেতু বলা হইয়াছে। ইত্যাদি।

আদরাৎ অলোপঃ (৩৷৩৷৪০)

শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, ভোজন করিবার পূর্ব্বে "প্রাণায় স্বাহা'' বলিয়া প্রাণাগ্নিতে অন্ন আহুতি দিতে হইবে। যদি ভোজন করা না হয়, তাহা হইলেও জলের দ্বারা আহুতি দেওয়া উচিত। (আদরাৎ) আহুতির প্রতি আদর প্রদর্শন করা হইয়াছে এজন্য (অলোপঃ) আহুতি লোপ করা উচিত নহে। এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্বের সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সত্যকামত্ব, বশিত্ব প্রভৃতি গুণ আছে। এ বিষয়ে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে : ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং জগৎ মিথ্যা ; অতএব ব্রহ্মের বশিত্ব প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে না ; দুইটি ভিন্ন বস্তু থাকিলে একটি বস্তু অপরের বশীভূত হইতে পারে ; যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও বস্তু নাই, তখন ব্রহ্ম কাহাকে বশীভূত রাখিতে পারেন ? এই সন্দেহের উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে, "আদরাৎ অলোপঃ'' ব্রহ্মের সত্যকামত্ব, বশিত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, ইহা আদরপূর্ব্বক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (আদরাৎ)। সুতরাং উপাসনার সময় এই সকল গুণ চিন্তা করিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, এই সকল গুণের চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে না (অলোপঃ)। উপনিষদে যে বলা হইয়াছে, "নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন" (বৃহদারণ্যক ৬৷৪৷১৯), অর্থাৎ জগতে বিভিন্ন বস্তু নাই, তাহার অর্থ এই যে,

জগতের সকল বস্তু ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্মাত্মক নহে। "স এষ নেতি নেতি আত্মা" বৃহদারণ্যক (৬।৪।২০) এখানে "ইতি" শব্দের অর্থ "যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য", এবং এই বাক্যের অর্থ এই যে, জগতের অন্য সকল বস্তুর ন্যায় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তাঁহার স্বরূপ জগতের অন্য সকল বস্তুর স্বরূপ হইতে বিভিন্ন। ইহা বলিয়া উপনিষদ্ আবার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সত্যকাম প্রভৃতি গুণ আছে।

উপস্থিতে অতঃ তদ্বচনাৎ (৩।৩।৪১)

শঙ্করভাষ্য : উপস্থিতে (ভোজন উপস্থিত হইলে), অতঃ (সেই ভোজনের দ্রব্য হইতে প্রাণাগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে; ভোজন উপস্থিত না হইলে অন্য দ্রব্য দ্বারা এরূপ আহুতি দেওয়া প্রয়োজন নহে); তদ্বচনাৎ (উপনিষদের বাক্য সেইরূপ)। এই সূত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : উপস্থিতে (জীব যখন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, যখন মোক্ষ হয়), অতঃ (সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে, যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পায়), তদ্বচনাৎ (সেইরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৩।৪) এইরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়: "পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য (পরম জ্যোতি অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া) স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে (জীব নিজ রূপ প্রাপ্ত হয়) স উত্তমঃ পুরুষঃ (তিনিই উত্তম পুরুষ), স তত্র পর্য্যেতি (তিনি সেখানে সর্ব্বত্র গমন করেন), জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ (ভোজন করেন, বা ক্রীড়া করেন, বা রমণ করেন)

স্ত্রীভিঃ বা যানৈঃ বা জ্ঞাতিভিঃ বা (স্ত্রী বা যান বা জ্ঞাতিগণের সহিত), ন উপজনং স্মরন্ ইদং শরীরং (আত্মার সমীপবর্ত্তী এই দেহকে স্মরণ করেন না), স স্বরাট্ ভবতি (তিনি স্বাধীন হন), তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি (তিনি জগতের সর্ব্বত্র ইচ্ছানুরূপ ভ্রমণ করেন)।"

তন্নির্ধারণানিয়মঃ তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ (৩।৩।৪২)

শঙ্করভাষ্য : উপনিষদে কোনও কোনও কর্ম্ম সম্বন্ধে উপাসনা অথবা জ্ঞানের কথা আছে। সেই উপাসনা (বা জ্ঞান) কর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে ('তৎ-নির্দ্ধারণ-অনিয়মঃ'—অর্থাৎ অপরিহার্য্য ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এরূপ নিয়ম নাই)। "তদ্-দৃষ্টেঃ" (এইরূপ বেদবাক্য দর্শন করা যায়—যে এই উপাসনাগুলি কর্ম্মের অঙ্গ নহে), "তেন উভৌ কুরুতঃ যশ্চ এতদ্ এবং বেদ, যশ্চ ন বেদ" (ছান্দোগ্য ১।১।১০), অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মের গূঢ় রহস্য অবগত আছে, তাহারাও কর্ম্ম করে, যাহারা অবগত নহে, তাহারাও কর্ম্ম করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রহস্য না জানিলেও কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে। "পৃথগ্ধীঅপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" (কর্ম্মের ফল এবং উপসনার ফল পৃথক, কর্ম্ম করিয়া যে ফল লাভ করা যায়, উপাসনার সহিত কর্ম্ম করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়), "যৎ এব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছান্দোগ্য ১।১।১০), অর্থাৎ যে কর্ম্ম, বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং রহস্য-জ্ঞানের সহিত করা যায়, তাহার শক্তি অধিক হয়। শুধু কর্ম্ম করিলেও ফল হয়। জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিলে ফল বেশী হয়।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কখনও কখনও কোনও কর্ম্মের ফল পাওয়া যায় না, অন্য প্রবল কর্ম্মফল দ্বারা অভিভূত হয়। কিন্তু যদি জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করা যায়; তাহা হইলে সে কর্ম্মের ফল অবশ্য লাভ করা যায়; "অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" জ্ঞানের ফল এই যে, কর্ম্মফল লাভ করিবার পক্ষে বাধা দূর করে।

প্রদানবৎ এব তৎ উক্তং (৩।৩।৪৩)

শঙ্করভাষ্য: বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, বাক্, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ, কারণ, বাক্ ইন্দ্রিয় না থাকিলেও মূক হইয়াও বাঁচিয়া থাকা যায়, চক্ষু না থাকিলেও অন্ধ হইয়াও বাঁচা যায়, কিন্তু প্রাণ না থাকিলে জীবন ধারণ করা যায় না (বৃহদারণ্যক ১।৫।১২ ইত্যাদি)। অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার মধ্যেও বায়ুকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। উপনিষদে অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, বায়ু দেবতাই দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-রূপে অবস্থান করেন। এজন্য মনে হইতে পারে যে, প্রাণ ও বায়ুকে একভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। বায়ু এবং প্রাণকে পৃথকভাবে ধ্যান করিবার জন্য পৃথকভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। "প্রদানবৎ", ত্রিপুরোডাশিনী নামক যজ্ঞে যেমন এক ইন্দ্রকে বিভিন্ন গুণ অনুসারে চিন্তা করিয়া বিভিন্ন আহুতি প্রদান করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ।

রামানুজভাষ্য: ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১।৬) এইরূপ আছে: "তদ্ য ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্", অর্থাৎ

যাঁহারা এই আত্মা (ব্রহ্মকে) এবং সত্যকাম প্রভৃতি গুণ সকল অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন (তাঁহারা জগতের যথা ইচ্ছা তথা ভ্রমণ করিতে পারেন)। এখানে ব্রহ্ম এবং তাঁহার সত্যকাম, প্রভৃতি গুণের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ হয় যে, ব্রহ্মের সত্যকাম প্রভৃতি গুণের যখন চিন্তা করিতে হইবে, তখন কেবলমাত্র কি গুণের চিন্তাই করিতে হইবে? অথবা গুণযুক্ত ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও প্রথমে ব্রহ্মের চিন্তা করা হইয়াছে তথাপি পরে গুণের চিন্তা করিবার সময় পুনরায় গুণযুক্ত ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা এবং গুণযুক্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। "প্রদানবৎ", যেমন ত্রিপুরোডাশিনী নামক যজ্ঞে বিভিন্ন গুণযুক্ত ইন্দ্রকে বিভিন্ন বার চিন্তা করিয়া বিভিন্ন আহুতি প্রদান করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ।

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তৎ হি বলীয়ঃ তৎ অপি (৩।৩।৪৪)

শঙ্করভাষ্য: বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে মনের অসংখ্য বৃত্তিকে ইষ্টকরূপে কল্পনা করিয়া তাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত বেদীতে মনোরূপ অগ্নি স্থাপনা করিয়া যজ্ঞ করিবার কথা আছে। এইভাবে বাক্য চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা অগ্নি চয়ন করিবার কথা আছে।* এখানে বাস্তবিক

* উপনিষদে এই বাক্যগুলির ভাব এইরূপ, আমরা যাহা চিন্তা করি, যাহা দেখি, যে কথা বলি, সকলই যজ্ঞের অঙ্গ, সকলের দ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করা যায়।

কোনও যজ্ঞ করিতে হইবে, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। মনে মনে যজ্ঞ চিন্তা করিতে হইবে মাত্র। "লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ", এখানে যে কেবল চিন্তা করাই অভিপ্রেত, তাহার অনেক লিঙ্গ বা চিহ্ন আছে। যদিও কর্ম্মের প্রকরণ অর্থাৎ প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে, তথাপি প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গ বলবান, "তৎ হি বলীয়ঃ"।

রামানুজভাষ্য : তৈত্তিরীয় নারায়ণ উপনিষদে এই বাক্য আছে :

"সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবং
বিশ্বং নারায়ণং দেবম্ অক্ষরং পরমং প্রভুম্।"

অনুবাদ : "তাঁহার সহস্র শির, তিনি উজ্জ্বলবর্ণ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, তিনি বিশ্বের কারণ, তিনিই জগৎরূপে অবস্থান করেন, তিনি নারায়ণ, তিনি অক্ষর এবং পরমপ্রভু।" (এই বাক্যে প্রথমার্থে দ্বিতীয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে)। ইহার পূর্ব্বেই দহর বিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু সে জন্য ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দহর বিদ্যায় কি ভাবে উপাসনা করিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত বাক্যে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক পূর্ব্বোক্ত বাক্যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ" কারণ পরব্রহ্মের অনেকগুলি চিহ্ন এই বাক্যে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ (৩।৩।৪৫)

শঙ্করভাষ্য : প্রকরণাৎ (যে হেতু এই বাক্য যজ্ঞের প্রকরণে উল্লেখ আছে), পূর্ব্ববিকল্পঃ (অতএব পূর্ব্বে যে যজ্ঞীয় অগ্নির উল্লেখ আছে, এখানে সেই অগ্নিরই অন্যভাবে উল্লেখ), ক্রিয়ামানসবৎ

ভাৎ (দ্বাদশরাত্র যজ্ঞে যেরূপ মানসক্রিয়ার উল্লেখ আছে, মনে মনেই সোম গ্রহণ করিয়া আহুতি দিতে হয়, মনে মনেই ভক্ষণ করিতে হয় এখানেও সেইরূপ মনে মনেই বেদীরচনা করিয়া মনে মনেই অগ্নি চয়ন করিতে হয়)। এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ।

রামানুজও এই সূত্রের এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ বিচার এই সূত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পুর্ব্বের সূত্রে নহে।

অতিদেশাৎ চ (৩।৩।৪৬)

পূর্ব্বে উল্লিখিত অগ্নি এবং মন দ্বারা রচিত অগ্নি যে একই বস্তু, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন। এজন্যও বুঝিতে হইবে যে মনের দ্বারা অগ্নির কল্পনা করা কর্ম্মেরই অঙ্গ, ইহা স্বতন্ত্র বিদ্যা নহে।

বিদ্যা এব তু নির্দ্ধারণাৎ (৩।৩।৪৭)

এই সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। মনের দ্বারা অগ্নি চয়ন কর্ম্ম বা যজ্ঞ নহে, ইহা "বিদ্যা" "নির্দ্ধারণাৎ—", শ্রুতিতেই ইহা বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দর্শনাৎ চ (৩।৩।৪৮)

এ গুলি যে কর্ম্মের অঙ্গ নহে, কিন্তু স্বতন্ত্র বিদ্যা, তাহার যথেষ্ট হেতু দেখা যায় (৩।৩।৪৪ এর শঙ্করভাষ্য দেখুন)।

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ চ ন বাধঃ (৩।৩।৪৯)

প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি বলীয়ান্। শ্রুতিবাক্যে

বলা হইয়াছে যে, মনের বৃত্তি সকলকে যজ্ঞীয় ইষ্টকরূপে কল্পনা করা একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। এ জন্য প্রকরণ দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ইহা স্বতন্ত্র বিদ্যা নহে, ইহা যজ্ঞের অঙ্গ।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ চ প্রজ্ঞান্তরপৃথকৃত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তং (৩।৩।৫০)

অনুবন্ধাৎ (অনুবন্ধ অর্থাৎ যজ্ঞের অবয়ব)। মনের দ্বারা যজ্ঞের অবয়ব সকল সম্পাদন করিবার কথা আছে, এ জন্য বুঝিতে হইবে যে ইহা স্বতন্ত্র বিদ্যা, যজ্ঞের অবয়ব নহে, 'প্রজ্ঞান্তরপৃথকৃত্ববৎ' (শাণ্ডিল্য বিদ্যায় স্বতন্ত্র অনুবন্ধ আছে, এ জন্য সেই বিদ্যাকে যজ্ঞ হইতে এবং অন্য বিদ্যা হইতে পৃথকরূপে কল্পনা করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ), দৃষ্টঃ চ (অন্যত্রও দেখা যায়, যে প্রকরণ ত্যাগ করা প্রয়োজন হয়, এখানেও সেইরূপ)।

ন সামান্যাৎ অপি উপলব্ধেঃ মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ (৩।৩।৫১)

ন সামান্যাৎ অপি (কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, এই বিদ্যাটি যজ্ঞের অঙ্গ), উপলব্ধেঃ (যজ্ঞ ভিন্ন কেবল এই বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থ লাভ করিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি হয়), মৃত্যুবৎ (বৃহদারণ্যকে একস্থানে সূর্য্যকে এবং অগ্নিকে মৃত্যু বলা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্যু এই দুইটি দেবতা হইতে ভিন্ন), ন হি লোকাপত্তিঃ (ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে যে, এই আকাশ হইতে অগ্নি, সূর্য্যই তাহার সমিধকাষ্ঠ তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আকাশ সত্যই অগ্নি হইয়া যায়।)

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ (৩।৩।৫২)

পরেণ চ শব্দস্য (পরে যে শ্রুতিবাক্য আছে), তাদ্বিধ্যং (সেই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা স্বতন্ত্র বিদ্যা), ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ (অগ্নির অনেকগুলি অবয়ব এই বিদ্যায় আছে, এ জন্য অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে ।)

একে আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ (২।৩।৫৩)

শঙ্করভাষ্য ঃ একে (কতকগুলি ব্যক্তি), আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ শরীর থাকিলে আত্মা থাকে, শরীর না থাকিলে আত্মাকে অনুভব করা যায় না এজন্য চৈতন্যকে শরীরের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে)। ইহা পূর্ব্বপক্ষ ।

রামানুজভাষ্য ঃ সাধকের পক্ষে ব্রহ্মকে জানা যেমন প্রয়োজন, জীবকে জানাও সেইরূপ প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন এই যে, জীবকে কি কর্ত্তা-ভোক্তা-রূপে জানিতে হইবে? অথবা মুক্ত জীবের যে স্বরূপ তাহা জানিতে হইবে ? "একে" কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে "আত্মনঃ" কর্ত্তা-ভোক্তারূপেই জীবকে জানিতে হইবে, "শরীরে ভাবাৎ" কারণ, শরীরের মধ্যে কর্ত্তা-ভোক্তা-রূপেই জীব বিদ্যমান থাকে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ ।

ব্যতিরেকঃ তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ ন তু উপলব্ধিবৎ (৩।৩।৫৩)

শঙ্করভাষ্য : "ব্যতিরেকঃ" দেহ হইতে জীব পৃথক, "তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ" যে হেতু দেহ থাকিলেও জীব না থাকিতে পারে,

"ন তু উপলব্ধিবৎ" জীব এবং উপলব্ধি এক প্রকার বস্তু নহে। অনেকে মনে করেন যে, চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম, কারণ, দেহ থাকিলেই চৈতন্য থাকে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ দেহ থাকিলেও কখনও কখনও চৈতন্য থাকে না দেখা যায়। যাহা দেহের ধর্ম্ম তাহা যতক্ষণ দেহ থাকিবে ততক্ষণ থাকা উচিত। কিন্তু মৃত্যুর পর দেহ থাকিলেও চৈতন্য থাকে না। অতএব চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইতে পারে না, দেহ ভিন্ন অন্য বস্তু,—জীবের ধর্ম্মই চৈতন্য। একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে কথাটি আরও স্পষ্ট হইবে। রূপ দেহের ধর্ম্ম। দেহ যতক্ষণ থাকে, রূপ ততক্ষণ থাকে। দেহের রূপ অন্য ব্যক্তি উপলব্ধি করে। কিন্তু চৈতন্য দেহ থাকিলেও না থাকিতে পারে; এবং এক দেহের চৈতন্য অন্য ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না। এ জন্য রূপ যে প্রকার দেহের ধর্ম্ম, চৈতন্যকে সে প্রকার দেহের ধর্ম্ম বলা যায় না। দেহে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দেহ না থাকিলে চৈতন্য থাকিতে পারে না। কারণ, এরূপ অনুমান করা যায় যে, একই চৈতন্য এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে অবস্থান করিতে পারে। জড়বাদীকে পুনরায় এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, এই চৈতন্য কি বস্তু? যদি বল, ক্ষিত্যপ্‌তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূত-গঠিত "ভৌতিক" বস্তুর অনুভূতি নামক ধর্মের নাম চৈতন্য, তাহা হইলে কথাটি অলৌকিক হয়। কারণ, চৈতন্য যদি ভৌতিক বস্তুর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে চৈতন্য ভৌতিক বস্তুকে অনুভব করিতে পারে

না। কোনও বস্তুর ধর্ম্ম তাহার নিজের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। অগ্নির দাহশক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, তাহা অগ্নিকে পোড়াইতে পারে না। সেইরূপ কোনও বস্তুর রূপ সেই বস্তুকে দেখিতে পারে না। বিষয় এবং বিষয়ী ভিন্ন বস্তু। দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতেছে "বিষয়," তাহাদের শব্দ স্পর্শ রূপ প্রভৃতি গুণ আছে। কিন্তু চৈতন্য দেহ প্রভৃতি বিষয়ের গুণ হইতে পারে না। যদি চৈতন্য দেহের গুণ হইত, তাহা হইলে চৈতন্য দেহকে অনুভব করিতে পারিত না। যেমন স্পর্শ রূপ প্রভৃতি দেহের গুণ দেহকে অনুভব করিতে পারে না। অতএব ভৌতিক বস্তুর উপলব্ধি (চৈতন্য) ভৌতিক বস্তু হইতে ভিন্ন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং যাহারা আত্মাকে উপলব্ধিস্বরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। "আমি পূর্ব্বে এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম" আমাদের এইরূপ বোধ হয়। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উপলব্ধিরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা—আত্মা—পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে: দেহের পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। রাত্রে কোনও বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে প্রদীপের প্রয়োজন হয়, প্রদীপ থাকিলে উপলব্ধি হয়, প্রদীপ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া উপলব্ধিকে প্রদীপের ধর্ম্ম বলা যায় না। সেইরূপ দেহ থাকিলে উপলব্ধি হয়, দেহ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না, এজন্য উপলব্ধিকে দেহের ধর্ম্ম বলা ভুল হইবে। স্বপ্নদর্শনের সময় দেহের চেষ্টা ব্যতীতও

উপলব্ধি হয়। এজন্য উপলব্ধি দেহের চেষ্টার উপর নির্ভর করে ইহা বলা যায় না।

রামানুজভাষ্য: এই সূত্রে "তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ" এর স্থলে রামানুজ "তদ্ভাবভাবিত্বাৎ" এইরূপ পাঠ করেন। তিনি এই সূত্রের অর্থ এইরূপ করেন যে, সংসারী-আত্মা এবং মুক্ত-আত্মার যে প্রভেদ ("ব্যতিরেকঃ"), তাহাই চিন্তা করা প্রয়োজন। "তদ্ভাবভাবিত্বাৎ" কারণ, আত্মাকে যে ভাবে চিন্তা করা হয়, সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। উপনিষদ বলিয়াছেন, "যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি" অর্থাৎ পুরুষ ইহলোকে যেরূপ সংকল্প করে, মৃত্যুর পর সেইরূপ হইয়া যায়। সংসারী আত্মার চিন্তা করিলে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মলাভ করিয়া সংসারী হইতে হয়। মুক্ত-আত্মার চিন্তা করিলে মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ হয়। জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের শরীর। এজন্য ব্রহ্মের উপাসনার সহিত জীবাত্মার উপাসনাও শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। "উপলব্ধিবৎ" ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যেমন প্রয়োজন, জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করাও সেইরূপ প্রয়োজন।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ (৩।৩।৫৫)

বেদের বিভিন্ন শাখায় উদ্গীথবিদ্যার অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন উপাসনার উল্লেখ আছে। একটি শাখাতে যে সকল উপাসনা আছে, তাহাদিগকে সেই শাখার উদ্গীথবিদ্যাতেই নিবদ্ধ রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই, অন্য সকল শাখার উদ্গীথবিদ্যার অঙ্গ রূপেও তাহাদিগকে গ্রহণ করা যাইবে।

মন্ত্রাদিবদ্ বা অবিরোধঃ (৩।৩।৫৬)

(মন্ত্রাদিবদ্) বেদের একটি শাখায় যে মন্ত্র, কর্ম্ম প্রভৃতির উল্লেখ থাকে, বেদের অন্য শাখায় সেই মন্ত্র, কর্ম্ম প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। সেইরূপ উদ্গীথবিদ্যার অঙ্গীভূত যে উপাসনা একটি শাখায় দেখা যায়, অন্য শাখায় সেই উপাসনা গ্রহণ করা যায়। (অবিরোধঃ) বেদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি (৩।৩।৫৭)

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১১ অধ্যায়ে) বৈশ্বানরবিদ্যা নামক ব্রহ্মের একপ্রকার উপাসনা উল্লেখ আছে। ত্রৈলোক্যকে ব্রহ্মের শরীর মনে করিয়া ব্রহ্মের উপাসনাকে বৈশ্বানর বিদ্যা বলা হয়। প্রাচীনশাল, উদ্দালক প্রভৃতি ছয়টি ঋষি বিভিন্ন প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। কেহ স্বর্গকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতেন। কেহ সূর্য্যকে, কেহ বায়ুকে। তাঁহারা এই সকল উপাসনায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কেকয়-বংশীয় অশ্বপতি নামক রাজা বৈশ্বানর ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এজন্য তাঁহারা অশ্বপতি রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বৈশ্বানর উপাসনার পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। অশ্বপতি বলিলেন, তোমরা আত্মা হইতে পৃথক-রূপে কল্পনা করিয়া ব্রহ্মের বিভিন্ন অংশকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিতেছ। স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার প্রাণ, ইত্যাদি। (ভূম্নঃ) সমগ্র ব্রহ্মের উপাসনার (জ্যায়স্ত্বং) শ্রেষ্ঠত্ব (ক্রতুবদ্) সমগ্র অঙ্গসহিত যজ্ঞের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব সেইরূপ। (তথা হি দর্শয়তি) বেদই তাহা দেখাইয়া দিতেছেন।

নানা শব্দাদিভেদাৎ (৩।৩।৫৮)

শঙ্করভাষ্য : বেদের বিভিন্নস্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সেই সকল উপাসনা এক, অথবা বিভিন্ন ? 'নানা, বিভিন্ন উপসনাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। 'শব্দাদিভেদাৎ,' শব্দ অর্থাৎ বেদ প্রভৃতির ভেদ হেতু। বেদ কোথাও তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, কোথাও আকাশের মধ্যে। সকল উপাসনা এক নহে। পূর্ব্বের সূত্রে যে উপাসনাগুলি একত্র করিতে বলা হইয়াছে সেগুলিকে একত্র করিবার কথা বেদেই আছে, এবং একত্র করিতে কোন বাধাও নাই। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল বিভিন্ন উপাসনার কথা বেদে উল্লেখ আছে, সে গুলি একত্র করিবার কথা বেদে নাই, এবং একত্র করিতে বাধা আছে।

রামানুজভাষ্য : রামানুজের ব্যাখ্যাও একই প্রকার। বেদোক্ত উপাসনার তিনি উদাহরণ দিয়াছেন, সদ্‌বিদ্যা, ভূমাবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোসলবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা অনন্দময়বিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা। এই সকল বিদ্যাতে ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করিবার বিধান আছে। যে উপায়ে হউক এক উপায়ে তাঁহাকে উপাসনা করিলেই মোক্ষলাভ করা যায়।

বিকল্পঃ অবিশিষ্টফলত্বাৎ (৩।৩।৫৯)

ব্রহ্মলাভের জন্য যে সকল বিভিন্ন উপাসনা উপনিষদে বিহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি কোনও উপাসনা গ্রহণ করা প্রয়োজন (বিকল্পঃ)। (অবিশিষ্টফলত্বাৎ) কারণ, সকল উপাসনার ফল

"অবিশিষ্ট" অর্থাৎ অভিন্ন। যে কোনও উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ ক যায়। এক সঙ্গে বিভিন্ন উপাসনা অভ্যাস করিলে চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে। যে কোনও উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ হউক, ব্রহ্মলাভ হইলেই অসীম আনন্দ পাওয়া যাইবে। অতএব ফল একই।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা
পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ (৩।৩।৬০)

(কাম্যাঃ) বিভিন্ন সকাম কর্ম্মসকল, যথা স্বর্গলাভ করিবার জন্য যজ্ঞ, (যথাকামং) যথেচ্ছভাবে, (সমুচ্চীয়েরন ন বা) সকলগুলি অনুষ্ঠান করা যায়, না করাও যায়, (পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ) পূর্ব্ব সূত্রে অভিন্ন ফলরূপ যে হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভাব হেতু। স্বর্গলাভের জন্য বেদে বিবিধ যজ্ঞের বিধান আছে। স্বর্গ নানাবিধ, স্বর্গে অল্প বা অধিক কাল বাস করা যায়। অনেকগুলি যজ্ঞ করিলে বিবিধ স্বর্গে দীর্ঘকাল বাস করা যায়। এ জন্য অনেকগুলি করিবার সার্থকতা আছে। কিন্তু ব্রহ্মলাভ সম্বন্ধে কোনও ইতরবিশেষ হইতে পারে না, সুতরাং একটি কোনওরূপে ব্রহ্ম উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিলে, পুনরায় অন্যরূপে ব্রহ্ম উপাসনার প্রয়োজন হয় না।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ (৩।৩।৬১)

যজ্ঞের অঙ্গে যে সকল উপাসনা আছে, সে সকল উপাসনা তাহাদের আশ্রয় স্তোত্রের সহিত জড়িত থাকে। যে সকল স্থানে স্তোত্র আছে, সেই সকল স্থানেই উপাসনা করিতে হইবে।

শিষ্টেশ্চ (৩।৩।৬২)

বেদে যেরূপ শিষ্টি অর্থাৎ উপদেশ আছে, সেইভাবে এই সকল উপাসনা করিতে হইবে।

সমাহারাৎ (৩।৩।৬৩)

বেদের এক স্থানে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, অন্যত্রও তাহা সমাহার (গ্রহণ) করা হইয়াছে দেখা যায়।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ (৩।৩।৬৪)

উপাসনার গুণ (ওঁকার) সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। সুতরাং উপাসনাও সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ (৩।৩।৬৫)

(ন বা) পূর্ব্বোক্ত মত যথার্থ নহে। উপাসনার আশ্রয়—স্তোত্র,—থাকিলেই যে উপাসনা তাহার সহিত থাকিবে (তৎসহভাবঃ) এরূপ শ্রুতিবাক্য নাই (অশ্রুতেঃ)। সুতরাং এক স্থানে বিহিত উপাসনা অন্যস্থানে বিহিত না থাকিলে গ্রহণ করিতে হইবে না।

শ্রুতেশ্চ (৩।৩।৬৬)

এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখা যায় যে, যাঁহারা যজ্ঞ করেন, তাঁহারা যজ্ঞের সহিত উপাসনা না করিতেও পারেন। অতএব যজ্ঞের সহিত উপাসনা করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই।

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

এই পাদে ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সাধন বিবৃত হইয়াছে।

পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ (৩।৪।১)

পুরুষার্থ (মোক্ষ) অতঃ (এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লাভ করা যায়) শব্দাৎ (কারণ, বেদ ইহা বলিয়াছেন)। যথা, 'তরস্তি শোকম্ আত্মবিদ্' (ছান্দোগ্য ৭।১।৩), অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শোক উত্তীর্ণ হয়। 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১।১), অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন। ইতি বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণের ইহা মত। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষলাভ হইবে, ব্রহ্মজ্ঞানের পরে মোক্ষের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রয়োজন নাই)।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ অন্যেষু জৈমিনিঃ (৩।৪।২)

শেষত্বাৎ (শেষ অর্থাৎ অঙ্গ, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে, সে ব্যক্তি নিজে যজ্ঞ-রূপ ক্রিয়ার একটি অঙ্গ। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, এই সকল ক্রিয়ার অঙ্গ), পুরুষার্থবাদঃ (আত্মজ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হয়, এই প্রকার বাক্য "পুরুষের অর্থবাদ"; অর্থাৎ যজ্ঞরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ যে কর্ত্তা তাহার প্রশংসাসূচক), যথা অন্যেষু (যজ্ঞের অন্য যে সকল অঙ্গ, সে সকল অঙ্গের যেমন প্রশংসাসূচক বাক্য দেখা যায়, সেরূপ এই বাক্যগুলি কর্ত্তার প্রশংসাসূচক), ইতি জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনির

ইহা মত)। জৈমিনির মত এই যে, বেদের উদ্দেশ্য কেবল যজ্ঞ করিবার উপায় বলিয়া দেওয়া। যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন হয়, সেই সকল দ্রব্য সংস্কার করিবার ব্যবস্থা আছে। যে ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, তাহার সংস্কার করিবার জন্য আত্মজ্ঞান প্রয়োজন। এজন্য আত্মজ্ঞানের প্রশংসাসূচক বাক্য আছে। বাস্তবিক আত্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, ইহা বেদের অভিপ্রায় নহে। এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ।

আচারদর্শনাৎ (৩।৪।৩)

জনক, কেকয়রাজ, অশ্বপতি প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও যজ্ঞ করিতেন ইহা দেখা যায়। যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়, তাহা হইলে কেন ইঁহারা বহুকষ্টসাধ্য যজ্ঞ করিবেন? এই সকল সূত্র পূর্ব্বপক্ষ।

তৎশ্রুতেঃ (৩।৪।৪)

বিদ্যা যে কর্ম্মের সহায়কমাত্র, তাহা বেদেই উক্ত হইয়াছে: "যৎ এব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তৎ এব বীর্যবত্তরং ভবতি" (ছান্দোগ্য ১।১।১০), অর্থাৎ যে কর্ম্ম বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং রহস্যজ্ঞানের সহিত করা যায়, তাহার শক্তি বেশী হয়।

সমন্বারম্ভণাৎ (৩।৪।৫)

"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" (বৃহদরণ্যক ৪।৪।২), অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম্ম পরলোকগামী আত্মার অনুগমন করে। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল বিদ্যার ফলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না।

তদ্বতো বিধানাৎ (৩।৪।৬)

তদ্বতঃ (ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির), বিধানাৎ (কর্ম্মের বিধান দেখা যায় ; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও কর্ম্ম প্রয়োজন)। "আচার্য্য-কুলাৎ বেদম্ অধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্ম অতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ" (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১), অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় গুরুর কর্ম্ম (সমিধ আহরণ প্রভৃতি) করিয়া যে সময় অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে ; তাহার পর গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ আশ্রমে বাস করিয়া পবিত্র দেহে অবস্থান করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং অন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলে মোক্ষলাভ হইবে। বেদ পাঠ করিবার সময় বেদের অর্থ গ্রহণও করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের পরেও কর্ম্মের বিধান আছে। অতএব কেবল জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় না।

নিয়মাৎ চ (৩।৪।৭)

'কুর্ব্বন্ এব ইহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ' (ঈশোপনিষদ্) অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে ; এইভাবে পাপ হইতে মুক্তি হয়, অন্যথা মুক্তি হয় না। এই নিয়ম হইতে বুঝিতে হইবে জ্ঞান হইলেও কর্ম্ম না করিলে মুক্তি হয় না।

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণঃ এবং তদ্দর্শনাৎ (৩।৪।৮)

তু (কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মত যথার্থ নহে), অধিকোপদেশাৎ (কারণ, জীব অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু ঈশ্বরের উপদেশ আছে),

এবং বাদরায়ণঃ (ইহা বাদরায়ণের মত), তদ্দর্শনাৎ (ঈশ্বর যে জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে)। নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের উপদেশ আছে : যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ (মুণ্ডক ১।১।৯); ভীষা অস্মাৎ বাতঃ পবতে (তৈত্তিরীয় ২।৮।১) (তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়) ইত্যাদি। ঈদৃশ ঈশ্বরকে জানিলে কাহারও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় স্বর্গলাভের জন্য। ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গসুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরকে জানিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে, ইহাই যথার্থ। ইহাতে কর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

তুল্যং তু দর্শনম্ (৩।৪।৯)

ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করিতেছে এরূপ বাক্য যেমন দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ বাক্যও দেখা যায়। কৌষীতকি উপনিষদে (২।৫) দেখা যায় ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছেন, "আর কি হেতু আমরা যজ্ঞ করিব, কি হেতু বেদ পাঠ করিব? এই হেতুই পূর্ব্বের ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ত্যাগ করিয়াছিলেন"। বৃহদারণ্যকে (৪।৫।১৫) দেখা যায়, "যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'ইহাই অমৃতত্ব' এই বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন।" অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করেন, এবং করেন না, দুই-ই দেখা যায়। ইহার সমাধান এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই,

কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য (অর্থাৎ জগতে সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য) ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করিতে পারেন।

অসার্ব্বত্রিকী (৩।৪।১০)

পূর্ব্বোক্ত (৩।৪।৪) সূত্রে উপনিষদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে "যে কর্ম্ম বিদ্যার সহিত করা হয়, তাহার শক্তি বেশী হয়।" ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় নাই যে, সকল বিদ্যাই কর্ম্মের অঙ্গ। উদ্গীথ বিদ্যা সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে। ঐ বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ বটে। কিন্তু সকল বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে। "অসার্ব্বত্রিকী" সর্ব্বত্র এই নিয়ম খাটে না।

বিভাগঃ শতবৎ (৩।৪।১১)

শঙ্করভাষ্য: পূর্ব্বোক্ত (৩।৪।৫) সূত্রে উপনিষদ্ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, "বিদ্যা ও কর্ম্ম মৃতব্যক্তির অনুসরণ করে।" ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্যা কাহারও অনুসরণ করে, কর্ম্ম কাহারও অনুসরণ করে, "বিভাগঃ"। "শতবৎ", দুইটি ব্যক্তিকে দেখাইয়া যদি বলা হয়, "ইহাদিগকে শত মুদ্রা দাও" তাহা হইলে পঞ্চাশ করিয়া দুইজনকে একশত দেওয়া উচিত। এখানেও সেই নিয়ম।

রামানুজভাষ্য: মৃত্যুর পর বিদ্যা তাহার ফল স্বতন্ত্রভাবে দেয়, কর্ম্ম তাহার ফল স্বতন্ত্রভাবে দেয়। এইরূপ "বিভাগ" হয়।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ (৩।৪।১২)

পূর্ব্বের (৩।৪।৬) সূত্রে উপনিষদ্ হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকট বেদ

অধ্যয়ন করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবে। এইরূপ গৃহস্থের বেদ অধ্যয়ন মাত্র হইয়াছে (অধ্যয়নমাত্রবতঃ), ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। অতএব কর্ম্ম করা তাহার প্রয়োজন।

ন অবিশেষাৎ (৩।৪।১৩)

শঙ্করভাষ্যঃ পূর্ব্বের (৩।৪।৭) সূত্রে উপনিষদ্ হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে.—শত বৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে এবং কর্ম্ম করিবে। ব্রহ্মজ্ঞানী এরূপ করিবে, এরূপ কথা বিশেষভাবে বলা হয় নাই (অবিশেষাৎ)। সুতরাং জ্ঞানীকে কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা বলা যায় না ("ন")।

রামানুজভাষ্য: উপনিষদ্ বলিয়াছেন, যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিবে। এখানে যে কর্ম্ম মানে যজ্ঞ, এরূপ "বিশেষের" হেতু নাই। উপাসনাও কর্ম্ম। উপনিষদ্ বাক্যের এইরূপ অর্থও করা যায়, "যাবজ্জীবন উপাসনা করিবে।"

স্তুতয়ে অনুমতিঃ বা (৬।৪।১৪)

শ্রুতি বলিতেছেন যে, বিদ্বান্ যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম তাঁহাতে লিপ্ত হয় না। বিদ্যার "স্তুতি" বা প্রশংসার জন্য ইহা বলা হইয়াছে। বিদ্বান্‌কেও কর্ম্ম করিতেই হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য নহে। কর্ম্ম করিবার "অনুমতি" দেওয়া হইতেছে মাত্র।

কামকারেণ চ একে (৩।৪।১৫)

শ্রুতিতে দেখা যায় যে, বিদ্বান্ বিদ্যার ফল অনুভব করিয়া সাংসারিক সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)

উপমর্দং চ (৩।৪।১৬)

শঙ্করভাষ্য : "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং জিঘ্রেৎ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৬), অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগতের সকল বস্তুই আত্মরূপে প্রতীত হয়, তখন কাহার দ্বারা ক্যহাকে দেখিবে ? কাহার দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ? কারণ-কার্য্য এই সকল ভেদ উপমর্দ হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল ভেদ না হইলে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী ক্রিয়া করিতে পারেন না।

রামানুজভাষ্য : ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পূর্ব্বকৃত সকল কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, কর্ম্মের ফল আর ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান কোনও ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥" (মুণ্ডক ২।২।৮), অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

ঊর্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি (৩।৪।১৭)

ঊর্ধ্বরেতাঃ অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আশ্রমে বিদ্যা বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না, কারণ, সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। "শব্দে হি" অর্থাৎ বেদে সন্ন্যাসীর কথা আছে। "এতম্ এব হি প্রব্রাজিনঃ লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২), অর্থাৎ সন্ন্যাসীগণ এই ব্রহ্মলোক লাভ করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পরামর্শং জৈমিনিঃঅচোদনা চ অপবদতি হি (৩।৪।১৮)

জৈমিনির মতে বেদে সন্ন্যাস আশ্রমের "পরামর্শ" বা উল্লেখ মাত্র আছে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার বিধান কোথাও নাই (অচোদনা) প্রত্যুত সন্ন্যাস গ্রহণের নিন্দাসূচক বাক্য আছে (অপবদতি হি) "বীরহা বা এষ দেবানাং যঃ অগ্নিম্ উদ্বাসয়তি" (যজুর্ব্বেদ ১।৫।২), অর্থাৎ যে বক্তি অগ্নি নির্ব্বাপিত করে (বৈদিক কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা প্রয়োজন) সে দেবগণের বীর্য্যহানি করে।

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ (৩।৪।১৯)

বাদরায়ণের মত এই যে, সন্ন্যাস আশ্রম অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইহাই শ্রুতিব উদ্দেশ্য। কারণ. শ্রুতিতে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে প্রকার উল্লেখ আছে, সন্ন্যাস আশ্রমেরও সেই প্রকার উল্লেখ আছে, (সাম্যশ্রুতেঃ)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন :

ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ (ধর্ম্মের তিনটি শাখা), যজ্ঞঃ অধ্যায়নং দানম্ ইতি প্রথমঃ (যজ্ঞ, অধ্যায়ন ও দান ইহা প্রথম শাখা :—গার্হস্থ্য আশ্রম), তপ এব দ্বিতীয়ঃ (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস দ্বিতীয় শাখা), ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ (ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম তৃতীয় শাখা) সর্ব্বে অপি এতে পুণ্যলোকাঃ ভবন্তি (ইঁহারা সকলেই মৃত্যুর পর স্বর্গাদি পুণ্যলোকে গমন করেন), ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি (যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি মোক্ষলাভ করেন) (২।২৩।১)।

রামানুজ বলেন, সকল আশ্রমেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকা সম্ভব। শঙ্কর বলেন যে, কেবল সন্ন্যাস আশ্রমেই ইহা সম্ভব। শঙ্করের মতে, "তপ এব দ্বিতীয়:" এখানে বানপ্রস্থ আশ্রম লক্ষ্য করা হইয়াছে, "ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি" এখানে সন্ন্যাস আশ্রমকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বিধিঃ বা ধারণবৎ (৩।৪।২০)

বিধিঃ (ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সন্ন্যাসের বিধি দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র পরামর্শ নহে ;, ধারণবৎ (যজ্ঞে সমিধ্-ধারণের বিধান এইভাবেই দেওয়া হইয়াছে। বেদ যেখানে বলিয়াছেন, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করা উচিত, বুঝিতে হইবে, সেই বাক্য বৈরাগ্যহীন ব্যক্তি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে)।

স্তুতিমাত্রম্ উপাদানাৎ ইতি চেৎ ন অপূর্ব্বত্বাৎ (৩।৪।২১)

বেদে উদগীথ (বেদের একটি স্তব) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "স এব রসানাং রসতমঃ" (ছান্দোগ্য ১।১।৩), অর্থাৎ ইহা সকল আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ। মনে হইতে পারে যে, এই প্রকার বাক্য "স্তুতিমাত্র,"—কেবল উদগীথের প্রশংসার জন্য এরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে। "উপাদানাৎ" কারণ যজ্ঞের অঙ্গরূপে উদগীথকে গ্রহণ করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে। "ন," কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। "অপূর্ব্বত্বাৎ", উদগীথ যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ, ইহা পূর্ব্বে জানা ছিল না, এই শ্রুতিবাক্য হইতে প্রথম জানা যায়। যদি পূর্ব্বে জানা থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত যে, ইহা স্তুতির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। যখন পূর্ব্বে জানা ছিল না, তখন ইহা কেবল প্রশংসার জন্য বলা হয় নাই, উদগীথকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে।

ভাবশব্দাৎ (৩।৪।২২)

উদ্গীথকে উপাসনা করিতে হইবে এইরূপ স্পষ্ট শব্দ (অর্থাৎ বেদবাক্য) দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"উদ্গীথম্ উপাসীত" অর্থাৎ উদ্গীথকে উপাসনা করিবে। এজন্যও স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল প্রশংসার জন্য উদ্গীথকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলা হয় নাই, উদ্গীথকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

পরিপ্লবার্থা ইতি চেৎ ন বিশেষিতত্বাৎ (৩।৪।২৩)

অশ্বমেধ যজ্ঞে পরিজন সহিত রাজাকে আখ্যান শুনাইবার বিধান আছে। তাহাকে পরিপ্লব বলে। উপনিষদে কতকগুলি আখ্যান আছে,—যথা অরুণের পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান (ছান্দোগ্য), দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনের উপাখ্যান (কৌষীতকি)। "পরিপ্লবার্থা ইতি চেৎ ন", এইরূপ মনে হইতে পারে যে, এই সকল উপাখ্যান পরিপ্লবের উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ যজ্ঞে যজমানকে এই সকল উপাখ্যান শ্রবণ করান উচিত ; কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। "বিশেষিতত্বাৎ", কোন্ উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে, সেগুলি বিশেষভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। উপনিষদের উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে এরূপ বিশেষ নাই। সুতরাং উপনিষদের উপাখ্যানগুলির সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। উপনিষদে যে সকল বিদ্যা বা যজ্ঞের কথা আছে, তাহাদের মহিমা বুঝাইবার জন্যই ঐ সকল আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে।

তথাচ একবাক্যতোপবন্ধাৎ (৩।৪।২৪)

দুইটি কথা যখন এক উদ্দেশ্যে উক্ত হয় তখন একবাক্যতা আছে এরূপ বলা হয়। উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলি উপনিষদুক্ত বিদ্যার

মহিমাখ্যাপনের জন্য উক্ত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে 'একবাক্যতা' রক্ষা হয়। উপনিষদে কোনও একটি বিদ্যার সহিত যে উপাখ্যান উক্ত হইয়াছে, সেই বিদ্যার উপদেশ এবং উপাখ্যান উভয়ের উদ্দেশ্য এক,—সেই বিদ্যার মহিমা স্থাপন করা। ইহাই একবাক্যতা।

অতএব চ অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা (৩।৪।২৫)

শঙ্করভাষ্য: অতএব (যেহেতু বিদ্যা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়), অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা (অগ্নি-ইন্ধন) অর্থাৎ যজ্ঞার্থে অগ্নি প্রজ্বালন প্রভৃতি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না)। বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। বিদ্যার পরে কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না।

রামানুজভাষ্য: কোনও যজ্ঞের অঙ্গরূপে যে বিদ্যার উপদেশ আছে, সন্ন্যাসিগণের সেই বিদ্যাতে অধিকার আছে, কিন্তু অগ্নি ইন্ধন প্রভৃতি কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম না করিয়াও তাঁহারা সেই কর্ম্মের অঙ্গরূপে যে বিদ্যার উপদেশ আছে, সেই বিদ্যার অধিকারী।

সর্ব্বাপেক্ষা তু যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ (৩।৪।২৬)

শঙ্করভাষ্য: সর্ব্বাপেক্ষা (বিদ্যালাভের জন্য সকল কর্ম্মের অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে), যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ (যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। যথা "তম্ এব (সেই ব্রহ্মকেই) বেদানুবচনেন (বেদবাক্যের দ্বারা) ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি (ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করেন) যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন (যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং কামনা-ত্যাগের দ্বারাও জানিতে ইচ্ছা করেন) (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২), অশ্ববৎ (রথ টানিবার জন্য অশ্বের প্রয়োজন থাকিলেও হলচালনায় অশ্বের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ

বিদ্যালাভের জন্য কর্মের প্রয়োজন থাকিলেও বিদ্যা উৎপত্তির পর মোক্ষলাভের জন্য কর্মের প্রয়োজন নাই)।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ নিরন্তর ধ্যান বা উপাসনা করা। গৃহস্থ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিলে ঈশ্বরের কৃপায় নিরন্তর ধ্যান ও উপাসনা করিবার শক্তি লাভ হয়। "অশ্ববৎ" এই শব্দের ব্যাখ্যা তিনি এইরূপ করিয়াছেন; অশ্বের সাহায্যে গমন করা যায়, কিন্তু গমন করিতে হইলে কেবল যে অশ্বই প্রয়োজন তাহা নহে,—বল্গা প্রভৃতিও প্রয়োজন; সেইরূপ গৃহস্থের পক্ষে বিদ্যার সহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মও প্রয়োজন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন:

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥" (গীতা ১৮।৫)

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনটি কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে, সর্ব্বদা এই সকল কর্ম্ম করা উচিত, কারণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মানবকে পবিত্র করে।

পুনশ্চ বলিয়াছেন,

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" (গীতা ১৮।৪৬)

অর্থাৎ যে ঈশ্বর সকল জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দান করেন, যিনি বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন তাঁহাকে নিজ কর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেঃ তদঙ্গতয়া
তেষাম্ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (৩।৪।২৭)

শঙ্করভাষ্য : তথাপি তু শমদমাদি উপেতঃ স্যাৎ (তথাপি সাধককে বিদ্যালাভ করিতে হইলে শমদমাদিযুক্ত হইতে হইবে। শম—মন হইতে কামনা ত্যাগ ; দম—ইন্দ্রিয়-সংযম), তদঙ্গতয়া তদ্‌বিধেঃ (বিদ্যার অঙ্গরূপে শম দম প্রভৃতি অবলম্বন করিতে হইবে এইরূপ বিধি উপনিষদে দেখা যায়), তেষাম্ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (অতএব শমদমাদি অবশ্যই অনুষ্ঠেয়) ।

রামানুজভাষ্য : গৃহস্থ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবে এবং সেই সঙ্গে শম-দমাদি অনুষ্ঠানও করিবে। শাস্ত্র যে কর্ম্ম করিতে বলিবে সেই কর্ম্ম করিবে, এবং চিত্তবিক্ষেপকারী অন্য ব্যাপার হইতে বিরত হইবে।

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ (৩।৪।২৮)

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ (সকল অন্ন গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে), প্রাণাত্যয়ে (প্রাণসংশয় হইলে), তদ্দর্শনাৎ (শ্রুতিতে ইহা দেখা যায়)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১০।১) একটি উপাখ্যান আছে। দুর্ভিক্ষের সময় ব্রহ্মজ্ঞানী চক্রায়ণ ঋষি প্রাণরক্ষার জন্য মাহুতের উচ্ছিষ্ট কলাই ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাহুতের উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে আমি অন্যত্র জল পান করিব। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ সাধারণতঃ অনুসরণ করা উচিত।

কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য সেই সকল বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিতে পারা যায়।

অবাধাৎ চ (৩।৪।২৯)

উপনিষদ বলিয়াছেন, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২), অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে ধ্রুব স্মৃতি হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আহারশুদ্ধি প্রয়োজন। যদি ভোজন বিষয়ে কোনও নিয়ম রক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে এই শ্রুতি বাক্যের বিরোধিতা হয়। যাহাতে এই শ্রুতি বাক্যের বিরোধিতা না হয় (অবাধাৎ) তজ্জন্য পূর্ব সূত্রনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অপি চ স্মর্য্যতে (৩।৪।৩০)

মনু (১০।১০৪ শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, প্রাণসংশয় হইলে যেখানে সেখানে অন্নভোজন করা যায়।

শব্দশ্চ অতঃ অকামকারে (৩।৪।৩১)

অতঃ অকামকারে (যে হেতু যথেচ্ছ আহার বর্জ্জনীয় অতএব), শব্দশ্চ [যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় এইরূপে শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণো সুরাং ন পিবেৎ (এই জন্য ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না)]।

বিহিতত্বাৎ চ আশ্রমকর্ম্ম অপি (৩।৪।৩২)

৩।৪।২৬ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আশ্রমকর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করা প্রয়োজন। সংশয় হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহে না, তাহার পক্ষে

আশ্রমকর্ম্ম করা প্রয়োজন কি না। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে যিনি জ্ঞানলাভ ইচ্ছা করেন না, তিনিও আশ্রমকর্ম্ম করিবেন (আশ্রমকর্ম্ম অপি)। কারণ, শাস্ত্রে এই প্রকার বিধান দেওয়া হইয়াছে (বিহিতত্বাৎ) যে, আশ্রমকর্ম্ম করিতে হইবে।

সহকারিত্বেন চ (৩।৪।৩৩)

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যার সহকারী।

সর্ব্বথা অপি তে এব উভয়লিঙ্গাৎ (৩।৪।৩৪)

সর্ব্বথা অপি (সর্ব্বপ্রকারে, মোক্ষের উদ্দেশ্যে ও করিবে, মোক্ষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও করিবে), তে এব (সেই সকল কর্ম্মই, যে সকল কর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিহিত হইয়াছে), উভয়লিঙ্গাৎ (শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় বাক্যেই এই সকল কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে—শঙ্কর; অথবা মোক্ষের জন্য এবং স্বর্গলাভের জন্য, উভয়ের জন্যই, বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান আছে;—রামানুজ)।

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি (৩।৪।৩৫)

দর্শয়তি (শ্রুতি দেখাইয়াছেন), অনভিভবং চ (যাঁহারা আশ্রম-কর্ম্ম করেন তাঁহারা কাম ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হন না—শঙ্কর। আমাদের পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে আমাদের মনে কাম ক্রোধের সঞ্চার হয়। তাহারা বিদ্যা উৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে এই সকল পাপ বিদ্যা উৎপত্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, অর্থাৎ বিদ্যা পাপের দ্বারা অভিভূত হয় না,—রামানুজ।

অন্তরা চ অপি তু তদ্দৃষ্টেঃ (৩।৪।৩৬)

অন্তরা (যাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চার আশ্রম নাই, যাঁহারা আশ্রম সকলের অন্তরালে থাকেন), চ অপি তু (তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে), তদ্দৃষ্টেঃ (তাহা দেখা যায়; ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্কের উপাখ্যান আছে, বৃহদারণ্যকে বাচক্নবীর উল্লেখ আছে, তাঁহাদের আশ্রমধর্ম্মে অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যালাভের জন্য আশ্রমধর্ম্ম প্রয়োজন। এজন্য মনে হইতে পারে যে, যাঁহাদের আশ্রমধর্ম্মে অধিকার নাই, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা যাথার্থ নহে। আশ্রমধর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও জপ উপবাস দান নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি কর্ম্মে সকলের অধিকার আছে এবং সেই সকল কর্ম্মের সাহায্যে সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, বেদে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

অপি চ স্মর্য্যতে (৩।৪।৩৭)

পুরাণ ইতিহাসেও এরূপ দেখা যায়। যথা ভীষ্ম, সংবর্ত্ত। মনু-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ অন্য আশ্রম-ধর্ম্ম পালন না করিলেও কেবল জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে:

"জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

কুর্য্যাৎ অন্যৎ ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" মনু ২।৮৭

অনুবাদ: ব্রাহ্মণ কেবল জপের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্য কিছু করুক বা না করুক। সে সর্ব্বত্র মিত্রভাবাপন্ন, সে ব্রহ্মনিষ্ঠ।

বিশেষানুগ্রহশ্চ (৩।৪।৩৮)

জপ উপবাস দান প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিদ্যার অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব হয়। সকল বর্ণের লোকের এই ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার আছে। প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন, "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানম্ অন্বিষ্যেৎ", অর্থাৎ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যার দ্বারা আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে।

অতস্তু ইতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাৎ চ (৩।৪।৩৯)

অতঃ (আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিয়া জপ উপবাস প্রভৃতি পালন করা অপেক্ষা), ইতরৎ (আশ্রমধর্ম্ম পালন), জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ), লিঙ্গাৎ চ (বিদ্যালাভের জন্য যে আশ্রমধর্ম্ম করা অধিক উপযোগী, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। বেদ বলিয়াছেন, 'তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ' (বৃঃ উঃ ৪।৪।৯) অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলাভ করা যায়। স্মৃতি বলিয়াছেন, যে কোনও একটি আশ্রম অবলম্বন না করিয়া একদিন ও থাকিবে না)।

তদ্ভূতস্য ন অতদ্ভাবঃ জৈমিনেঃ অপি নিয়মাৎ তদ্রূপাভাবেভ্যঃ (৩।৪।৪০)

তদ্ভূতস্য (যিনি 'সন্ন্যাসী), ন অতদ্ভাবঃ (তিনি আর সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে পারেন না), জৈমিনেঃ অপি (জৈমিনিরও এই মত), নিয়মাৎ (শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম দেখা যায়), তদ্রূপাভাবেভ্যঃ (কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি যে সন্ন্যাসী হইয়া পরে গৃহী হইয়াছেন, তাহা দেখা যায় না)।

ন চ আধিকারিকম্ অপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ (৩।৪।৪১)

যদি সন্ন্যাসীর স্ত্রীসংসর্গে পতন হয়, তাহার "আধিকারিকম" (ব্রহ্মবিদ্যা অধিকার উৎপাদক প্রায়শ্চিত্ত) "ন চ" (নাই)। পতনানুমানাৎ (সন্ন্যাসীর পতন স্মৃতির যে বাক্যে দেখা যায়; অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি), তদযোগাৎ (সেই বাক্যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই)। সন্ন্যাসীর পতন হইলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

উপপূর্ব্বম্ অপি তু একে ভাবম্ অশনবৎ তদুক্তম্ (৩।৪।৪২)

একে (কেহ কেহ বলেন), উপপূর্ব্বম্ অপি (সন্ন্যাসীর স্ত্রী-সংসর্গরূপ পতন মহাপাতক নহে, উপপাতকমাত্র), ভাবম্ (ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে) অশনবৎ (ব্রহ্মচারীর মদ ও মাংস ভোজন করিলে তাহার যেমন প্রায়শ্চিত্ত আছে, সেইরূপ এই পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে), তৎ উক্তং (ইহা উক্ত হইয়াছে)। এই মত গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, যে শাস্ত্রবাক্যে বলা হইয়াছে যে, প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই বাক্যের অর্থ এই যে, যাহাতে পতন না হয়, এ জন্য সন্ন্যাসীর যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

বহিঃ তু উভয়থা অপি স্মৃতেঃ আচারাৎ চ (৩।৪।৪৩)

বহিঃ তু (কিন্তু পতিত সন্ন্যাসী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাকে বহিষ্কার করা উচিত), উভয়থা অপি (উভয় মতেই ইহা স্বীকার্য্য), স্মৃতেঃ আচারাৎ চ (স্মৃতি এবং সাধু ব্যক্তির আচার এইরূপ দেখা যায়)।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, যদিও ইহাকে উপপাতক বলা যায়

এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে বলা যায়, তথাপি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও এইরূপ ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করা যায় না। কারণ, সাধুগণ ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন।

স্বামিনঃ ফলশ্রুতে ইতি আত্রেয়ঃ (৩।৪।৪৪)

যজ্ঞের অঙ্গরূপে কোনও কোনও উপাসনার উপদেশ আছে। সেই উপাসনা ঋত্বিক্ (পুরোহিত) করিবেন,—অথবা যজমান করিবেন ? "স্বামিনঃ", (সেই উপাসনা) স্বামী অর্থাৎ যজমান করিবেন। "ফলশ্রুতেঃ", সেই উপাসনার ফল আছে, ইহা বেদে দেখা যায়। যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যে এই ভাবে উপাসনা করিবে, তাহার জন্য বারি বর্ষণ হইবে।" "ইতি আত্রেয়" ইহা আত্রেয়ের মত। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

আর্ত্বিজ্যম্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে (৩।৪।৪৫)

ইহা সিদ্ধান্ত। আর্ত্বিজ্যম্ (এই উপাসনা ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের কার্য্য), ইতি ঔড়ুলোমিঃ (ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত), তস্মৈ (উপাসনাযুক্ত কর্ম্মের জন্য), পরিক্রীয়তে (দক্ষিণা প্রদান করিয়া পুরোহিতকে নিযুক্ত করা হয়)। পুরোহিত উপাসনা করিলেও যজমানই ফল পাইবেন।

শ্রুতেঃ চ (৩।৪।৪৬)

শ্রুতিতেও দেখা যায় যে, পুরোহিত কর্ম্মের অঙ্গরূপা উপাসনা করিলেও যজমান তাহার ফলভোগ করেন।

রামানুজের ভাষ্যে এই সূত্র নাই।

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ (৩।৪।৪৭)

(শঙ্করভাষ্য) বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়, "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ", অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিবে, বাল্য এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তাহার পর মুনি, অমৌন এবং মৌন লাভ করিয়া তাহার পর ব্রহ্মজ্ঞানী। এখানে মুনি হইতে হইবে অর্থাৎ অত্যন্ত মননশীল হইতে হইবে, ইহাই বেদের অভিপ্রায়। 'সহকার্য্যন্তরবিধিঃ', বাল্য এবং পাণ্ডিত্য যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহকারী উপায়, সেইরূপ মুনি হওয়া (মনন বা চিন্তা করাও) অন্য একটি সহকারী উপায় (পক্ষেণ তৃতীয়ং)। "তদ্বতঃ", বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর পক্ষে এই বিধি (যে মুনি হইয়া থাকিতে হইবে)। "বিধ্যাদিবৎ", বেদ যেখানে বিধি দিয়াছেন যজ্ঞ করিবে. সেখানে যজ্ঞের সহকারী কার্য্য,—অগ্নি প্রজ্বালন করা প্রভৃতি,—বিষয়ে বিধির উল্লেখ না থাকিলেও বিধি দেওয়াই উদ্দেশ্য, ইহা বুঝিতে হইবে; এখানেও সেইরূপ যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, মুনি হইবে, তথাপি শ্রুতির উদ্দেশ্য এইরূপ। কারণ মুনি হওয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহকারী।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যজ্ঞ দান তপস্যা যেমন সহকারী উপায়, ("তম্ এব ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা", অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন), অথবা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন যেমন সহকারী উপায় ("শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ", অর্থাৎ শ্রবণ করিতে হইবে,

চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে),—সেইরূপ পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌন সহকারী উপায়। ব্রাহ্মণ—যিনি বিদ্যালাভ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য—উপাস্য ব্রহ্মতত্ত্ব পরিশুদ্ধ এবং পরিপূর্ণ ভাবে জানিয়া; শ্রবণ ও মনন দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা লাভ করিয়া। মুনিঃ স্যাৎ—মননশীল হইবে, নিদিধ্যাসন করিবে। অমৌনং—মৌন ভিন্ন অন্য সহকারী উপায়, অর্থাৎ পাণ্ডিত্য ও বাল্য। যে কোনও আশ্রমের সাধক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য নিজের আশ্রমধর্ম্ম যেরূপ পালন করিতে পারে, সেরূপ পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনরূপ সাধন ত্রিতয়ও অবলম্বন করিতে পারে।

শঙ্করের মতে কেবল সন্ন্যাসীর জন্য এই বিধান; রামানুজের মতে সকল আশ্রমের পক্ষেই এই বিধান।

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণা উপসংহারঃ (৩।৪।৪৮)

শঙ্করভাষ্য: ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষে আছে যে, ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। এখানে সন্ন্যাসের উল্লেখ নাই কেন? "কৃৎস্নভাবাৎ", যেহেতু গৃহস্থ আশ্রমে অনেক শ্রমসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে হয় সে জন্য গৃহস্থ আশ্রমের উল্লেখ আছে, সন্ন্যাসীর উল্লেখ নাই।

রামানুজভাষ্য: সকল আশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় কৃৎস্নভাবাৎ) ইহা বুঝাইবার জন্য গৃহস্থ আশ্রমের উল্লেখ আছে। অন্য আশ্রমে থাকিয়া যে লাভ করা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মৌনবৎ ইতরেষাম্ অপি উপদেশাৎ (৩।৪।৪৯)

শঙ্করভাষ্য : মৌনবৎ (মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের ন্যায়) ইতরেষাম্ অপি (অন্য আশ্রমও,—ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমও— শ্রুতিসম্মত ইহা বুঝিতে হইবে), উপদেশাৎ (যেহেতু বেদে তাহাদের উল্লেখ আছে), গৃহস্থ আশ্রমের উল্লেখ আছে, তাহা সুবিদিত ।

রামানুজভাষ্য : বিদ্যার সহকারীরূপে যেমন মৌনের (সন্ন্যাসীর ধর্ম্মের) উপদেশ আছে, সেইরূপ অন্য আশ্রমের ধর্ম্মও (যথা যজ্ঞ) বিদ্যার সহকারীরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সকল আশ্রমের ধর্ম্মই যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায়ক হয় ।

অনাবিষ্কুর্বন্ অন্বয়াৎ (৩।৪।৫০)

৩।৪।৪৭ সূত্রে এই উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে : "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ", অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালকভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবে। এখানে বালক-ভাবের অর্থ এই যে, 'আমার জ্ঞান হইয়াছে, আমি অধ্যয়ন করিয়াছি, আমি ধার্ম্মিক' এই প্রকারে নিজকে প্রচার না করিয়া (অনাবিষ্কুর্বন্) অহঙ্কাররহিত হইয়া অবস্থান করিবে। বালকের ন্যায় যথেচ্ছ আহার-বিহার করিবে ইহা বেদের অভিপ্রায় নহে। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যথেচ্ছ আহার-বিহার করা জ্ঞানলাভের অন্তরায়। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২) আহার শুদ্ধ হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। 'অন্বয়াৎ' বাল্য শব্দের এইরূপ অর্থ করিলে অন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি হয় ।

ঐহিকম্ অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ (৩।৪।৫১)

শঙ্করভাষ্য : বিদ্যার সাধন কি তাহা বলা হইল। সেই সাধন অবলম্বন করিলে ইহজন্মে বিদ্যালাভ হয়, না পরজন্মে ? 'ঐহিকম্', ইহজন্মেই হয়। 'অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে', যদি প্রতিবন্ধ বা বাধা উপস্থিত না হয়। প্রতিকূল কর্ম্মফল বিদ্যা উৎপত্তিতে বাধা হইতে পারে। যদি সেরূপ বাধা হয়, তাহা হইলে পরজন্মে বিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে। "তদ্দর্শনাৎ," বেদে দেখা যায় যে, বামদেবের গর্ভে থাকিতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তিনি নিশ্চয় পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন কোনও প্রতিকূল কর্মহেতু ফললাভ হয় নাই।

রামানুজভাষ্য : কোনও বৈদিক বিদ্যা বা উপসনার ফল ইহলোকে উন্নতি, আবার কোনও বিদ্যার ফল পরলোকে মুক্তি। যে বিদ্যার ফল ইহলোকে উন্নতি (ঐহিকম্) সেই বিদ্যা কখন উৎপন্ন হয়? বিদ্যার সাধন করিলে কি পরক্ষণেই ফল উৎপন্ন হয়, অথবা বিলম্বেও উৎপন্ন হইতে পারে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, যদি প্রবল প্রতিকূলকর্ম্ম বাধা দেয়, তাহা হইলে ফল উৎপন্ন হইতে বিলম্ব হইতে পারে। নচেৎ (অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে) তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইবে!

এবং মুক্তিফলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতেঃ তদবস্থাবধৃতেঃ (৩।৪।৫২)

শঙ্করভাষ্য : এবং (এই প্রকার), মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিরূপ ফলের তারতম্য হইতে পারে এরূপ কোনও নিয়ম নাই), তদবস্থাবধৃতেঃ (মুক্তির অবস্থা যে একরূপই হয় তাহা শাস্ত্রে নিশ্চয়

করিয়া বলা হইয়াছে)। অধ্যায় শেষ হইল বলিয়া 'তদবস্থাবধৃতেঃ' এই কথাটি দুইবার বলা হইল।

ব্রহ্মবিদ্যার যে সকল সাধন বা উপায় আছে, সেগুলি অবলম্বন করিলে ইহজন্মে ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইতে পারে, আবার কোনও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল অন্তরায়রূপে উপস্থিত হইলে পরজন্মেও বিদ্যালাভ হইতে পারে। বিদ্যালাভ সম্বন্ধে এইপ্রকার কিছু ইতর-বিশেষ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার ফলে যে মোক্ষ, তাহার সম্বন্ধে কোনও ইতর-বিশেষ হইতে পারে না। কারণ মোক্ষ এবং ব্রহ্ম একই বস্তু। এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও প্রভেদ হইতে পারে না।

রামানুজভাষ্য: যে বিদ্যার ফল মুক্তি, তাহা উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিলে ইহজন্মে উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা অন্য কর্মফলরূপ প্রতিবন্ধ থাকিলে পরজন্মেও উৎপন্ন হইতে পারে। যে বিদ্যার ফল অভ্যুদয়, তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ ইহজন্মেই উৎপন্ন হইবে এরূপ কোনও নিয়ম নাই, সেইরূপ যে বিদ্যার ফল মুক্তি, তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোনও নিয়ম নাই।

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পাদ

পুর্ব্বের পাদে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন (উপায়) নিরূপণ করা হইয়াছে, এই পাদে তাহার ফল বর্ণনা করা হইয়াছে। সে ফল শঙ্করমতে জীবন্মুক্ত অবস্থা। রামানুজ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গিয়া মুক্তিলাভ হয়।

আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ (৪।১।১)

শঙ্করভাষ্য : বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (৪।৫,৬) অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। এখানে বেদের উদ্দেশ্য কি? একবার শ্রবণ করিলে, একবার চিন্তা করিলে চলিবে, অথবা বহুবার করিতে হইবে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, বহুবার করিতে হইবে, "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ",—আবৃত্তিঃ অর্থাৎ বারংবার করিতে হইবে, অসকৃৎ একবার নহে। "উপদেশাৎ", এইরূপ উপদেশ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বেদে বলিলেন, "দ্রষ্টব্যঃ" অর্থাৎ যতক্ষণ না ব্রহ্মদর্শন হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। বেদ বলিলেন, "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করিতে হইবে।

একবার চিন্তা করিলে ধ্যান করা বলা যায় না। ধ্যান করার অর্থ চিন্তার প্রবাহ।

রামানুজভাষ্য :—বেদে বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।৯), অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হইয়া যায়। এই যে "বেদন" বা ব্রহ্মকে জানা, তাহা কি একবার হইলেই হইবে, অথবা বার বার আবৃত্তি করা প্রয়োজন?—উত্তর,—বার বার আবৃত্তি করিতে হইবে। কারণ, বেদে দেখা যায় যে, এই বেদনকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বারংবার চিন্তা অথবা চিন্তার প্রবাহকে ধ্যান বা উপাসনা বলে। সুতরাং বেদ যে ব্রহ্মকে বেদন বা জানিবার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ব্রহ্মকে ধ্যান বা উপাসনা করা। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৩।১৮।১) বলা হইয়াছে "মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" অর্থাৎ মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। পরে বলা হইয়াছে, (৩।১৮।৪,৫,৬) "য এবং বেদ" অর্থাৎ যে এইরূপ বেদন করে অথবা জানে, তাহার কীর্ত্তি, যশঃ এবং ব্রহ্মতেজঃ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এখানে যাহাকে উপাসনা বলা হইয়াছে তাহাকেই বেদন করা বা জানা বলা হইয়াছে। রামানুজ এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করা।

লিঙ্গাৎ চ (৪।১।২)

শঙ্করভাষ্য:—উপনিষদে এইরূপ লিঙ্গ বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে বারংবার চিন্তা করিতে হইবে।

রামানুজভাষ্য : লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমান বা স্মৃতিগ্রন্থ। রামানুজ বিষ্ণুপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্রে মোক্ষের উপায়রূপে যে ব্রহ্মজ্ঞান বিহিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে অনবরত ব্রহ্মকে স্মরণ করা।

আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ (৪।১।৩)

শঙ্করভাষ্য : ব্রহ্মকে আত্মা এইরূপ উপাসনা করিতে হইবে। বেদ তাহাই বলিয়াছেন। শঙ্কর বলেন যে, প্রতিমাকে বিষ্ণু ভাবিয়া উপাসনা অন্য প্রকার। প্রতিমা বাস্তবিক বিষ্ণু নহেন। উপাসনার জন্য প্রতিমাকে বিষ্ণু ভাবিতে হয়। ব্রহ্ম কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন এবং সেইভাবে উপাসনা করিতে হইবে। যতক্ষণ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া অনুভব না হয়, ততক্ষণ ভেদদর্শন হয়, ততক্ষণ শাস্ত্রবিধানের সার্থকতা; যখন ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া অনুভব হয়, তখন ভেদদর্শন থাকে না, তখন শাস্ত্রের কোনও প্রয়োজন থাকে না। শাস্ত্রে ব্রহ্মকে আত্মা হইতে ভিন্ন মনে করার নিন্দা আছে।

রামানুজভাষ্য : জীব যেরূপ দেহের আত্মা, ব্রহ্ম সেইরূপ জীবের আত্মা। এজন্য জীব ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে। ব্রহ্ম যে জীব হইতে ভিন্ন এবং অধিক, তাহা ব্রহ্মসূত্রেই বলা হইয়াছে, যথা "অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ" (২।১।২২), "অধিকোপদেশাৎ" (৩।৪।৮) ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে জীবের আত্মা, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে,—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যম্ আত্মা ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরং, য আত্মানং অন্তরো যময়তি, স ত

আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ উঃ মাধ্যন্দিন শাখা ৫।৭।২১), অর্থাৎ যিনি আত্মাতে অবস্থিত অথচ আত্মা হইতে পৃথক, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সংযত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। বস্তুতঃ উপনিষদে দুই প্রকার বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়ঃ (১) "আত্মা ইতি এব উপাসীত" (বৃ ৬।৫।৭), অর্থাৎ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে, এবং (২) "পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" (শ্বেতাশ্বতর ১।৬), অর্থাৎ আত্মাকে এবং প্রেরয়িতা ব্রহ্মকে পৃথক্ জানিবে। রামানুজ বলেন যে, এই দুই প্রকার বাক্য পূর্ব্বোক্তরূপে সামঞ্জস্য করিতে হইবে।

ন প্রতীকে, ন হি সঃ (৪।১।৪)

ন প্রতীকে (প্রতীক উপাসনার সময় প্রতীকে আত্মবুদ্ধি করিতে হইবে না।) একটি কোনও বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করাকে "প্রতীক" উপাসনা বলে। যথা, একটি প্রতিমাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা। উপনিষদে প্রতীক উপাসনার বহু উল্লেখ আছে। যথা "মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" অর্থাৎ মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। সেইরূপ আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতিকেও ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবার কথা আছে। ন হি সঃ (সেই উপাসক প্রতীককে আত্মা বলিয়া চিন্তা করিবে না)।

রামানুজভাষ্য : 'ন হি সঃ'—সেই প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে।

ব্রহ্মদৃষ্টিঃ উৎকর্ষাৎ (৪।১।৫)

উপনিষদ্ যেখানে বলিয়াছেন, "সূর্য্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে," সেখানে ব্রহ্মকে সূর্য্য বলিয়া চিন্তা করা অন্যায় হইবে, সূর্য্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করা উচিত, "ব্রহ্মদৃষ্টিঃ"। কারণ, ছোটকে বড় করিয়া দেখাই উচিত, ("উৎকর্ষাৎ") বড়কে ছোট করিয়া দেখা উচিত নহে, তাহাতে বড়র মর্য্যাদাহানি হইবে। রাজকর্মচারীকে রাজা মনে করিলে ক্ষতি নাই, রাজাকে রাজকর্মচারী মনে করিলে ক্ষতি হইতে পারে।

আদিত্যাদিমতয়ঃ চ অঙ্গ উপপত্তেঃ (৪।১।৬)

শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, সূর্য্যকে ও উদ্গীথকে এক মনে করিয়া উপাসনা করিবে (বেদের কিয়দংশের নাম উদ্গীথ)। এখানে সূর্য্যকে উদ্গীথ মনে করিতে হইবে না; উদ্গীথকে সূর্য মনে করিতে হইবে। "আদিত্যাদিমতয়ঃ", আদিত্য মনে করিতে হইবে, "অঙ্গে" উদ্গীথরূপ অঙ্গে ; "উপপত্তেঃ" ইহাই যুক্তিযুক্ত। যদি উদ্গীথকে সূর্য্যদৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে উদ্গীথ উপাসনারূপ কর্মে ফল সমৃদ্ধিশালী হয়। এইরূপ অন্যত্র সামকে (বেদের একটি স্তব) পৃথিবী বলিয়া চিন্তা করিবার কথা আছে।

রামানুজভাষ্য : উদ্গীথকে আদিত্য বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে; কারণ, উদ্গীথ অপেক্ষা আদিত্য শ্রেষ্ঠ।

আসীনঃ সম্ভবাৎ (৪।১।৭)

উপাসনা করিবার সময় "আসীনঃ" অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করা উচিত। "সম্ভবাৎ", উপবিষ্ট থাকিলেই উপাসনা

করা সম্ভব,—দণ্ডায়মান থাকিলে অথবা শয়ন করিলে উপাসনা করা সম্ভব নহে। সমানরূপে প্রত্যয়ের বা ধারণার প্রবাহের নাম উপাসনা। দণ্ডায়মান থাকিলে চিত্তবিক্ষেপ হয়। শয়ন করিলে নিদ্রা আকর্ষণ হয়।

ধ্যানাৎ চ (১।১।৮)

উপাসনার অপর একটি নাম ধ্যান। স্থিরভাবে উপবেশন না করিলে ধ্যান হয় না।

অচলত্বং চ অপেক্ষ্য (৪।১।৯)

পৃথিবীর অচলত্বকে "অপেক্ষা" অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, 'ধ্যায়তি ইব পৃথিবী' অর্থাৎ পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে। অতএব ধ্যান করিবার সময় নিশ্চল হইয়া ধ্যান করা উচিত।

স্মরন্তি চ (৪।১।১০)

গীতা একটি স্মৃতিগ্রন্থ ইহাতে বা হইয়াছে যে, উপাসনা করিবার সময় উপবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনমাত্মনঃ" (গীতা ৬।১১)

অর্থাৎ পবিত্র দেশে স্থির আসন স্থাপিত করিয়া।

যত্র একাগ্রতা তত্র অবিশেষাৎ (৪।১।১১)

কোন দিকে মুখ করিয়া বসিতে হইবে, গুহায় বা নদীতীরে বসিতে হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম আছে কি? "যত্র একাগ্রতা তত্র" যে ভাবে বসিলে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানে বসিবে "অবিশেষাৎ" অপর কোনও নিয়ম নাই।

আপ্রয়াণাৎ তত্র অপি হি দৃষ্টম্ (৪।১।১২)

শঙ্করভাষ্য : যে উপাসনার ফল ব্রহ্মকে আত্মরূপে দর্শন করা, ব্রহ্মাত্মদর্শন হইলে সে উপাসনার আর প্রয়োজন থাকিবে না। কারণ, সাধক জীবন্মুক্ত হইবেন। কিন্তু যে উপাসনার ফল স্বর্গলাভ বা অন্য কোনও উন্নতি, তাহা "আপ্রয়াণাৎ", মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা উচিত। "তত্র অপি হি দৃষ্টম্", এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখা যায়। যাবজ্জীবন যেরূপ উপাসনা করা হয়, মৃত্যুর সময় সেই উপাসনা চিত্তে উদয় হয় এবং মৃত্যুর পর তদনুরূপ গতি হয়।

রামানুজভাষ্য : মোক্ষলাভের জন্য যাবজ্জীবন ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য। "তত্র অপি" অর্থাৎ আজীবন ঈশ্বর উপাসনার কথা দেখা যায়। "স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং, ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১), সে চিরজীবন এইভাবে অতিবাহন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ (৪।১।১৩)

শঙ্করভাষ্য : তদধিগমে (ব্রহ্মকে লাভ করিলে), উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ (পরবর্ত্তী এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পাপ), অশ্লেষবিনাশৌ (সংলগ্ন হয় না এবং বিনষ্ট হয়) তদ্ব্যপদেশাৎ (বেদ ইহা বলিয়াছেন) ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বে যে পাপ করা হয়, ব্রহ্মলাভ হইলে তাহার বিনাশ হয়। ব্রহ্মলাভের পরে যে পাপ হয়, তাহা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। "যথা পুষ্করপলাশে আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে, এবং বিদি পাপং

কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছান্দোগ্য ৪।১৪), অর্থাৎ পদ্মপত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিতে পাপ লাগিয়া থাকে না। এখানে পরবর্ত্তী পাপের অশ্লেষ উক্ত হইল। "তদ্ যথা ইষীকতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩), অর্থাৎ, তূলা অগ্নিতে দিলে যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সকল পাপ পুড়িয়া যায়। এখানে পূর্ব্বকৃত পাপ ধ্বংস হয় ইহা বলা হইল। শাস্ত্রে বলিয়াছেন বটে, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড, ২৬।৭০), অর্থাৎ কোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, যতক্ষণ কর্ম্মের ফল ভোগ না হয়। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম (general rule)। এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম (special rule বা exception) এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মের ক্ষয় হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, "তদধিগমে" এই শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে অথবা ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ হইলে। ইহা ভিন্ন শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত তাঁহার কোনও প্রভেদ নাই।

ইতরস্য অপি এবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু (৪।১।১৪)

শঙ্করভাষ্য: ইতরস্য অপি (পুণ্যেরও), এবম্ অসংশ্লেষঃ (সেইরূপ সংসর্গ হয় না), পাতে তু (শরীর পাত হইলে মোক্ষ হয়)। পূর্ব্বের সূত্রে বলা হইল যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পাপের ফল ভোগ করিতে হয় না। বর্ত্তমান সূত্রে বলা হইল যে, তাঁহাকে পুণ্যের ফলও ভোগ করিতে হয় না। "ক্ষীয়ন্তে চ অস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে

পরাবরে" (মুণ্ডক ২।২৮), অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিলে সাধকের সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়। এখানে কর্ম্ম শব্দের অর্থ পাপ ও পুণ্য উভয়ই।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে পাপের ন্যায় পুণ্যেরও ধ্বংস হয়। কিন্তু তাহা শরীরপাতের পর হয়। শরীরপাতের পূর্ব্বে উপাসনার জন্য বৃষ্টি, অন্ন প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। পুণ্যের ফলে সাধু এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইয়া থাকেন।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ (৪।১।১৫)

পূর্ব্বে (পূর্ব্বে যে সকল পাপপুণ্য অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল), অনারব্ধকার্য্যে (এবং যাহাদের কার্য্য অর্থাৎ ফল-উৎপত্তি আরম্ভ হয় নাই), এব তু (ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে কেবল সেই সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়), তদবধেঃ (কারণ, শরীরপাত পর্য্যন্ত মোক্ষ হয় না)। আমরা পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির ফলভোগ ইহজন্মে করিতে হয়, কতকগুলির ফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয় না, মৃত্যুর পর ভোগ করিতে হয়। যে কর্ম্মগুলির ফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়, তাহাদিগকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন অপর সকল কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ইহজন্মে ভোগ করিয়া জীবন-ধারণ করিতে হয়, তাহার পর মৃত্যুর সময় আর কোনও কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না। "তস্য তাবৎ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২),

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে হয় যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, তাহারপর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায় এব তদ্দর্শনাৎ (৪।১।১৬)

শঙ্করভাষ্য : তু (কিন্তু), অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বৈদিক নিত্যকর্ম্ম), তৎকার্য্যায় (জ্ঞানের যে কার্য্য বা ফল—মোক্ষ—অগ্নিহোত্রেরও সেই ফল), এব (নিশ্চয়), তদ্দর্শনাৎ (কারণ, বেদে তাহা দেখা যায়)। পূর্ব্বের সূত্রে বলা হইয়াছে যে, পুণ্যের ফল স্বর্গাদি বিষয়ভোগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। এখানে বলা হইতেছে যে অগ্নিহোত্ররূপ পুণ্যের ফলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মোক্ষ লাভ হয়।

রামানুজভাষ্য : তৎকার্য্যায় অর্থাৎ বিদ্যারূপ ফললাভের জন্য অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক নিত্যকর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করা উচিত। মোক্ষলাভের পর কর্ম্মের ফল পাওয়া যাইবে না, এজন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে, স্বর্গলাভের আশায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করা উচিত নহে, কিন্তু মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে করা উচিত। কারণ, বিদ্যালাভ না হইলে মোক্ষলাভ হয় না এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিদ্যালাভের সহায়ক।

অতঃ অন্যা অপি হি একেষাম্ উভয়োঃ (৪।১।১৭

একেষাম্ (বেদের এক শাখায় বলা হইয়াছে যে, মুক্তজীব যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাঁহার মোক্ষলাভের সময় সুহৃদগণ সেই সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হন,—ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১।১।৪), অতঃ অন্যা

অপি (সেই সকল পুণ্যকর্ম্ম হইতেছে, অতঃ, এই অগ্নিহোত্র হইতে, অন্যা, অপর কাম্য কর্ম্ম), উভয়োঃ (জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয় আচার্য্যের মত এই যে, এই সকল কাম্যকর্ম্ম বিদ্যালাভের সহায়ক নহে)।

যৎএব বিদ্যয়া ইতি হি (৪।১।১৮)

শঙ্করাষ্য: অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায়ক, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে এরূপ মনে হইতে পারে যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অর্থ জানিয়া সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেই তাহা বিদ্যার সহায়ক, অর্থ না জানিয়া করিলে তাহা সহায়ক নহে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কারণ, বেদ বলিয়াছেন, "তম্ এতম্ আত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" অর্থাৎ আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা জানিতে হয়। বেদ ইহাও বলিয়াছেন, "যৎ এব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তৎএব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছান্দোগ্য ১।১।১০) অর্থাৎ বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং রহস্যজ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অধিকতর বীর্য্যবান্ হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যার সহিত না করিলেও তাহা বীর্য্যবান হয়, যদিও কম বীর্য্যবান্। সুতরাং বিদ্যা অর্থাৎ অর্থবোধ না থাকিলেও বৈদিক কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক।

রামানুজভাষ্য: যে কর্ম্ম বিদ্যার সহিত করা হয়, তাহার শক্তি বেশী হয়, উপনিষদের এই বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্ম করিলেও কখন কখন তাহার ফল উৎপন্ন হইতে বাধা

হয়। এই প্রকার বাধার জন্য যে কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইতে বিলম্ব হয়, মুক্ত পুরুষের সেই প্রকার কর্ম তাঁহার বন্ধুগণকে আশ্রয় করে।

ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে (৪।১।১৯)

ভোগের (কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা), ইতর (অন্য কর্মগুলি যেগুলির ফল ভোগ আরম্ভ হইয়াছে), ক্ষপয়িত্বা, (সেই কর্মগুলির ক্ষয় করিয়া), সম্পদ্যতে (মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়)।

শঙ্করভাষ্য: যে কর্মের ফলভোগ ইহজন্মে আরম্ভ হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেও সেই কর্মের অবশিষ্ট ফল ভোগ করিয়া সেই কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে। এইভাবে সেই কর্মগুলি ক্ষয় হইলে দেহপাত হয়। যে কর্মসকলের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, সেই কর্মগুলি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং মৃত্যুর পর আর কোনও কর্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ফলভোগ করিতে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হইবে। অতএব তখন মোক্ষলাভ হয়।

রামানুজভাষ্য: যে কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলভোগ সম্পূর্ণ হইতে যদি একাধিক দেহ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেও একাধিক দেহে সেই ফলভোগ সম্পূর্ণ করিয়া তাহার পর মোক্ষ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

কি ভাবে মৃত্যুর সময় জীব দেহত্যাগ করে, এই পাদে তাহা উক্ত হইয়াছে।

বাঙ্‌ মনসি দর্শনাৎ শব্দাৎ চ (৪।২।১)

শঙ্করভাষ্য : 'বাক্‌ মনসি,' মৃত্যুর পূর্ব্বে বাক্‌-ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি (বাক্য বলিবার ক্ষমতা) মনে বিলীন হয়, তখন চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। বাক্‌ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি থাকে না, মনের বৃত্তি থাকে, 'দর্শনাৎ, এইরূপ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'শ্রবণাৎ' বেদেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে

রামানুজভাষ্য : বাক্‌ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মাত্র নহে, বাক্‌ ইন্দ্রিয়ই মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে।

অতএব চ সর্ব্বাণি অনু (৪।২।২)

বাক্‌ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও মনের মধ্যে বিলীন হয়।

তৎ মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ (৪।২।৩)

ইন্দ্রিয় সকল মনে সংযুক্ত হইবার পর, মন প্রাণে সংযুক্ত হয়। 'উত্তরাৎ,' পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্য হইতে ইহা জানা যায়।

সঃ অধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ (৪।২।৪)

সঃ (সেই প্রাণ) অধ্যক্ষে (শরীরের অধ্যক্ষ, জীবে, অবস্থান

করে) তদুপগমাদিভ্যঃ (বেদে ইহা উক্ত হইয়াছে) "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি", জীব,যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন প্রাণ বায়ু জীবের সহিত দেহত্যাগ করিয়া যায়।

ভূতেষু তৎ শ্রুতেঃ (৪।২।৫)

মৃত্যুর সময় জীব ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি দেহের উপাদান স্বরূপ পঞ্চভূতে অবস্থান করে। কারণ, বেদ বলিয়াছেন—"প্রাণঃ তেজসি" (ছান্দোগ্য ৬।৮।৬) অর্থাৎ প্রাণ অগ্নিতে অবস্থান করে। প্রাণ জীবের সহিত অবস্থান করে এবং জীব অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতে অবস্থান করে ; এজন্য বেদে বলা হইয়াছে যে, প্রাণ অগ্নিতে অবস্থান করে। যমুনা গঙ্গাতে গমন করে, গঙ্গা সমুদ্রে গমন করে এজন্য বলা যায় যে যমুনা সমুদ্রে গমন করে।

ন একস্মিন্ দর্শয়তঃ হি (৪।২।৬)

যদিও বেদ বলিয়াছেন, "প্রাণঃ, তেজসি", একটি সূক্ষ্মভূত কেবল তেজ বা অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে এরূপ স্থির করা উচিত নয় যে, প্রাণযুক্ত জীব কেবলমাত্র অগ্নিতেই অবস্থান করে। ক্ষিতি, অপ্ তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতেই দেহ গঠিত হয়, জীব সেই পঞ্চভূতের মধ্যেই অবস্থান করেন। "ন একস্মিন্", কেবল একটি ভূত অগ্নিতে অবস্থান করে না। "দর্শয়তঃ হি", জীব যে পঞ্চভূতের মধ্যেই অবস্থান করে শ্রুতি ও স্মৃতি তাহা বলিয়াছেন।

সমানা চ আসৃত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য (৪।২।৭)

শঙ্করভাষ্য : মৃত্যুর পর কেহ স্বর্গাদি লোকে কর্ম্মফল ভোগ

করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কেহ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না' ব্রহ্মলোকে গমন করে। প্রথম পথটির নাম পিতৃযান, 'দ্বিতীয়টির নাম দেবযান। এই উভয় শ্রেণীর জীবের দেহত্যাগ করিবার প্রণালী কিছুদূর পর্যান্ত একরূপ,—"আসৃত্যুপক্রমাৎ", যতক্ষণ না দেবযান এবং কর্ম্মযান পথ বিভিন্ন হয়, ততক্ষণ এক পথ। "অমৃতত্বং চ", দেবযান পথে গমন করিয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে, শ্রুতিতে এই যে উক্তি আছে, তাহা আপেক্ষিক অমৃতত্ব; প্রকৃতপক্ষে মোক্ষলাভকেই অমৃতত্ব বলা যায়, যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল সুখে বাস করেন, অন্য জীবের মত শীঘ্র শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিয়া বারম্বার মৃত্যুমুখে পতিত হন না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। "অনুপোষ্য"—কর্ম্মজনিত সংস্কার তখন পোষণ করা হয়, ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সে সংস্কার দগ্ধ হয় না।

রামানুজভাষ্য : হৃদয় হইতে বহু সংখ্যক নাড়ী বাহির হইয়াছে। জীব মৃত্যুর সময় নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করে। যাহার মোক্ষ লাভ হয়, সে একটি নাড়ীতে প্রবেশ করে। সে স্বর্গে গমন করে, সে ভিন্ন নাড়ীতে প্রবেশ করে। জীব যতক্ষণ না নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, ততক্ষণ বিদ্বান ও অবিদ্বানের দেহত্যাগ করিবার প্রণালী একরূপ,—প্রথমে বাক্ ইন্দ্রিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ জীবের সহিত, জীব দেহের উপাদানভূত পঞ্চভূতের সহিত। "আসৃত্যুপক্রমাৎ",—সৃতি অর্থাৎ গতি, মৃত্যুর সময় জীব

যখন নাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার গতি আরম্ভ হয়: যতক্ষণ না গতি আরম্ভ হয়, ততক্ষণ "সমান" বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের দেহ হইতে উৎক্রান্তির প্রণালী একই প্রকার। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে জীব মৃত্যুর সময় দেহত্যাগ করে না। যখন মৃত্যু হয়, তখনই মোক্ষ হয়; তাঁহারা শ্রুতির এই বাক্য দ্বারা তাঁহাদের মত সমর্থন করেন:

'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"

কঠোপনিষদ্ (২।৩।১৪)

অনুবাদ: যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা দূর হয়, তখন জীব অমৃত হয়, এইখানে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। —এই শ্লোকে যে অমৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা 'অনুপোষ্য', দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধে, তাহা দগ্ধ না করিয়া যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; অর্থাৎ তাহার পুর্ব্বে যে পাপ ছিল তাহা দগ্ধ হয়, পরে কোনও পাপ জীবের সংশ্লিষ্ট হয় না। উপনিষদের এই বাক্যটিতে যে বলা হইল, "এখানে ব্রহ্মকে পায়" তাহার অর্থ এরূপ নহে যে, মৃত্যুর পর দেহ ত্যাগ করে না। তাহার অর্থ এই যে, উপাসনার সময় ব্রহ্মানুভব হয়।

তৎ আপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ (৪।২।৮)

শঙ্করভাষ্য: বাক-ইন্দ্রিয় মনের সহিত এক হইয়া যায়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ জীবের সহিত, জীব সূক্ষ্মভূতের সহিত, তাহার পর শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "তৎ তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" অর্থাৎ

সেই সূক্ষ্মভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু এই যে জীব মৃত্যুর সময় ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যায়, তখন জীব ও ব্রহ্মের সহিত কিছু প্রভেদ থাকে। 'তৎ', সেই সূক্ষ্মভূতসমূহ, 'আপীতেঃ', মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত অবস্থান করে—'সংসারব্যপদেশাৎ' কারণ, বেদ বলিয়াছেন যে, জীব মৃত্যুর পর পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করে :

"যোনিম্ অন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুম্ অন্যে অনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥"

কঠোপনিষদ্ (৫।৭)

অনুবাদ : কতকগুলি জীব শরীরলাভের জন্য যোনিতে গমন করে, কতকগুলি জীব উদ্ভিদ্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ বিদ্যা তাহার সেইরূপ গতি হয়।

রামানুজভাষ্য : পূর্ব্বের সূত্রে বলা হইয়াছে যে এই জীবনে যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাতে দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধ দগ্ধ হয় না। এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এই সূত্রে যুক্তি দেওয়া হইতেছে—তৎ (জীবিত অবস্থায় যখন অমৃতত্ব হয়, তখন দেহের সহিত সম্বন্ধ বিনষ্ট হয় না) কারণ, 'আপীতেঃ' (যতক্ষণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয়) সংসারব্যপদেশাৎ, (সংসার অর্থাৎ দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে)। 'তস্য তাবৎ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে'—(ছান্দোগ্য ৬।১৪।২), অর্থাৎ সেই উপাসকের সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব হয়, যে পর্য্যন্ত সে দেহমুক্ত না হয়; দেহমুক্ত হইলে সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যাইয়া তথায় ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মং প্রমাণতঃ চ তথা উপলব্ধেঃ (৪।২।৯)

শঙ্করভাষ্য : যে সকল তেজ প্রভৃতি উপাদান আশ্রয় করিয়া জীব দেহ ত্যাগ করে, তাহারা অতিশয় সূক্ষ্ম। নচেৎ নাড়ীর মধ্য দিয়া গমন করিতে পারিত না। সূক্ষ্ম বলিয়াই তাহার গমনে বাধা পায় না। এইজন্যই জীব যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন পার্শ্বস্থ আত্মীয়স্বজন দেখিতে পায় না।

রামানুজভাষ্য : ইহজীবনে অমৃতত্ব লাভ করিলেও দেহের সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ হয় না। কারণ, "সূক্ষ্ম" অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে,—যতক্ষণ মোক্ষলাভ না হয়। "প্রমাণতঃ চ তথা উপলব্ধেঃ"—জীব যখন দেবযান পথে গমন করে, তখন চন্দ্রের সহিত কথা বলে ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

ন উপমর্দেন অতঃ (৪।২।১০)

শঙ্করভাষ্য : অতঃ (অতএব) উপমর্দেন (অগ্নিসংযোগ দ্বারা যখন স্থূলশরীর দগ্ধ হয়) ন (তখন সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হয় না)।

রামানুজভাষ্য : ইহজীবনে যখন অমৃতত্ব লাভ হয়, তখন দেহের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, তাহা ধ্বংস হয় না।

অস্য এব চ উপপত্তেঃ এষ উষ্মা (৪।২।১১)

শঙ্করভাষ্য : এষ উষ্মা (জীবিত ব্যক্তির দেহে যে উত্তাপ অনুভূত হয়) অস্য এব (তাহা এই সূক্ষ্ম শরীরের ; তাহা স্থূল শরীরের নহে) উপপত্তেঃ (যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হয়। জীবিত ব্যক্তির দেহে উত্তাপ অনুভূত হয়, মৃত ব্যক্তির দেহে হয় না)।

রামানুজভাষ্য : মৃত্যুর সময় দেহের এক স্থান কিয়ৎকাল উষ্ম

বলিয়া অনুভব হয়; সূক্ষ্মশরীর দেহের যে স্থান দিয়া বাহির হইয়া যায়, সেই স্থান উষ্ম বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ও দেহের এক স্থান উষ্ম বলিয়া অনুভব হয়। সুতরাং মৃত্যুর সময় বিদ্বান ব্যক্তিরও সূক্ষ্মশরীর দেহত্যাগ করে। এরূপ বলা যায় না যে, মৃত্যুমাত্র তিনি মোক্ষলাভ করেন, তাঁহার সূক্ষ্মশরীর কোথাও যায় না।

প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন শারীরাৎ (৪।২।১২)

শঙ্করভাষ্য: এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি" (৪।৪।৭), অর্থাৎ তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্ম হইয়া যায় এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষেধ হইল। এজন্য কেহ মনে করিতে পারেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় দেহ হইতে সূক্ষ্ম শরীর নিষ্ক্রান্ত হয় না, কারণ এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ই মোক্ষপ্রাপ্ত হন। 'ইতিচেৎ, ন' কেহ যদি ইহা বলেন, তাঁহাকে বলা হইতেছে,—না, তাহা নহে। "শারীরাৎ", এই যে প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হইল, তাহা শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করে না, শারীর অর্থাৎ জীবকে ত্যাগ করিয়া প্রাণ কোথাও যায় না, ইহাই বলা হইয়াছে।

রামানুজ এই সূত্রটি ও পরের সূত্রটি একত্র: করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্পষ্টো হি একেষাম্ (৪।২।১৩)

শঙ্করভাষ্য : এই সূত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। পূর্ব্বের সূত্রে যাহা বলা হইল, তাহা যথার্থ নহে। 'একেষাম্' অর্থাৎ বেদের একটি শাখায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ দেহ ত্যাগ করে না। বৃহদারণ্যকের ৩।২।১১ এবং ৪।৪।৬ হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যে ব্রহ্মজ্ঞ নহে, তাহার প্রাণ দেহত্যাগ করে, যে ব্রহ্মজ্ঞ, তাহার প্রাণ দেহত্যাগ করে না।

রামানুজ পূর্ব্বোক্ত দুইটি সূত্রকে একটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন শারীরাৎ স্পষ্টো হি একেষাম্।' উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন, 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' অর্থাৎ তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, ইহার অর্থ এই যে, প্রাণ জীবাত্মাকে ত্যাগ করে না। এক শাখাতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, প্রাণ জীবাত্মাকে ত্যাগ করে না।

স্মর্য্যতে চ (৪।২।১৪)

শঙ্করভাষ্য : স্মৃতিগ্রন্থে দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর কোথাও যায় না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে :

"সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্ ভূতানি পশ্যতঃ।
দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ॥"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি করেন, তিনি মৃত্যুর পর কোন্ মার্গে যাইবেন, তাহা, দেবগণও জানেন না (অর্থাৎ তাঁহার মার্গ নাই)। মহাভারতে ইহাও দেখা যায় বটে যে, শুক মোক্ষলাভের জন্য

সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু শুক যোগবলে সশরীরে সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যখন গিয়াছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

রামানুজভাষ্য: যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে দেখা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি মৃত্যুর পর দেবযানপথে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া মোক্ষলাভ করে।

"ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকম্ অতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

এখানে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভের কথা বলা হইয়াছে।

তানি পরে তথা হি আহ (৪।২।১৫)

তানি (প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) পরে (পরব্রহ্মে বিলীন হয়) তথা হি আহ (শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন)। "এবম্ এব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" (প্রশ্নোপনিষদ্)—ব্রহ্মজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ষোলটি অংশ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই অস্ত গমন করে। "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" (ছান্দোগ্যোপানিষদ্) ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-যুক্ত জীব সূক্ষ্মভূতে প্রবিষ্ট হইলে সূক্ষ্মভূত সকল মৃত্যুর সময় ব্রহ্মে বিলীন হয়।

অবিভাগো বচনাৎ (৪।২।১৬)

শঙ্করভাষ্য: ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সূক্ষ্মশরীর যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়,

তখন তার ব্রহ্মের সহিত কোনও প্রভেদ থাকে না, (অবিভাগঃ)। কারণ বেদে এই প্রকার বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় (বচনাৎ)। "ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইতি এবং প্রোচ্যতে, স এষঃ অকলঃ অমৃতো ভবতি" (প্রশ্নোপনিষদ্), অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মুক্তি হইলে তাঁহার ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রকৃতি সূক্ষ্মশরীরের অংশগুলির নাম ও রূপ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কেবল পুরুষ (ব্রহ্ম) ইহাই বলা যায়, তাঁহার অংশ থাকে না, তিনি অমৃত হন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন তাঁহার মৃত্যুর পর যখন সূক্ষ্মশরীর ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন কিছু প্রভেদ থাকে, পুনরায় জন্মগ্রহণের উপযোগী শক্তি থাকে।

রামানুজভাষ্য: ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির যখন মুক্তি হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান না। ব্রহ্মের সহিত 'অবিভাগ' মাত্র হয়, অর্থাৎ প্রভেদ উপলব্ধি হন না। ব্রহ্মের সহিত এরূপ সংসর্গ হয় যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া ব্যবহার হইতে পারে না।

তদোকঃ অগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ
তৎশেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া

৪।২।১৭

শঙ্করভাষ্য: যাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের সেই বিদ্যার প্রভাবে কিরূপ গতি হয়, তাহা এখানে বলা হইতেছে। 'তৎ-ওকঃ' জীবের আবাসস্থান অর্থাৎ হৃদয়ের "অগ্রজ্বলনং" অগ্রভাগ উজ্জ্বল, হয়, 'তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ' সেই আলোকে হৃদয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার দ্বার প্রকাশিত হয়,

'বিদ্যাসামর্থ্যাৎ' বিদ্যার শক্তিতে 'তৎশেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ চ' সেই বিদ্যার অঙ্গীভূত মৃত্যুকালীন গতি স্মরণ করিবার ফলে (এই বিদ্যালাভ করিলে মৃত্যুর সময় একটি বিশেষ নাড়ীর দ্বারা মস্তক দিয়া বাহির হইতে হইবে এইরূপ চিন্তার ফলে) 'হার্দানুগৃহীতঃ', হার্দ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম, তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া, 'শতাধিকয়া', একশত নাড়ী ভিন্ন যে নাড়ী তাহার দ্বারা, বিদ্বান্ দেহত্যাগ করিয়া যান।

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ তাসাং মূৰ্দ্ধানম্ অভিনিঃসৃতৈকা।
তয়া উর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি বিষ্বঙ্ অন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥"
কঠোপনিষৎ (২।৬।১২)

অনুবাদ: হৃদয় হইতে ১০১টি নাড়ী বহির্গত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকে গিয়াছে, সেই নাড়ীর দ্বারা বাহির হইলে অমৃত হওয়া যায়, অন্য নাড়ীর দ্বারা বাহির হইলে অন্যান্য স্থানে যাইতে হয়।

রামানুজ ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিরই এই গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রশ্ম্যানুযারী (৪।২।১৮)

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, মৃত্যুর পর উক্তরূপ সাধক ১০১তম নাড়ীর দ্বারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া গমন করে। রাত্রে মৃত্যু হইলেও রশ্মি অনুসারে গমন করে। কারণ,

উপনিষদে ইহা উক্ত হয় নাই যে, দিবসে মৃত্যু হইলেই রশ্মি অনুসরণ করে।

নিশি ন ইতি চেৎ ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ
দর্শয়তি চ (৪।২।১৯)

শঙ্করভাষ্য: নিশি ন ইতি চেৎ (যদি কেহ আপত্তি করেন যে রাত্রে মৃত্যু হইলে জীব সূর্য্যরশ্মি অনুসারে গমণ করে না) ন (ইহা যথার্থ নহে ; রাত্রে মৃত্যু হইলেও রশ্মি অনুসরণ করে) সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ (যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ নাড়ী ও রশ্মির সম্বন্ধ থাকে) দর্শয়তি চ (শ্রুতি ইহা বলিয়াছেন। রাত্রিকালেও সূর্য্যের রশ্মি থাকে)। "অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রত্যয়ন্তে তে অমুষ্মিন্ আদিত্যে সৃপ্তাঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।৬।২) অর্থাৎ রশ্মিসকল সূর্য্য হইতে বিস্তৃত হইয়া এই সকল নাড়ীতে সংলগ্ন থাকে এবং এই সকল নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ সংলগ্ন থাকে।

রামানুজভাষ্য: নিশি ন ইতি চেৎ (যদি কেহ আপত্তি করেন যে, রাত্রে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না) ন (ইহা যথার্থ নহে) সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ (যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ থাকে) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বের পাপ দগ্ধ হয়, পরের পাপ সংলগ্ন হয় না, যে কর্ম্মফলের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, দেহত্যাগের সহিত তাহা নিঃশেষ হয়, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির রাত্রে মৃত্যু হইলেও মোক্ষলাভের পক্ষে কোনও বাধা থাকিতে পারে না) দর্শয়তি চ (শ্রুতি বলিতেছেন,—'তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে

অথ সম্পৎস্যে'—ছান্দোগ্য ৬।১৪।২ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব হয়, যতক্ষণ দেহ হইতে না মুক্ত হয়, তাহার পর ব্রহ্মলাভ করেন।) শাস্ত্রে রাত্রে মৃত্যুর নিন্দা আছে ইহা সত্য :

"দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ।
মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গর্হিতম্।"

অনুবাদ : দিবা, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ মৃত্যুর পক্ষে প্রশস্ত। বিপরীত সময়গুলি গর্হিত।

কিন্তু এই বাক্য, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য নহে।

অতশ্চ অয়নে অপি দক্ষিণে (৪।২।২০)

শঙ্করভাষ্য : অতঃ (এইজন্য) দক্ষিণে অয়নে অপি (দক্ষিণায়নের সময় মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়।) ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবযান পথের বর্ণনায় আছে—"আপূর্য্যমানপক্ষাৎ যান্ ষড়্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্" (ছান্দোগ্য ৪।১৪।৫ , অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে শুক্লপক্ষকে প্রাপ্ত হন, সেখান হইতে যে ছয় মাস সূর্য্য উত্তর দিকে গমন করেন, (উত্তরায়ণের ছয় মাস) তাহা প্রাপ্ত হন। মহাভারতেও দেখা যায় যে, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য মনে করা উচিত নহে যে, দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় না। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান

হইয়াছে, তাঁহার দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও মোক্ষলাভ হইবে। উত্তরায়ণের প্রশংসা অবিদ্বানের পক্ষে প্রযোজ্য। ভীষ্ম অপেক্ষা করিয়াছিলেন আচার পালন করিবার জন্য এবং তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু-লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য।

রামানুজভাষ্য: বেদে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে চন্দ্রলোকে যাইতে হয়। কিন্তু চন্দ্রলোক গমন করিলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। চন্দ্রলোকে গমন করিলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চ এতে (৪।২।১১)

শঙ্করভাষ্য: গীতা বলিয়াছেন:

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিং আবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥" (৮।২৩)

অর্থাৎ, যোগিগণের যে সময় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না, এবং যে সময় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয়, তাহা বলিব। ইহার পর ভগবান বলিয়াছেন,—রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষে ও দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু "যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে" অর্থাৎ যোগীদের সম্বন্ধে ইহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। "স্মার্ত্তে চ এতে" যে যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে ইহা স্মৃতিবিহিত নিয়ম। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার যে সময়েই মৃত্যু হউক, মুক্তি হইবে। কারণ, বেদ ইহা বলিয়াছেন।

রামানুজভাষ্য : এখানে কাল শব্দে কালাভিমানিনী দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের পরের শ্লোক এইরূপ :

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়নম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥"

অনুবাদ : অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ এই পথে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি গমন করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

অগ্নি ও জ্যোতিঃ এই দুই শব্দ মৃত্যুর সময়কে লক্ষ্য করিতে পারে না। এই দুই শব্দ অগ্নিদেবতা এবং জ্যোতিঃদেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। ইঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রহ্মলোকের পথে লইয়া যান। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, অহঃ শুক্লঃ প্রভৃতি শব্দও মৃত্যুর সময়কে নির্দ্দেশ করে নাই, দিবস-অভিমানী দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। ইঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। 'স্মার্ত্তে চ এতে", এই দুই পথ যোগীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। "যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যেতে", যোগীকে লক্ষ্য করিয়া স্মৃতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ (৪।৩।১)

অর্চিরাদিনা", যাঁহারা ব্রহ্মলোকে যাইবেন, তাঁহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির পথ দিয়া গমন করেন। "তৎপ্রথিতেঃ", অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ বেদে বিখ্যাত। মৃত্যুর পর তিনটি পথ আছে। যাঁহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারা দেবযান-পথে ব্রহ্মলোকে যান, সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর মুক্তিলাভ করেন। যাঁহারা পুণ্য কর্ম্ম করেন, কিন্তু ব্রহ্ম উপাসনা করেন না, তাঁহারা পিতৃযান-পথে চন্দ্রলোকে যান, সেখানে স্বর্গসুখ ভোগ করেন এবং পুণ্য ফুরাইলে আবার পৃথিবীতে মনুষ্য বা পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পথ, যাহারা ব্রহ্ম উপাসনা করে নাই, পুণ্য কর্ম্মও করে নাই, তাহারা মৃত্যুর পর কীট-পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই সূত্রে দেবযান-পথের কথা হইতেছে। এই পথে বিভিন্ন দেবতা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে কিছুদূর সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, অগ্নি দেবতা কিছুদূর লইয়া যান, দিবসের দেবতা ও শুক্লপক্ষের দেবতা কিছুদূর লইয়া যান। বেদে বিভিন্ন স্থানে এই পথের উল্লেখ আছে। কোথাও জ্যোতিঃ দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া এই পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কোথাও দিবসের দেবতার নামে। বিভিন্ন স্থানে পথের বর্ণনার মধ্যেও কিছু প্রভেদ আছে। এই সকল বিভিন্ন

নাম দেখিয়া বিভিন্ন পথ মনে হইতে পারে। কিন্তু পথ একই। পথের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেবতার অধিকার থাকে। বেদের বিভিন্ন স্থানে পথের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আছে, এ জন্য বর্ণনার প্রভেদ আছে।

বায়ুম্ অব্দাৎ অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ (৪।৩।২)

শঙ্করভাষ্য : দেবযান পথে 'অব্দাৎ' অর্থাৎ সংবৎসরের পরে 'বায়ুম্' বায়ুকে সন্নিবেশ করিতে হইবে। "অবিশেষবিশেষাভ্যাম্", বেদের একস্থানে দেবযান পথে বায়ুর উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু পথের ঠিক কোন্ স্থানে বায়ু অবস্থিত, তাহা বলা হয় নাই। অন্যত্র 'বিশেষ' ভাবে বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যের ঠিক পুর্ব্বেই বায়ুর অবস্থান।

রামানুজভাষ্য : দেবযান পথের বর্ণনায় সংবৎসর এবং সূর্য্যের মধ্যে বেদের একস্থানে দেবলোকের উল্লেখ আছে, অন্যত্র বায়ুলোকের উল্লেখ আছে। দেবতাগণের বায়ুও একটি আবাসস্থান। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, 'দেবলোক' এবং 'বায়ুলোক' শব্দে একই স্থানকে অবিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বলা হয় নাই কোন্ দেবলোক। যে স্থলে বায়ুর উল্লেখ আছে, সেখানে বিশেষ ভাবে বায়ুরূপ দেবলোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। রামানুজ ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবব কৌষীতকি উপনিষদের কয়েকটি বাক্য আলোচনা করিয়া দেবযান পথের প্রথমাংশ এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন : (১) অগ্নি, (২) দিবস, (৩) শুক্লপক্ষ (৪) উত্তরায়ণ

(৫) বৎসর, (৬) বায়ু, এবং (৭) আদিত্য। এই সকল দেবতার অধিকারভুক্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া জীব মৃত্যুর পর গমন করে।

তড়িতোঽধিবরুণঃ সম্বন্ধাৎ

তড়িতের পর বরুণ। কারণ, তড়িৎ ও বরুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। বিদ্যুতের পর বৃষ্টি হয়। বরুণ জলের দেবতা। দেবযান পথের আদিত্যর পরবর্ত্তী অংশ এইরূপ : (৮) চন্দ্র (৯) বিদ্যুৎ, (১০) বরুণ, (১১) ইন্দ্র, (১২) প্রজাপতি (১৩) ব্রহ্ম।

আতিবাহিকাঃ তল্লিঙ্গাৎ (৪।৩।৪)

শঙ্করভাষ্য : দেবযান-পথে অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি যে সকল শব্দ পাওয়া যায়, তাঁহারা "আতিবাহিকাঃ" অর্থাৎ তাঁহারা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে বহন করিয়া লইয়া যান, "তল্লিঙ্গাৎ" সেরূপ চিহ্ন বেদে পাওয়া যায়। বেদ বলিয়াছেন, "চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।১৫।৫), অর্থাৎ চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, তিনি অমানব পুরুষ, তিনি জীবকে ব্রহ্ম পর্যন্ত লইয়া যান। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যুতের পূর্ব্বে অগ্নি, দিবস প্রভৃতি যে সকল নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারাও জীবকে দেবযান-পথে বহন করিয়া লইয়া যান। প্রভেদের মধ্যে বিদ্যুৎ হইতেছেন অমানব পুরুষ, অন্য সকলে মানব পুরুষ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ (৪।৩।৫)

শঙ্করভাষ্য : 'উভয়ব্যামোহাৎ' মৃত্যুর সময় জীব অচেতন থাকে ; অগ্নি, দিবস, কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতি বস্তু সকলও অচেতন, 'তৎসিদ্ধেঃ'

অতএব জীবের যাহাতে গমন "সিদ্ধ" হয়, তজ্জন্য বুঝিতে হইবে যে, বেদে অগ্নি, দিবস, কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতি অচেতন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয় নাই। ঐ সকল বস্তুর সচেতন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মৃত ব্যক্তির জীবাত্মাকে নিজ নিজ অধিকারের মধ্য দিয়া লইয়া যান। মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, জীব অজ্ঞান হইয়া যায়। জীবের তখন নিজ হইতে যাইবার ক্ষমতা থাকে না। দেবতারা তাহাকে লইয়া যান, যেমন মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে অন্য লোকেরা ধরিয়া লইয়া যায়। দিবস শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ না করিবার আর একটি কারণ এই যে যিনি দেবযান-পথে যাইবেন, তাঁহার দিবসে মৃত্যু হইবে অথবা রাত্রিতে মৃত্যু হইবে তাহার স্থির নাই, রাত্রিতে মৃত্যু হইলে দিবস পর্য্যন্ত বিলম্ব হয় না; ইহাও উক্ত হইয়াছে। অতএব দিবস, শুক্লপক্ষ প্রভৃতির অর্থ দিবসঅভিমানী দেবতা, শুক্লপক্ষ-অভিমানী দেবতা ইত্যাদি।

রামানুজভাষ্যে এই সূত্র নাই।

বৈদ্যুতেন এব ততঃ তচ্ছ্রুতেঃ (৪।৩।৬)

ততঃ (বিদ্যুৎ লোক হইতে) বৈদ্যুতেন এব (বিদ্যুৎ অভিমানী, দেবতার দ্বারা,—জীব বাহিত হয়) তচ্ছ্রুতেঃ (শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে।) বিদ্যুতের পর এবং ব্রহ্মলোকের পূর্ব্বে বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতির উল্লেখ আছে। বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি জীবকে বহন করেন না, বিদ্যুৎপুরুষই বহন করেন,—বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বাধা দেন না, অথবা অন্য প্রকারে সাহায্য করেন মাত্র।

কার্য্যং বাদরিঃ অস্য গত্যুপপত্তেঃ (৪।৩।৭)

শঙ্করভাষ্য : দেবযান-পথের শেষে উল্লেখ আছে, "স এনান্ ব্রহ্ম-গময়তি," অর্থাৎ সেই বৈদ্যুত পুরুষ জীবগণকে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত লইয়া যান। আচার্য্য বাদরি বলেন, এই ব্রহ্মশব্দের অর্থ পরব্রহ্ম নহে, কার্য্যং" অর্থাৎ পরব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। "অস্য গত্যুপপত্তেঃ," চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নিকট গমনই যুক্তিযুক্ত, পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র বর্ত্তমান তাঁহার নিকট গমন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

রামানুজভাষ্য : বাদরির মত এই যে, যাঁহারা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উপাসনা করেন, তাঁহারাই দেবযান-পথে গমন করেন। যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের গতি যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

বিশেষিতত্বাৎ চ (৪।৩।৮)

শঙ্করভাষ্য : শ্রুতি বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরা পরাবতো বসন্তি" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬।২।১৫), অর্থাৎ সেই বৈদ্যুত পুরুষ জীবগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, তাঁহারা সেখানে হিরণ্যগর্ভের দীর্ঘ বৎসর সকল ধরিয়া বাস করেন,। এখানে ব্রহ্মলোক শব্দে বহুবচন থাকায় বুঝিতে হইবে যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকই লইয়া যান।

রামানুজভাষ্য : যাঁহারা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকে লইয়া যাওয়া হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত।

সামীপ্যাৎ তু তদ্‌ব্যপদেশঃ (৪।৩।৯)

শঙ্করভাষ্য : চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পরব্রহ্মের সমীপে থাকেন, এজন্য তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করা হয়।

রামানুজভাষ্য : বেদ বলিয়াছেন, "স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়তি" অর্থাৎ তিনি (বৈদ্যুত পুরুষ) জীবদিগকে ব্রহ্মের নিকট লইয়া যান। যদি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নিকট লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে বলা উচিত ছিল "ব্রহ্মাণং গময়তি"। কিন্তু এখানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকেই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে; কারণ তিনি ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী। বেদ বলিয়াছেন "যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং" অর্থাৎ পরব্রহ্ম সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ অতঃপরম্‌
অভিধানাৎ (৪।৩।১০)

বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা দেবযান-পথে গমন করেন, তাঁহারা আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মলোক চিরস্থায়ী নহে, মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মলোকেরও ধ্বংস হয়। এজন্য মনে হইতে পারে যে, দেবযান-পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে এই শ্লোকে বলা হইতেছে, "কার্য্যাত্যয়ে", কার্য্য অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অত্যয় অর্থাৎ তিরোধান হইলে "তদধ্যক্ষেণ সহ" সেই ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষের (ব্রহ্মার) সহিত, "অতঃপরম্‌" (ব্রহ্মলোকের পরবর্ত্তী মোক্ষধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন "তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌"), অভিধানাৎ (কারণ বেদ বলিয়াছেন যে, দেবযান-পথে গেলে আর ফিরিয়া আসে না)।

স্মৃতেঃ চ (৪।৩।১১)

স্মৃতি গ্রন্থেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

অনুবাদ: তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পর, প্রলয়ের সময় ব্রহ্মার সহিত পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।

পরং জৈমিনিঃ মুখ্যত্বাৎ (৪।৩।১২)

শঙ্করভাষ্য: জৈমিনি আচার্য্যের মত এই যে, "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" এখানে ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, 'মুখ্যত্বাৎ,' কারণ, ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ পরব্রহ্ম।

রামানুজভাষ্য: যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন, ইহা জৈমিনির মত। পরব্রহ্ম ইচ্ছা অনুসারে অনেক অপ্রাকৃত স্থান সৃষ্টি করেন, তাহাদিগকে 'ব্রহ্মলোকান্' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই সকল স্থানে গমন করিলে অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়।

দর্শনাৎ চ (৪।৩।১৩)

শঙ্করভাষ্য: বেদেও ইহা দেখা যায়। কঠোপনিষদের (৬.১৭) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, হৃদয় হইতে যে নাড়ী মস্তক দ্বারা বহির্গত হয়, সেই নাড়ীর দ্বারা জীব দেহত্যাগ করিলে অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। পরব্রহ্মকে লাভ করিলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় না। সুতরাং দেবযান পথে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা আছে, তাহা পরব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

রামানুজ ভাষ্য: ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, জীব

দেহ ত্যাগ করিয়া দেবযান পথে গমন করিলে পরমজ্যোতিঃ বা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়।

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যাভিসন্ধিঃ (৪।৩।১৪)

শঙ্করভাষ্য: কার্য্যে (উৎপত্তিশীল বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাতে) ন প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ (গতি কখনও অভিপ্রেত হইতে পারে না)। বেদে যেখানে মোক্ষের উপদেশ আছে, সেখানে ব্রহ্মার নিকট গমন কখনও অভিপ্রেত হইতে পারে না। এখানে দুইটি মতের উল্লেখ করা হইল। বাদরির মত এই যে, দেবযান পথে ব্রহ্মার লোকে যাইতে হয়; জৈমিনির মত এই যে, দেবযান পথে পরমব্রহ্মের নিকট যাইতে হয়। সূত্রকার বেদব্যাসের মত এই যে বাদরির মতই সত্য, জৈমিনির মতটি সত্য নহে। কারণ, পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার নিকট যাইতে হইবে এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। মোক্ষের প্রসঙ্গে দেবযান-পথের উল্লেখ আছে বলিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, দেবযান-পথে পরমব্রহ্মের নিকট যাইবার কথা আছে। কারণ, মোক্ষের পথে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকে যাওয়া অসম্ভব নহে। বেদে এরূপ কথা আছে যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, প্রলয় প্রভৃতি হয়,—সেখানে ব্রহ্মকে সবিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা: নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং ইত্যাদি। সবিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য এবং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সবিশেষ শ্রুতিবাক্য নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্যের অঙ্গ। নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্য এক

অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে, এইরূপ ব্রহ্মকে পাইলে আর কিছু আকাংক্ষার বস্তু পাইতে বাকি থাকে না। সবিশেষ শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য জগতের সকল দ্রব্য ব্রহ্মাত্মক ইহাই প্রতিপাদন করা। ব্রহ্মের অনেক প্রকার শক্তি আছে, ইহা প্রতিপাদন করা ঐ সকল বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। জীব পরব্রহ্মের নিকট গমন করে এই মত গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, জীব ব্রহ্মের অবয়ব অথবা ব্রহ্মের বিকার, অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন,—কিন্তু এই ত্রিবিধ কল্পনাই দোষযুক্ত। যদি কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জীবের স্বভাব হয়, যদি জীব জ্ঞানগম্য ব্রহ্মের সহিত এক না হন, তাহা হইলে কিছুতেই জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার হয়; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল ব্যবহার লোপ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দেবযান-পথে গতি হইতে পারে না, কোন পথেই গতি হইতে পারে না। সগুণ বিদ্যার উপাসনা করিলে মৃত্যুর পর জীবের দেবযান প্রভৃতি পথে গতি হয়। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, অথবা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে গতি হইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে গতি হইতে পারে না। ব্রহ্ম যদিও একই বস্তু, তথাপি দুই প্রকারে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে সকল বিশেষ নিষেধ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পরব্রহ্মের উপদেশ। যেখানে অবিদ্যাকৃত উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে অপর ব্রহ্মের উপদেশ।

রামানুজ এই সূত্র এই ভাবে লিখিয়াছেন :

ন চ কার্য্যে প্রত্যভিসন্ধিঃ

জৈমিনির মত এই যে, দেবযান-পথ দ্বারা "কার্য্যব্রহ্ম" অর্থাৎ চতুর্মুখ

ব্রহ্মার নিকট যাওয়া হয় ইহা বেদের 'অভিসন্ধি' বা উপদেশ নহে; পরব্রহ্মের নিকট যাওয়া হয়, ইহাই উদ্দেশ্য।

অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি ইতি বাদারায়ণঃ
উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ (৪।৩।১৫)

শঙ্করভাষ্য: যাঁহারা সাক্ষাৎ নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর কোথাও গতি হয় না, মৃত্যুর সময়ই মোক্ষ হয়। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে: যাঁহারা প্রতীক আলম্বন ব্যতীত উপাসনা করেন (অপ্রতীকালম্বনান্ *) তাঁহাদের মৃত্যুর পর বৈদ্যুত পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান (নয়তি), ইহাই আচার্য্য বাদরায়ণের মত (সূত্রকার ব্যাসদেবের ইহা সিদ্ধান্ত); যাঁহারা প্রতীক আলম্বনপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না, অন্যলোকে গতি হয়। 'উভয়থা অদোষাৎ', প্রতীক উপাসনা করিলে এক প্রকার গতি হইবে, প্রতীকের সাহায্য ব্যতীত উপাসনা করিলে অন্য প্রকার গতি হইবে, এই দুই প্রকার গতি কল্পনা করিলে কোনও দোষ হয় না। 'তৎক্রতুঃ চ', যে উপাসক যেরূপ ধ্যান করেন, তাঁহার সেইরূপ গতি হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম: কারণ, বেদ বলিয়াছেন, "তং যথা যথা উপাসতে তৎ এব (ভবন্তি)" অর্থাৎ তাঁহাকে যাঁহারা যে ভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারা তাহাই হন।

---

* সূর্য্য, আকাশ বা অন্য কোনও বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিলে প্রতীক আলম্বনপূর্ব্বক উপাসনা করা হয়।

রামানুজ-ভাষ্যে এই সূত্রটি একটু বিভিন্ন প্রকারে দেওয়া হইয়াছে ঃ "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি ইতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ"। রামানুজ বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে আচার্য্য বাদরায়ণের এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে,—যাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্ট কোনও বস্তুকে উপাসনা করেন, তাঁহাদের দেবযান-পথে গমন হয় না। অপরপক্ষে প্রতীক আলম্বনের সাহায্যে "পরব্রহ্মকে" উপাসনা করিলেও দেবযান-পথে গতি হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বরসৃষ্ট কোনও বস্তুকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করিলে শ্রেষ্ঠ গতি (অর্থাৎ দেবযান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি) হয় না যাঁহারা প্রতীক আলম্বনের সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, অথবা যাঁহারা দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি বস্তু হইতে ভিন্ন কেবল আত্মাকে ব্রহ্মার অংশরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠ গতি হয়। 'উভয়থা চ দোষাৎ' অর্থাৎ উভয় পক্ষেই দোষ আছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুকে উপাসনা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, এই মতেও দোষ আছে। কেবল পরব্রহ্মকে উপাসনা না করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না এই মতেও দোষ আছে। 'তৎক্রতুঃ চ' যে ভাবের উপাসনা করা হয়, সেই ভাব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং শুদ্ধ আত্মার উপাসনা করিলেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কারণ শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ এক প্রকার (উভয়েই জ্ঞানময় বস্তু)।

বিশেষং চ দর্শয়তি (৪।৩।১৬)

শঙ্করভাষ্য : 'বিশেষং চ (পার্থক্যও) দর্শয়তি (বেদ দেখাইয়াছেন)। বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতীকোপাসনার ফল অন্য প্রকার। "স যো নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ নাম্নো গতং তত্র অস্য

যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।১।৬), অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, নামের যতদূর গতি ততদূর তাহার ইচ্ছামত গতি হয়। তাহার পর বলা হইয়াছে যে, নাম অপেক্ষা বাক্য বড় যে ব্যক্তি বাক্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, বাক্যের যতদূর গতি, তাহার ততদূর ইচ্ছামত গতি হয়। তাহার পর বলা হইয়াছে যে, বাক্য অপেক্ষা মন বড় ইত্যাদি। সুতরাং প্রতীক আলম্বন পূর্ব্বক উপাসনা করিলে ফলের তারতম্য হয়। প্রতীক আলম্বন ব্যতীত ব্রহ্মের উপাসনা করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষলাভ হয়।

রামানুজও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে পূর্ব্বোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি এইভাবে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন: যাহারা কোনও অচেতন বস্তু অথবা অচেতন মিশ্রিত চেতন বস্তুকে উপাসনা করে, তাহাদের দেবযান-পথে গতি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ (৪।৪।১)

মোক্ষলাভপ্রসঙ্গে বেদ বলিয়াছেন "এবম্ এব এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩), অর্থাৎ এই প্রকারে এই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে আবির্ভূত হন। এইখানে সংশয় হইতে পারে, স্বর্গলোকে জীব যেমন নূতন দেহ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে কোনও নূতন দেহ প্রাপ্ত হন কি ? ইহার উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। "সম্পদ্য আবির্ভাবঃ" সম্পদ্য অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া যে আবির্ভাব হয় অর্থাৎ জীবের যেরূপ প্রকাশ হয়, তাহা কোনও আগন্তুক রূপ নহে, "স্বেন শব্দাৎ" কারণ, বেদ "স্বেন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। যদি কোনও নূতন দেহ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে "স্বেন" শব্দ ব্যবহার হইত না।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ (৪।৪।২)

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে যে নিজ স্বরূপের আবির্ভাব, তাহা সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত। "প্রতিজ্ঞানাৎ" কারণ, বেদে ঐ স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব দেহসংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ নানাবিধ দুঃখ পায়, কেহ অন্ধ হয়, রোদন করে, ইত্যাদি। তাহার পর দেহসম্বন্ধবিমুক্ত

হইলে প্রিয় বা অপ্রিয় এরূপ বোধ থাকে না, "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছান্দোগ্য ৮।১২।১)। তাহার পর শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (৮।১২।৩) সুতরাং এই যে, জীবের নিজস্বরূপ, ইহা সকল দেহের বন্ধন হইতে বিমুক্ত।

আত্মা প্রকরণাৎ (৪।৪।৩)

শঙ্করভাষ্য : পূর্ব্বের (৪।৪।১) সূত্রে এই উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩), অর্থাৎ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে আবির্ভাব হয়। এখানে 'জ্যোতিঃ' শব্দের অর্থ 'আত্মা'। "প্রকরণাৎ" কারণ, এখানে আত্মার প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্যের পূর্ব্বে শ্রুতি বলিয়াছেন, "য আত্মা অপহতপাপ্‌মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" (ছান্দোগ্য, ৮।৭।১), অর্থাৎ যে আত্মা (পরমাত্মা) সকল পাপ হইতে মুক্ত, যাহার জরা নাই মৃত্যু নাই। অতএব এখানে আত্মার কথা হইতেছে।

রামানুজভাষ্য : জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণ জীবাত্মার স্বাভাবিক। জীব যে সকল অন্যায় কর্ম্ম করে, তাহাতে তাহার এই সকল গুণ আবৃত থাকে। যখন জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, এবং তাহার জ্ঞান, আনন্দ, প্রভৃতি গুণ আবির্ভূত হয়।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ (৪।৪।৪)

শঙ্করভাষ্য : জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন পরমাত্মা হইতে ভিন্নভাবে অবস্থান করে, অথবা একভাবে অবস্থান করে ? ইহার

উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে 'অবিভাগেন'। অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে কোনও বিভাগ থাকে না। 'দৃষ্টত্বাৎ', শ্রুতিতে এইরূপ বাক্য দেখা যায়, 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমিই ব্রহ্ম) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম)।

রামানুজভাষ্য : পরমাত্মা হইতেছেন জীবাত্মার আত্মা, এজন্য জীবাত্মা মুক্তিলাভ করিলে পরমাত্মা হইতে নিজকে বিভক্ত বলিয়া মনে করে না। বিভক্ত বোধ না করিলেও জীবাত্মা যে পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায় না, তাহা নিম্নলিখিত সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (২।১।২২) "অধিকোপদেশাৎ" (৩।৪।৮)।

ব্রাহ্মেন জৈমিনিঃ উপন্যাসাদিভ্যঃ (৪।৪।৫)

ব্রহ্মলাভ হইলে জীবের যে স্বরূপ হয়, তাহা "ব্রাহ্ম" রূপ, অর্থাৎ তাহাতে কোনও পাপ থাকে না, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ থাকে। "জৈমিনিঃ", ইহা আচার্য্য জৈমিনির মত। "উপন্যাসাদিভ্যঃ", কারণ, মুক্ত আত্মা সম্বন্ধে এই সকল গুণের উপন্যাস বা উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা"—এই আত্মার পাপ থাকে না। "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ", এই আত্মা যাহা কামনা করে সব সত্য হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীবের যে স্বরূপের আবির্ভাব হয় তাহা কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহে ; নিষ্পাপত্ব, সত্যকামত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের যে সকল গুণ আছে, মুক্ত জীবে সেই সকল গুণ আবির্ভূত হয়।

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ (৪।৪।৬)

আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত এই যে, মুক্ত জীবের স্বরূপ "চিতিতন্মাত্র" অর্থাৎ সব বিশেষ রহিত কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ "তদাত্মকত্বাৎ" কারণ, এই স্বরূপই জীবের আত্মা।

এবম্ অপি উপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাৎ অবিরোধম্ (৪।৪।৭)

(শঙ্কর)—আচার্য্য বাদরায়ণের মত এই যে, "এবম্ অপি" জীবের স্বরূপ চৈতন্য মাত্র ইহা স্বীকার করিলেও 'অবিরোধম্" জীবের নিষ্পাপত্ব, সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে, উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, "উপন্যাসাৎ" কারণ শ্রুতিতে আবির্ভূত-স্বরূপ মুক্ত জীবের এই সকল গুণের উল্লেখ আছে "পূর্ব্বভাবাৎ" কারণ মুক্তির পূর্ব্বে এই সকল গুণ থাকে।

রামানুজভাষ্য :—'এবম্ অপি' অর্থাৎ ইহা স্বীকার করিলেও (যে কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ) এই 'এবম্ অপি' পদ দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাদরায়ণের ইহা মত নহে যে কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। শ্রুতিতে আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "প্রজ্ঞানঘন এব" ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। ইহার অর্থ এই যে, আত্মার এমন কোনও অংশ নাই, যাহা জড়ের ন্যায় নিজ প্রকাশের জন্য অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করে,—সমগ্র আত্মাই স্বপ্রকাশ। 'উপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাৎ' ইহার অর্থ এইরূপ,—'উপন্যাসাৎ' অর্থাৎ শ্রুতিতে যখন উপন্যাস বা উল্লেখ আছে, তখন পূর্ব্বে উল্লিখিত নিষ্পাপত্ব সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণের 'ভাব' অর্থাৎ সদ্ভাব স্বীকার করিতে হইবে।

সংকল্পাৎ এব তু তচ্ছ্রুতেঃ (৪।৪।৮)

শঙ্করভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাৎ এব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (৮.২.১), অর্থাৎ তিনি যদি পূর্ব্বপুরুষগণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্র পূর্ব্বপুরুষগণ উত্থিত হইবেন। পূর্ব্বপুরুষগণের উৎপত্তির জন্য ইচ্ছা বা সংকল্প ভিন্ন আর কিছুই প্রয়োজন হইবে না.—"সংকল্পাৎ এব", কেবল সংকল্প হইতে তাঁহারা উত্থিত হইবেন "তচ্ছ্রুতেঃ", কারণ শ্রুতিতে এইরূপই বলা হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : পিতৃগণ যেরূপ মুক্তজীবের সংকল্প হইতে উত্থিত হন, সেইরূপ মুক্ত জীব অপর যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, ইচ্ছামাত্র সকলই প্রাপ্ত হন।

অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ (৪।৪।৯)

শঙ্করভাষ্য : "অতএব চ"—এই কারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি "অনন্যাধিপতিঃ"—তাঁহার অন্য অধিপতি হয় না।

রামানুজভাষ্য : আত্মজ্ঞ ব্যক্তি অনন্যাধিপতি হন, ইহার অর্থ এই যে, তিনি বিধি-নিষেধের যোগ্য থাকেন না। শাস্ত্রের আদেশ পালন করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকে না। এইজন্য শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "স স্বরাট্ ভবতি" অর্থাৎ তিনি স্বরাট্ হন।

অভাবং বাদরিঃ আহ হি এবম্ (৪।৪।১০)

এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, মোক্ষ লাভ হইলেও মনের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না, কারণ মুক্ত অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি পূর্ব্বপুরুষ-

গণকে কামনা করিলে তাঁহার ইচ্ছামাত্র তাঁহারা উপস্থিত হন। মন না থাকিলে কামনা বা ইচ্ছা হইতে পারে না। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে. মুক্ত পুরুষের শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে কি না। আচার্য্য বাদরি বলেন, "অভাবং" শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে না, "আহ হি এবম্"—শ্রুতি ইহা বলিয়াছেন। যথা "মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে", অর্থাৎ মনের দ্বারা এই সকল কামনার বস্তু দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। যদি শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি ইহা বলিতেন না যে, "মনের দ্বারা" দর্শন করে।

ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ। (৪।৪।১১)

জৈমিনি আচার্য্যের মতে "ভাবং" অর্থাৎ মুক্ত অবস্থাতেও জীবের শরীর থাকে, "বিকল্পামনাৎ" কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্ত জীব বিবিধ রূপ গ্রহণ করিতে পারেন—"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছান্দোগ্য, ৭।২৬ ২), অর্থাৎ তিনি একরূপ হন, তিনি তিন রূপ হন। আত্মা এক, অতএব আত্মা দুই তিন রূপ হইতে পারে না; আত্মার উপাধি দুই তিন রূপ হইতে পারে।

দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণঃ অতঃ (৪।৪।১২)

শঙ্করভাষ্য: অতঃ (যেহেতু কোনও শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীবকে অশরীর বলা হইয়াছে, আবার অন্য শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীবকে বিবিধ রূপযুক্ত অতএব শরীরযুক্ত বলা হইয়াছে) বাদরায়ণঃ (এ জন্য আচার্য্য বাদরায়ণ এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন) উভয়বিধং (মুক্ত জীব শরীরযুক্ত হইতে পারেন. এবং শরীরমুক্তও হইতে পারেন—যখন শরীরযুক্ত

হইতে ইচ্ছা করেন, তখন শরীরযুক্ত হন—যখন অশরীর হইতে ইচ্ছা করেন, তখন অশরীর হন) দ্বাদশাহবৎ (যেমন দ্বাদশাহ নামক যজ্ঞ সম্পৎকামনাতেও করা যায়, পুত্রকামনাতেও করা যায়)।

রামানুজ "অতঃ" ইহার অর্থ করিয়াছেন, "সংকল্পহেতোঃ"। যখন সশরীর হইতে সংকল্প করেন, তখন সশরীর হন; যখন অশরীর হইতে সংকল্প করেন, তখন অশরীর হন।

তন্বভাবে স্বপ্নবৎ উপপদ্যতে (৪।৪।১৩)

শঙ্করভাষ্য : "তনু-অভাবে" যখন তনু বা দেহ থাকে না, "স্বপ্নবৎ" স্বপ্নের ন্যায়, "উপপদ্যতে" যুক্তিযুক্ত হয়। স্বপ্নের সময় যে সকল বস্তু উপলব্ধ হয়, সে সকল না থাকিলেও উপলব্ধি করা যায়, সেইরূপ মুক্ত পুরুষের যখন দেহ থাকে না, তখনও বিবিধ বস্তু উপলব্ধ হইতে পারে।

রামানুজভাষ্য : মুক্ত পুরুষ ইচ্ছামাত্র যে সকল পিতৃলোক প্রভৃতি প্রাপ্ত হন, সে সকল পিতৃলোক প্রভৃতি বস্তু তাঁহার নিজের সৃষ্ট পদার্থ নহে। তিনি সত্যসংকল্প হন, সুতরাং ইচ্ছা হইলে সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু স্বপ্নের সময় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়, সেইরূপ মুক্ত অবস্থায় যাহা দেখেন তাহা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ (৪।৪।১৪)

শঙ্করভাষ্য : "ভাবে" যখন মুক্তপুরুষের শরীর থাকে, "জাগ্রদ্বৎ" জাগ্রত অবস্থায় যেমন বাহ্য জগতে যে সকল বস্তু থাকে সেই সকল বস্তুর উপলব্ধি হয়, মুক্ত অবস্থায় সেরূপ বিবিধ বস্তুর উপলব্ধি হয়।

রামানুজভাষ্য : "জাগ্রদ্বৎ" জাগ্রৎ পুরুষের ন্যায় মুক্ত পুরুষও, "ভাবে" পিতৃলোক প্রভৃতি উপকরণ লইয়া লীলারস অনুভব করেন। ঈশ্বর যেমন নিজের অংশ হইতে দশরথ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের পুত্র প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন, সেইরূপ মুক্ত পুরুষদের লীলার জন্য তাঁহাদের পিতৃলোক প্রভৃতি সৃষ্টি করেন,—আবার কথনও বা মুক্ত পুরুষরা নিজেরাই পিতৃলোক প্রভৃতি সৃষ্টি করেন।

প্রদীপবৎ আবেশঃ তথাহি দর্শয়তি (৪।৪।১৫)

শঙ্করভাষ্য : ৪।৪।১১ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষ অনেক শরীর গ্রহণ করিতে পারেন। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, সকল শরীরগুলির মধ্যে আত্মা থাকে, অথবা একটি শরীরেই আত্মা থাকে, অপর শরীরগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় আত্মাহীন থাকে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত পুরুষ যখন একাধিক শরীর গ্রহণ করেন, তখন যোগবিদ্যাপ্রভাবে সকল শরীরের মধ্যেই তাঁহার "আবেশ" থাকে, "প্রদীপবৎ" যেমন এক প্রদীপ লইতে অনেক প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ এক আত্মা হইতে সকল শরীরই আত্মাসংযুক্ত হয়। "তথা হি দর্শয়তি" শাস্ত্রে এই কথাই দেখান হইয়াছে ; "মুক্ত পুরুষ একরূপে থাকে, তিনরূপে থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : প্রদীপের আলোক যেমন নিজের অংশ দ্বারা দূরস্থ প্রদেশ আলোকিত করে, সেইরূপ মুক্ত আত্মা তাহার চৈতন্য-ময় অংশ দ্বারা অনেকগুলি শরীরকে চৈতন্যময় করিতে পারে।

অথবা আত্মা অণুপরিমাণ হইলেও যেমন তাহার চৈতন্যময় অংশ দ্বারা একটি মানবদেহের সকল অংশে আত্মাভিমান সৃষ্টি করে, সেইরূপ আত্মা যোগশক্তি প্রভাবে একাধিক শরীরকেও চৈতন্যময় করিতে পারে। অমুক্ত জীবের জ্ঞান তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এজন্য তাহার দেহের বাহিরে প্রসারিত হইতে পারে না। মুক্ত জীবের জ্ঞান সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে না, এজন্য ইচ্ছামত ভিন্ন দেহেও সঞ্চারিত হইতে পারে।

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষং আবিষ্কৃতং হি (৪।৪।১৬)

শঙ্করভাষ্য : "স্বাপ্যয়" অর্থাৎ সুষুপ্তি (যে অবস্থায় "স্বম্" অর্থাৎ নিজস্বরূপকে "অপীতো ভবতি" অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) "সম্পত্তি" অর্থাৎ মুক্তি (যে অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাব "সম্পন্ন" হয়)। "স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ অন্যতরাপেক্ষং" অর্থাৎ সুষুক্তি বা মুক্তির মধ্যে একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, সে অবস্থায় সব একাকার হইয়া যায় কোনও প্রভেদ থাকে না। পিতৃলোক প্রভৃতি উৎপত্তির কথা মুক্ত জীব সম্বন্ধে বলা হয় নাই। যাহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদের স্বর্গাদিলোকের ন্যায়, উৎকৃষ্ট লোকে সুখভোগকে লক্ষ্য করিয়া পিতৃলোক প্রভৃতির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : বেদ বলিয়াছেন, "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্" (বৃহদারণ্যক, ৬৩।২১), অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্য অথবা অন্তরের কিছুই জানে না। এখানে যদি মুক্ত আত্মার জ্ঞানলোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষকে কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর

এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। স্বাপায় অর্থাৎ সুষুপ্তি। সম্পত্তি অর্থাৎ মৃত্যু। এই শ্রুতিবাক্যে যে জ্ঞানলোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সুষুপ্তি অথবা মৃত্যুর মধ্যে অন্যতর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। মুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। সুষুপ্তি এবং মৃত্যুর সময় জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কিছুই অনুভব করে না। রামানুজ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সুষুপ্তি ও মৃত্যুর সময় জ্ঞান থাকে না, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞত্ব আবির্ভাব হয়।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাৎ চ (৪।৪।১৭)

শঙ্করভাষ্য : যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন—ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি ঈশ্বরের শক্তি লাভ করেন, "জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জং" জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপারে যে শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তি লাভ করেন না।

রামানুজভাষ্য : মুক্ত পুরুষ জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির শক্তি পান না।) ব্রহ্মকে অনুভব করিবার জন্য যতখানি শক্তির প্রয়োজন হয়, কেবল ততখানি শক্তি পান। "প্রকরণাৎ", যেখানে বেদে জগৎসৃষ্টির কথা আছে, সেখানে ব্রহ্মের প্রকরণ (প্রসঙ্গ) দেখিতে পাওয়া যায়। "অসন্নিহিতত্বাৎ," সেই বাক্যের নিকটে মুক্ত পুরুষের উল্লেখ দেখা যায় না।

প্রত্যক্ষোপদেশাৎ ইতি চেৎ ন আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ

(৪।৪।১৮)

শঙ্করভাষ্য : কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, বেদে প্রত্যক্ষ উপদেশ দেখা যায় যে, মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। যথা "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ১।৬।২), তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে, "ন" না এই বাক্য মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে বলা হয় নাই, "অধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ', সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

রামানুজভাষ্য : "স স্বরাড়্ ভবতি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের এরূপ অর্থ নহে যে, মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি করিতে পারেন। উদ্দেশ্য এই যে, "আধিকারিক" অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট যাঁহারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা—চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তাঁহাদের 'মণ্ডল" অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান, সেই সকল স্থানে যে সকল ভোগের বিষয় থাকে, তাহাই "মণ্ডলস্থ" ভোগ, সেই সকল ভোগের কথাই এখানে বলা হইয়াছে ("উক্তেঃ"), যিনি স্বরাট হন, তিনি সেই সকল ভোগ প্রাপ্ত হন, জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন না।

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিম্ আহ (৪।৪।১৯)

শঙ্করভাষ্য : "বিকারাবর্ত্তি চ", ঈশ্বর কেবল বিকারশীল জগৎরূপে অবস্থান করেন না, তিনি তাহার বাহিরেও (transcendent অবস্থান করেন। "তথাহি স্থিতিম্ আহ", ঈশ্বর যে এই দুইরূপে অবস্থান করেন, তাহা বেদ বলিয়াছেন। যথা "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি", (ছান্দোগ্য, ৩।১২।৬), অর্থাৎ

জগতের যাবতীয় প্রাণী তাঁহার এক অংশ, তাঁহার তিন অংশ অমৃতরূপে স্বর্গে অবস্থান করে।

রামানুজভাষ্য : 'বিকার' অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি। তাহাতে যিনি থাকেন না তিনি 'বিকারাবর্ত্তি', অর্থাৎ জন্মাদিবিকারহীন ব্রহ্ম; "তথাহি স্থিতিম্ আহ" মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের বিভূতিরূপে থাকেন, ইহা বেদ বলিয়াছেন। "যদা হি এব এষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে…অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সঃ অভয়ং গতো ভবতি", অর্থাৎ যখন মুক্ত পুরুষ এই অদৃশ্য ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা পায়, তখন সে অভয়কে প্রাপ্ত হয়। মুক্ত পুরুষ বিভূতির সহিত ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া বিকারের অন্তর্গত জগৎকে ভোগ করে।

দর্শয়তঃ চ এবং প্রত্যক্ষানুমানে (৪।৪।২০)

শঙ্করভাষ্য : 'প্রত্যক্ষানুমানে' অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি, "এবং দর্শয়তঃ চ" দেখায় যে ব্রহ্ম বিকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। যথা, শ্রুতি—'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" (উপনিষদ্) অর্থাৎ সূর্য্য সেখানে প্রকাশ পায় না। এবং স্মৃতি : "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" (গীতা) অর্থাৎ ব্রহ্মকে সূর্য্য আলোকিত করে না।

রামানুজভাষ্য : শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা দেখায় যে, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি ব্যাপার কেবল পরমেশ্বরেরই অসাধারণ গুণ,—মুক্ত পুরুষের এই গুণ নাই।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ চ (৪।৪।২১)

শঙ্করভাষ্য : যাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা না করিয়া তাঁহার কোনও বিকারমূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদের কেবলমাত্র ভোগই

ঈশ্বরের সমান হয় (ভোগমাত্রসাম্য), এই লক্ষণ লইতে (লিঙ্গাৎ) ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের ঈশ্বরের সমান শক্তি হয় না, তাঁহারা জগৎ প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন না।

রামানুজভাষ্য: মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগই ঈশ্বরের সমান, অতএব মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না। "সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (উপনিষদ্), অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম ভোগ করিয়া থাকেন।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ (৪।৪।২২)

শঙ্করভাষ্য: "অনাবৃত্তিঃ" যাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন তাঁহাদিগের পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, "শব্দাৎ" —কারণ বেদ ইহা বলিয়াছেন। তাঁহারা দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেখানে বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হন, মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মলোকের ধ্বংস হয় তখন তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দেবযান পথে যাইতে হয় না, তাঁহারা মৃত্যুমাত্র মোক্ষলাভ করেন।

অধ্যায় শেষ হইল বলিয়া "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই কথাটি দুইবার বলা হইল।

রামানুজভাষ্য: সমগ্র দোষ হইতে মুক্ত এবং সমস্ত কল্যাণ-গুণের আকর ব্রহ্মের অস্তিত্ব যেমন বেদ হইতে জানা যায়, সেইরূপ ইহাও বেদ হইতে জানা যায় যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া ব্রহ্মের সেবা করিলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত

ব্রহ্মসূত্র সমাপ্ত